ঐতিহাসিক কহ্লণ বিরচিত–

রা
জ
ত
র
ঙ্গি
ণী

মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনুদিত

শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়

জি. ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং

২২এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
জি. ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং পক্ষে
শ্রীবিমল কুমার মুখোপাধ্যায়

Historian Kalhan's
RAJTARANGINI
A Bengali Version
from Sanskrit Script

প্রথম প্রকাশ ঃ
রথযাত্রা, আষাঢ়
১৩৬৭

মুদ্রক ঃ
কালী প্রেস
সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

G. Bharadwaj & Co.
22A, College Row,
Calcutta-9

ভূমিকা

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার অতিশয় বিপুল এবং বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। মানব জাতির চিন্তা ও কল্পনা সাহিত্যের মধ্য দিয়া যত বিভিন্ন প্রকারে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে তাহার প্রায় সকল বিভাগেরই বিষয় বস্তু এই সাহিত্যের উপজীব্য। ধর্ম্ম, দর্শন, সংস্কার, আচার-ব্যবহার, কথা-সাহিত্য, নাট্য-সাহিত্য, কাব্য, গীতি, কবিতা প্রভৃতি প্রচলিত বিষয় ছাড়াও এই সাহিত্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর বিভাগ—যেমন যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পবিদ্যা (বাস্তু ভাস্কর্য, চিত্র), কামশাস্ত্র, এমন কি চৌর্যশাস্ত্রের গ্রন্থও এই ভাণ্ডারে দুষ্প্রাপ্য নহে। কিন্তু কেবল একটি বিষয়ে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়—সেটি ইতিহাস। প্রকৃত ইতিহাস বলিতে আমরা যাহা বুঝি বা বোঝা উচিত সে সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের গ্রন্থভাণ্ডার অতিশয় দীন, প্রায় রিক্ত বলিলেও চলে। সংস্কৃতে 'ইতিহাস' এই শব্দ অপরিচিত নহে—ইহার ধাতুগত ব্যাখ্যা—ইতি + হ + আস= অর্থাৎ—এই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রাচীন হিন্দুরা সকল বিষয়েই গ্রন্থ লিখিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের জাতীয় জীবনে অথবা এই বিশাল মহাদেশ ভারতবর্ষে কি ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণ অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করেন নাই। পুরাণে প্রাচীন রাজবংশ ও রাজার নামের তালিকা আছে—হিন্দুযুগের শেষকালে রচিত নেপাল, গুজরাট প্রভৃতি কয়েকটি দেশেরও অনুরূপ রাজবংশের তালিকা পাওয়া যায়—কিন্তু ভারতবর্ষের কোন ঐতিহাসিক বিবরণ হিন্দুরা লিপিবদ্ধ করেন নাই।

কেবলমাত্র একখানি এই শ্রেণীর গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল—রাজতরঙ্গিণী। ইহা কাশ্মীরের ইতিহাস—কহ্লণ পণ্ডিত ৪২২৪ লৌকিক অব্দে (১১৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) ইহার রচনা আরম্ভ করেন এবং পর বৎসরে ইহা শেষ হয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন হিন্দুযুগের এই একখানি মাত্র গ্রন্থে—হিন্দু জাতির বা ভারতবর্ষের নহে কেবল মাত্র এই মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত কাশ্মীরের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা সরস্বতীর কৃপণ হস্তের মুষ্টিভিক্ষা মাত্র।

কিন্তু মুষ্টি হইলেও ইহা স্বর্ণমুষ্টি। বস্তুতঃ এই গ্রন্থে বর্তমান কালের আদর্শ অনুসারে প্রকৃত ইতিহাসের যে সব লক্ষণ থাকা উচিত তাহার প্রায় সবগুলিই পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ ইতিহাসের যে সমুদয় লক্ষণ কালক্রমে মধ্যযুগে তাহা লোপ পাইয়াছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে

ইউরোপে এই প্রাচীন আদর্শের কেবল পুনরুদ্ধার হইয়াছে তাহা নহে, নানা রকমে ইহার যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে তাহা আধুনিক যুগে ইতিহাসের একমাত্র বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। মধ্য যুগে মুসলমান ও ইউরোপের কয়েকজন খৃষ্টান যে সমুদয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার অনেক দোষ ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্যই এই নূতন প্রণালীর উদ্‌ভব হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে এই আধুনিক প্রণালীর বিশিষ্ট লক্ষণগুলি প্রায় সকলই বিদ্যমান।

এই লক্ষণগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। দুইটি মাত্র উল্লেখ করিলেই আমার বক্তব্য প্রমাণিত হইবে।

প্রথমতঃ জনশ্রুতি মাত্রই ইতিহাসের উপকরণ নহে—নানারূপ বিচারের দ্বারা ইহার সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে হইবে। এবং ইহার জন্য যথাসম্ভব সমসাময়িক প্রমাণ—রাজগণের শাসনাবলী, প্রচলিত মুদ্রা ও সমসাময়িক ও প্রাচীন দলিল অনুসন্ধান পূর্বক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকিয়া কেবলমাত্র সত্যের সন্ধান করিবেন। এই দুইটি বিষয়েই কহ্লণ পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণীর অবতরণিকায় যাহা লিখিয়াছেন (পৃষ্ঠা ১-২) তাহা প্রাচীন যুগের কোন ঐতিহাসিকের মুখে সত্যই খুব বিস্ময়কর। তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন 'যে যাহারা সমসাময়িক রাজগণের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের রচনাসমূহ, পূর্ববর্তী লেখকের এগার খানি গ্রন্থ ও নীলপুরাণ, এবং পূর্ববর্তী রাজগণের মন্দির প্রতিষ্ঠার শাসনপত্র, দানপত্র, প্রশস্তিপত্র, ও অপরাপর অনেক গ্রন্থের সাহায্যে যাবতীয় ভুল ভ্রান্তির সংশোধন করিয়াছি এবং কয়েকজন বিস্মৃত রাজার সন্ধান পাইয়াছি।

ঐতিহাসিকের কর্তব্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "যিনি অতীত বিষয়ের বর্ণনা কালে রাগ-দ্বেষ পরিহার করিয়া অনুরাগ বা বিরাগ নিরপেক্ষ 'স্থেয়' অর্থাৎ মধ্যস্থ বা বিচারকের ন্যায় আচরণ করেন, তিনিই শ্লাঘ্য অর্থাৎ প্রশংসার যোগ্য।"

ঐতিহাসিক রচনা সম্বন্ধে তাঁহার কি আদর্শ ছিল তাঁহার পূর্ববর্তী দুইজন ঐতিহাসিক সম্বন্ধে তাঁহার নিম্নলিখিত মন্তব্য হইতেই তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। "সুব্রতের গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে নিষ্ফল পাণ্ডিত্যই প্রকাশিত হইয়াছে, বক্তব্য বিষয় সুপ্রকাশিত হয় নাই।" "ক্ষেমেন্দ্রের 'নৃপাবলি'তে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অসতর্কতার জন্য ইহার কোন অংশই দোষশূন্য নহে।" ইহা হইতে বোঝা যায় যে পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব নহে, সরল-সুবোধ্য ভাষায় সতর্কতার সহিত সংগৃহীত ও পরীক্ষিত তথ্যের উপর নির্ভর-করিয়া ইতিহাস

রচনা করিতে হইবে। সর্ব শেষে তাঁহার এই গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কহ্লণ যাহা লিখিয়াছেন তাহাও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য—প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থের "সর্ব প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থে আমি ধারাবাহিক, বর্ণনা প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।"

এই সমুদয় উক্তি পড়িলে মনে হয় যেন বর্তমান যুগের কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক লিখিত তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করিতেছি। কহ্লণ প্রণীত 'রাজতরঙ্গিণীর' ঐতিহাসিক মূল্য যে কত বেশী ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং ইহা যে মধ্যযুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সর্বসাধারণের নিকট সমাদর ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কারণ নাই।

কাশ্মীরের মুসলমান নৃপতি জইনুল আবিদিনের (১৪২১-৭২ খ্রীঃ) আদেশে রাজতরঙ্গিণীর এক অংশ বহ্‌র-উল-অসমার নামে ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়। মুঘলবাদশাহ আকবর কাশ্মীর জয়ের পর ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অল বদায়ূণীকে এই অনুবাদ সম্পূর্ণ করিতে আদেশ দেন। আবুল ফজল ইহার সাহায্যে তাঁহার আইন-ই-অকবরী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস সংকলন করেন। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বে হৈদর মল্লিক রাজতরঙ্গিণীর এক সংক্ষিপ্ত ফার্সী সংস্করণ রচনা আরম্ভ করেন (১৬১৭ খ্রীঃ)। ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ে (Francois Bernier) তাঁহার কাশ্মীর ভ্রমণের বিবরণ উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে তিনি এই ফার্সী গ্রন্থের পরিচয় পাইয়া ইহা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন (১৩৬৪ খ্রীঃ)। কিন্তু এই অনুবাদ গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মুর ক্রফ্‌ট্‌ নামে একজন সাহেব কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর যাইয়া রাজতরঙ্গিণী পুঁথির এক নকল প্রস্তুত করেন এবং ইহা অবলম্বনে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে সংস্কৃত রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত করেন (১৮৩৫)। এই সংস্করণের সাহায্যে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ফরাসি পণ্ডিত ট্রয়ে (M. Troyer) ফরাসি ভাষায় দুই খণ্ডে (১৮৪০-৫২ খ্রীঃ) এবং শ্রীযোগেশ চন্দ্র দত্ত ইংরেজী ভাষায় তিন খণ্ডে (১৮৭৯, ১৮৮৭, ১৮৯৮ খ্রীঃ) এবং বাংলা ভাষায় দুই খণ্ডে (১৮৭৯, ১৮৮৭ খ্রীঃ) রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদ করেন। ইহা ছাড়াও বঙ্গবাসী প্রেস হইতে একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

রাজতরঙ্গিণীর যে সমুদয় সংস্করণ ও বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার অনেক স্থলেই মূল গ্রন্থের প্রকৃত পাঠ ও সঙ্গত ব্যাখ্যার অভাব দেখা যায়। এই অভাব দূর করার জন্য ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সার অরেল ষ্টাইন (Sir Aurel Stein) বহু আয়াস সহকারে একটি বিচারমূলক পাঠ (Critical

edition) প্রকাশ করেন এবং নির্ণয় সাগর প্রেস হইতেও প্রায় ঐ সময়েই পণ্ডিত দুর্গা প্রসাদের সম্পাদনায় একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টাইন এই গ্রন্থের যে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন—তাহাই বহুকাল যাবৎ বিদ্বজ্জন সমাজে রাজতরঙ্গিণীর একমাত্র বিশুদ্ধ অনুবাদ বলিয়া গৃহীত হইত। অতঃ-পর রণজিৎ সীতারাম পণ্ডিত ইংরেজী ভাষায় একটি নূতন অনুবাদ করেন (১৯৩৫)।

পূর্বোক্ত সমুদয় গ্রন্থই বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এবং যদিও দৈবাৎ কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহা খুবই দুর্মূল্য। সম্প্রতি সাহিত্য অ্যাকাডেমি দিল্লী ,হইতে রণজিৎ সীতারাম পণ্ডিতের ইংরেজী অনুবাদ পুনরায় মুদ্রিত করিয়াছেঁ (১৯৬৮)।

এ যাবৎ রাজতরঙ্গিণী সম্বন্ধে যাহা বিবৃত হইল তাহা হইতেই এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যাইবে।

বর্তমানকালে রাজতরঙ্গিণীর মূল গ্রন্থখানি এবং তাহার বাংলা অনুবাদ উভয়ই দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং এই বাংলা অনুবাদখানি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চায় বিশেষ সহায়তা করিবে। প্রাচীন ভারতের একমাত্র ঐতিহাসিক গ্রন্থের এই অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

নিবেদন

আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের নিয়ে এ যুগের একটা মস্ত বড় আক্ষেপ আছে। তাঁদের নাকি ইতিহাস-চেতনা ছিল না। এই বিশাল দেশ ভারতবর্ষ, সুমহান্ তার সভ্যতা, সুপ্রাচীন তার ঐতিহ্য, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধনের মতো তার সম্রাট, পাটলিপুত্র, কাশী, উজ্জয়িনী, কান্যকুব্জের মতো তার রাজধানী, আর্য অনার্য, যবন শক হূণ মিলে তার গণসমন্বয়, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের উত্থানপতন, এমনি দেশের কোনো প্রাচীন ইতিহাস নেই। পূর্বপুরুষরা ধর্মদর্শনের চর্চা করেছেন, কাব্যনাটক রচনা করেছেন, অষ্টাদশ পুরাণ সংকলন করেছেন,—রামায়ণ মহাভারতের মতো মহাকাব্য তো সৃষ্টি করেছেনই,—কিন্তু এমন কিছু রচনা করেন নি যা নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে নানা অনুসন্ধান ও গবেষণার মতো সে যুগের ইতিহাস রচনার প্রয়াসও আরম্ভ হয়েছে ইংরেজ অধিকারের পর। বিদেশী শিক্ষার আলোয় বিদেশী পথিকৃৎদের অনুসরণে ঐতিহাসিকরা অগ্রসর হয়েছেন। তাঁদের পুরোধা হয়েছেন নৃতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদরা। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদানের মধ্যে শিলালিপি, তাম্রলিপি, মুদ্রা ও প্রাচীন শিল্পকীর্তির নিদর্শনগুলি প্রধান। সাহিত্যিক উপাদান পরোক্ষ। এই উপাদানের মধ্যে আছে রামায়ণ ও মহাভারত, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ, কয়েকটি প্রাচীন নাটক ও কাব্য আর কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রমুখ কয়েকটি বিশেষ রচনা। বাকিসমূহ বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

এই সমস্ত উপাদান জুড়ে জুড়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বর্তমান কালে অতি সযত্নে রচিত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের আলো নিরবধি কাল আর বিপুলা ভারতভূমির উপর সমভাবে বর্ষিত হয়নি। কোথাও কোথাও আলোর পাশে দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকার রয়ে গেছে। প্রাচীন ভারতে যদি শিল্পকলা আর সাহিত্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ইতিহাস রচিত হোতো, তাহলে এ যুগের ইতিহাসকারের অনুসন্ধান অনেক সহজ হোতো, প্রেরণা অনেক সার্থক হোতো, সৃষ্টি অনেক সম্পূর্ণ হোতো।

কিন্তু এও এক আশ্চর্য কথা যে হাজার হাজার বছরের কালস্রোতের সঙ্গে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্রোতোধারা ভারতের গণমানসে অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে,— অজ্ঞতা ও তাচ্ছিল্যের মরুপথে সে ধারা কখনো হারায়নি। প্রত্নতত্ত্ববিদদের

আবিষ্কারের আগে আধুনিক মিশর বা ইরাকের মানুষ তাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতির কথা জানতই না। কিন্তু আমরা কখনো আমাদের পূর্বপুরুষদের ভুলিনি। খৃষ্টপূর্ব হাজার বছর আগেকার ছায়াচ্ছন্ন কাহিনী আজও আমাদের অশিক্ষিত কৃষকদের প্রাণে অমর হয়ে আছে। চার হাজার বছর আগে পঞ্চনদীর তীরে যে মন্ত্র রচিত হয়েছিল এ যুগের ব্রাহ্মণ আজও সেই মন্ত্র পাঠ করে।

প্রাচীনের এই জীবন্ত স্মৃতি, মহাকাব্য ও পুরাণের এই চিরন্তণ আকর্ষণ, মন্ত্রের এই চিরঞ্জীব মাহাত্ম্য যে জাতির অন্তরে যুগযুগান্ত ধরে বর্তমান সে জাতির কি ইতিহাস-বোধ ছিলনা? যে জাতির ক্রোড়ে কৌটিল্যের মতো রাজনীতিবেত্তার জন্ম হয়েছিল সে জাতি কি কোনো ঐতিহাসিকের জন্ম দেয়নি? কালিদাসের মতো কবি যে রাজসভা অলংকৃত করেছেন সে সভায় কি কোনো রাজকাহিনীকার ছিলনা?

হিউ-এন্-সাঙ্ ভারতবর্ষ থেকে যেসব পুঁথিপত্র নিয়ে স্বদেশে ফেরেন সেগুলি বহন করতে বাইশটি ঘোড়া লেগেছিল। তাও এসব গ্রন্থ প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য নিয়ে। এই সাহিত্যের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। নালন্দায় তখন একশো শিক্ষাগৃহ, ছাত্রসংখ্যা দশহাজার। সারা প্রাচ্যজগতের শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা নালন্দায় স্থান পাবার জন্যে ব্যাকুল। বিশ্ববিখ্যাত নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সহস্র সহস্র গ্রন্থ কোথায় গেল? কোথায় গেল কাশী, তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, অমরাবতী, বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্যতম নিদর্শন?

সারা আর্যাবর্তে প্রাচীন যুগের একটি স্থাপত্য-নিদর্শন নেই,—একটি প্রাসাদ নেই, একটি মন্দির নেই। শেষ হিন্দু-রাজধানী কান্যকুব্জের নাম মানচিত্র থেকে পর্যন্ত মুছে গেছে। ভারত-ইতিহাস রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিকের জয়জয়কার তো হবেই,—শুধু নালন্দা-অজন্তা নয়, একটি শিলালিপি, একটি ভাস্কর্যমূর্তি, একটি মুদ্রা,—ইতিহাসের সামান্যতম উপাদানটুকু খুঁড়ে তুলে আনতে হয়েছে মাটির নিচে থেকে। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিটি কালজয়ী নিদর্শনকে চূর্ণবিচূর্ণ করে মাটির নিচে কবর দিয়েছিল পরধর্মবিদ্বেষী কালাপাহাড়ের পাঁচশো বছরের চণ্ড শাসন।

সেই পাঁচশো বছরে অভিমানে, হতাশায় আর আত্মধিক্কারে মাটির নিচে মাথা লুকিয়েছিল ভারতের ইতিহাস-চেতনা। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, বিজ্ঞানের সৃজন-প্রেরণার বিনষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রাহুগ্রস্ত সমাজ তার গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাসকে ভুলে ছিল।

মাটি খুঁড়ে পাথরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু বিনষ্ট গ্রন্থ চিরতরে হারিয়ে যায়। কালাপাহাড়ের যুগে কতো মন্দির ধ্বংস হয়েছে কতো

গ্রন্থ পুড়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মুষ্টিমেয় যে কটি রচনা আমরা এ পর্যন্ত ভাগ্যগুণে পেয়েছি, তাতে আর নূতন সংযোজনের আশা বৃথা।

তেমনি পেয়েছি প্রাচীন রাজকবিদের রচিত কটিমাত্র রাজচরিত। যেমন বাণভট্টের হর্ষচরিত, বিল্হণের বিক্রমাংকচরিত, সন্ধ্যাকরের রামচরিত, চন্দ্র বরদায়ীর পৃথ্বিরাজ রাসো। এগুলি ইতিহাসের প্রত্যক্ষ উপাদান।

আর পেয়েছি ইতিহাসকার কহ্লণের বিশাল গ্রন্থ রাজতরঙ্গিণী। মন্দিরময় আর্যাবর্তে উল্লেখযোগ্য একটিমাত্র মন্দির কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দির। সারা উত্তর ভারতে আর কোনো প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন মাত্র নেই। তেমনি সারা আর্যাবর্তের কোনো প্রাচীন রাজ্য বা রাজবংশকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় কোনো ইতিহাসগ্রন্থের সন্ধান এ পর্যন্ত মেলেনি। ঐতিহাসিক রচনার অনন্য নিদর্শন কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী।

রাজতরঙ্গিণী সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ইহাতে প্রাচীন কাল থেকে গ্রন্থকারের সময় ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীর রাজাদের ধারাবাহিক বিবরণ লেখা রয়েছে।

এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীর পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে এ যুগের পাঠকদের উপহার দিয়ে আমি কৃতার্থবোধ করছি। আশাকরি এই অনুবাদ সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে। পরবর্তী সংস্করণে সংস্কৃত মূল শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম তরঙ্গ

দ্বিতীয় তরঙ্গ

তৃতীয় তরঙ্গ

চতুর্থ তরঙ্গ

পঞ্চম তরঙ্গ

ষষ্ঠ তরঙ্গ

সপ্তম তরঙ্গ

অষ্টম তরঙ্গ

রাজতরঙ্গিণী

অবতরণিকা

যিনি সর্পালংকার বিভূষিত, বন্ধনহীন ব্যক্তি যাঁহার মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই শিবরূপ কল্পবৃক্ষের বন্দনা করি।

অর্ধনারীশ্বর ভগবান শিবের বাম ও দক্ষিণভাগ তোমাদের যশ প্রদান করুন। বাম অংশে ললাটভাগ কুঙ্কুম-তিলক শোভিত, কর্ণমূল দোলায়মান কুণ্ডল সজ্জিত, কণ্ঠশোভা শঙ্খের ন্যায় নির্মল শুভ্র, দক্ষিণ অংশে ললাট অগ্নিশিখাযুক্ত, কর্ণযুগল ক্রীড়াশীল সর্পবেষ্টিত, গলদেশ বিষপূর্ণ বলিয়া নীলবর্ণ, বক্ষোদেশ বাসুকীরূপ বর্মদ্বারা আচ্ছাদিত। উত্তম কবির গুণরাজি প্রশংসনীয়, ইহা অমৃতজয়ী, কারণ ইহা দ্বারা নিজের এবং পরেরও অমর যশ লাভ হয়। সৌন্দর্যসৃষ্টিকারী প্রজাপতি ব্রহ্মার তুল্য কবি ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি অতীত বিষয়কে প্রত্যক্ষবৎ করিতে পারে? কবি যদি সাধারণের বোধগম্য ভাবসমূহকে তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধিদ্বারা হৃদয়ঙ্গম না করেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির অস্তিত্ব কিরূপে প্রমাণিত হইবে? যে মহাকবি অতীত বিষয়ের বর্ণনাকালে অনুরাগ বা বিরাগ-নিরপেক্ষ মধ্যস্থ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করেন তিনি প্রশংসার যোগ্য। সত্য বটে আমি প্রাচীন কবিগণের বর্ণিত কাহিনীগুলি পুনরায় সঙ্কলন করিতেছি, কিন্তু বিদগ্ধজন এই প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করিয়া বিরাগ প্রদর্শন করিবেন না। যাঁহারা সমসাময়িক রাজগণের ক্রিয়াকলাপ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের লিখিত রচনাসমূহ অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কবিগণ নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদের নিজস্ব দক্ষতার পরিচয় কতটুকু? সুতরাং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সর্বপ্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থে আমি ধারাবাহিক বর্ণনা প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। প্রাচীন গ্রন্থসকল অতিবিস্তৃত বলিয়া মনে রাখিবার সুবিধার জন্য "সুব্রত" সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেন, এই কারণে ইতিহাসের পূর্বকাহিনীগুলি লোপ পাইয়াছে। "সুব্রতের" গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে নিষ্ফল পাণ্ডিত্যই প্রকাশিত হইয়াছে, বক্তব্য বিষয় সুপ্রকাশিত হয়

নাই। ক্ষেমেন্দ্রের "নৃপাবলি"তে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অসতর্কতার জন্য ইহার কোন অংশই দোষশূন্য নহে। আমি পূর্ববর্তী কবিগণকৃত এগারখানি গ্রন্থ ও নীলপুরাণ দেখিয়াছি। পূর্ববর্তী রাজগণের মন্দির প্রতিষ্ঠার শাসনপত্র, দানপত্র, প্রশস্তিপত্র ও অপরাপর অনেক গ্রন্থের সাহায্যে যাবতীয় ভুল ভ্রান্তির সংশোধন করিয়াছি। পরম্পরাগত উপদেশের অভাবে বাহান্নজন নৃপতির নাম উল্লিখিত হয় নাই; আমি ইহাদের মধ্যে গোনন্দাদি চারিজন নৃপতির নাম মাত্র নীলপুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়াছি। হেলারাজ রচিত বার হাজার শ্লোকযুক্ত 'পার্থিবাবলি' গ্রন্থানুসারে পদ্মমিহির তাঁহার রচিতগ্রন্থে অশোকের পূর্ববর্তী লবপ্রমুখ আটজন রাজার নাম নির্দেশ করিয়াছেন। ছবিল্লাকরের মতে অশোক প্রভৃতি পাঁচজন রাজা লুপ্তরাজগণের অন্তর্গত। তাঁহার শ্লোকটি এইরূপ:— পুরাতন কবিগণ বলেন যে, অশোক হইতে অভিমন্যু পর্যন্ত পাঁচজন রাজা "বাহান্নজনের" অন্তর্ভুক্ত। আমার আখ্যানে রাজগণের দেশ ও কালের সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। প্রাচীন কালের অসংখ্য ঘটনাপূর্ণ এই সংগ্রহ কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির না হৃদয়গ্রাহী হইবে? মানুষের ক্ষণস্থায়ী কার্যের আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই গ্রন্থে শান্তরসের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। এই রাজতরঙ্গিণী পর্যাপ্ত রসপ্রবাহে মনোহর; হে শ্রোতৃবর্গ! তোমরা এই কথামৃত শ্রুতি সাহায্যে পান কর।

পূর্বকালে কল্পারম্ভ হইতে ষষ্ঠ মন্বন্তর পর্যন্ত হিমালয়ের পার্শ্বভাগ জলময় ছিল। ইহা "সতীসর" নামে পরিচিত ছিল। তারপর বৈবস্বত মনুর শাসনকালে প্রজাপতি কশ্যপ,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবগণকে সতীসরোবরে অবতরণ করাইয়া তাঁহাদের সহায়তায় জলমধ্যস্থ জলোদ্ভব অসুরের বিনাশ সাধন করিয়া তথায় কাশ্মীর মণ্ডল নির্মাণ করিলেন। সর্পপতি নীল এই প্রদেশের রক্ষাকর্তা, নীল-কুণ্ড ইহার ছত্রতুল্য ও তাহা হইতে উৎপন্ন নদীপ্রবাহ ছত্রদণ্ডতুল্য। এই প্রদেশে ভগবতী গৌরী বিতস্তা (বর্তমান ঝিলম নদী) রূপ ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পূর্বাভ্যাসের পরিবর্তন হয় নাই। তিনি গৌরীরূপে গুহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন ও নাগমুখ-গণেশকে স্তন্যপান করাইতেছেন; নদীরূপ গুহার নিকটে প্রবাহিত হইতেছেন এবং নাগগণকে মুখদ্বারা দুগ্ধপান করাইতেছেন।

শঙ্খপদ্মাদি ঐশ্বর্যযুক্ত অলকাপুরীতুল্য কাশ্মীর দেশ রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল শঙ্খ-পদ্মপ্রমুখ সর্পগণ অধ্যুষিত। গরুড়ের ভয়ে ভীত আশ্রয়প্রার্থী নাগগণের রক্ষার জন্য ইহা পর্বত প্রাচীররূপ বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়াছে। এই স্থানে পাপবিনাশকারী

তীর্থে উমাপতির কাষ্ঠময়ী মূর্তি স্পর্শ করিয়া ভক্তগণ ইহকালের সুখ ও পরকালের মুক্তি লাভ করে ; এইস্থানে সন্ধ্যাদেবী জলহীন পর্বতপার্শ্বে জল সঞ্চার করিয়া পাপের বিনাশ সাধন করিয়া পুণ্যের অস্তিত্ব বিধান করিতেছেন ; এই স্থলে স্বয়ম্ভু অগ্নি পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইয়া শিখারূপ বাহুদ্বারা যজ্ঞ হোতাগণের আহুতি গ্রহণ করেন। এস্থানে গঙ্গার উৎপত্তিদ্বারা পবিত্র ভেড়গিরির চূড়ায় জলাশয় মধ্যে হংসরূপিণী দেবী সরস্বতী দৃষ্টিপথে পতিত হন। এখানে মহাদেবের বাসস্থান নান্দিক্ষেত্রে পূজাকালে দেবগণের অর্পিত চন্দনবিন্দু আজও দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণু ও শিবের "চক্রধর" ও "বিজয়েশ" প্রভৃতি মূর্তিদ্বারা শোভিত কাশ্মীরদেশে তীর্থশূন্য কোনও স্থান নাই। এদেশ সৈন্যবলে জয় করা যায়না, পুণ্য বলে জয় করা যায়। সেই কারণে এই দেশের লোক কেবল পরলোক হইতেই ভয় পায়। এদেশের নদীগুলিতে হিংস্র জলজন্তু না থাকায় উপদ্রবশূন্য, শীতকালে নদীসকল উষ্ণ স্নানাগারযুক্ত ও সুখকর সেতুযুক্ত। পিতা কশ্যপের নির্মিত বলিয়া যেন তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্যই সূর্য এদেশে গ্রীষ্ম-কালেও প্রখর কিরণ প্রদান করে না। এই স্থানে দেবদুর্লভ উন্নত বিদ্যাভবন, কুঙ্কুম, শীতল জল ও দ্রাক্ষাফল প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে। ত্রিভুবনের মধ্যে রত্নপ্রসবিনী পৃথিবী শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর মধ্যে উত্তর দিক শ্রেষ্ঠ, উত্তরাংশের স্থানসমূহের মধ্যে হিমালয় শ্রেষ্ঠ, হিমালয়ের উপরিস্থিত দেশসমূহের মধ্যে কাশ্মীর প্রদেশ শ্রেষ্ঠ। সেই কাশ্মীরদেশের তৃতীয় গোনন্দ পর্যন্ত বাহান্নজন রাজার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা কলিযুগে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সমসাময়িক ছিলেন। তৎকালীন রাজাদের দুষ্কৃতির ফলে যশকীর্তনকারী কোন কবি দেশে বিদ্যমান ছিলেন না। যে সকল তেজস্বী ব্যক্তির আশ্রয়ে সসাগরা পৃথিবী নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছিল, যাঁহাদের অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ তাঁহাদের স্মরণ করে না, আমরা সেই কবিগণের প্রতিভাময় কর্মকে নমস্কার করি। কবিগণের অনুগ্রহ ব্যতীত যে সকল নরপতি শৌর্য, বীর্য ও ঐশ্বর্যদ্বারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে পৃথিবীর লোক বিন্দুমাত্রও অবগত থাকিতেন না, যেন তাঁহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই করেন নাই। হে কবিভ্রাতঃ, তোমার অধিক স্তুতি নিষ্প্রয়োজন, তোমার অভাবে এই পৃথিবী অন্ধকার।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষভাগে সংঘটিত হইয়াছিল। এই কথায় বিশ্বাস করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, প্রথম তরঙ্গোক্ত গোনন্দাদি নৃপতিগণ কলিযুগে দুই হাজার দুইশত আটষট্টি বৎসর কাশ্মীর রাজ্য পালন করেন। এই গণনা

নির্ভুল নয়। দ্বিতীয়াদি তরঙ্গে উল্লিখিত যে সকল রাজার শাসনকাল পাওয়া গিয়াছে সেই সংখ্যার সহিত ২২৬৮ যোগ করিলে যোগফল কলিযুগের অতীত অব্দ পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয় না। কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে লৌকিকাব্দ ৪২২৪ চলিতেছে ; শকাব্দ ১০৭০ অতীত হইয়াছে। তৃতীয় গোনন্দের সিংহাসনারোহণ হইতে একাল পর্যন্ত ২৩০৩০ বৎসর গত হইয়াছে।

প্রথম তরঙ্গ

গোনন্দ (প্রথম)

কাশ্মীর রাজ গোনন্দ প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। একদা বন্ধু রজাসন্ধ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া কংসশত্রু শ্রীকৃষ্ণের মথুরা নগরী অবরোধ করিলেন। তথায় কালিন্দী নদীর তীরে সৈন্য সমাবেশ করিয়া যাদব সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করিলেন। সৈন্যদের রক্ষার জন্য হলধর বলরাম গোনন্দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। গোনন্দ এবং বলরাম উভয়ে তুল্যবল বলিয়া যুদ্ধে বহুদিন কেহই জয়লাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর কাশ্মীর-রাজ অস্ত্রাঘাতে বিক্ষত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন এবং যাদব বলভদ্র জয়লাভ করিলেন।

দামোদর (প্রথম)

ক্ষত্রিয়বীর গোনন্দ যুদ্ধে নিহত হইলে তাঁহার পুত্র দামোদর রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ভোগ ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজ্য পাইয়াও রাজা শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। পিতৃহত্যার কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। একদা তিনি শুনিলেন যে গান্ধার রাজগণ কন্যা অলংকৃতা করিয়া স্বয়ংবর উপলক্ষে বৃষ্ণিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমুদ্রতীরে আনয়ন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া দামোদরের রাজগর্ব জাগিয়া উঠিল। তিনি নিকটস্থ যাদবগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে স্বয়ংবরার্থিনী কন্যার স্বয়ংবর হইল না; কিন্তু অপ্সরাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত বীরগণকে বরমাল্য প্রদান করিল। দামোদর চক্রাকারে সন্নিবিষ্ট শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সুদর্শনচক্রের আঘাতে নিহত হইলেন।

যশোবতী

সেই সময়ে যদুপতি কৃষ্ণ দামোদরের যশোবতী নাম্নী গর্ভবতী মহিষীকে ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অভিষেককালে স্বীয় অমাত্য-গণের অসম্মতি দেখিয়া কৃষ্ণ এই পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহাদিগকে শান্ত

করিলেন,—'কাশ্মীর দেশ পার্বতী হইতে অভিন্ন, তথাকার রাজা হরের অংশজাত। রাজা দুষ্ট হইলেও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না।' অতঃপর রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ মহিষীকে মাতা ও দেবতার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল।

গোনন্দ (দ্বিতীয়)

অনন্তর যথাকালে রাজ্ঞী দিব্যলক্ষণযুক্ত কুমার প্রসব করিলেন। ব্রাহ্মণগণ শিশুর জাতকর্মাদি ও রাজ্যাভিষেকবিধি যুগপৎ সম্পন্ন করিলেন। বালক রাজা ক্রমশঃ রাজোচিত সম্মান ও পিতামহের নাম প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাকে লালন পালনের জন্য দুইজন ধাত্রী নিযুক্ত হইয়াছিল। একজন শিশুকে স্তন্যপান করাইত ও অপরজন শিশুর মঙ্গলজনক অন্যান্য কার্য করিত। পিতার মন্ত্রিগণ তাঁহার আনন্দবিধানের জন্য পার্শ্বচরদিগকে ধন দান করিতেন। রাজকর্মচারিগণ শিশু রাজার অব্যক্ত বাক্যানুসারে কার্যানুষ্ঠান করিতে না পারিয়া আপনাদিগকে দোষী মনে করিতে লাগিল। কাশ্মীরের রাজা বালক বলিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই।

লুপ্ত রাজগণ

দ্বিতীয় গোনন্দের পরবর্তী ৩৫ জন রাজার নাম ও বিবরণ গ্রন্থলোপ হেতু লুপ্ত হইয়াছে।

লব

ইহাদের পরে লব নামক রাজা রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি যশস্বী রাজা ছিলেন। তাঁহার বীরসৈন্যগণের ভয়ংকর শব্দে পৃথিবী সদাসন্ত্রস্ত থাকিত এবং তাঁহার শত্রুগণ নিহত হইত। তিনি 'লোলোর' নামক নগর স্থাপন করেন। তথায় ৮৪ লক্ষ প্রস্তর নির্মিত গৃহ ছিল। ব্রাহ্মণসমাজকে লেদরী নদীর তীরস্থিত লেবার গ্রাম দান করিয়া এই মহাবীর নরপতি স্বর্গারোহণ করেন। ইনি নিষ্কলঙ্ক বীরত্ব এবং গৌরবের অধিকারী ছিলেন।

কুশ

অনন্তর তাঁহার পুত্র প্রবলপ্রতাপান্বিত কুশ কুরুহার গ্রাম দান করেন।

খগেন্দ্র

তাঁহার (কুশের) পুত্র খগেন্দ্র রাজা হইলেন। তিনি শত্রুসংহারকারী ছিলেন।

তিনি বীরাগ্রগণ্য ও শৌর্যসম্পন্ন ছিলেন। ইনি নির্মল কার্যকলাপের ফলে অভীষ্ট-লোকে গমন করেন।

সুরেন্দ্র

অতঃপর তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র রাজা হইলেন। ইনি অপার মহিমার অধিকারী ছিলেন এবং অত্যাশ্চর্য কার্যসকল সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি দরদ্ দেশের নিকটস্থ সৌরক নগর ও নরেন্দ্রভবন নামক বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। পুণ্যবান যশস্বী রাজা নিজের রাজ্যে সোরস নামে সুন্দর ও সুবৃহৎ বিহার স্থাপন করেন।

গোধর

নিঃসন্তান রাজার মৃত্যু হইলে অন্যবংশীয় গোধর নামক রাজা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। উদারচিত্ত, পুণ্যবান রাজা গোধর, ব্রাহ্মণগণকে হস্তিশালা দান করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন।

সুবর্ণ

অনন্তর তাঁহার পুত্র সুবর্ণ রাজ্যলাভ করিলেন। তিনি প্রার্থীদিগকে স্বর্ণদান করিতেন ও করাল নামক স্থানে সুবর্ণমণি নামে একটি খাল খনন করাইয়াছিলেন।

জনক

তাঁহার পুত্র জনক প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন। তিনি জালোর নামক বিহার নির্মাণ করেন।

শচীনর

অতঃপর তাঁহার পুত্র শচীনর রাজ্যশাসন করেন। তিনি ক্ষমাশীল ছিলেন, তাঁহার প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। তিনি শমাঙ্গাসা ও শনার নামক দুইটি বিহার স্থাপন করিয়া অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গে গমন করেন।

অশোক

অতঃপর শচীনরের পিতামহের ভ্রাতার পুত্র ও শকুনির প্রপৌত্র সত্যবাদী অশোক রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। এই পুণ্যবান রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি শুষ্কলেত্র ও বিতস্তাত্র নগর বহু স্তূপে শোভিত করেন। বিতস্তাত্র নগরে ধর্মারণ্যবিহার মধ্যে তিনি এক সুউচ্চ চৈত্য নির্মাণ করেন। রাজা অশোক সমৃদ্ধি-

শাঙ্গিনী শ্রীনগরী পুরী স্থাপন করেন। এই নগরী ছিয়ানব্বই লক্ষ গৃহে শোভিত ছিল। রাজা "শ্রীবিজয়েশ মন্দিরে"র ইষ্টকনির্মিত জীর্ণ প্রাচীরের পরিবর্তে প্রস্তরের প্রাচীর নির্মাণ করিলেন। অশোক বিজয়েশের অঙ্গনমধ্যে ও বহির্ভাগে অশোকেশ্বর নামক দুইটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে কাশ্মীরদেশ ম্লেচ্ছদ্বারা আক্রান্ত হইলে ধার্মিক নরপতি তপস্যাদ্বারা শিবকে প্রসন্ন করিয়া ম্লেচ্ছধ্বংসকারী পুত্রলাভ করেন।

অনন্তর তাঁহার পুত্র জলৌক রাজা হইলেন। তাঁহার যশঃসৌরভে ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। দিব্যক্ষমতাসম্পন্ন রাজার কার্যকলাপ অবগত হইয়া দেবতাগণ বিস্মিত হইলেন। তিনি সিদ্ধরসের সাহায্যে প্রস্তুত স্বর্ণরাশি দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করিতে সমর্থ ছিলেন। তিনি জলস্তম্ভনদ্বারা নাগসরোবরে প্রবেশ করিতেন ও তথায় নাগকন্যাগণের যৌবন সম্ভোগ করিতেন। এক সিদ্ধ অবধূত ছিল তাঁহার উপদেষ্টা। ইনি সেই সময়কার প্রবল বৌদ্ধবাদীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সত্যবাদী রাজা বিজয়েশ্বর নন্দীশ ও জ্যেষ্ঠেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। যাতায়াতের জন্য গ্রামে অশ্বসকল সজ্জিত থাকিত। কোনও নাগ সৌহার্দবশতঃ তাঁহাকে সর্বদা বহন করিত। প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি উৎপীড়নকারী ম্লেচ্ছগণকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিলেন এবং দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া সসাগরা পৃথিবী জয় করিলেন। সমগ্রদেশে ম্লেচ্ছগণ যে যে স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল সেইস্থান অদ্যাপি উজ্‌ঝট ডিম্ব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তিনি কান্যকুব্জাদি দেশ জয় করিয়া তত্তদ্দেশীয় চতুর্বর্ণের জনগণকে স্বদেশে আনয়ন করিলেন। সাতজন রাজকীয় প্রধান পুরুষ ছিলেন—ধর্মাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, দূত, পুরোহিত ও দৈবজ্ঞ। তিনি ধর্মশাস্ত্রানুসারে বিবিধ কর্ম আঠারভাগে ভাগ করিয়া সেই সময় হইতে যুধিষ্ঠিরের শাসন প্রথা প্রবর্তিত করিলেন। মনস্বী রাজা শক্তি ও সাহসদ্বারা উপার্জিত ধনে বারবালাদি অগ্রহার স্থাপন করিলেন। রাজমহিষী ঈশানদেবী কাশ্মীরের দ্বারসমূহে ও অন্যান্য প্রদেশে ক্ষমতাসম্পন্ন মাতৃচক্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজা ব্যাসশিষ্যের নিকট নন্দিপুরাণ শ্রবণ করিয়া নন্দীশতুল্য পবিত্র সোদরাদি তীর্থ পর্যটন করিতে লাগিলেন। শ্রীনগরীতে জ্যেষ্ঠরুদ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে তিনি দেখিলেন যে, ইহা সোদর ব্যতীত নন্দীশের সমকক্ষ হইতে পারে না।

একদা রাজা রাজকার্যে এরূপ ব্যাপৃত ছিলেন যে, নিত্যকর্ম অনুষ্ঠান করিতে ভুলিয়া গেলেন ও দূরবর্তী সোদরতীর্থে স্নান করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন।

অকস্মাৎ শুষ্কস্থান হইতে জল বাহির হইতে দেখিলেন। এই জলের বর্ণ ও আস্বাদ সোদরতীর্থের জলের ন্যায়। রাজা নূতন আবির্ভূত তীর্থে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিলেন এবং নন্দীশ-তীর্থের সমকক্ষতা লাভের আশায় আনন্দিত হইলেন। পরীক্ষার জন্য রাজা একটি শূন্য সোনার পাত্র মুখবন্ধ করিয়া সোদর-তীর্থের জলে নিক্ষেপ করিলেন ; আড়াই দিনের মধ্যে পাত্রটি শ্রীনগরীর তীর্থজলে উঠিয়া রাজার সন্দেহ দূর করিল। বোধ হইতেছে স্বয়ং নন্দীশ ভোগবাসনার বশবর্তী হইয়া নৃপতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, নচেৎ এরূপ অলৌকিক কার্য কিরূপে সাধিত হইল ?

একদা রাজা বিজয়েশ্বরে যাইতেছিলেন ; পথিমধ্যে এক নারী তাঁহার নিকট আহার প্রার্থনা করিল। রাজা প্রার্থিত খাদ্য দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সে বিকৃত-মূর্তি ধারণ করিয়া মানুষের মাংস ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। অহিংসক রাজা নিজের শরীরের মাংস ভক্ষণ করিতে অনুমতি প্রদান করিলে, সে বলিল,—হে রাজন্, আপনি সত্ত্বগুণ প্রধান বোধিসত্ত্ব, আপনি মহাত্মা, প্রাণিগণের প্রতি আপনার অসীম দয়া। রাজা ছিলেন শিবভক্ত, বৌদ্ধভাষায় তাঁহার জ্ঞান ছিল না। তিনি স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভদ্রে, বোধিসত্ত্ব কে ? আমাকে কেন তাঁহার নামে অভিহিত করিতেছেন ? সে পুনরায় বলিল, আমার বিবরণ শ্রবণ করুন। আপনি ক্রোধবশে বৌদ্ধগণের অপকার করিয়াছেন ; তাহারা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছে। আমরা তামসী কৃত্যা, লোকালোক পর্বতের পাশে বাস করি, পাপক্ষয় মানসে বোধিসত্ত্বগণের শরণাপন্ন হইয়াছি। ভগবান লোকনাথ বুদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল ব্যক্তি ইহলোকে পাঁচপ্রকারের দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বোধিসত্ত্ব বলিয়া জানিবেন। তাঁহারা প্রাণীসমূহের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, পাপীর উপর ক্রোধ প্রকাশ করেন না, বরঞ্চ ধৈর্যের সহিত তাহাদের উপকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা অবশ্যই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন।

বিহারের বাদ্যশব্দে আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে আপনি হিংসক ব্যক্তিগণের পরামর্শে ক্রোধভরে বিহার ধ্বংস করিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ বৌদ্ধগণ আমাকে স্মরণ করিয়া আপনাকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে এখানে পাঠাইতে উদ্যত হইলে বোধিসত্ত্বগণ আমাকে নিকটে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, হে কল্যাণি, নৃপতি মহাশাক্য, তুমি তাঁহার অপকার করিতে সমর্থ হইবে না, তাঁহাকে দর্শন করিলে তোমার পাপক্ষয় হইবে। তিনি দুষ্টলোকের কথায় এই কুকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আমাদের নামে বলিবে যে, তিনি যেন নিজের সুবর্ণরাশি দ্বারা বিহার নির্মাণ করেন। তাহা হইলে তিনি যে বিহার ধ্বংস করিয়া কুকার্য করিয়াছেন

তাহার ফলে কোন বিপদ উপস্থিত হইবে না ও যাহারা তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিল তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আপনি যে অশেষ সত্ত্বগুণের অধিকারী তাহা ছলনার দ্বারা পরীক্ষা করা হইল। আপনার দর্শনলাভ করিয়া আমার পাপক্ষয় হইয়াছে ; আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। রাজা পুনরায় বিহার নির্মাণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে কৃত্যাদেবী আনন্দিত মনে অন্তর্হিতা হইলেন। তারপর নরপতি কৃত্যাশ্রম বিহার নির্মাণ করিয়া তথায় নিষ্পাপা কৃত্যাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজা নন্দিক্ষেত্রে ভূতেশের প্রস্তরনির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ধনরত্ন দানাদি দ্বারা পূজা করিলেন। পুণ্যবান রাজা চীরলোচন তীর্থে ব্রহ্মাসনে উপবেশন করিয়া নিশ্চলশরীরে গভীর রাত্রিতে তপস্যা করিতে করিতে স্বর্ণবাহিনী নদীর তীরস্থ নন্দীশদেবস্পর্শের উৎকণ্ঠা তাঁহার ক্রমশঃ দূর হইল। জ্যেষ্ঠরুদ্রের মন্দিরে সঙ্গীত-কালে রাজা আহ্লাদিত হইয়া নৃত্যগীতকারিণী একশত অন্তঃপুরিকা জ্যেষ্ঠরুদ্রের সেবার জন্য দান করিলেন। সপত্নীক রাজা ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া জীবনের শেষ সময়ে চীরলোচন তীর্থে গমন করিয়া তথায় গিরিজাপতির মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইলেন।

দামোদর (দ্বিতীয়)

তারপর রাজা দামোদর রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। তিনি অশোকের বংশে অথবা অন্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সমৃদ্ধিসম্পন্ন শিবভক্তদিগের শ্রেষ্ঠ দামোদরের অলৌকিক প্রভাবের কথা আজও শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি সুখী, সচ্চরিত্রলোকের অনুরাগী ও মহাদেবের অনুগ্রহভাজন ছিলেন। স্বয়ং কুবের তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। যক্ষগণ তাঁহার আজ্ঞাবাহী ছিলেন। তিনি তাহাদের সাহায্যে "গুদ্দ" সেতু নির্মাণ করেন। "দামোদর সূদে" তিনি এক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সেতুর সাহায্যে তিনি তথায় জল আনিতে মনস্থ করিলেন। ইহা দুঃখের বিষয় যে কোন মহাত্মা ব্যক্তি কোন অসাধারণ হিতকর কার্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিলে পূর্বের পুণ্যকর্মের স্বল্পতাহেতু আরব্ধ কার্যে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তিনি নিজরাজ্যে বন্যা নিবারণের জন্য যক্ষগণের সাহায্যে প্রস্তরময় দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করিতে যথেষ্ট যত্ন করিলেন। ব্রাহ্মণগণের তপঃপ্রভাবে রাজা দামোদরের ভাগ্য বিপর্যয় উপস্থিত হইল। শক্তিমান উত্তরাধিকারিগণ রাজ্য নাশ করিলে সেইরাজ্য পুনরুদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ অবজ্ঞা করিলে রাজলক্ষ্মী চিরকালের জন্য অন্তর্হিতা হন। একদা রাজা শ্রাদ্ধ করিবেন বলিয়া স্নান করিতে চলিলেন। এই সময় ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণগণ রাজার স্নানের পূর্বেই তাঁহার নিকট আহার চাহিলেন। রাজা ব্রাহ্মণ-

গণের কথা উপেক্ষা করিয়া স্নানের জন্য বিতস্তায় যাইতে ইচ্ছা করিলে ব্রাহ্মণগণ তপঃপ্রভাবে নদী প্রবাহিত করিয়া উহা বিতস্তাপ্রবাহ এইরূপ বলার পর পুনরায় আহার যাচ্ঞা করিলেন। রাজা এই কথা শুনিয়া ইহা প্রকৃত বিতস্তা নহে, ব্রাহ্মণ-গণের মায়া, এইরূপ ভাবিয়া বলিলেন, 'হে বিপ্রগণ! আমি স্নান না করিয়া ভোজ্য দান করিব না, আপনারা এখন প্রস্থান করুন।' তাঁহারা রাজার এই কথা শুনিয়া রাজাকে "সর্প হও" বলিয়া শাপ দিলেন। তখন রাজা ব্রাহ্মণগণের স্তব করিতে লাগিলেন—এবং ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া রাজাকে বলিলেন, "যদি এক দিনে সমগ্র রামায়ণ শ্রবণ করিতে পার, তবে তোমার শাপমোচন হইবে।" তিনি পিপাসার্ত হইয়া "দামোদরসূদ" মধ্যে অদ্যাপি বিচরণ করিতেছেন। লোকে শাপগ্রস্ত রাজার উষ্ণ নিঃশ্বাসের ধূম দেখিয়া এইরূপ বলিয়া থাকে।

হুষ্ক, জুষ্ক, কনিষ্ক

অনন্তর হুষ্ক, জুষ্ক ও কনিষ্ক কাশ্মীরের রাজা হইলেন। তাঁহারা নিজের নিজের নামানুসারে নগর স্থাপন করিলেন। পবিত্রমনা জুষ্ক জুষ্কপুর, বিহার ও জয়স্বামিপুর নির্মাণ করিলেন। এই নৃপগণ তুরস্কজাতীয় হইলেও পুণ্যাত্মা ছিলেন। তাঁহারা শুষ্কলেত্র প্রভৃতি স্থানে মঠ ও চৈত্যাদি স্থাপন করিলেন। এই রাজাগণের দীর্ঘ-শাসনসময়ে বৌদ্ধগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারা সন্ন্যাসদ্বারা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সময়ে ভগবান শাক্যসিংহের নির্বাণলাভের কাল হইতে মর্ত্যলোকে একশতপঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়াছিল। সেই সময়ে নাগার্জুন নামে এক বোধিসত্ত্ব এই প্রদেশের ষট্‌-অর্হৎ-বনে বাস করিতেন। তাঁহার রাজার মত প্রতাপ ছিল।

অভিমন্যু

অনন্তর অভিমন্যু রাজা হইলেন। ইনি নির্ভীক, নিঃশত্রু ও ইন্দ্রতুল্য ছিলেন। ইনি কন্টকোৎস নামক উপহার দান করেন্। শ্রীমান্ অভিমন্যু নিজের নাম অনুসারে সমৃদ্ধিশালী অভিমন্যুপুর স্থাপন করিয়া তথায় নগরের রত্নস্বরূপ শশাঙ্ক-শেখরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। চন্দ্রাচার্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ রাজার আদেশে সে সময়ে দুষ্প্রাপ্য মহাভাষ্য প্রবর্তিত করিলেন এবং চান্দ্রব্যাকরণ রচনা করিলেন। এই সময়ে পণ্ডিত বোধিসত্ত্ব নাগার্জুনের তত্ত্বাবধানে বৌদ্ধগণ দেশমধ্যে প্রবল হইল। বেদ-বিরোধী বৌদ্ধগণ তখনকার পণ্ডিতসমাজকে বিতর্কে পরাজিত করিয়া নীল পুরাণোক্ত ক্রিয়াকলাপের উচ্ছেদ সাধন করিলেন। দেশ মধ্যে সদাচার বিলোপ পাইলে নাগগণ যথোচিত বলি না পাইয়া প্রভূত হিমবর্ষণ দ্বারা লোকক্ষয় করিতে

লাগিল। বৌদ্ধপীড়নের জন্য হিমরাশি প্রতিবৎসরই পতিত হইত, সেইজন্য রাজা শীতকালে ছয়মাস দার্ব্বাভিসার প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন। বলি ও হোমের অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণগণের অপূর্ব প্রভাব দেখা গেল। এই প্রভাবহেতু ব্রাহ্মণগণ অসুস্থ হইলেন না; কিন্তু বৌদ্ধগণ নির্মূল হইল। সেই সময়ে চন্দ্রদেব নামক কাশ্যপগোত্রীয় কোনও ব্রাহ্মণ দেশের রক্ষাকর্তা নাগেশ্বর নীলের উদ্দেশে তপস্যা করিতে লাগিলেন। নীল তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হিম দুঃখ নিবারণ করিলেন ও নীলপুরাণের বিধি প্রবর্তিত করিলেন। প্রথম চন্দ্রদেব যক্ষের উপদ্রব নিবারণ করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় চন্দ্রদেব বৌদ্ধদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিলেন।

গোনন্দ (তৃতীয়)

এই সময়ে তৃতীয় গোনন্দ রাজ্যলাভ করিয়া নাগগণের সম্মানার্থ পূর্বের ন্যায় তীর্থযাত্রা ও যাগযজ্ঞাদি প্রচলিত করিলেন। নীলকথিত বিধি পুনরায় প্রবর্তিত হইল। বৌদ্ধদের উপদ্রব ও হিমের দুঃখ সম্পূর্ণ নিবারিত হইল। প্রজাগণের পুণ্যবলে এইরূপ রাজা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা নষ্টরাজ্যে সুখ ও শান্তি স্থাপন করেন। যে সকল নৃপতি প্রজাপীড়ন করে, তাঁহারা সবংশে বিনষ্ট হন। আর যাঁহারা বিনষ্ট রাজ্যের উদ্ধার সাধন করেন, তাঁহারা বংশানুক্রমে রাজ্যসুখ ভোগ করেন। পণ্ডিতগণ এই দেশের প্রত্যেক রাজার কার্যকলাপের মধ্যে এই লক্ষণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন ও তাঁহারা ভাবী নৃপতিগণের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে পারেন। তিনি (গোনন্দ ৩য়) দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন বলিয়া প্রবরসেন প্রমুখ সৎকর্মসাধনকারী বংশধরগণ দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। রঘু যেমন রঘুবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তৃতীয় গোনন্দ গোনন্দবংশের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি তিপ্পান্ন বৎসর কাশ্মীররাজ্য শাসন করেন।

বিভীষণ

গোনন্দের পুত্র বিভীষণ প্রায় চুয়ান্ন বৎসর রাজ্য পালন করেন।

ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ

অনন্তর পিতা ইন্দ্রজিৎ পঁয়ত্রিশ বৎসর এবং পুত্র রাবণ সাড়ে ত্রিশ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। রাবণের পূজালিঙ্গ বটেশ্বর আজও বিরাজমান আছেন। তাঁহার বিন্দুরেখাযুক্ত দেহকান্তি দেখিলে ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়। রাজা চতুঃশাল মঠের মধ্যে বটেশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া কাশ্মীর রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

বিভীষণ (দ্বিতীয়)

রাবণপুত্র মহাবাহু বিভীষণ সাড়ে পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজ্যভোগ করেন।

নর

তারপর বিভীষণের পুত্র নর রাজা হইলেন। ইঁহার অপর নাম কিন্নর। কিন্নরগণ তাঁহার পরাক্রম বিষয়ে গান করিত। তিনি শুদ্ধাচারী ছিলেন, কিন্তু প্রজাগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া দুষ্কর্ম সাধন করিয়াছিলেন। কিন্নর-গ্রামের নিকটবর্তী বিহারে এক শ্রমণ একাকী বাস করিত। সে যোগবলে রাজমহিষীকে হরণ করিল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্র বিহার আগুনে পোড়াইয়া দিলেন এবং বিহারের গ্রামসকল মঠবাসী ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। রাজা বিতস্তা নদীর তীরে নগর নির্মাণ করিলেন। ইহা ধনঐশ্বর্যে অলকাপুরীকেও পরাজিত করিয়াছিল। নগরের রাজপথগুলি পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বিপণিতে শোভিত। নদীগুলি অসংখ্য নৌকায় সজ্জিত, উদ্যানসকল ফল ও পুষ্পে পূর্ণ। ইহা যেন দ্বিতীয় স্বর্গতুল্য। নগরের এক উদ্যানে একটি জলাশয় ছিল। ইহার জল স্বচ্ছ ও আস্বাদযুক্ত। এই জলাশয়ে সুশ্রবাঃ নামে নাগ বাস করিত। একদা বিশাখ নামক এক যুবক ব্রাহ্মণ দ্বিপ্রহরে দূরপথ ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া ছায়ালাভের নিমিত্ত জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইল। তথায় ছায়াযুক্ত বৃক্ষতলে বায়ুসেবন করিয়া ক্লান্তি দূর করিল এবং সরোবরের জলে স্নান করিয়া শক্তু (ছাতু) ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। যখন সে হাতে শক্তু লইল তখন সে নূপুর ধ্বনি শুনিতে পাইল। তীরে ভ্রমণকারী হংসগণ পূর্বেই সেই শব্দ শুনিতে পাইল। তারপর যুবক দেখিল—নীলবসন পরিহিতা সুনয়না দুই কুমারী লতাকুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের নয়নদ্বয় সূক্ষ্ম অঞ্জনরেখায় শোভিত হইয়া এতই মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল যে ইহা পদ্মরাগমণি শোভিত কর্ণভূষণপদ্মের মৃণাল শোভার অনুকরণ করিতেছিল বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রবদনা দুই যুবতীকে ধীরে ধীরে নিকটে আসিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ভোজন ত্যাগ করিল। পুনরায় সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, পদ্মলোচনা কন্যাদ্বয় শুঁটিগুচ্ছ ভক্ষণ করিতেছে। হায়, এইরূপ সুন্দর আকৃতির এইরূপ খাদ্য! ব্রাহ্মণ এই কথা মনে করিয়া দয়াবশতঃ তাহাদিগকে শক্তু (ছাতু) ভোজন করাইল এবং জলপিপাসা নিবারণের জন্য জলাশয় হইতে পত্রপুটে জল আনিয়া দিল। তাহারা আচমনান্তে শুচি হইয়া বিশ্রামের জন্য আসন গ্রহণ করিলে সে তাহাদিগকে পাতার সাহায্যে বাতাস করিতে করিতে বলিল, আমি পূর্বের পুণ্যফলে আপনাদের দর্শন লাভ করিয়াছি; ব্রাহ্মণসুলভ চপলতার বশে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনারা কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? কেন এইরূপ নিকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করিতেছেন? জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিল, আমাদিগকে নাগরাজ সুশ্রবার কন্যা বলিয়া জানিবেন;

আমরা সুস্বাদু খাদ্য পাই না বলিয়া এইরূপ খাদ্যই ভোজন করি। আমি জ্যেষ্ঠা ইরাবতী, পিতা আমাকে বিদ্যাধররাজের হস্তে সম্প্রদান করিবেন। এই চন্দ্রলেখা কনিষ্ঠা কন্যা। ব্রাহ্মণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের এইরূপ দারিদ্র্য কেন? তাহারা বলিল, পিতা ইহার কারণ জানেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।

জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাদ্বাদশীতে এখানে তক্ষকের উৎসব হইবে; তাঁহার চূড়া হইতে জল নিঃসৃত হইতেছে দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন; সেই সময়ে আমরা তাঁহার নিকটে থাকিব। এই কথা বলিয়া কন্যাদ্বয় মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিতা হইল। যথা সময়ে উৎসব আরম্ভ হইল। নট, চারণ ও দর্শকগণে স্থান পরিপূর্ণ হইল। ব্রাহ্মণ কৌতূহলী হইয়া রঙ্গস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং কন্যাকথিত চিহ্নদ্বারা নাগরাজকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিল। নাগরাজ পার্শ্বস্থিতা কন্যাদ্বয়ের নিকট পূর্বেই ব্রাহ্মণের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। এখন তাহাকে দেখিয়া স্বাগত জানাইলেন। কথায় কথায় ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিপদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নাগরাজ নিঃশ্বাস ত্যাগপূর্বক বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ, কি যৌক্তিক, কি অযৌক্তিক এইরূপ বিচারকারী অভিমানী ব্যক্তিগণ অবশ্যভোগ্য দুঃখ প্রকাশ করেন না, ইহা সঙ্গত; যাঁহারা স্বভাবতঃ সজ্জন তাঁহারা পরের দুঃখ শুনিয়া তাহা দূর করিতে না পারিলে হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া থাকেন। অল্পবুদ্ধি সাধারণ ব্যক্তি অপরের বিপদ শুনিয়া নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করে; সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা অন্তরে আঘাত দিয়া থাকে, প্রকাশ্যে তাহার যোগ্যতার নিন্দা করে ও নিজের প্রশংসা ঘোষণা করে; অসদুপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দান করে, বিপদ স্থায়ী হইবে বলে—এইরূপে হৃদয়বিদারক অশান্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এইজন্য বিবেকী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সুখদুঃখ আজীবন মনোমধ্যে রাখিয়া থাকেন; যদি মূর্খ পুত্র ও ভৃত্য তাহা প্রকাশ না করিত, তবে কে স্বভাবগভীর মানুষের বিপদের কথা অনুমান করিতে পারিত? যখন ইহা আমার কন্যাদ্বয় নির্বুদ্ধিতা হেতু প্রকাশ করিয়াছে, তখন তোমার নিকট ইহা গোপন করা আমার উচিত নহে। হে ভদ্র, তোমার অন্তর স্বভাবতঃ সরল, যদি তুমি সক্ষম হও আমাদের হিতের জন্য কিছু কষ্ট স্বীকার করিবে। বৃক্ষতলে যে মুণ্ডিতমস্তক শিখাধারী পুরুষকে দেখিতেছ, এই শস্যরক্ষক আমাদের ভয়ের কারণ। নিয়ম আছে যে মান্ত্রিকগণ নবান্ন ভোজন না করিলে নাগগণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না; এই পুরুষ ভোজন করিতেছে না, সুতরাং আমাদের সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। প্রেতগণ যেমন জল পান করিতে পারে না, সেইরূপ যতদিন এই ব্যক্তি ক্ষেত্র রক্ষা করিবে ততদিন আমরা এই শস্য ভক্ষণ করিতে পারিব না। যাহাতে এই নিষ্ঠাবান পুরুষ আচারভ্রষ্ট হয়, তাহা কর;

উপকারীর যথোচিত প্রত্যুপকার করিতে আমরা জানি। ব্রাহ্মণ নাগরাজকে 'তাহাই হইবে' বলিয়া সেই বিষয়ে যত্নবান হইল ও শস্যরক্ষককে কিরূপে বঞ্চিত করিবে তাহা সর্বদা চিন্তা করিতে লাগিল। কোন এক সময়ে উক্ত তপস্বী শস্যক্ষেত্র-স্থিত কুটীরের ভিতরে ছিল এবং বাহিরে অন্নপাক হইতেছিল। ব্রাহ্মণ গোপনে অন্ন-ভাণ্ডে নবান্ন নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল। তপস্বী নবান্ন ভোজন করিলে তৎক্ষণাৎ নাগরাজ শিলাবর্ষণদ্বারা প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার দারিদ্র্যদুঃখ দূর হইল। অপর একদিন ব্রাহ্মণ জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি উপকারী ব্যক্তিকে নিজস্থানে লইয়া গেলেন। তথায় তাঁহার আদেশে কন্যাদ্বয় যথোচিত সৎকারপূর্বক ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন দেবসুলভ ভোগ্যবস্তু দান করিয়া সন্তুষ্ট করিল। কিছুকাল পর গৃহে প্রত্যাবর্তন সময়ে যুবক সকলকে সম্ভাষণ করিয়া প্রতিশ্রুত বরস্বরূপ নাগরাজের নিকট চন্দ্রলেখাকে প্রার্থনা করিল। কৃতজ্ঞতাবদ্ধ নাগরাজ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধের অযোগ্য জানিয়াও তাহাকে ধনের সহিত কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ সর্পবরে ধনবান হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল ও নিত্য নূতন উৎসবে কাল যাপন করিতে লাগিল। অতুলনীয় সুন্দরী নাগকন্যা পতিপরায়ণা ছিল, সে সৎস্বভাব, সদাচার ও অন্যান্য গুণে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিল।

একদা চন্দ্রলেখা অট্টালিকার উপর হইতে দেখিল যে, একটি অশ্ব বহিঃপ্রাঙ্গণে ধান্যরাশি ভক্ষণ করিতেছে। অশ্বকে বারণের জন্য ভৃত্যগণকে ডাকিল, কিন্তু কেহই গৃহে ছিল না। সে নিজে নীচে নামিয়া হস্ত দ্বারা অশ্বটিকে আঘাত করিল। তাহার হস্তস্পর্শে অশ্ব ধান্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। তাহার দেহে সুবর্ণময় হস্তচিহ্ন অঙ্কিত হইল। এই সময়ে নরপতি চরের মুখে সুন্দরী ব্রাহ্মণবধূর কথা শ্রবণ করিয়া কামভাবাপন্ন হইলেন। কোনও অপবাদের আশঙ্কা রাজাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। রাজা সুবর্ণময় করচিহ্ন দেখিয়া নির্লজ্জের ন্যায় দূতের সাহায্যে নিজের মনোভাব চন্দ্রলেখাকে জ্ঞাপন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। সর্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে রাজা ব্রাহ্মণের নিকট তাহাকে প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণের নিকট বারংবার তিরস্কৃত হইয়া রাজা তাহাকে বলপূর্বক অপহরণ করিবার জন্য তাঁহার সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণের গৃহের সম্মুখভাগ আক্রান্ত হইলে ব্রাহ্মণ পত্নীসহ অন্যপথে বাহির হইয়া পরিত্রাণের নিমিত্ত নাগভবনে প্রবেশ করিল। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ নাগরাজ ভীষণ গর্জনকারী মেঘমালা দ্বারা চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ভয়ঙ্কর বজ্রপাত দ্বারা নগরের সহিত রাজাকে দগ্ধ করিলেন। দগ্ধপ্রাণিগণের দেহ হইতে মেদ, রক্ত ও স্নেহপদার্থ বিগলিত হইয়া

বিতস্তা নদীর জলে ভাসিতে লাগিল। সহস্র সহস্র লোক ভীত হইয়া চক্রধর মূর্ত্তির নিকটে উপস্থিত হইল ও তাহারা ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মীভূত হইল। পুরাকালে যেরূপ মধুকৈটভের মেদরাশি চক্রধারী নারায়ণের উরুদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়াছিল, সেইরূপ দগ্ধ মনুষ্যের মেদরাশি চক্রধরমূর্তির সর্বাঙ্গ আবৃত করিল। অসংখ্য লোকক্ষয় করিয়া নাগরাজ অনুতপ্ত হইলেন ও লোকনিন্দায় তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইল। তিনি প্রাতঃকালে বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্তী পর্বতে দুগ্ধসরোবর তুল্য শুভ্র সরোবর নির্মাণ করিলেন। ইহা অদ্যাপি অমরেশ্বর তীর্থের পথে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে জামাতৃসরোবর নামে আর একটি সরোবর আছে। ব্রাহ্মণ শ্বশুরের অনুগ্রহে নাগরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। যমসদৃশ ব্যক্তিগণ প্রজাপালনচ্ছলে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া নিশ্চিন্ত প্রজাগণের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। চক্রধরের সমীপবর্তী সেই দগ্ধনগর ও শুষ্ক সরোবর দেখিয়া লোকে অদ্যাপি এই আখ্যায়িকা স্মরণ করিয়া থাকে। অদূরদর্শী ব্যক্তিগণের মতে রাজাদের প্রেমভাব বিশেষ দোষের নহে। কিন্তু ইহার ফল এরূপ বিষময় হইয়াছিল যে তাহা কোথাও কাহারও হয় নাই। আমরা প্রত্যেক বৃত্তান্ত হইতে জানিতেছি যে সতী, ব্রাহ্মণ ও দেবতা ইহাদের মধ্যে একজনও কুপিত হইলে ত্রিভুবনের সর্বনাশ হইতে পারে। রাজা তিনমাস কম একচল্লিশ বৎসর রাজ্যপালন করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্নরনগরের প্রাচীর ও অট্টালিকা সমূহ অত্যল্পকাল দৃষ্টিগোচর হইয়া গন্ধর্বনগরে পরিণত হইল। রাজার এক পুত্রকে তাহার ধাত্রী বিজয় ক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিল; এইজন্য এই কুমারের প্রাণনাশ হয় নাই।

সিদ্ধ

তারপর রাজকুমার সিদ্ধ রাজা হইলেন। মেঘ যেরূপ দাবানলে দগ্ধ পর্বতকে সুশীতল করে, সেইরূপ নরপতি দুর্দশাগ্রস্ত প্রজাপুঞ্জকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। এই নৃপতি ভোগরাশির মধ্যে থাকিয়াও মালিন্যমুক্ত। অহংকারী নৃপতিগণের মধ্যে তিনিই কেবল নিরহংকার। তিনি সর্বদা শিবের ধ্যান করিতেন। সাধু নরপতি বহুমূল্য রত্নরাশিকে তৃণজ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিলেন এবং চন্দ্রশেখর শিবের অর্চনাই তাঁহার ভূষণস্বরূপ হইল। রাজলক্ষ্মী পরলোকেও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহার ধর্মাচার দেখিয়া লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিলেন। ষাট বৎসর রাজ্যপালন করিয়া তিনি অনুচরগণের সহিত সশরীরে শিবলোকে গমন করিলেন। নরপতির ভৃত্যগণের পরিণাম শোচনীয় হইয়াছিল; যে সকল ভৃত্য তাঁহার পুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহারা জগতে প্রশংসার পাত্র হইল। সংসারে নিন্দিতই হউক বা সর্বজনপ্রশংসিতই হউক,

আশ্রিত বস্তু আশ্রয়ের গতি লাভ করে। স্বর্গলোকে দেবগণ এই সিদ্ধ এবং সার্থকনামা নৃপতি সশরীরে আগমন করিয়াছেন এই কথা জয়ভেরী দ্বারা সপ্তাহকাল ধরিয়া ঘোষণা করিলেন।

উৎপলাক্ষ

তাঁহার পুত্র সুন্দরনয়নবিশিষ্ট উৎপলাক্ষ সাড়ে ত্রিশ বৎসর রাজ্যশাসন করিলেন।

হিরণ্যাক্ষ

উৎপলাক্ষের পুত্র হিরণ্যাক্ষ নিজ নামে নগর নির্মাণ করিলেন। তিনি সাঁইত্রিশ বৎসর সাত মাস রাজ্য ভোগ করিলেন।

হিরণ্যকুল, বসুকুল

তাঁহার পুত্র হিরণ্যকুল হিরণ্যোৎস নগর স্থাপন করিয়া ষাটবৎসর রাজ্যশাসন করেন। হিরণ্যকুলের পুত্র বসুকুলও ষাট বৎসর রাজত্ব করেন।

মিহিরকুল

ইহার পর তাঁহার (বসুকুলের) পুত্র মিহিরকুল রাজ্যলাভ করিলেন। এই রাজা যমতুল্য ও নিষ্ঠুর ছিলেন। ইঁহার সময়ে ম্লেচ্ছগণ মণ্ডল মধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিল। উত্তরদিক যমরাজের দিককে পরাজিত করিবার ছলে দ্বিতীয় যমস্বরূপ রাজা মিহিরকুলকে ধারণ করিল। কাক, শকুন ইত্যাদি পক্ষিগণ রাজার সৈন্যদ্বারা নিহত মানুষের মাংসের লোভে সৈন্যগণের অনুগমন করিত। জনগণ এই সমস্ত পক্ষী দেখিয়া রাজার আগমন জানিতে পারিত। এই রাজারূপী বেতাল, বিলাসগৃহেও দিবারাত্র শত সহস্র মৃতদেহ-পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেন। হত্যাকালে ভীষণদর্শন নিষ্ঠুর নরপতি বালক ও স্ত্রীলোকের প্রতি করুণা প্রকাশ অথবা বৃদ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন না। একদা রাণী সিংহল দেশীয় বস্ত্রনির্মিত কাঁচুলি পরিধান করিয়াছিলেন; ইহাতে সুবর্ণময় পদচিহ্ন ছিল; ইহা দেখিয়া রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কঞ্চুকীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, সিংহলদেশে প্রস্তুত বস্ত্রে রাজার পদাঙ্ক মুদ্রিত হইয়া থাকে। এই কথা শুনিয়া তিনি সিংহলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি ভীষণ যুদ্ধে সিংহলরাজকে বিনাশ করিয়া পত্নীর বক্ষোদেশে পদাঙ্কদর্শনজনিত ক্রোধ দূর করিলেন। রাক্ষসগণ উচ্চ অট্টালিকা হইতে দূরে রাজার সৈন্য দেখিয়া পুনরায় রাঘব রামচন্দ্রের আক্রমণ আশংকায়

কম্পিত হইতে লাগিল। প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা অন্য রাজাকে রাজ্যদান করিয়া সূর্যপ্রতিমাঙ্কিত যমুষদেব নামক বস্ত্রখণ্ড উপহারস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। মদমত্তহস্তী যেমন কেবল গন্ধদ্বারা অন্যান্য হস্তীকে বিতাড়িত করে, সেইরূপ নরপতি প্রত্যাবর্তন সময়ে চোল, কর্ণাট ও লাটাদি প্রদেশের রাজগণকে পরাজিত করিলেন। মিহিরকুলের প্রস্থানের পর সমস্ত নগরবাসী প্রত্যাগত নরপতিগণকে ভগ্ন অট্টালিকাদি দেখাইয়া তাহাদের পরাভব জ্ঞাপন করিল। নৃপতি কাশ্মীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া গহ্বরে পতিত হস্তীর আতঙ্কসূচক চীৎকার শুনিতে পাইলেন। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। দুর্মতি রাজা শতসংখ্যক গজেন্দ্রকে বলপ্রকাশপূর্বক নিম্নে পাতিত করিলেন। যেমন পাপীর স্পর্শে অঙ্গ দূষিত হয়, সেইরূপ পাপীর বর্ণনাও বাক্যকে কলুষিত করে, এইজন্য তাঁহার অন্যান্য নৃশংস আচরণের কথা বর্ণিত হইল না। নরপতি মিহিরকুল পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য ধর্মকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্বুদ্ধি ভূপতি শ্রীনগরীতে মিহিরেশ্বর প্রতিষ্ঠা করিলেন ও হোলডায় মিহিরপুর নামে এক বিরাট নগর স্থাপন করিলেন। তুল্য-স্বভাববিশিষ্ট গান্ধারদেশীয় নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিলেন।

ময়ূর অন্ধকারময় মেঘের আবির্ভাবে বর্ষাকালে প্রীতিলাভ করে ও হংস নির্মল শরৎকালে আনন্দ বোধ করে, দাতা ও গ্রহীতার রুচির অভিন্নতাহেতু পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। পৃথিবীর ভয় উৎপাদনকারী রাজা সত্তর বৎসর রাজ্যভোগ করিলেন এবং নানারূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। দেহত্যাগ সময়ে আকাশবাণী উচ্চারিত হইল—"তিনকোটি জীবহত্যাকারী মিহিরকুল নিজ দেহের উপরও দয়া প্রকাশ না করিয়া মুক্তিভাজন হইয়াছেন।" যাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মত এই যে, দানশীল রাজা নানারূপ উপহার প্রভৃতি দান করিয়া নিষ্ঠুর কাজের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ সর্বত্র প্রচলিত প্রবাদের উল্লেখ করিয়া এই পুরুষসিংহের নৃশংসতা নিন্দনীয় নয় এইরূপ বলিয়া থাকেন।

অশুদ্ধাচারী দারদ, ভৌট্ট ও ম্লেচ্ছগণ কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হইলে শাস্ত্রবিহিত আচার বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনি স্বদেশে পুণ্য আচার প্রবর্তন ও আর্যদেশীয়দিগকে সংস্থাপন করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিবেন এইরূপ সংকল্প করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি বিজয়েশে গান্ধারদেশীয় ব্রাহ্মণগণকে সহস্র উপহার দান করিয়াছিলেন। তারপর তিনি ক্ষুর, খড়্গ, অসি ও ধনু প্রভৃতি অস্ত্রপূর্ণ অগ্নিপ্রদীপ্ত লৌহমঞ্চে সহসা দেহত্যাগ করিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, নাগরাজ ক্রোধে নগর দগ্ধ করিলে

খশজাতি প্রবল হইয়া উঠিল ; তাহাদের বিনাশ সাধনের জন্য তিনি পূর্বোক্ত অগ্নিরচনাদি করিয়াছিলেন।

একদা চন্দ্রকুল্যানদীর প্রবাহমধ্যে এক সুবৃহৎ প্রস্তর পড়িয়া প্রবাহের গতিরোধ করিল। নৃপতি তপস্যা আরম্ভ করিলে দেবগণ স্বপ্নে আদেশ করিলেন, এই পাষাণে এক বলবান যক্ষ ব্রহ্মচারী বাস করিতেছেন ; সাধ্বী স্ত্রীলোক ইহা স্পর্শ করিলে তিনি ইহা আর প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না। পরদিন রাজা স্বপ্নাদেশ অনুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্যান্য কুলনারীগণ অকৃতকার্য হইলে কুম্ভকার-রমণী চন্দ্রবতী স্পর্শ করিল ও মহাশিলা তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত হইল। নরপতি এই অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃগণের সহিত তিন কোটি কুলনারী হত্যা করিলেন। অপর সম্প্রদায়ে পূর্বোক্ত প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রাণীহিংসার কারণ বর্তমান থাকিলেও অত্যধিক জীবহত্যাকে কুকার্য বলিতেই হইবে। জনগণ মিলিত হইয়া এইরূপ দুষ্ট রাজাকে কেন হত্যা করে নাই, ইহার কারণ দেবানুগ্রহ বলিতে হইবে ; কারণ দেবতাগণ তাঁহাকে দিয়া কার্য করাইতেন ও তাঁহাকে রক্ষা করিতেন।

বক

প্রজাগণের পুণ্যফলেই রাজা মিহিরকুল পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর পুরবাসীগণ তাঁহার পুত্র সদাচার বককে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। পূর্বের রাজার অসদাচরণ স্মরণ করিয়া জনগণ রাজপ্রাসাদে ভীতি বোধ করিতে লাগিল। বর্ষাকালে যেমন মেঘাচ্ছন্ন দিবস জলরাশি বর্ষণ করিয়া লোকের আনন্দদায়ক হয়, সেইরূপ প্রজাপীড়নকারী পিতার পুত্র নবীন রাজা সাধারণের আহ্লাদের কারণ হইয়াছিলেন। এখন লোকে মনে করিল যে, ধর্ম যেন লোকান্তর হইতে আবির্ভূত হইল এবং অভয় যেন সুদীর্ঘ প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্তন করিল। মহা ঐশ্বর্যশালী রাজা বকশ্বভ্র নামক স্থানে লবণোৎস নগর স্থাপন করিয়া তথায় বকেশমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন ও বকবতী নামে কৃত্রিম নদী খনন করিলেন। এইরূপে রাজ্যপালন করিতে করিতে তাঁহার তেষট্টি বৎসর তেরদিন অতিবাহিত হইল।

অনন্তর ভট্টানাম্নী এক যোগেশ্বরী কমনীয় মূর্তি ধারণ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় নরপতির নিকটে উপস্থিত হইল। তাহার মনোহর বচনে মুগ্ধ হইয়া তিনি যাগোৎসবের মাহাত্ম্য দর্শনের নিমন্ত্রণ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন। রাজা পুত্র-পৌত্র পরিবৃত হইয়া প্রাতঃকালে তথায় গমন করিলে ভট্টা তাঁহাদিগকে দেবীচক্রের প্রীতির নিমিত্ত বলি প্রদান করিল। যোগেশ্বরী এই কার্যদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া

স্বর্গারোহণ করিল। আজও তাহার জানুদ্বয়ের চিহ্ন প্রস্তরের উপরে লক্ষিত হইয়া থাকে। আজও খেরী মঠসমূহে শতকপালেশ, মাতৃচক্র ও মহাশিলা দেখিলে এই বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হয়।

ক্ষিতিনন্দ

বকের বংশধর ক্ষিতিনন্দ দেবীর কৃপায় জীবিত ছিলেন। তিনি ত্রিশ বৎসর রাজ্য পালন করেন।

বসুনন্দ

তাঁহার পুত্র বসুনন্দ বাহান্ন বৎসর দুইমাস রাজ্য শাসন করেন। তিনি রতি-শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

নর (দ্বিতীয়), অক্ষ

তাঁহার পুত্র নর ষাট বৎসর ও নরের পুত্র অক্ষ ষাট বৎসর রাজ্য ভোগ করেন। নৃপতি অক্ষ অক্ষবালগ্রাম স্থাপন করেন।

গোপাদিত্য

অনন্তর অক্ষের পুত্র গোপাদিত্য সদ্বীপা পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। তিনি বর্ণ ও আশ্রমের ধর্মরক্ষা করিয়া সত্যযুগের আবির্ভাব দেখাইয়াছিলেন। তিনি খগোল, খাগিকা, হাড়িগ্রাম, স্কন্দপুর ও শম্যাঙ্গাস প্রভৃতি ব্রহ্মোত্তর ভূমি স্থাপন করিলেন। গোপাদ্রিতে জ্যেষ্ঠেশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া কর্মকুশল রাজা আর্য-দেশীয় ব্রাহ্মণগণকে গোপাগ্রহার দান করিলেন। তিনি রসুনভোজিগণকে 'ভূক্ষীর-বাটিকা'তে ও আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণগণকে 'খাসটা'তে প্রেরণ করিলেন। অন্যদেশ হইতে সদাচারী ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া বশ্চিকাপ্রমুখ অগ্রহারে স্থাপন করিলেন। তিনি স্তুতি সমূহে 'ইনি উত্তম লোকপাল' এই উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞব্যতীত পশুবধ ক্ষমা করিতেন না। রাজা ষাট বৎসর ছয়দিন পৃথিবী শাসন করিয়া পুণ্যফল ভোগ করিবার জন্য স্বর্গে গমন করিলেন।

গোকর্ণ

তাঁহার পুত্র গোকর্ণ, একমাস কম আটান্ন বৎসর রাজ্য পালন করেন। ইনি গোকর্ণেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

নরেন্দ্রাদিত্য (প্রথম)

গোকর্ণের পুত্র নরেন্দ্রাদিত্যের দ্বিতীয় নাম খিঙ্খিল। ইনি ভূতেশ্বর স্থাপন ও অক্ষয়িণী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার গুরুদেব উগ্র, দেবানুগৃহীত মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি উগ্রেশ শিব ও মাতৃচক্র স্থাপন করেন। ধার্মিক নরপতি ছত্রিশ বৎসর একশত দিন রাজ্য পালন করিয়া নিজ সুকৃতির ফলে পুণ্যলোকে গমন করিলেন।

•

যুধিষ্ঠির (প্রথম)

অনন্তর তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন। তাঁহার চক্ষু ক্ষুদ্র ছিল বলিয়া তিনি অন্ধ যুধিষ্ঠির বলিয়া অভিহিত হইতেন। ইনি খুব সাবধানতার সহিত পিতৃরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন এবং কিছুকাল যাবত পূর্বের শাসন পদ্ধতি অনুসরণ করিলেন। কালক্রমে তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ ধনমদে মত্ত ও স্বেচ্ছাচারী হইলেন। ইনি অনুগ্রহভাজনের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইতেন না, প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণকে সম্মান দেখাইতেন না এবং পুরাতন ভৃত্যগণের প্রতি পূর্বের ন্যায় দয়া প্রদর্শন করিতেন না। তিনি পণ্ডিতবর্গ ও মূর্খ পার্শ্বচরগণকে নির্বিচারে সম্মান প্রদর্শন করিতেন, ইহাতে পণ্ডিতগণ অপমান বোধ করিয়া হীনপ্রকৃতি নরপতিকে পরিত্যাগ করিলেন। সর্বত্র সমদৃষ্টি যোগীজনের গুণ বলিয়া কীর্তিত হয়, কিন্তু ইহা রাজার অপযশহেতু মহান্ দোষ। ধূর্তগণ দোষকে গুণ ও গুণকে দোষ বলিত। রাজা ক্রমশঃ স্ত্রৈণ পুরুষের ন্যায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন। তাঁহার মর্মবিদারক বাক্য, সর্বদা পরিহাসপ্রিয়তা, ধূর্তগণের সহিত সর্বদা আলাপ ও নৃপগণের অনুচিত ক্রীড়াও ভীতির সঞ্চার করিত। তাঁহার স্নেহের স্থিরতা ছিলনা, এই কারণে ভৃত্যগণ তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিত। অসাবধানতা হেতু সামান্য বিষয়েও ত্রুটি বিচ্যুতি হইতে লাগিল ; ইহাতে রাজকার্য অনতিবিলম্বে বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। শত্রুতাশূন্য ব্যক্তিগণ রাজাকে পরিত্যাগ করিলে বিদ্রোহী মন্ত্রিগণ শক্তিলাভ করিয়া তাঁহার বিনাশ সাধনে উদ্যত হইল।

রাজার আধিপত্য নষ্ট করিয়া তাহারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে লাগিল ও পার্শ্ববর্তী ভূস্বামীগণকে রাজ্যহরণ করিতে উৎসাহিত করিল। তাহাদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া বিভিন্নদেশের রাজাগণ রাজ্য জয় করিতে তৎপর হইলেন। রাজা ভীত হইয়া নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিলেন না। বিশৃঙ্খল রাজ্য মধ্যে তাঁহার আধিপত্য সঙ্কুচিত হইয়াছিল ; তাঁহার প্রভুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার কোন উপায় দেখা গেলনা। তাঁহার মন্ত্রিগণ পুনর্মিলনের কোন চেষ্টা করিল না,

কারণ তাহারা ভাবিল, রাজা তাহাদের দোষ অবগত হইয়াছেন, তিনি আধিপত্য লাভ করিয়া তাহাদিগকে নিঃসন্দেহে বধ করিবেন। তাহারা সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রাসাদ অবরোধ করিল। ভেরীর ভীষণ শব্দে জনগণের বিলাপ-ধ্বনি ডুবিয়া গেল। হস্তীসমূহের উপরিস্থিত পতাকার দ্বারা প্রাসাদের ছাদ অন্ধকারময় হইল।

তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া রাজাকে দেশত্যাগ করিতে সুযোগ দিল। রাজা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজবধূগণ যুদ্ধের অশ্বদ্বারা উত্থাপিত ধূলিরাশিতে ধূসরাঙ্গী হইয়া রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া পুরবাসীগণ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইল ও অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। রাজা চলিয়া যাইবার সময়ে শত্রুগণ তাঁহার ধনরাশি বারবার অপহরণ করিল। রাজা রমণীয় পার্বত্যপথে গমন করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইলে তরুতলে বিশ্রাম লইতেন। এইরূপে গমন ও বিশ্রাম দ্বারা তিনি মহাদুঃখ ভুলিয়া গেলেন। দূর হইতে বনচর পশুপাখীদের শব্দ শুনিতে পাইলে তাঁহার চৈতন্য হইত। নানাবিধ তৃণলতার উগ্রগন্ধযুক্ত বনপ্রদেশ ও জলাহত শিলাময় পিচ্ছিল নদীগর্ভ অতিক্রম করিয়া সুকুমারী মহিষীগণ পরিশ্রান্তা হইয়া ক্রোড়ে দেহস্থাপন করিয়া মূর্ছিতা হইলেন। রাজ্ঞীগণ সুদূরবর্তী কাশ্মীর মণ্ডলের দিকে শেষবারের মত দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন পর্বতস্থিত পক্ষীসকল যেন চঞ্চু পক্ষ-মধ্যে প্রোথিত করিয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে তাঁহাদের অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সজ্জন নৃপতিগণ দয়াপরবশ হইয়া প্রীতিপূর্ণ সান্ত্বনাবাক্যে শোকশান্তি এবং সরলভাবে আজ্ঞাপালন প্রভৃতি উপচার দ্বারা শরণাগত রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ার দুঃখ দূর করিলেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

যিনি অজশৃঙ্গ ও গোশৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা শিবধনু নির্মাণ করিয়াছেন ; নরদেহ ও গজদেহের অর্ধভাগ গ্রহণ করিয়া গণমূর্তি উৎপাদন করিয়াছেন ; এইরূপে যিনি ভিন্নবস্তুর যোজনা-সম্পাদনে প্রীতিলাভ করেন সেই ভগবানের স্ত্রীপুরুষময়ী মূর্তির জয় হউক। রাজা কর্ণমূলে জরালক্ষণ দেখিয়া ও সংযমী ব্যক্তিগণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজ্যলাভের চেষ্টা ত্যাগ করিলেন। জিতেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ বিনয়ী নরপতি ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করিয়া নিজরাজ্য ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ বিস্মৃত হইলেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি পুনরায় রাজ্যোদ্ধারে চেষ্টা করিলে তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া "দুর্গাগলিকায়" স্থাপন করিয়াছিল।

প্রতাপাদিত্য

তারপর মন্ত্রিগণ রাজা বিক্রমাদিত্যের জ্ঞাতি প্রতাপাদিত্যকে অন্যদেশ হইতে আনয়ন করিয়া রাজ্য প্রদান করিল। কেহ কেহ এই বিক্রমাদিত্য ও শকারি বিক্রমাদিত্য একই ব্যক্তি মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং বিরোধী ভ্রমাত্মক বিবরণ লিখিয়াছেন। এই সময়ে হর্ষ প্রভৃতি রাজগণ অন্তর্বিপ্লবে জর্জরিত কাশ্মীরমণ্ডল কিছুকালের জন্য শাসন করিয়াছিলেন। হৃদয়বান্ স্বামী যেমন অপরিচিতা নব-বিবাহিতা পত্নীর সহিত পূর্ব-পরিচিতার ন্যায় ব্যবহার করে, সেইরূপ নরপতি কাশ্মীরদেশ পৈতৃক রাজ্যের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন।

জলৌকা

প্রতাপাদিত্য বত্রিশ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র জলৌকা রাজা হইলেন। যে সময়ে দিবারাত্র সমান দীর্ঘ হয় সেই সময়ে যেমন পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য তুল্যকালে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ পুত্র পিতার সমসংখ্যক সময় রাজ্য শাসন ও রাজ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

তুঞ্জীন

অনন্তর তাঁহার পুত্র তুঞ্জীন দিব্যপ্রভাবযুক্তা রাজ্ঞী বাক্‌পুষ্টার সহিত প্রজারঞ্জন করিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। সুরধুনী ও চন্দ্র যেমন শিবের শিরোদেশ শোভিত করেন, সেইরূপ রাজা ও রাণী পৃথিবীকে অলংকৃত করিলেন। মেঘ ও বিদ্যুৎ যেমন বিচিত্রবর্ণ ইন্দ্রধনু ধারণ করে, সেইরূপ তাঁহারা বিবিধ বর্ণের প্রজাসমন্বিত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যশালী রাজদম্পতী তুঙ্গেশ্বর মন্দির ও

কতিকা নগরী স্থাপন করেন। একদা তাঁহারা রৌদ্রতপ্ত হইয়া মড়বরাজ্যের অন্তর্গত এক বিশেষ স্থানে স্বীয় প্রভাবে তৎক্ষণাৎ রোপিত বৃক্ষে ফল উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই সময়ে দ্বৈপায়ন মুনির বংশধর মহাকবি চন্দ্রক সর্বজনের দর্শনযোগ্য নাটক রচনা করেন। তাঁহাদের প্রভাব পরীক্ষার জন্য যেন প্রজাগণের মধ্যে দুঃসহ আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইল। ভাদ্রমাসে প্রায়পক্ক ধান্যে ক্ষেত্রসকল পূর্ণ হইলে অকস্মাৎ ভীষণ শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহাতে ধান্যাদি শস্য এবং প্রজাগণের জীবনের আশা বিনষ্ট হইল। ইহার পর ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। ক্ষুধার্ত জনগণ প্রেতের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জনগণ ক্ষুধার তাড়নায় পত্নীপ্রীতি, অপত্যস্নেহ ও পিতৃভক্তি ভুলিয়া গেল। অলক্ষ্মীর দৃষ্টিবদ্ধ প্রজাগণ ক্ষুধার জ্বালায় লজ্জা, অভিমান ও বংশগৌরবে জলাঞ্জলি দিল। কোন স্থানে অনাহারে শীর্ণ-দেহ ওষ্ঠাগত প্রাণ খাদ্যপ্রার্থী পুত্রকে আহার দান না করিয়া পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের উদরপূরণে তৎপর হইল। কোথাও পুত্রও পিতার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল। ক্ষুধাপীড়িত ব্যক্তিগণ অস্থিচর্মসার বীভৎস মূর্তি ধারণ করিল ও আত্মরক্ষার জন্য প্রেতের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। বিকটমূর্তি, ক্ষুধায় ক্ষীণ রূঢ়ভাষী জনগণ চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত জীবজগৎ গ্রাস করিয়া আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা করিল। প্রাণিগণের এই ভীষণ দুর্ভিক্ষ সময়ে কেবল রাজা করুণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি শুভ দৃষ্টিপাত দ্বারা দীনগণের দুর্ভিক্ষ দুঃখ দূর করিলেন। সস্ত্রীক রাজা স্বীয় রাজকোষ ও মন্ত্রিগণের সঞ্চিত অর্থে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া দিবারাত্র তাহা প্রজাগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। অরণ্যে, শ্মশানে, রাজপথে অথবা গৃহমধ্যে কোনও ক্ষুধার্ত ব্যক্তির প্রতি তিনি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। এইভাবে সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি নিঃশেষিত হইলেন। দেশমধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অভাব দেখিয়া একদা রাত্রিকালে রাজা দুঃখিতস্বরে রাণীকে বলিলেন, দেবি, আমাদের দোষে নিরপরাধ প্রজাগণের এইরূপ দুঃসহ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আমাকে ধিক্ ; আমার আশ্রিত প্রজাগণ দুঃখপীড়িত হইয়া অসহায়ের মত রাজ্যমধ্যে প্রাণত্যাগ করিতেছে। আমি অসহায় প্রজাগণকে মহাভয় হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমার জীবনে প্রয়োজন কি? আমি অতিযত্নে কয়েকদিন জনগণকে রক্ষা করিয়াছি। কিন্তু মহাকালের উৎপীড়নে পৃথিবী প্রভাবহীন, অর্থশূন্য ও হৃতগৌরব হইয়া পড়িয়াছে। প্রজাগণ নিদারুণ বিপদে নিমগ্ন ; ইহাদের উদ্ধারের উপায় কি? জগৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া সূর্যালোকশূন্য হইয়াছে। পর্বতের উপর তুষাররাশি পতিত হইয়া গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে। প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইলে কুলায়স্থিত পক্ষী যেরূপ

ব্যাকুল হয়, জনগণেরও অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে। দেখ, বীরপুরুষবুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্য জনগণ কালদৌরাত্ম্যে স্ব স্ব যোগ্যতা হারাইয়াছে। আমি অনন্যোপায় হইয়াছি; আমি অগ্নিতে আত্মাহুতি দিব। এইরূপ প্রজাক্ষয় দেখিতে পারিবনা। সেই নরপতিগণই ধন্য, যাঁহারা পুত্রের ন্যায় পৌরগণকে সর্বত্র সুখী দেখিয়া রাত্রিতে সুখে শয়ন করেন। এই কথা বলিয়া রাজা করুণারসে সিক্ত হইয়া বস্ত্রদ্বারা মুখ আবৃত করিলেন এবং শয্যাতলে পতিত হইয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। মহিষী রাজাকে বলিলেন, রাজন্, প্রজাগণের ভাগ্যদোষে আপনার কেন বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিল? হে মহীপাল, যদি অসাধ্য দুঃখ দূর করার সামর্থ্য না থাকিল, তাহা হইলে মহান্ ব্যক্তির মহত্ত্বের নিদর্শন কি? সত্যব্রত রাজার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে ইন্দ্র কে, ব্রহ্মা কে, ক্ষুদ্র যমই বা কে? পতিভক্তি স্ত্রীলোকের ব্রত, রাজার বিরুদ্ধাচরণ না করা মন্ত্রীর ব্রত, অনন্যকর্মা হইয়া প্রজাপালন রাজার ব্রত। হে ব্রতিশ্রেষ্ঠ, আপনি গাত্রোত্থান করুন, আমার কথা কি বিফল হইবে? হে প্রজারক্ষক, আপনার প্রজাগণের ক্ষুধাজনিত দুঃখ দূর হইয়াছে। আন্তরিকতার সহিত দেবতাগণকে ধ্যান করিয়া এই কথা বলিলে প্রত্যেক গৃহে প্রত্যহ মৃত কপোত পতিত হইল। নৃপতি প্রাতঃকালে এই ব্যাপার দেখিয়া মরণোদ্যোগ হইতে বিরত হইলেন। প্রজাগণ প্রত্যহ কপোত পাইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। মহিষীর কার্যের সহিত আকাশ নির্মল হইল, রাজার দুঃখের সহিত দুর্ভিক্ষ শান্ত হইল। পুণ্যবতী সতী ব্রাহ্মণগণের জন্য কতীমুষ ও রামুষ নামে ধনসমৃদ্ধিসম্পন্ন অগ্রহার স্থাপন করিলেন। ছাব্বিশ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া রাজা দেহত্যাগ করিলে রাণী পতিবিরহে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন। পবিত্রচরিত্রা রাজ্ঞী যে স্থানে মৃত পতির অনুগমন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বাক্পুষ্টাটবী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রাজ্ঞী সেইস্থানে যে অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তথায় অনাথগণ আজও ভোজন পাইয়া থাকে। ইহাদের অপেক্ষা কেহ অধিক করিতে সমর্থ হইবে না এইরূপ ভাবিয়া বিধাতা তাঁহাদিগকে পুত্রদান করিতে অভিলাষ করেন নাই। বিধাতাকে পরীক্ষকগণের শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে, কারণ তিনি ইক্ষুদণ্ডের ফলসৃষ্টি করিয়া বৃথা শ্রম স্বীকার করেন নাই। কেহ কেহ বলে যে, রাজ্ঞী মনে করিলেন যে, তাঁহার দোষে দীর্ঘকাল রাজ্যমধ্যে সূর্যের উদয় হয় নাই ও এইজন্য তিনি অগ্নিতে দেহত্যাগ করেন।

বিজয়

অনন্তর অন্যবংশীয় বিজয় নামক রাজা আট বৎসর রাজ্যপালন করেন। তিনি নগরের সহিত বিজয়েশ্বর মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন।

জয়েন্দ্র

অনন্তর বিজয়ের পুত্র জয়েন্দ্র রাজ্য লাভ করেন। ইনি দীর্ঘবাহু ও মহাযশস্বী ছিলেন। তিনি ভুজবলে অশেষ কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। সন্ধিমতি নামে রাজার জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ পরম শৈব মন্ত্রী ছিলেন। ইহার বৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত। শঠব্যক্তি-গণ রাজাকে "মন্ত্রী পরম বুদ্ধিমান, আপনি সাবধানে থাকিবেন" এই কথা বলিলে তিনি বিশ্বস্ত মন্ত্রীবরের উপর ঈর্ষান্বিত হইলেন। রাজা অকারণে কুপিত হইয়া মন্ত্রীর রাজসভায় প্রবেশ নিষেধ করিলেন ও তাঁহার সর্বস্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে নিঃস্ব করিলেন। মন্ত্রী নৃপতির রোষানলে পতিত হইলেন, রাজপুরুষগণ তাঁহাকে বাক্য দ্বারা আপ্যায়ন করিল না। রাজা যে বাক্য বলেন, তাঁহার অনুচরেরা তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া থাকে। মন্ত্রী দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া দুঃখিত হইলেন না, বরং শিবের আরাধনার বিঘ্ন দূরীভূত হইল ভাবিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। সন্ধিমতি রাজ্য পাইবেন এইরূপ অদ্ভুত বাক্য সর্বত্র প্রচারিত হইল। "অমূলক বাক্য কখনও প্রচারিত হয়না" ইহা রাজা বিশ্বস্ত লোকের নিকট শুনিয়াছিলেন। এইজন্য ভীত হইয়া তিনি সন্ধিমতিকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার কারাবাসে দশ বৎসর অতীত হইলে রাজারও পরমায়ু শেষ হইল। পুত্রহীন রাজা মুমূর্ষু অবস্থায় রোগযন্ত্রণা ও সন্ধিমতির রাজ্যপ্রাপ্তির চিন্তায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। রাজা চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, 'মন্ত্রীকে বধ করা ব্যতীত ভবিতব্যের প্রতিকারের আর কোন উপায় নাই। অনন্তর নিষ্ঠুর ঘাতকগণ রাজার আদেশে সন্ধিমতিকে শূলে চড়াইয়া বধ করিল। মন্ত্রীর শূলারোপণ সংবাদ শুনিয়া রোগজীর্ণ রাজার চিন্তাশল্যে জীবনদীপ নির্বাপিত হইল। পুত্রহীন রাজা সাতাশ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া স্বর্গারোহণ করিলে কিছুদিনের জন্য রাজসিংহাসন শূন্য রহিল। সন্ধিমতির হত্যার সংবাদ শুনিয়া গুরু ঈশান সংযমী হইয়াও অভিভূত হইয়া পড়িলেন! তিনি অসহায়ভাবে মৃত বিনয়ী সন্ধিমতির যথোচিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য শ্মশানে গমন করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার (সন্ধিমতির) শরীরে অস্থিমাত্র অবশিষ্ট আছে ও শৃগালগণ তাহা সবলে আকর্ষণ করিতেছে, কঙ্কাল শূলে বিদ্ধ ছিল বলিয়া স্থানচ্যুত হয় নাই। বায়ুপূর্ণ মস্তক হইতে ছিদ্রপথে শব্দ উঠিতে লাগিল। হা বৎস, তোমার এই পরিণাম দেখিবার জন্য আমি জীবিত আছি! এই কথা বলিয়া তিনি শূলবিদ্ধ কঙ্কালটি আকর্ষণ করিলেন। শব্দকারী শৃগালগণকে দূরে তাড়াইয়া দিয়া তিনি উহা লইয়া গেলেন। যথোচিত সৎকার করিতে উদ্যত হইলে তিনি কঙ্কালের ললাটে বিধাতা লিখিত শ্লোক পাঠ করিলেন—"যাবজ্জীবন দারিদ্র্য, দশবৎসর কারাবাস, শূলে মৃত্যুবরণ ও পুনর্বার রাজ্যপ্রাপ্তি।" যোগী ঈশান, প্রথম

তিন চরণের অর্থের সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এখন কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া চতুর্থ চরণের সাফল্য দেখিবেন মনে করিলেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে ভাবিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন ও বিধাতার অচিন্তনীয় শক্তির কথা চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিলেন, প্রত্যেক লোক অদৃষ্টের অধীন হইলেও ভবিতব্যকে খণ্ডন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় তাহাতেও বিধির অদ্ভুত শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং বিধাতৃনির্দিষ্ট ঘটনা নিখুঁতভাবে সংঘটিত হইয়া থাকে। বিধাতা ফণীকন্যার প্রভাবকে নিমিত্ত করিয়া মণিপুরে নিহত পার্থকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমাহাত্ম্যকে দ্বার করিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার অস্ত্রে দগ্ধ গর্ভস্থিত শিশু পরীক্ষিৎকে প্রাণদান করিয়াছিলেন। দৈত্যগণ কচকে ভস্মীভূত করিয়াছিল, ও গরুড় সর্পগণকে ভক্ষণ করিয়াছিল, দৈবের প্রভাবেই ইহারা পুনরায় প্রাণলাভ করিয়াছিল। এইরূপ চিন্তা করিয়া ভবিষ্যৎ ঘটনার সিদ্ধি দর্শনে অভিলাষী হইলেন ও তথায় বাস করিয়া সন্ধিমতির কঙ্কাল রক্ষা করিতে লাগিলেন। একদা গভীর রাত্রিতে নিদ্রাশূন্য হইয়া এই অদ্ভুত বিষয়ের চিন্তা করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে দিব্য ধূপগন্ধের আঘ্রাণ পাইলেন। প্রচণ্ড ঘণ্টাসমূহের শব্দের সহিত ভীষণ ডমরুধ্বনি শুনিতে পাইয়া জানালা খুলিয়া শ্মশানভূমিতে জ্যোতির্ময়ী যোগিনীগণকে দেখিতে পাইলেন। রক্ষিত কঙ্কালটি স্থানান্তরিত হইয়াছে ও তাহারা ব্যগ্রতার সহিত কি করিতেছে দেখিয়া তিনি তরবারি হস্তে ভয়ে ভয়ে শ্মশানভূমিতে যাইয়া প্রচ্ছন্নভাবে বৃক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন। মদ্যপানাসক্তা যোগিনীগণ কামোন্মত্ত হইয়া জীবিত মনুষ্যের অভাবে সন্ধিমতির কঙ্কাল আহরণ করিয়া সর্বাঙ্গ যোজনা করিয়াছে, প্রত্যেকে এক এক অঙ্গ প্রদান করিয়া ও অন্যস্থান হইতে পুংচিহ্ন আনিয়া সন্ধিমতিকে সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিল। অনন্তর তাহারা তাহার ভ্রমণশীল অপ্রাপ্তদেহ প্রেতাত্মাকে যোগবলে আকর্ষণ করিয়া মৃতদেহে নিহিত করিল এবং তাহার অঙ্গে দিব্য প্রলেপ প্রদান করিল। ঈশান যেন নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন; যোগিনীগণ তখন তাহার সহিত ইচ্ছামত বিহার করিতে লাগিল। ঈশানের মনে আশঙ্কা হইল, এই যোগিনীগণ হয়ত প্রদত্ত অঙ্গসকল পুনরায় গ্রহণ করিবে। সন্ধিমতির দেহ রক্ষা করিবার জন্য ঈশান চীৎকার করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ যোগিনীগণ অন্তর্হিত হইল ও অলক্ষ্যে তাহাদের বাণী শ্রুত হইল—হে ঈশান! তুমি ভীত হইও না, আমাদের অঙ্গহানি হয় নাই ও আমাদের প্রিয়জনকেও বঞ্চিত করি নাই। আমরা ইহাকে দিব্যদেহে যোজিত করিয়া বরণ করিয়াছি; এইজন্য ইহার নাম সন্ধিমান হইবে ও ইনি উদারচরিত বলিয়া আর্যরাজ নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হইবেন। পূর্বস্মৃতি

লাভ করিয়া সন্ধিমান দিব্যবসনভূষণ ও পুষ্পমালায় শোভিত হইয়া বিনীতভাবে গুরুদেব ঈশানকে বন্দনা করিলেন। সন্ধিমানকে আলিঙ্গন করিয়া ঈশানের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত। উভয়ে সংসারের অসারতা ও বিচিত্রতা চিন্তা করিয়া জ্ঞানগর্ভ বাক্যে আলাপ করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ পাইয়া আবালবৃদ্ধ পুরবাসীগণ মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাঁহার পূর্ব আকৃতির পরিবর্তন দেখিয়া পৌরগণের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা তাহাদের ভ্রম দূর করিলেন।

সন্ধিমান (আর্যরাজ)

পুরবাসীগণ তাঁহাকে অরাজক রাজ্য শাসন করিতে প্রার্থনা করিলে নিঃস্পৃহ সন্ধিমান গুরুদেবের আদেশ অনুসারে নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্মতি প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ যথাবিহিতভাবে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তিনি রাজ-কার্যের অভিজ্ঞতাবশতঃ সমস্ত কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলেন। তিনি রাজোচিত বেশভূষা পরিধান করিয়া সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করিলেন। পৌরগণ তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং অট্টালিকা হইতে লাজ বর্ষিত হইল। জিতেন্দ্রিয় নরপতি যতদিন সিংহাসন অলংকৃত করিয়া ছিলেন, ততদিন দৈবী অথবা মানুষী বিপদ প্রজাগণকে আক্রমণ করে নাই। প্রকৃতিরাজ্যের অরণ্য পর্বত তাঁহার হৃদয় হরণ করিয়াছিল, কিন্তু সুন্দরী রমণীগণ তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই। যখন ভূতেশ, বর্ধমানেশ ও বিজয়েশ দর্শন করিতে না যাইতেন, সেই সময়ে তিনি প্রত্যেক দিন নিয়মিতরূপে রাজকার্য করিতেন। পূর্বদিনের পূজার পুষ্প চন্দন অপনীত হইলে জলস্নাত বিজয়েশ্বর বিগ্রহ আড়ম্বরশূন্য ও সুন্দর দেখাইত, ভূপতি এই মূর্তি দর্শন করিতে একান্ত বাসনা করিতেন। বীণাধ্বনিতে তাঁহার বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু শিবলিঙ্গের পীঠ-পতিত কুম্ভজলের শব্দ তাঁহার নিদ্রা-কালেও প্রিয় বোধ হইত। তিনি প্রত্যহ সহস্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা পালনে কখনও কোন বাধা সৃষ্টি হয় নাই। ভ্রমক্রমে এই কার্য সম্পাদিত না হইলে তাঁহার ভৃত্যগণ এক শিলার চতুর্দিকে সহস্র সংখ্যক লিঙ্গ খোদাই করিত। ইহা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পুণ্যরূপ পদ্মের উৎপত্তির জন্য জলাশয় সমূহে লিঙ্গচ্ছলে পদ্মবীজ সকল রোপণ করিতেন। তিনি জলমধ্যে স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া নদী সকলকে নর্মদাতুল্য করিয়াছিলেন। পরম মাহেশ্বর নরপতি মহাহর্ম্য, মহালিঙ্গ, মহাত্রিশূল প্রতিষ্ঠা করিয়া ও মহাবৃষ উৎসর্গ করিয়া পৃথিবীকে পবিত্র

করিয়াছিলেন। তিনি যে শ্মশানে পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তথায় সন্ধীশ্বর ও গুরু ঈশানের নামে ঈশেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করিলেন!

খেদা এবং ভীমাদেবী প্রভৃতি স্থানে মঠ, প্রতিমা ও লিঙ্গসমন্বিত মন্দির নির্মাণ করিয়া সেই সকল দেশের উন্নতি সাধন করিলেন। ভক্তিমান প্রাজ্ঞ নরপতি স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ ও তীর্থসকলদ্বারা পবিত্রীকৃত কাশ্মীরমণ্ডল ভোগ করিতে জানিতেন। ঝরণার সুশীতলজলে স্নান করিয়া পুষ্পময় শিবলিঙ্গের অর্চনায় বনভূমিতে তাঁহার বসন্তকাল অতিবাহিত হইত। লক্ষ্মীর অনুগৃহীত ভূপতি প্রস্ফুটিত পদ্মশোভিত পুষ্করিণী তীরে গমন করিয়া শিবের ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। ভূপতি তপস্বীগণের সহিত জাগরণ উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া মাঘমাসের রাত্রি সফল করিতেন। নরপতি এইরূপে সাতচল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। সংযমী রাজা রাজকার্য দর্শনে বিমুখ হইলে প্রজাগণ তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিল। তাহারা রাজ্যপালনের জন্য অন্য রাজার অন্বেষণ করিতে করিতে শুনিল যে যুধিষ্ঠিরবংশোদ্ভূত এক রাজকুমার বিদ্যমান আছেন। এই সময়ে গান্ধাররাজ কাশ্মীররাজকে পরাজিত করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের প্রপৌত্র গোপাদিত্যকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই রাজকুমার রাজ্যচ্যুত হইয়া গান্ধারদেশে বাস করিতেন। কালক্রমে তিনি দিব্য লক্ষণাক্রান্ত মেঘবাহন নামক পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। তিনি পিতার আদেশ অনুসারে বিষ্ণুবংশোদ্ভব প্রাগ্‌জ্যোতিষপতির কন্যার স্বয়ংবর উপলক্ষে তাঁহার রাজ্যে গমন করিলেন। তথায় তিনি বরুণদেবের ছত্র ও রাজকন্যা অমৃতপ্রভার বরমাল্য লাভ করিলেন। নরপতি নরক এই ছত্র বরুণদেব হইতে লাভ করিয়াছিলেন; ইহা চক্রবর্তী ভূপতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও ছায়া প্রদান করিত না। তিনি পত্নী ও লক্ষ্মীর সহিত পিতার নিকট উপস্থিত হইলে কাশ্মীর রাজ্যের মন্ত্রিগণ রাজ্যপালনের জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইল। আর্যরাজ নিজরাজ্য বিভেদে জর্জরিত জানিয়া প্রতিকারে সমর্থ হইলেও রাজ্য ত্যাগ করিতে উৎসুক হইয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন, সত্যই ভগবান ভূত-ভাবন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সিদ্ধিলাভের বাধাসকল অপসারিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমার অনেক কার্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন যে, আমি রাজ্যরূপ রঙ্গস্থলে বহুকাল অভিনয় করিয়াছি, এবং সমাপ্তি সময়েও দর্শকগণ বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই। আত্মশ্লাঘাকারী ব্যক্তির যুদ্ধত্যাগের ন্যায় আমি রাজ্যত্যাগের সময় ভীত হইতেছি না; ইহাও আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। পরদিন প্রজাগণকে সভাস্থলে একত্রিত করিয়া গচ্ছিত বস্তু অর্পণের ন্যায় সুরক্ষিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। সর্প যেমন পরিত্যক্ত খোলস পুনরায় গ্রহণ

করে না, সেইরূপ স্বেচ্ছাপরিত্যক্ত রাজ্য তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করাইতে কেহ সমর্থ হইল না। নৃপতি ধৌতবস্ত্র পরিধান করিয়া শিবলিঙ্গ গ্রহণ পূর্বক উত্তর-মুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি মৌনী হইয়া অধোবদনে গমন করিতে লাগিলেন ও পুরবাসিগণ নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিল। তিনি দুইক্রোশ পথ যাইয়া বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন ও রোরুদ্যমান জনগণকে সান্ত্বনা দান করিয়া নিবৃত্ত করিলেন। রাজা ক্রমশঃ পর্বতসমূহের পাদদেশ হইতে উর্ধ্বে গমন করিতে লাগিলেন, অনুগামিগণের সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল। তিনি অবশিষ্ট জনগণকে সম্মান সূচক বাক্য বলিয়া নিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর তিনি অরণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দিনের শেষে তিনি সরোবরতীরস্থিত তরুতলে পবিত্র বৃক্ষের পত্রদ্বারা রচিত উচ্চ শয্যা প্রস্তুত করিয়া তথায় রাত্রিবাস করিলেন। পরিশ্রান্ত আর্যরাজ নিকটবর্তী পর্বতমালার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলেন, শিখর দেশে অল্প অল্প সূর্যরশ্মি পতিত হইয়াছে, বনভূমি তৃণাচ্ছাদিত, শুভ্র কুসুম শোভিত মল্লিকাবৃক্ষের তলদেশে গোপবধূগণ নিদ্রিত রহিয়াছে। ক্রমশঃ তিনি নিদ্রাভিভূত হইলেন। বন্যহস্তীর শব্দ ও করেটু পাখীর শব্দ শুনিয়া তিনি রাত্রির অবসান হইয়াছে অনুমান করিলেন। রাজা প্রাতঃকালে নিদ্রাত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী পদ্মপুকুরে যথাবিধি প্রাতঃসন্ধ্যা সম্পন্ন করিলেন ও ভূতেশ্বরতীর্থে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেহ ভস্মভূষিত, মস্তক জটামণ্ডিত, হস্ত অক্ষসূত্র-বেষ্টিত ও গলদেশ রুদ্রাক্ষমালায় অলংকৃত। বৃদ্ধ মুনিগণ তাঁহাকে সস্পৃহলোচনে নিরীক্ষণ করিতেন। তিনি শিবব্রত পালন করিয়া সকলের সম্মানভাজন হইয়া-ছিলেন। তিনি যখন ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন, তখন প্রতিগৃহে তাপসীগণ তাঁহাকে সম্ভ্রমের সহিত ভিক্ষা দিতে উদ্যত হইতেন, বৃক্ষসকল পবিত্র ফল-ফুলদ্বারা তাঁহার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়া দিত। ভিক্ষুক অবস্থাতেও নরপতিকে অন্যের নিকট প্রার্থনাদ্বারা হীনতা স্বীকার করিতে হয় নাই।

তৃতীয় তরঙ্গ

মেঘবাহন

অনন্তর প্রজাগণ মন্ত্রীদের সহিত গান্ধারদেশে গমন করিয়া কীর্তিমান মেঘবাহনকে কাশ্মীর রাজ্যে আনয়ন করিল। সদাশয় মেঘবাহন উদারচরিতদ্বারা বোধিসত্ত্বগণের দয়ালুতাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। অভিষেককালে রাজপুরুষগণ তাঁহার আদেশ অনুসারে জয়ভেরী বাজাইয়া অহিংসাধর্ম চতুর্দিকে প্রচারিত করেন। ধার্মিক নরপতি রাজ্যমধ্যে প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ করিলেন ও ব্যাধগণকে অর্থদান করিয়া তাহাদের অহিংস জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি মেঘবন নামক অগ্রহার, ময়ুষ্টগ্রাম ও পবিত্র মেঘমঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার প্রিয় মহিষী অমৃতপ্রভা, বিদেশী ভিক্ষুগণের অবস্থানের জন্য অমৃতভবন নামে উচ্চ বিহার নির্মাণ করিলেন। মহিষীর পিতার গুরু "লো"-দেশবাসী ছিলেন। এই দেশের ভাষায় তাঁহাকে "স্তন্‌পা" বলিত। তিনি কাশ্মীর রাজ্যে "লো-স্তন্‌পা" নামক স্তূপ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজার অন্যতমা মহিষী য়ুকদেবী সপত্নীর সমকক্ষতার জন্য "নড়বনে" আশ্চর্য বিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। একদা রাজা বাহিরে ভ্রমণ করিতে করিতে ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের "চোর চোর" শব্দ শুনিতে পাইয়া 'এখানে কে আছ, চোরকে ধর,' এই কথা ক্রোধের সহিত বলিলেন। তৎক্ষণাৎ চীৎকার ধ্বনি বন্ধ হইল, কিন্তু চোরকে দেখা গেল না। দুই তিন দিন পর রাজা আবার বাহির হইলেন। অপরূপ সুন্দরী দুই তিনটি রমণী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভয় প্রার্থনা করিল। দয়ালু নৃপতি তাহাদের প্রার্থনা শুনিতে ইচ্ছা করিয়া অশ্বের গতিরোধ করিলেন। তাহারা বলিতে লাগিল, হে করুণাসাগর, আপনি স্বর্গীয় প্রভাবের দ্বারা রাজ্যপালন করিতেছেন, সমস্ত লোক নির্ভাবনায় বাস করিতেছে। একদা সর্পগণ মেঘের মূর্তি ধারণ করিয়া গগনতল আচ্ছাদিত করিলে কৃষকগণ অকালে শিলাবৃষ্টির মিথ্যা আশঙ্কায় পক্ব ধান্য রক্ষার জন্য ক্ষুব্ধ হৃদয়ে "চোর চোর" শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল। আপনি তাহাদের বিলাপধ্বনি শুনিয়া নাগগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আপনার আদেশে তাহারা শৃঙ্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইহারা আমাদের পতি। আমাদের প্রতি করুণা করিয়া তাহাদের অনুগ্রহ করুন। ইহা শুনিয়া রাজা প্রসন্ন হইয়া

তাহাদের বন্ধন মুক্তির আদেশ দিলেন। বন্ধনমুক্ত হইয়া তাহারা রাজার চরণে প্রণাম করিয়া পত্নীগণের সহিত প্রস্থান করিল। অনন্তর নৃপতি অপর নৃপতিগণকে অহিংসা ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইলেন। রাজা আপন শক্তি-দ্বারা রাজগণকে অহিংসা ধর্মে দীক্ষিত করিয়া সাগরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তালবনের ছায়ায় সৈন্যগণ বিশ্রাম করিতে লাগিল ও তিনি কিছুক্ষণের জন্য অন্য দ্বীপ আক্রমণের উপায় চিন্তায় মগ্ন হইলেন। অনন্তর সমুদ্রতীরের বনপ্রান্ত হইতে "মেঘবাহনের রাজ্যমধ্যে আমাকে হত্যা করিতেছে", এই আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন। উত্তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় এই বিলাপধ্বনি তাঁহার অন্তরে আঘাত করিল। তিনি বরুণদেবের ছত্রের সাহায্যে অনতিবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক শবর-সেনানী চণ্ডিকামন্দিরের সম্মুখে এক ব্যক্তিকে বলিদান করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাজা ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে বলিলেন, "রে মূর্খ, তোর কুকর্মে ধিক্!" সে ভীত হইয়া তাঁহাকে বলিল, 'হে রাজন, আমার শিশুপুত্র গুরুতর পীড়িত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় আছে, এই বলিদানে তাহার জীবন লাভ হইবে, এইরূপ দৈববাণী শুনিয়াছি। যদি বলিদানে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তবে আমার পুত্রের প্রাণনাশ হইবে এবং আত্মীয় স্বজনগণ তাহার জীবনকাল পর্যন্তই বাঁচিয়া থাকিবে। হে দেব, আপনি এই বনমধ্যে প্রাপ্ত অনাথ বালককে রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু আমার পুত্রকে কেন উপেক্ষা করিতেছেন? মহান্ নৃপতি শবরের এইরূপ বাক্যে ও বধ্য বালকের কাতর দৃষ্টিপাতে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, হে কিরাত, তুমি কাতর হইও না, তোমার আত্মীয় স্বজন ও এই সহায়হীন বধ্য বালক উভয়কেই আমি স্বয়ং রক্ষা করিব। আমি চণ্ডিকার প্রীতির উদ্দেশে দেহ দান করিলাম, তুমি নির্ভয়ে অস্ত্রাঘাত কর, বালকদ্বয় জীবিত হউক। কিরাত রাজার সাহসিকতায় ও চিত্তের উদারতায় বিস্মিত হইয়া বলিল যে, হে পৃথিবীপতে, করুণার বশবর্তী হইয়া আপনার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটিয়াছে। পৃথিবীর প্রাণিগণের জীবন বিনিময়ে যে দেহ রক্ষা করা উচিত, আপনি স্বেচ্ছায় সেই দেহকে কেন উপেক্ষা করিতেছেন? হে রাজন, প্রসন্ন হউন, এই বধ্য বালকের প্রতি কৃপা করিবেন না, আপনি জীবিত থাকুন, আমার পুত্র ও প্রজাগণ জীবিত থাকুক।

রাজা দেহ দান করিতে উদ্যত হইলেন ও অর্ঘ্যদ্বারা চামুণ্ডার পূজা করিয়া বলিলেন, রে মূঢ়, আমি নশ্বর দেহের বিনিময়ে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিতেছি, আমার অভীষ্ট কার্যে বিঘ্ন ঘটাইতে তোমার এত আগ্রহ কেন? আর দ্বিরুক্তি করিও না; যদি অস্ত্র প্রহার করিতে তোমার কৃপা বোধ হয়, তবে আমার

নিজ অস্ত্র কি এই কার্য করিতে সমর্থ হইবে না? এই কথা বলিয়া তিনি শিরশ্ছেদনের জন্য কোষ হইতে অসি গ্রহণ করিলেন। তিনি অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং এক দিব্যদেহ পুরুষ তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বাধা দিলেন। তিনি সম্মুখে এক দিব্যাকৃতি পুরুষ দেখিতে পাইলেন। কিন্তু চণ্ডিকা, বধ্যবালক, কিরাত অথবা শিশুপুত্রকে দেখিতে পাইলেন না। দিব্যপুরুষ তাঁহাকে বলিলেন,—হে করুণাসাগর, আমি বরুণদেব; তোমার সাহসে আমি পরাজিত হইয়াছি। যে ছত্র তোমার নিকটে আছে, ইহা আমার ছিল; তোমার শ্বশুরের পূর্বপুরুষ ভৌম পূর্বকালে আমার নগর হইতে ইহা হরণ করিয়াছিল। ইহা রসাতলের একমাত্র অলংকার ও ইহার মাহাত্ম্য আছে। এই ছত্র ব্যতীত আমাদের পৌরগণের পদে পদে সাংঘাতিক বিপদ ঘটিতেছে। হে করুণাময়, আমি ছত্রলাভের আশায় আপনার উদারতা পরীক্ষার জন্য এইরূপ মায়ার সৃষ্টি করিয়াছি। আপনার পূর্বপুরুষ বসুকুলাত্মজ মিহিরকুল, প্রাণিগণের প্রাণহরণ করিয়াছিলেন, আপনি অহিংসা দ্বারা যেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। ইহা আশ্চর্য যে একই বংশে এইরূপ দুই রাজার জন্ম হইয়াছে; একজন তিনকোটি মনুষ্যের প্রাণনাশক ও অপরজন আপনি—অহিংসক পৃথিবী ধারণে সমর্থ বাসুকীর দেহে যেমন বিষোদ্‌গার ও ফণারত্ন আছে, সেইরূপ পৃথিবীশাসনে সমর্থ একই মহাবংশে ভয়দানকারী ও সুখদানকারী দুই রাজার জন্ম হইয়াছে। বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন-দিবসে যেমন ক্লান্তিকর উত্তাপ এবং ধারাবর্ষণ হইয়া থাকে, সেইরূপ একই মহাবংশে ক্লান্তিদায়ক ও প্রীতিপ্রদ নৃপতিদ্বয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বরুণদেব এইরূপ বলিলে, সম্রাট প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিহস্তে স্তোত্র ও ছত্রদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। বরুণদেব ছত্রগ্রহণ করিলে গুণিশ্রেষ্ঠ রাজা তাঁহাকে বলিলেন, কল্পবৃক্ষ ও সাধুগণ একশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন না; কারণ কল্পবৃক্ষ প্রার্থিত হইয়া দান করে, কিন্তু সাধুগণ স্ব-ইচ্ছায় দান করেন। যদি বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য আপনি আহূত না হইতেন, তাহা হইলে এই ছত্র কিরূপে আমার জন্য পুণ্যরূপ পণ্য ক্রয় করিত? হে ভগবন্! আপনার অত্যুৎকৃষ্টদানে সাহসী হইয়া আমি একটি বর প্রার্থনা করিতেছি। আপনার অনুগ্রহে আমি সমগ্র পৃথিবী বশীভূত করিয়াছি; কি উপায়ে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া দ্বীপসমূহ জয় করিব বলুন। এইরূপ প্রার্থনা করিলে জলাধিপতি রাজাকে বলিলেন, আপনার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সময়ে আমি জলরাশি স্তম্ভন (মন্ত্রবলে নিষ্ক্রিয় করা) করিব। রাজা 'আপনার মহা অনুগ্রহ' এই কথা বলিলে বরুণ ছত্র লইয়া তিরোহিত হইলেন। পরদিন তিনি বিস্ময়প্রফুল্ল সৈন্যগণের সহিত জলরাশি অতিক্রম করিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন। গুণশালী রাজা সমুদ্রের শেখর-

স্বরূপ নানা রত্নের আকর রোহণ শৈলে সসৈন্যে আরোহণ করিলেন। লঙ্কাপতি বিভীষণ আনন্দিত হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। নররাজ ও রাক্ষসরাজ সম্মিলন শোভাময় হইয়াছিল ; বন্দিগণের স্তুতিগান শব্দে তাঁহাদের প্রথম আলাপ শ্রুতিগোচর হয় নাই।

অনন্তর রাক্ষসরাজ নরপতিকে লঙ্কায় লইয়া গিয়া বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিলেন। রাক্ষসরাজ মেঘবাহনকে রাক্ষসগণের চিরপ্রণতিসূচক মস্তকের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত কতিপয় পতাকা উপহার দিলেন। সাগরপার হইতে আনীত বলিয়া ইহা পারধ্বজ নামে অভিহিত হইত ; অদ্যাপি কাশ্মীররাজগণের যাত্রাকালে ইহা পুরোভাগে স্থাপিত হয়। নরপতি এইরূপে রাক্ষসগণকে প্রাণিহিংসাবর্জিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার রাজ্যমধ্যে ক্ষুদ্র জলচরগণ জলে, সিংহাদি পশুসকল অরণ্যে ও শ্যেনপ্রমুখ পক্ষিসকল আকাশে জীবহত্যা ত্যাগ করিল। কিছুকাল অতীত হইলে একদা এক শোকাকুল ব্রাহ্মণ ব্যাধিগ্রস্ত পুত্রকে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। "ভগবতী দুর্গার অভিলষিত পশুবলি দিতে পারিতেছি না বলিয়া আমার একমাত্র পুত্র অদ্য জ্বরে প্রাণত্যাগ করিবে। হে নরপতি, যদি অহিংসা ধর্মের বশবর্তী হইয়া আপনি ইহাকে রক্ষা না করেন, তবে অন্য কে ইহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে? আপনি চতুর্বর্ণের রক্ষক, ব্রাহ্মণ ও পশুর প্রাণে কতদূর পার্থক্য আপনি স্বয়ংই তাহা নির্ণয় করুন। হা মাতঃ পৃথিবি! যে সকল নৃপতি ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত তপস্বিগণকেও হত্যা করিতেন তাঁহারা এখন তিরোহিত হইয়াছেন।" ব্রাহ্মণ শোকাকুল হইয়া রুক্ষ বাক্যে রাজার নিন্দা করিলে দুঃখহরণকারী নরপতি বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইলেন: "আমি পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, প্রাণিহত্যা করিব না, ব্রাহ্মণের জন্য কি সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব? যদি ব্রাহ্মণের পুত্র মৃত্যুবরণ করে, ও আমি ইহার কারণ হই, তাহা হইলেও আমার সঙ্কল্প নষ্ট হইবে ও আমাকে পাপ স্পর্শ করিবে। আমি নিজদেহ দান করিয়া দুর্গার প্রীতি সাধন করিয়া প্রতিজ্ঞা এবং ব্রাহ্মণবালক ও পশুর জীবন রক্ষা করিব।" নিশাকালে দেহদানোদ্যত নৃপবরকে দেবী নিবারণ করিলেন ও ব্রাহ্মণপুত্রকে প্রাণদান করিলেন। এই ভূপতির এইরূপ চরিত্রে সাধারণ লোকে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, এইজন্য ইহা লিপিবদ্ধ করিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। চৌত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি অস্তমিত হইলেন। সমস্ত জগৎ যেন সূর্যশূন্য হইয়া অন্ধকারময় হইল।

শ্রেষ্ঠ সেন

অনন্তর মেঘবাহনের পুত্র শ্রেষ্ঠ সেন রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। লোকে

তাঁহাকে প্রবর সেন ও তুঞ্জীন নামে অভিহিত করিত। তিনি প্রথমতঃ মাতৃচক্রের সহিত প্রবরেশ্বর মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। পৃথিবীকে তিনি আপন গৃহ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি গ্রামের মঙ্গলকারী প্রবরেশের সেবার জন্য ত্রিগর্তদেশ দান করিলেন। কোমলপ্রকৃতি নরপতি সামন্তরাজগণের উপর ত্রিশবৎসর আধিপত্য করিয়া পরলোক গমন করেন।

হিরণ্য, তোরমান

অনন্তর তাঁহার পুত্র হিরণ্য রাজপদ ও তোরমান যুবরাজ পদ লাভ করিয়া প্রজারঞ্জন করিতে লাগিলেন। তোরমান বালাহত নামক প্রচলিত মুদ্রার অসঙ্গত প্রাচুর্য দেখিয়া তাহার ব্যবহার নিষেধ করিলেন ও স্বনামাঙ্কিত দীন্নার নামক মুদ্রা প্রবর্তিত করিলেন। তোরমান আমাকে অবজ্ঞা করিয়া কেন রাজার ন্যায় আচরণ করিতেছে—এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বন্দী করিলেন। কারাগারে দীর্ঘকাল বাস করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহার কারাবাস দুঃখের তীব্রতা কমিয়া আসিল। কালক্রমে তাঁহার পত্নী অঞ্জনা অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় বজ্রেন্দ্রের কন্যা। প্রসব সময় উপস্থিত হইলে স্বামীর উপদেশ অনুসারে এক কুম্ভকারগৃহে প্রবেশ করিয়া পুত্র প্রসব করিলেন। স্ত্রীকাক যেরূপ কোকিলশাবককে পালন করে, সেইরূপ কুম্ভকারপত্নী স্বীয় পুত্রের ন্যায় রাজপুত্রকে লালন পালন করিতে লাগিল। জননী ও ধাত্রী-কুম্ভকারপত্নী ব্যতীত অপর কেহ রাজকুমারের কথা জানিত না। ধাত্রী, মাতার উপদেশ অনুসারে কুমারকে পিতামহ প্রবর সেনের নামে অভিহিত করিল। পদ্ম যেরূপ বর্ধিত হইয়া সলিল সম্পর্ক সহ্য করে না, সেইরূপ তেজস্বি-সঙ্গলিপ্‌সু কুমার বয়োবৃদ্ধির সহিত সহচর বালকগণের সঙ্গ ত্যাগ করিল। সদ্‌বংশজাত, সাহসিক ও শিক্ষিত বালকগণের সহিত কুমারকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত। অরণ্যমধ্যে মৃগশিশুগণ যেমন সিংহ-শাবকের প্রভুত্ব স্বীকার করে, সেইরূপ খেলার সময়ে বালকগণ কুমারকে বিক্রমশালী দেখিয়া তাহাকে তাহাদের দলের অধিপতি করিল। তিনি সঙ্গী বালকগণকে উপহার দিতেন, তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করিতেন। এইরূপে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন। তিনি রাজোচিত আচরণের বহির্ভূত কার্য করিতেন না। ভাণ্ডাদি নির্মাণের জন্য কুম্ভকার প্রদত্ত মৃৎপিণ্ডে তিনি শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিতেন। একদা তাঁহার মাতুল জয়েন্দ্র তাঁহাকে আশ্চর্যরূপে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া অভিনন্দিত করিলেন। বালকগণ 'ইনি জয়েন্দ্র' এই কথা বলিলে কুমার তাঁহার প্রতি অবহেলার সহিত রাজোচিত দৃষ্টিপাতপূর্বক যেন তাঁহাকে অনুগৃহীত করিলেন। তাঁহার স্বভাবের

দৃঢ়তা দেখিয়া তাঁহাকে উচ্চবংশজাত অনুমান করিলেন এবং ভগিনীপতির সাদৃশ্য দেখিয়া ভাগিনেয় বলিয়া সন্দেহ করিলেন। তিনি প্রকৃত ব্যাপার জানিতে ইচ্ছুক হইয়া সত্বর তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন ও ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া ভগিনীকে দেখিতে পাইলেন। ভ্রাতা ও ভগিনী দুঃখিত হইয়া বহুক্ষণ পরস্পরকে দেখিলেন ও অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বালক কুম্ভকারপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল,—মাতঃ ইঁহারা কে? সে বলিল, ইনি তোমার মাতা ও ইনি তোমার মাতুল। পিতার কারাবাসের কথা শুনিয়া পুত্র ক্রুদ্ধ হইলেন; জয়েন্দ্র তাঁহাকে সময়ের অপেক্ষা করিতে বলিয়া কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন। কুমার প্রবর সেন বিদ্রোহাচরণ করিতে থাকিলে নৃপতি তোরমানকে বন্ধনমুক্ত করিলেন। কিন্তু তোরমান অচিরে মৃত্যুবরণ করিলেন। প্রবর সেন মাতার মরণোদ্যোগ নিবারণ করিলেন ও সংসারবিরাগী হইয়া তীর্থদর্শনমানসে অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। অপুত্রক রাজা হিরণ্য ত্রিশ বৎসর দুইমাস রাজ্য পালন করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

মাতৃগুপ্ত

এই সময়ে উজ্জয়িনী নগরীতে বিক্রমাদিত্য নামে এক একচ্ছত্র নরপতি ছিলেন। তাঁহার অপর নাম হর্ষ। সৌভাগ্যদেবী লক্ষ্মীনারায়ণের চতুর্বাহু ও সাগরসমূহ ত্যাগ করিয়া নরপতির প্রতি যেন অনুরাগিনী হইয়াছিলেন। নারায়ণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া ম্লেচ্ছগণের উচ্ছেদ সাধন করিবেন, যেন তাঁহার কার্যভার লঘু করিবার জন্যই নরপতি শককুল নির্মূল করিলেন। রাজা গুণিগণের আশ্রয়দাতা ছিলেন ও তাঁহার যশঃপ্রভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছিল। একদা কবি মাতৃগুপ্ত তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি নৃপতির অদ্ভুত প্রভাব লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি বহু পুণ্যফলে এই গুণজ্ঞ ভূপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে পূর্ববর্তী মহীপতিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত আবশ্যক। এই রাজার নিকট সম্মান অথবা প্রতিপত্তি লাভের জন্য তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে কৃতাঞ্জলি হইতে হয় না। ইনি খলব্যক্তির আলাপে কর্ণপাত করেন না এবং ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া থাকেন; ইঁহার সেবা করিলে গুণের বিফলতা সংঘটিত হয় না। এই নৃপতির সভায় গুণিগণ দুষ্ট ও মূর্খের সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া জীবন্মরণ অনুভব করেন না। বিবেকবান্ নৃপতি যোগ্যতা অনুসারে পারিতোষিক প্রদান করেন বলিয়া সদাশয় জনগণকে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শোকপ্রকাশ করিতে হয় না। নৃপতি গুণানুসারে প্রত্যেক

ব্যক্তির সহিত ব্যবহার করেন ও যথোচিত সংকার দ্বারা সকলের উৎসাহ বর্ধন করেন। ইঁহার ভৃত্যগণ পরস্পর অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে না, পরিহাসবাক্যে পরস্পরের মর্মভেদ করে না, দলবদ্ধ হয় না ও ইহাদের নিকট অন্যের প্রবেশ অসহ্য নয়। যে সকল ব্যক্তি প্রভুর অভিলাষের অনুসরণ করে, স্বীয় জ্ঞানগরিমার শ্লাঘা করে ও আপনাকে সর্বজ্ঞ বলিয়া মনে করে, নৃপতি তাহাদের মুখদর্শন করেন না। ইঁহার সহিত আলাপে নিশ্চয়ই বিশেষ উৎকর্ষ লাভ হয়। সর্বদোষমুক্ত সেবাযোগ্য এই নরপতিকে আমি বহুপুণ্যে পাইয়াছি ; আমার স্বার্থসিদ্ধির বিলম্ব নাই। আমার বোধ হইতেছে, অন্য রাজার ন্যায় ইঁহার সেবা দ্বারা ধনলাভ করিয়া এই পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিলে আর সেবাযোগ্য দ্বিতীয় নরপতি দৃষ্টিগোচর হইবে না। মাতৃগুপ্ত এইরূপে গভীর চিন্তা করিলেন। তিনি সভ্যগণের সন্তোষ সাধন করিয়া গুণিগণের মধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন। নৃপতি তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ইনি বিশিষ্ট যোগ্যতা প্রকাশের জন্য আমার সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, এই মহাশয় কেবল গুণের আকর নহেন, ইঁহার গাম্ভীর্য দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, ইনি মহাত্মা ও সম্মানযোগ্য ব্যক্তি। নৃপতি এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার মনোভাব জানিবার জন্য যথোপযুক্ত ধনদান না করিয়া তাঁহার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান মাতৃগুপ্ত এইরূপ অনাদর উচ্চমনা ভূপতির অনুগ্রহ বিবেচনা করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। শুশ্রূষার আধিক্য দেহের যেমন উদ্বেগের কারণ হয় না, সেইরূপ রাজা বুদ্ধিমান মাতৃগুপ্তের সেবা তৎপরতা দেখিয়া উদ্বিগ্ন হন নাই। তিনি ভূপতির সমীপে অত্যল্পকাল অথবা সুদীর্ঘ সময় অবস্থান না করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতেন। ভৃত্যগণের পরিহাসে, দৌবারিকগণের বিকৃত ব্যবহারে বা ধূর্তগণের মিথ্যা স্তুতিতে তিনি চঞ্চল হইতেন না। বিবেচক মাতৃগুপ্ত রাজদাসীগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন না, রাজার অপ্রিয় জনগণের সহিত উপবেশন করিতেন না ও রাজার সম্মুখে নীচজনের সহিত আলাপ করিতেন না। বস্তুতঃ রাজনিন্দক দুষ্ট রাজপুরুষগণ ও তাহাদের আশ্রিত লোকসমূহ ইঁহার (মাতৃগুপ্তের) মুখে প্রভুর নিন্দা শ্রবণ করেন নাই। অসহিষ্ণু ভৃত্যগণ তাঁহার সেবাদৃঢ়তা দেখিয়া দেখিয়া মৌখিক আদরের সহিত ইহার বিফলতা প্রতিপাদন করিত, কিন্তু ইহাতে তাঁহার উৎসাহ শিথিল হইল না। তিনি প্রসঙ্গক্রমে অপরের উৎকর্ষ কীর্তন করিতেন, আগ্রহহীন হইয়া নিজ বিদ্যার পরিচয় দিতেন ; এইরূপে তিনি সভ্যগণের মন আকর্ষণ করিলেন। মাতৃগুপ্ত প্রবল উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত সমস্ত বৎসর রাজার সেবা করিলেন। একদা রাজা বাহিরে আসিয়া মাতৃগুপ্তের কৃশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মলিন দেহ ও জীর্ণ বস্ত্র দেখিয়া চিন্তা করিতে

লাগিলেন—এই গুণবান্ বৈদেশিক, স্বজনহীন ও নিরাশ্রয়। ইহা দুঃখের বিষয় যে, আমি চরিত্রের দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য ইঁহাকে অশেষ দুঃখ দিতেছি। হায়, আমি ঐশ্বর্যবিমূঢ় হইয়া ইঁহার খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় সম্বন্ধে কিছুই চিন্তা করি নাই! এই দৃঢ়চেতা পুরুষ দুঃখে কাতর, আমি কোনরূপ অনুগ্রহ ইঁহার প্রতি প্রদর্শন করি নাই। ইনি দরিদ্র। ইঁহার গ্লানির ঔষধ কে প্রদান করিবে? আত্মগ্লানির প্রতীকার কে করিবে? আমি কিরূপ সংকার দ্বারা ইঁহার গুণের ও সেবার ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি? মাতৃগুপ্ত সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বীয় রাজোচিত সংকার কি করিলে হয় তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর শীত ঋতুর আবির্ভাব ঘটিল। শীতল বায়ুস্পর্শে অঙ্গ দগ্ধ হইতে লাগিল। সূর্যদেব যেন শীতের আধিক্যে সমুদ্রগর্ভস্থ উত্তাপের আশায় সত্বর সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইল; ফলে দিবাভাগের পরিমাণ অল্প হইতে লাগিল। একদা দৈবযোগে বিক্রমাদিত্য অর্ধরাত্রে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন। গৃহমধ্যে দীপ প্রজ্বলিত ছিল, তিনি দেখিলেন গৃহাভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ করিয়া প্রদীপসমূহ কম্পিত করিল। প্রদীপ সকল উজ্জ্বলিত করিবার নিমিত্ত প্রহরিগণের কে বহির্ভাগে প্রস্তুত আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। অপরাপর সকলে সুখে নিদ্রা যাইতেছিল; 'রাজন্, আমি মাতৃগুপ্ত আছি' এই কথা রাজা শুনিতে পাইলেন। গৃহে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়া মাতৃগুপ্ত অন্যের অলক্ষিতে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। রাজার আদেশে দীপসকল উজ্জ্বলিত করিয়া দ্রুতপদে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে রাজা তাঁহাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন, ভয়ে তাঁহার শীতকম্প হইতে লাগিল। তিনি রাজার সম্মুখে অদূরে উপবেশন করিয়া রাজা কি বলিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভূপতি 'কত রাত্রি আছে' জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 'অর্ধপ্রহর মাত্র অবশিষ্ট আছে' বলিলেন। রাজা তাঁহাকে কিরূপে প্রকৃত সময় নিরূপণ করিলেন এবং কেনই বা রাত্রিতে নিদ্রা যান নাই—জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি ক্ষণকাল মধ্যে একটি শ্লোক রচনা করিয়া রাজার সমীপে আবৃত্তি করিলেন—আমি ক্ষুধায় শুষ্ককণ্ঠ ও শীতে কাতর হইয়া চিন্তাসমুদ্রে মগ্ন হইতেছিলাম, নির্বাপিতপ্রায় অগ্নিতে ফুৎকার দিতে দিতে অধর বিদীর্ণ হইল, নিদ্রা অপমানিতা পত্নীর ন্যায় আমাকে ত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিল। ইহা শুনিয়া রাজা সাধুবাদ দ্বারা কবীন্দ্র মাতৃগুপ্তের পরিশ্রম অভিনন্দিত করিলেন ও তাঁহাকে পূর্বস্থানে যাইতে অনুমতি দিলেন। ভূপতি চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমাকে ধিক্, আমি এই গুণবান্ ব্যক্তির দুঃখোত্তপ্ত বাক্য শুনিয়া এখনও এইভাবেই অবস্থান করিতেছি? কবিবর আমার সাধুবাদ নিরর্থক মনে করিয়া

দুঃখিত মনে বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। আমি বহুচিন্তা করিয়া কোন প্রকার দানযোগ্য মহামূল্য পুরস্কার দেখিতে পাইতেছি না। ইঁহার শ্লোক শুনিয়া আমার স্মরণ হইতেছে যে, কাম্য কাশ্মীরমণ্ডলের সিংহাসন এখন শূন্য। আমি জানি, মহান্ নৃপতিগণ এই রাজ্য প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু আমি এই যোগ্য ব্যক্তিকে ইহা দান করিব। ইহা স্থির করিয়া তিনি সেই রাত্রিতে গোপনে কাশ্মীরের মন্ত্রিগণের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিলেন, মাতৃগুপ্ত নামক এক ব্যক্তি আমার শাসনপত্র আপনাদিগকে দেখাইবেন, আপনারা তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। দূতগণ প্রস্থান করিলে তিনি শাসনপত্র লিখাইলেন ও সন্তুস্টচিত্তে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। নৃপতির সহিত আলাপ নিষ্ফল হইল দেখিয়া মাতৃগুপ্ত নিরাশ হইলেন, ইহাতে যেন তাঁহার হৃদয়ভারের লাঘব হইল। অনন্তর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি আমার কর্তব্য কর্ম করিয়াছি, আমার সংশয় দূর হইল, আশা মায়াবিনীর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এখন পরম সুখে সময় অতিবাহিত করিব। হায়, আমি গতানুগতিক ন্যায়ের বশবর্তী হইয়া কিরূপ বিভ্রান্ত হইয়াছি ; আমি জনপ্রবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া এই নৃপতিকে সেবাযোগ্য মনে করিয়াছিলাম। বায়ুভুক্ সরীসৃপ-গণও ভোগী নামে বিখ্যাত, হস্তী গীতপরায়ণ ভ্রমরগণকে কর্ণদ্বারা নিবারণ করিয়াও প্রশস্তকর্ণ বলিয়া বিখ্যাত, যে বৃক্ষ অভ্যন্তরে অগ্নি বহন করে, তাহার নাম 'শমী'; সাধারণ লোকের অবাধ প্রলাপোক্তিতে সমস্তই বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। নিষ্কলঙ্ক দানশীল মহীপতির দোষ কি? আমার পূর্ব পুণ্যের অভাবের জন্যই আমার সমৃদ্ধি লাভ হইতেছে না। সদ্য ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে রাজা অপেক্ষা রাজার ভৃত্যগণ অধিকতর সুখসেব্য; কারণ নৃপতির নিকটে বহু আয়াসে ফললাভ হয়। যাহারা পশুপতির পাদমূলে অবস্থান করে, তাহারা ভস্ম ভিন্ন অন্য দ্রব্য শীঘ্র প্রাপ্ত হয় না, আর যাহারা বৃষের পদতলে দণ্ডায়মান হয়, তাহারা রাশীকৃত সুবর্ণ লাভ করিয়া সুখে সময় অতিবাহিত করে। আমি যথাশক্তি রাজার সেবা করিতেছি। তিনি আমার কোন্ দোষ দেখিয়া আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে পাইতেছি না। দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত গতানুগতিক কার্যকারী নৃপতিসমীপে কোন্ ব্যক্তি ফললাভের আশা করিতে পারে? সাগরস্থিত জলকণাসকল অনাদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু বাষ্পাকারে মেঘে পরিণত হইয়া পুনরায় পতিত হইলে সমুদ্র তাহা গ্রহণ করে। সামান্য ব্যক্তিও প্রথমতঃ অন্যের সমাদর পাইলে, পরে রাজার সম্মান লাভ করে। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজার প্রতি তাঁহার আদর নষ্ট

হইল। রাত্রি প্রভাত হইলে নৃপতি সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া মাতৃগুপ্তকে আহ্বান করিতে প্রতিহারীকে আদেশ দিলেন। মাতৃগুপ্ত প্রতিহারীগণের সহিত নিরাশ ব্যক্তির ন্যায় নৃপতির সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রাজা তখনই তাঁহাকে শাসনপত্র প্রদান করিতে লেখককে ইঙ্গিত করিলেন ও বলিলেন—আপনি কি কাশ্মীরপ্রদেশ জানেন? আপনি তথায় গমন করিয়া মন্ত্রিগণকে এই শাসনপত্র অর্পণ করিবেন। যে ইহা পথিমধ্যে পাঠ করিবে, তাহাকে আমার দেহের দিব্য থাকিল। এই আদেশ যত্নের সহিত মনে রাখিবেন—কখনও ভুলিবেন না। মাতৃগুপ্ত রাজার অভিপ্রায় অবগত ছিলেন না। তিনি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজা গর্বিত না হইয়া পূর্বের ন্যায় মন্ত্রিগণের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। ক্লেশসহিষ্ণু মাতৃগুপ্ত পাথেয়শূন্য ও বান্ধববিহীন হইয়া দুর্বল শরীরে নগর হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে কাশ্মীর যাইতে দেখিয়া সাধারণ লোকে রাজার নিন্দা করিতে লাগিল। মাতৃগুপ্ত হৃষ্টচিত্তে পথ চলিতে লাগিলেন। পথে বহুবিধ মঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখিয়া তিনি যেন অবলম্বন প্রাপ্ত হইলেন ও শ্রম বোধ করিলেন না।

তিনি পথিমধ্যে সাপের ফণায় খঞ্জন দেখিতে পাইলেন এবং স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, তিনি প্রাসাদে আরোহণ করিয়াছেন ও সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞ মাতৃগুপ্ত শুভলক্ষণ দেখিয়া মনে করিলেন, রাজার আদেশ নিশ্চিত আমার পক্ষে শুভকর হইবে। পবিত্র কাশ্মীর প্রদেশে যদি সামান্য ফল লাভ হয়, তাহাও অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। গমনকালে সুগম পথ, অতিথিপ্রিয় গৃহ ও সর্বত্র সংকার-প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে পথ অতিক্রম করিয়া বৃক্ষরাজি শোভিত মাঙ্গলিক দধিপাত্রসদৃশ হিমাচল দেখিতে পাইলেন। জাহ্নবীজলকণাবাহী কাশ্মীর সমীরণ ভাবী নৃপতির প্রত্যুদ্গমন করিল। ক্রমে তিনি 'কাম্বুব' নামক নানাজন-সমাকীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি শুনিলেন যে, কাশ্মীরের প্রধান অমাত্যগণ কোন কার্য উপলক্ষে তথায় আসিয়াছেন। অনন্তর তিনি পূর্ববেশ পরিত্যাগ করিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিলেন ও নৃপতির শাসনপত্র অর্পণ করিতে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। বিক্রমাদিত্যের দূত আগত শুনিয়া দৌবারিকগণ সত্বর তাঁহার আগমনবার্তা মন্ত্রিগণকে নিবেদন করিল। "আসিতে আজ্ঞা হউক, প্রবেশ করিতে আজ্ঞা হউক" ইত্যাদিরূপে সম্ভাষিত হইয়া তিনি সামন্ত-পরিবৃত অমাত্যগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। যথোচিত সংকারের পর তিনি একটি সর্বোচ্চ আসনে উপবেশন করিলেন এবং ধীরে ধীরে বিক্রমাদিত্যের শাসনপত্র তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। তাঁহারা ভূপতির আজ্ঞাপত্র সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া একান্তে মিলিত হইলেন ও

তাহা পড়িয়া বিনয়সহকারে বলিলেন, "মাতৃগুপ্ত" এই গৌরবান্বিত নাম আপনারই কি ? তিনি হাস্যমুখে উহা তাঁহারই নাম বলিলেন। অনন্তর 'রাজপুরুষগণের মধ্যে কে কে উপস্থিত আছ' এই কথা শ্রুতিগোচর হইল ও তৎক্ষণাৎ অভিষেকোচিত সম্ভার সংগৃহীত হইল। অল্পকাল মধ্যে বহুজনসমাগমে সেই স্থান মুখর হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি পূর্বমুখ হইয়া সুবর্ণময় পীঠে উপবেশন করিলে প্রধান অমাত্যগণ তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর তিনি স্নান ও অনুলেপন সমাপন-পূর্বক সর্বাঙ্গে অলংকার পরিধান করিয়া রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলে প্রজাপুঞ্জ মাতৃগুপ্তকে জ্ঞাপন করিল—আমরা স্বয়ং নৃপতি বিক্রমাদিত্যের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম ; তিনি আপনাকে তাঁহার তুল্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; আপনি এই রাজ্য শাসন করুন। হে রাজন্, আমাদের এই রাজ্য প্রায়ই অপরাপর দেশ অধিকার করিয়া থাকে, সুতরাং ইহাকে আপনি কোন শত্রু নরপতির অধীন বলিয়া মনে করিবেন না। মানব নিজ কর্মফলে জন্মগ্রহণ করে, জনক তাহার নিমিত্ত মাত্র ; সেইরূপ রাজ্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অন্য রাজগণ নামমাত্র কারণ। এইরূপ অবস্থায় অন্য রাজার অধীনতা স্বীকার করিয়া নিজের ও দেশের গুরুত্ব নষ্ট করিবেন না। তাঁহারা এইরূপ সত্য কথা বলিলে মহীপতি মাতৃগুপ্ত স্বামী বিক্রমাদিত্যের সৎকার স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল ঈষৎ হাস্য করিলেন ও নূতন রাজ্যের সমৃদ্ধির উপযুক্ত অর্থাদি বিতরণ করিয়া সেই শুভদিন মহা উৎসাহে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন মন্ত্রিগণ নগরে প্রবেশের জন্য তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে নৃপতি রাজ্যদাতার নিকট অত্যাশ্চর্য উপহারের সহিত দূত প্রেরণ করিলেন। এই দেশ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বিক্রমাদিত্য মনে করিতে পারেন যে, আমি তাঁহার সমকক্ষতা করিতেছি, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন ও আপনাকে দোষী বিবেচনা করিলেন। অনন্তর অন্য-দূতগণকে আহ্বান করিয়া পূর্বসেবার কথা নিবেদন করিবার জন্য অল্পমূল্য ফলাদি খাদ্য উপহার ও সাশ্রুনেত্রে তাঁহার অসামান্য গুণরাজি স্মরণ করিয়া স্বরচিত একটি কবিতা তৎসঙ্গে প্রেরণ করিলেন—হে রাজন্, আপনি গর্ব প্রকাশ করেন না, দানের ইচ্ছা গোপন রাখিয়া সুফল প্রদান করিয়া থাকেন। মেঘের নিঃশব্দ বারিবর্ষণের ন্যায় ফলদ্বারা আপনার অনুগ্রহ লক্ষিত হইয়া থাকে। অনন্তর তিনি সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করিলেন ও যথানিয়মে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। নরপতি উচিত-বিষয়ে উদারহৃদয় ছিলেন। দানশীল ভূপতি ভূরিদক্ষিণযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু পশুহিংসা চিন্তা করিয়া করুণার্দ্র হইলেন। অনন্তর তিনি দেশমধ্যে অহিংসা ঘোষণা করিলেন। ভূপতি গুণবান ও বদান্য ছিলেন। শুভার্থিগণ তাঁহার নিকটে বিক্রমাদিত্য অপেক্ষা অধিক ফললাভ করিত। তাঁহার বিবেচনা প্রশংসনীয়

ছিল। জ্ঞানিগণ তাঁহার আমোদ-প্রমোদেও সুখ বোধ করিতেন। মেঠ তাঁহার সম্মুখে 'হয়গ্রীববধ' নামক নূতন কাব্য পাঠ করিলে তিনি সমাপ্তি পর্যন্ত সাধু অথবা অসাধু শব্দ উচ্চারণ করিলেন না। মেঠ গ্রন্থ বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে তিনি কাব্যরস নিঃসৃত হইবে বলিয়া প্রবন্ধের নিম্নদেশে স্বর্ণপাত্র স্থাপন করিলেন। তাঁহার সহৃদয়তায় সম্মানিত হইয়া সুকবি ভর্তৃমেঠ অর্থলাভ নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন। নরপতি মাতৃগুপ্তস্বামী নামে বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা করিলেন। এইরূপে রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া মাতৃগুপ্ত তিনমাস একদিন কম পাঁচ বৎসর রাজ্যপালন করিলেন।

অঞ্জনানন্দন প্রবর সেন তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া তীর্থ জলে পিতৃগণের তর্পণ করিতেছিলেন। তিনি শুনিলেন কাশ্মীর রাজ্য পরহস্তগত হইয়াছে। সূর্যরশ্মি যেমন বৃক্ষপত্রে পতিত রাত্রিকালীন শিশিরবিন্দু শোষণ করে, সেইরূপ ক্রোধ তাঁহার পিতৃশোকজনিত হৃদয়ের মৃদুতা দূর করিল। তিনি শ্রীপর্বতে উপস্থিত হইলে অশ্বপাদ নামে পাশুপত যোগী তাঁহাকে আলুদ্বারা প্রস্তুত খাদ্য দান করিয়া বলিলেন, আমি পূর্বজন্মে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলাম ও তুমি আমার উত্তর সাধক ছিলে। আমি তোমার অভিলাষ জিজ্ঞাসা করিলে তুমি রাজ্য-লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলে। আমি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইলে ভগবান চন্দ্রশেখর আমাকে আদেশ করিলেন। তোমার উত্তর-সাধক আমার পার্শ্বচরগণ, আমি ইহার রাজ্যলাভের ইচ্ছা জন্মান্তরে সফল করিব। ভগবান শিব স্বয়ং তোমাকে দর্শন দান করিয়া তোমার কামনা পূর্ণ করিবেন। এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। সাম্রাজ্যলিপ্সু প্রবর সেন তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া সারা বৎসর অতিবাহিত করিলেন। মহাদেব প্রতিজ্ঞা-বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। শিব তাঁহার অন্তরের ভাব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন, হে রাজন্, মোক্ষে উপেক্ষা করিয়া কেন ক্ষণভঙ্গুর ভোগ লাভের অভিলাষ করিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি আপনাকে ব্রতিরূপ শম্ভু মনে করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু বাস্তবিক আপনি সেই জগদ্‌গুরু মহাদেব নহেন। মহান্ ব্যক্তি অল্পবস্তু প্রার্থনা করিলে স্বেচ্ছায় বহু দান করিয়া থাকেন। মহাদেব পিপাসাশান্তির জন্য দুগ্ধ যাচিত হইয়া ক্ষীর সাগর দান করিয়াছিলেন। দুঃখ-নিমগ্ন কাশ্মীর রাজবংশের মর্মভেদী পরাভবের কথা কি আপনি শুনেন নাই? জগৎপতি প্রীত হইয়া তাঁহার প্রার্থনা সফল করিলেন ও তাঁহার সম্মুখে স্বীয় দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় বলিলেন, তুমি যখন রাজ্যসুখে মগ্ন হইয়া পড়িবে, তখন অশ্বপাদ আমার আজ্ঞায় তোমাকে যথাসময়ে সঙ্কেত করিবে। এই কথা বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলে প্রবর সেন ব্রত শেষ করিলেন

ও অশ্বপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অভিলষিত কাশ্মীর দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া নিকটে আগত অমাত্যবর্গকে মাতৃগুপ্তের বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, গর্বিত বিক্রমাদিত্যের উচ্ছেদ সাধন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে ; মাতৃগুপ্তের উপরে আমার কোন ক্রোধ নাই। যাহারা ক্লেশ সহ্য করিতে অক্ষম, শত্রু হইলেও তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া ফল কি ? যাহারা তাহাদের উন্মূলন করিতে সমর্থ, তাহাদিগকে জয় করিতে পারিলে পুরুষোচিত কার্য হয়। মহাত্মগণ নিজ পৌরুষ প্রকাশের জন্য হীনবল ব্যক্তির সহিত স্পর্ধা প্রকাশ করেন না, তাঁহারা সমকক্ষ পুরুষের উপরই কোপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনন্তর প্রবর সেন ত্রিগর্ত দেশ জয় করিয়া গমন করিতে করিতে বিক্রমাদিত্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিলেন। সেই দিন নৃপতি দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি স্নান আহার ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অধোবদনে অবস্থান করিতেছেন। আমার পক্ষের লোকেরা ইঁহাকে নির্বাসিত করিয়াছে আশঙ্কা করিয়া তিনি অল্পসংখ্যক সঙ্গী সঙ্গে লইয়া তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তিনি উপবেশন করিলে ভূপতি সবিনয়ে তাঁহাকে রাজ্যত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক হাসিতে হাসিতে বলিলেন,— হে রাজন্, আমি যাঁহার কৃপায় রাজ্যভোগ করিতেছিলাম, সেই উপকারী নৃপতি স্বর্গগত হইয়াছেন। রাজা বলিলেন যে, কে আপনার অপকার করিয়াছে যে আপনি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া মৃত নৃপতির জন্য খেদ করিতেছেন ? মাতৃগুপ্ত কুপিত হইয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—অধিকতর শক্তিশালী ব্যক্তিও আমার অপকার করিতে পারিবে না। বিক্রমাদিত্য আমাকে সম্মানের পদে নিযুক্ত করিয়া ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করেন নাই। অচেতন বস্তু সকলও কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হইয়া পূর্ব উপকার স্মরণ করে ও উপকারীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকান্ত মণি নির্বাণ প্রাপ্ত হয় ও চন্দ্রের ক্ষয়ের সঙ্গে চন্দ্রকান্ত মণির জ্যোতিঃ ক্ষীণ হইয়া থাকে। আমি পুণ্যভূমি বারাণসী-তীর্থে গমন করিয়া শান্তিসুখের আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণোচিত সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কর্তব্যপরায়ণ মাতৃগুপ্তের কথায় বিস্মিত হইয়া প্রবর সেন যথোচিত উত্তর প্রদান করিলেন— হে রাজন্, দেবী বসুন্ধরা সত্য সত্য রত্নপ্রসবিনী, কারণ আপনার মত ধার্মিক ও কৃতজ্ঞ পুরুষরত্ন প্রসব করিয়া পৃথিবী স্বয়ং সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছেন। অধম পুরুষের উপকার করিলে সে এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকে—অদ্য আমার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে বলিয়া এই ব্যক্তি আমার উপকার করিয়াছে, নতুবা

পূর্বে কেন করে নাই ? যদি আমার দ্বারা স্বার্থ সাধিত না হইবে, তবে কেন, দীন ও স্বজনগণের প্রতি দয়া প্রকাশে পরাঙ্মুখ ? আমাকে ছিদ্রদর্শী বলিয়া যদি ভয় না করিত, তবে কেন এই লোভী ব্যক্তি আমাকে অর্থদান করিবে ? উচ্চাশয় ব্যক্তিগণ কিছুমাত্র সংকার লাভ করিয়া নিজগুণে তাহা শতগুণে বর্ধিত করিয়া থাকেন ; পরীক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় আপনি সাধুগণের সম্মানভাজন। আপনি রাজ্যত্যাগ না করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন ; গুণবান ব্যক্তির পক্ষপাতী বলিয়া আমার খ্যাতি বিস্তারিত হউক। পূর্বে বিক্রমাদিত্য আপনাকে এই রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, এখন আমি আপনাকে ইহা সমর্পণ করিলাম। অকপট উদার নৃপতির বাক্য শুনিয়া মাতৃগুপ্ত ঈষৎ হাস্যের সহিত ধীরে ধীরে বলিলেন,— আজ আমাকে কিছু কঠোর বাক্য বলিতে হইবে। আমাদের পরস্পরের পূর্বাবস্থা স্মরণ করিয়া আমরা উভয়ে মোহিত হইয়াছি ও তজ্জন্য উভয়ের মনোভাব বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মত ব্যক্তি রাজা হইয়া কিরূপে পুনরায় রাজ্য গ্রহণ করিবে ? আমি কিরূপে সহসা সমস্ত ঔচিত্যে জলাঞ্জলি দিব ? আমি ভোগাভিলাষী হইয়া কিরূপে সেই ভূপতির অসাধারণ বদান্যতার অপমান করিব ? হে রাজন্, যদি আমার এখনও ভোগবাসনা থাকে, আমি অভিমান অক্ষত রাখিয়াও তাহার তৃপ্তিসাধন করিতে পারি, কে ইহা নিবারণ করিতে পারে ? ইহা নিশ্চয় যে, তিনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, আমি যদি তাহা প্রত্যর্পণ না করি, তাহা হইলে সেই উপকার বৃথা হইল বলিতে হইবে। আমি সেই মৃত নৃপতির নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার পাত্রাপাত্র বিচারখ্যাতি জগতে প্রকাশিত করিব। তিনি এখন কীর্তিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন, আমি ভোগ ত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিব। ইহা বলিয়া তিনি বিরত হইলে মহীপতি বলিলেন, আপনি জীবিত থাকিতে আমি আপনার অর্থ স্পর্শ করিব না। ধার্মিক মাতৃগুপ্ত বারাণসী গমন করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন ও কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। সত্যপরায়ণ রাজা প্রবর সেন কাশ্মীরের সমস্ত রাজস্ব মাতৃগুপ্তের নিকট প্রেরণ করিতেন। মাতৃগুপ্ত ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া অনিচ্ছালব্ধ অর্থ যাচকগণকে দান করিতেন। এইরূপে তিনি দশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই তিনজনের বৃত্তান্ত গঙ্গাজলের ন্যায় পরম পবিত্র। অনন্তর নৃপতি প্রবর সেন রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহার যশোরাশিতে চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত করিলেন। তাঁহার অসামান্য প্রতাপ সমস্ত পৃথিবীকে প্রসন্ন করিয়াছিল। তিনি পশ্চিম সাগরতটে দিগন্তব্যাপী সৈন্যসমভিব্যাহারে সুরাষ্ট্রবাসিগণকে পরাজিত করিয়া রাজ্যসকল ধ্বংস করিলেন। বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপশালী শিলাদিত্য শত্রুগণ

কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে তিনি তাঁহাকে পৈতৃক সিংহাসনে স্থাপন করিলেন ও শত্রুদ্বারা অপহৃত কৌলিক সিংহাসন পুনরায় বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদ হইতে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। মুম্মুনি নামে নরপতি পরাজিত হইয়াও নানারূপ ছলনা প্রদর্শন করিয়া পরাজয় স্বীকার করিত না। তিনি তাঁহাকে সাতবার পরাস্ত করিয়া মুক্তিদান করিলেন। মুম্মুনি অষ্টমবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে নৃপতি কুপিত হইয়া বলিলেন, এই পশুকে ধিক্, ইহাকে বন্ধন কর। ভীত মুম্মুনি, "হে বীর, আমি অবধ্য পশু" এই কথা বলিল ও সভামধ্যে ময়ূরের অনুকরণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তাঁহার ময়ূরের ন্যায় নৃত্যদর্শন ও কেকাশব্দ শ্রবণ করিয়া রাজা তাঁহাকে অভয়দানের সহিত নর্তকজনোচিত অর্থদান করিলেন। দিগ্‌বিজয় সমাপ্ত করিয়া তিনি যখন পিতামহের নগরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে স্বীয় নামে নগর স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। একদা রাজা স্থান ও শুভলগ্ন জানিবার জন্য রাত্রিতে বহির্গত হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি শ্মশানের সমীপস্থ নদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। চিতার আলোকে নদীতীরস্থ বিশাল বৃক্ষাবলী দেখিতে পাইলেন। অতঃপর নদীর অপর পারে উর্ধ্ববাহু চীৎকারকারী এক মহাভূত দেখিতে পাইলেন। তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টিপাতে রাজা নীল পীত মিশ্রিতবর্ণ ধারণ করিলেন। অনন্তর নিশাচর ঘোর শব্দ করিয়া রাজাকে হাসিতে হাসিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, হে ভূপাল! বিক্রমাদিত্য, সাহসী শূদ্রক ও আপনাকে ত্যাগ করিলে অনত্র পর্যাপ্ত সাহস দুর্লভ। হে পৃথিবীপতে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে; তুমি সেতু পার হইয়া আমার নিকটে আগমন কর। এই কথা বলিয়া রাক্ষস অপর পার হইতে নিজ জানু প্রসারিত করিল। রাক্ষসের দেহদ্বারা সেতুনির্মিত দেখিয়া প্রবর সেন কোষ হইতে অসি গ্রহণ করিলেন। তিনি ক্ষুরদ্বারা তাহার মাংস কাটিয়া সোপান-সমূহ রচনা করিলেন। তিনি যে স্থানে উপস্থিত হইলেন তাহার নাম "ক্ষুরিকাবাল"। তিনি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলে ভূত তাঁহাকে শুভলগ্নের কথা বলিল ও "প্রভাতে যে স্থানে আমার সূত্রপাতন দেখিবে, তথায় পুরী নির্মাণ করিবে" এই উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইল। তিনি শারীটক গ্রামে বেতালস্থাপিত সূত্র দেখিতে পাইলেন। এই স্থানে দেবী শারিকা ও যক্ষ অট্টের অধিষ্ঠান ছিল। তিনি প্রথমতঃ ভক্তিসহকারে প্রবরেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রস্তুত হইলে জয়স্বামী স্বয়ং যন্ত্রভেদ করিয়া পীঠে উপবেশন করিলেন। নৃপতি স্থপতি "জয়" বেতাল কথিত শুভলগ্ন জ্ঞাত ছিল। এই বিষ্ণুমূর্তি তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ হইল। তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া "ভীমস্বামী" নামে বিনায়ক মূর্তি তাঁহার নগরের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনের জন্য স্বয়ং পশ্চিমমুখ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বমুখ হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রবর সেন স্বনগরে শ্রীশব্দযুক্ত

"সদ্‌ভাবশ্রী" প্রমুখ পঞ্চদেবী প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি বিতস্তানদীতে মহাসেতু নির্মাণ করাইলেন। এইরূপ নৌকানির্মিত সেতুর তিনিই প্রথম প্রবর্তক। নরপতির মাতুল জয়েন্দ্র "জয়েন্দ্রবিহার" ও বৃহদ্‌বুদ্ধের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। সিংহলাদি দ্বীপের অধিপতি অমাত্য মোরাক অদ্ভুত 'মোরাক' ভবন নির্মাণ করিলেন। এই নগরের উভয়পার্শ্বে বর্ধনস্বামী ও বিশ্বকর্মার মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল ও তথায় ছাব্বিশ লক্ষ গৃহ ছিল। এই পুরীর সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহে আরোহণ করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে সমস্ত জগৎ গ্রীষ্মাবসানে বৃষ্টিস্নিগ্ধ ও বসন্তকালে পুষ্পময় দেখাইত। নগরটি পবিত্র ও মনোহর ক্রীড়াকাননসমূহে সুশোভিত ছিল। এই নগরের মধ্যস্থলে ক্রীড়াপর্বত বিরাজ করিত। নৃপতিগণ এই নগরের দেবমন্দিরের জন্য এত ধনদান করিয়াছিলেন যে, তাহার দ্বারা সসাগরা পৃথিবী সহস্রবার ক্রয় করা যাইতে পারে। এই নগরে বাস করিয়া নৃপতি ষাট বৎসর প্রজাপালন করিলেন। তাঁহার ত্রিশূলচিহ্নাঙ্কিত ললাটে জরাশুভ্র কেশরাশি দেখিয়া বোধ হইত যেন গঙ্গা শিবভ্রমে তথায় বিহার করিতেছেন। অনন্তর অশ্বপাদ শিবের নির্দেশ অনুসারে সদ্য আগত পার্শ্বচর কাশ্মীর-দেশীয় ব্রাহ্মণ জয়ন্তকে বলিলেন, হে পথিক, তুমি শ্রান্ত হইয়াছ, অন্যদেশে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; নৃপতি প্রবর সেনকে এই পত্র প্রদর্শন কর। ইহা বলিয়া তাহাকে পত্র অর্পণ করিলে ব্রাহ্মণ বলিল, আমি ভ্রমণক্লান্ত হইয়াছি; দীর্ঘপথ গমন করিতে অক্ষম। 'আমি কাপালী, তুমি ব্রাহ্মণ; আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়াছি; তুমি অদ্য স্নান কর' এই কথা বলিয়া অশ্বপাদ তাহাকে নিকটবর্তী দীঘির জলে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর চোখ খুলিয়া দেখিল, সে স্বদেশে উপস্থিত হইয়াছে ও রাজার ভৃত্যগণ দেবার্চনার জন্য জল সংগ্রহ করিতেছে। তাহার আগমন নিবেদন করিবার জন্য জয়ন্ত ইতস্ততঃ না করিয়া নদী হইতে নীয়মান স্নানকলসে পত্র নিক্ষেপ করিল। প্রবরেশলিঙ্গে স্নানের সময়ে কলস হইতে পত্র পতিত হইলে নৃপতি তাহা পাঠ করিয়া জয়ন্তকে নিকটে আনাইলেন। তোমার কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছ, বহু ধনাদি দান করিয়াছ, বিষয়সুখ ভোগ করিয়াছ ও তোমার বার্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে; তোমার অবশিষ্ট করণীয় কি আছে? তুমি শিবলোকে আগমন কর। পত্রে এই সংকেত পাইয়া প্রবর সেন ব্রাহ্মণের বাসনা পূর্ণ করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন ও পাষাণময় প্রাসাদ ভেদ করিয়া নির্মল আকাশে প্রবেশ করিলেন। লোকে দেখিল, তিনি নির্মল আকাশে দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় উদিত হইয়া কৈলাস গিরি অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। জয়ন্ত এই অদ্ভুত উপায়ে ধনলাভ করিয়া স্বীয় নামে মঠ প্রতিষ্ঠা করিল ও অন্যান্য সৎকার্য সম্পাদন করিয়া অর্থের সদ্‌ব্যবহার করিল। নৃপতিশ্রেষ্ঠ পৃথিবীর ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া

সশরীরে শিবলোকে গমন করিলেন। ভূপতির সিদ্ধিক্ষেত্র প্রবরেশপ্রাসাদে স্বর্গদ্বার সদৃশ দ্বার অদ্যাপি লক্ষিত হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির (দ্বিতীয়)

প্রবর সেনের পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্ঞী রত্নপ্রভার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উনচল্লিশ বৎসর তিন মাস রাজ্যপালন করেন। ইঁহার সর্বরত্ন, জয় ও স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি মন্ত্রিগণ বিহার ও চৈত্যাদি নির্মাণ করিয়া খ্যতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার অন্যতম মন্ত্রী জয়েন্দ্রপুত্র বজ্রেন্দ্র চৈত্যাদি সমন্বিত ভবচ্ছেদ নামক গ্রাম স্থাপন করেন।

নরেন্দ্রাদিত্য

যুধিষ্ঠির পত্নী পদ্মাবতী নরেন্দ্রাদিত্য নামে পুত্র প্রসব করেন। ইঁহার অপর নাম লঃখণ। ইনি নরেন্দ্রস্বামী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার পত্নীর নাম বিমলপ্রভা। বজ্রেন্দ্রের পুত্র বজ্র ও কনক ইঁহার সচিব ছিলেন। মন্ত্রিদ্বয় সৎকার্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি তের বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন।

রণাদিত্য (তুঞ্জীন)

অনন্তর তাঁহার (নরেন্দ্রাদিত্যের) অনুজ রণাদিত্য রাজা হইলেন। লোকে তাঁহাকে তুঞ্জীন নাম দিয়াছিল। তাঁহার শঙ্খমুদ্রায় অঙ্কিত মস্তক অপূর্ব-শোভা-মণ্ডিত। তাঁহার তীক্ষ্ণ তরবারি শত্রু নিপাতিত করিত। শত্রুগণ তাঁহার ভয়ে কম্পমান ছিল। তাঁহার মহিষী লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন। ইঁহার অসীম মহিমা ও ইনি মর্ত্যলোকে রণারম্ভা নামে অভিহিত হইতেন। নৃপতি পূর্বকালে দ্যূতক্রীড়াসক্ত ছিলেন। একদা দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্ব হারাইয়া অনুতাপে দগ্ধ হইলেন। তিনি দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া ধনলাভের বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কারণ দ্যূতকারগণ মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্বার্থসাধনে সচেষ্ট থাকে। তিনি প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া বিন্ধ্যাচলে ভগবতী ভ্রমরবাসিনীর দর্শনলাভ করিবার বাসনা করিলেন। মন্দিরের পাঁচ যোজন পথ অতি দুর্গম, কারণ বিষপুচ্ছ ভ্রমরাদি পথিককে দংশন করিয়া থাকে। তিনি ভাবিলেন, যখন দেহত্যাগ সুনিশ্চিত তখন বজ্রতুল্য কঠিন শেলের আঘাত নিবারণের উপায় দুর্লভ হইবে না। তিনি প্রথমতঃ লৌহবর্ম, তৎপরে মহিষচর্ম ও তাহার উপরে গোময় মিশ্রিত মাটি দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিলেন। অনন্তর তিনি বহুস্তর মৃত্তিকা-লেপ রৌদ্রে

শুষ্ক করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। জীবনরক্ষার জন্য সহজ পথ ত্যাগ করিয়া ঘনান্ধকারময় ভীষণ গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ঘোর ভ্রমরসকল পাখার শব্দে কর্ণযুগল বধির করিয়া গর্তের মধ্য হইতে উঠিতে লাগিল। যে সকল ভ্রমরের চক্ষু শুষ্ক ধূলিতে আহত হইল, তাহারা উপরিভাগে দংশন করিতে লাগিল ;কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ দংশন করিতে পারে নাই। যাহাদের চক্ষু অন্ধ হইল, তাহারা নিবৃত্ত হইল; কিন্তু ভ্রমরের নূতন নূতন দল আসিয়া মৃত্তিকা লেপ খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। তিন যোজন পথ গমন করিতে করিতে ভয়ংকর ভ্রমর সকল অনবরত দংশন দ্বারা মৃত্তিকা কবচ ক্ষয় করিয়া ফেলিল। অনন্তর তাহারা মহিষচর্মে বার বার দংশন করিলে ভয়ংকর চটচট শব্দ উঠিতে লাগিল। চতুর্থ যোজনের অর্ধ পথ অতিক্রম করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ভ্রমর সকল লৌহবর্মে দংশন করিতেছে। তিনি দ্রুত ধাবিত হইলে ভ্রমরদল কবচে আঘাত করিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিল, কিন্তু তিনি ধৈর্যচ্যুত হইলেন না। দেবী মন্দিরের দুই ক্রোশ দূর হইতে তিনি ধৈর্যসহকারে ভ্রমর সকলকে হস্ত দ্বারা নিবারণ করিতে করিতে ধাবিত হইলেন। ভ্রমরকুল তাঁহার দেহ মাংসহীন করিয়া স্নায়ু ও অস্থিমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। তিনি হস্তদ্বারা চক্ষু রক্ষা করিয়া দেবীর গৃহে উপনীত হইলেন। ভ্রমরের আক্রমণ নিবৃত্ত হইলে তিনি আলোক দেখিতে পাইয়া মূর্ছিতের ন্যায় দেবীর পদতলে পতিত হইলেন। তাঁহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া দেবী তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য রমণীয় মূর্তি ধারণ করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিলেন। অমৃতবর্ষী দিব্য হস্ত স্পর্শে তিনি শীঘ্র স্বাস্থ্যলাভ করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি প্রথমে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যে ভীষণাকৃতি দেবীমূর্তি দেখিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু জলাশয়ের তীরে উদ্যানকুঞ্জে এক বিলাসিনী যুবতীকে দেখিতে পাইলেন। ইঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনতুল্য ও চক্ষুদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায়। তাঁহার সর্বাঙ্গ অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত। তাঁহার আলতারঞ্জিত পাদদ্বয় ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইতেছিল। রমণী সর্বদেবময়ী-রূপিণী, তিনি বিম্বাধরা, কৃষ্ণকেশী, চন্দ্রবদনা, হরিমধ্যা ও শিবাকৃতি। যৌবনসম্পন্না সর্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীকে দেখিতে পাইয়া তিনি কামজ্বরপীড়িত হইলেন। দেবী তাঁহার স্বরূপ আচ্ছাদিত রাখিয়া তাঁহার নিকটে দেবতার পরিবর্তে অপ্সরার রূপে প্রকাশিত হইলেন ও দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন, হে সৌম্য, তুমি ভ্রমণক্লান্ত, ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া উচিত বর প্রার্থনা কর। তিনি বলিলেন, আপনার দর্শনলাভে আমার ক্লান্তি দূর হইয়াছে ; আপনি দেবতা নহেন, কিরূপে বরদান করিবেন ? দেবী বলিলেন, হে ভদ্র, তোমার মনে এইরূপ ভ্রম কেন

উপস্থিত হইল ? আমি দেবী হই বা না হই, তোমাকে বর দান করিতে পারি। অভীষ্ট লাভের জন্য তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া দ্যূতকার শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার সঙ্গম প্রার্থনা করিলেন। দেবী বলিলেন, রে মূর্খ, তোমার এই অনুচিত প্রার্থনা কেন ? আমি দেবী ভ্রমরবাসিনী। তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। দেবী বলিয়া জানিতে পারিয়াও তিনি চিত্ত সংযত করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, হে দেবি, যদি সত্যপালন করিতে ইচ্ছা হয়, আমার প্রার্থনা পূরণ করুন, আমার অন্য বরে অভিলাষ নাই। আপনি দেবী হউন বা মানবী হউন, ভীষণা হউন অথবা শোভনা হউন, আমি আপনাকে প্রথমে যেরূপে দেখিয়াছি এখনও সেইরূপেই দেখিতেছি। তাঁহাকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া ও তাঁহার সঙ্কল্প দৃঢ় জানিয়া দেবী অনুরোধবশে বলিলেন, তোমার দৃঢ়তা দেখিতেছি, জন্মান্তরে এইরূপ হইবে ; মর্ত্যবাসিগণ দিব্যরমণীকে স্পর্শ করিতে পারে না। অনন্তর দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। দ্যূতকার জন্মান্তরে সেই দেবীর সহিত মিলনের আশায় প্রয়াগের পবিত্র বটশাখার অগ্রভাগ হইতে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। তিনি রণাদিত্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন ও দেবী রণারম্ভা নারীদেহ ধারণ করিয়া পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত ভুলিয়া যান নাই। চোলরাজ রতিসেন সমুদ্রপূজার সময়ে তাঁহাকে উজ্জ্বল রত্নমালার ন্যায় তরঙ্গমধ্য হইতে লাভ করিয়াছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিলে রাজা প্রার্থী নরপতিগণকে দেবযোগ্যা কন্যা সম্প্রদান করিলেন না। নৃপতি রণাদিত্যের অমাত্য দৌত্যকার্যে আসিলে চোলরাজ প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে অভিলাষী হইলেন, কিন্তু কন্যা স্বয়ং তাঁহাকে বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই জন্য কন্যা স্বীয় উৎপত্তি বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বন্ধু কুন্তলভূপতির গৃহে প্রেরণ করিলেন। রণাদিত্য আনন্দিত হইয়া দূরবর্তী দেশে গমনপূর্বক রণারম্ভার পাণিগ্রহণ করিলেন ও তাঁহাকে অন্তঃপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে স্থাপন করিলেন। মর্ত্যস্পর্শভীরু মহাদেবী রণারম্ভা নৃপতিকে মায়া দ্বারা মোহিত করিয়া কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করেন নাই। তিনি নিজের আকৃতিবিশিষ্টা মায়াময়ী রমণীকে রাজার শয্যায় স্থাপন করিয়া স্বয়ং ভ্রমরীরূপে রাত্রিতে বহির্গত হইতেন। পরম শিবভক্ত নরপতি স্বীয় নামে ও রাজ্ঞীর নামে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া শিল্পীদ্বারা শিবলিঙ্গদ্বয় প্রস্তুত করাইলেন। পরদিবস লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হইবে স্থির হইলে দেশান্তর হইতে আগত এক দৈবজ্ঞ লিঙ্গদ্বয়ে দোষ আবিষ্কার করিল। সে দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিল যে, প্রস্তুত লিঙ্গদ্বয়ের গর্ভস্থল প্রস্তরখণ্ড ও মণ্ডূকে পরিপূর্ণ। লিঙ্গপ্রতিষ্ঠার বিঘ্ন দেখিয়া রাজা বিহ্বল হইলেন ও কিং কর্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না রাজ্ঞী

স্বয়ং রাজাকে বলিতে লাগিলেন: হে রাজন্, পুরাকালে পার্বতীর বিবাহসময়ে প্রজাপতি পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়া পূজাভাণ্ড হইতে দেবমূর্তি গ্রহণ করেন। ব্রহ্মাকে বিষ্ণুপ্রতিমার পূজা করিতে দেখিয়া শিব বিবেচনা করিলেন যে, শিবহীনা শক্তিরূপিনী বিষ্ণুপ্রতিমা ফলদায়িনী নহে। দেবাসুরগণ যে রত্নরাজি উপহার দান করিয়াছিলেন, তাহা পিণ্ডীকৃত করিয়া তিনি ভুবনপূজিত লিঙ্গ নির্মাণ করিলেন। ঈশানপূজিত বিষ্ণুপ্রতিমা ও শিবলিঙ্গ বিধাতারও পূজনীয়, ইহা কালক্রমে রাবণরাজার হস্তগত হইল। তিনি এই মূর্তিদ্বয়ের অর্চনা করিতেন ও ইহা বহুকাল লঙ্কায় ছিল। পরে বানরগণ ইহা লঙ্কা হইতে আনয়ন করে। হিমালয়বাসী মূঢ় বানরগণ পশুস্বভাববশতঃ তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া দেবদ্বয়কে উত্তরমানসসরোবরে নিক্ষেপ করে। আমি কুশল শিল্পীগণদ্বারা পূর্বেই মূর্তিদ্বয়ের উদ্ধারসাধন করিয়াছি; প্রভাতে এইস্থানে আনীত হইলে নিঃসন্দেহ দেখিতে পাইবেন; ইঁহাদের প্রতিষ্ঠা করুন। রাজ্ঞী রাজাকে এইরূপ বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ও আকাশচারী সিদ্ধগণকে স্মরণ করিলেন। ধ্যানমাত্র তাহারা তথায় উপস্থিত হইল ও দেবীর আদেশে সরোবরের জল হইতে হরিহরের মূর্তিদ্বয় উদ্ধার করিয়া নৃপতির প্রাসাদমধ্যে স্থাপন করিল। প্রভাতে জনগণ দিব্য কুসুমে আচ্ছাদিত হরিহরের প্রতিমাদ্বয় দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইল।

প্রতিষ্ঠালগ্ন উপস্থিত হইলে শিবভক্ত নরপতি অগ্রে রণেশ্বর প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসুক হইলে রাজ্ঞীর প্রভাববশতঃ রণস্বামী যন্ত্রভেদ করিয়া পীঠে আসীন হইলেন। ইহা দেখিয়া লোকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। প্রভাব পরীক্ষার জন্য রাজা বিষ্ণুমূর্তিকে ধনাদি দানে প্রীত করিলেন। পরে তাঁহার আদেশে কতিপয় গ্রামও তাঁহাকে দান করিলেন। আর এক প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ব্রহ্মা নামক এক সিদ্ধপুরুষ কুম্ভদাসরূপে প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। দেবী রণারম্ভা ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহা দ্বারা প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করাইলেন; তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া তিনি রণেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া আকাশপথে গমন করিলেন ও গোপনে রণস্বামীর প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পাদন করিলেন। মহিষী ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতুল্য সিদ্ধ পুরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উৎকৃষ্ট ব্রহ্মমণ্ডপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজদম্পতী রণারম্ভাস্বামী ও রণারম্ভদেব নামক দুইটি মন্দির ও প্রদ্যুম্নপর্বতে পাশুপতগণের অবস্থানের জন্য মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। নৃপতি ভয়শান্তির জন্য সেনামুখী নাম্নী দেবীর প্রতিষ্ঠা ও রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য আরোগ্যশালা নির্মাণ করিলেন। তিনি রণপুরস্বামী নামে সর্বত্র বিখ্যাত মার্তণ্ডমূর্তি সিংহরোৎসিকা গ্রামে স্থাপন করিলেন। তাঁহার অপর পত্নী অমৃতপ্রভা রণেশের দক্ষিণপার্শ্বে অমৃতেশ্বর দেব প্রতিষ্ঠিত

করিলেন। ভূপতি মেঘবাহনের ভিন্না নাম্নী মহিষী-নির্মিত বিহারে উৎকৃষ্ট বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করিলেন। নৃপতিকে অনুরক্ত ও সদয় দেখিয়া রাজ্ঞী রণারম্ভা তাঁহাকে একদা পাতালসিদ্ধিপ্রদ হাটকেশ্বর মন্ত্র প্রদান করিলেন। আমার প্রাপ্তি সফল হউক, মনে করিয়া রাজ্ঞী তাঁহাকে মন্ত্র প্রদান করিলে, রাজা বহু বৎসরকাল মন্ত্র সাধনা করিলেন। স্বপ্ন ও সিদ্ধিচিহ্ন দেখিয়া তিনি মন্ত্রসিদ্ধি বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন ও চন্দ্রভাগার জলরাশি ভেদ করিয়া নমুচির গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। একুশদিন গহ্বরের দ্বার উন্মুক্ত ছিল; তিনি তাঁহার পৌরগণকে তথায় লইয়া গিয়া দৈত্যস্ত্রীসকলের প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনশত বৎসর রাজ্যভোগ করিলেন ও নির্বাণসদৃশ মৃত্যুলাভ করিয়া পাতালের ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইলেন। অনুচর-সহ নরপতি দৈত্যস্ত্রীগণের সহিত মিলিত হইলে বৈষ্ণবী শক্তিরূপিণী রাজ্ঞী শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন। অনেক রাজবংশের মধ্যে দুইটি রাজবংশ সমধিক্ প্রসিদ্ধ; আবার এই বংশদ্বয়ের রাজগণের মধ্যে রঘুকুলে রামচন্দ্র ও গোনন্দবংশে রণাদিত্য, এই দুইজন রাজা প্রজাবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই কারণে প্রজাপুঞ্জ পরলোকেও উভয় ভূপতির সুখের অংশ লাভ করিয়াছিল।

বিক্রমাদিত্য

প্রতাপশালী রণাদিত্যের পুত্র বিক্রমাদিত্য ত্রিবিক্রমের ন্যায় প্রবল পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি বিক্রমেশ্বর শিব স্থাপন করেন। এই ইন্দ্রতুল্য নরপতি বিয়াল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মন্ত্রিদ্বয়ের নাম ব্রহ্মা ও গলুন। ব্রহ্মা ব্রহ্মমঠ নির্মাণ করেন ও নিষ্পাপ গলুন পত্নী রত্নাবলীর দ্বারা বিহার প্রতিষ্ঠা করাইলেন।

বালাদিত্য

অনন্তর তাঁহার ছোটভাই বালাদিত্য রাজা হইলেন। বলবান নরপতি শত্রুরাজ-গণকে নির্যাতিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরাক্রম লবণ সমুদ্রের জলপান দ্বারা যেন পিপাসিত হইয়া শত্রুরমণীগণের সজলনেত্র মুখের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাঁহার জয়স্তম্ভ সকল শত্রুর হৃদয়ের মানদণ্ডস্বরূপে আজও পূর্বসমুদ্রতীরে বিদ্যমান আছে। নরপতি আপন প্রভাবে বঙ্গাল দেশ জয় করিয়া কাশ্মীরবাসিগণের বাসের জন্য কালম্বী নামে গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি কাশ্মীরের অন্তর্গত 'মডব" রাজ্যে ব্রাহ্মণগণের বাসের জন্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন 'ভেডর' গ্রাম স্থাপন করেন। তাঁহার বিম্বা নামে বিম্বোষ্ঠী মহিষী 'শত্রু নিপাতের জন্য জনগণের বিঘ্নবিনাশন বিশ্বেশ্বর

শিব প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার তিন ভাই খঙ্খ, শত্রুঘ্ন ও মালব অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা মঠ, মন্দির ও সেতু প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নরপতির অনঙ্গলেখা নামে এক কন্যা ছিল। কুমারীর সৌন্দর্য পৃথিবীতে অতি অদ্ভুত। একদা এক দৈবজ্ঞ সুলক্ষণা হরিণনয়না অনঙ্গলেখাকে রাজার নিকটে দেখিতে পাইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, আপনার জামাতা রাজ্য লাভ করিবেন; গোনন্দবংশে আপনি শেষ রাজা। সাম্রাজ্য কন্যাবংশগত হওয়া তাঁহার রুচিকর হয় নাই; তিনি পুরুষকার অবলম্বন করিয়া দৈবের গতিরোধ করিতে উদ্যত হইলেন। যে ব্যক্তি রাজবংশজাত নয়, তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে রাজ্য স্ববংশচ্যুত হইবে না মনে করিয়া ভূপতি কোন রাজকুমারকে কন্যাদান করিলেন না। তিনি রূপসম্পন্ন সুন্দর পুরুষ অশ্বঘাসাধিকারী কায়স্থ দুর্লভবর্ধনকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। দুর্লভবর্ধনের মাতা ঋতুস্নান করিলে কার্কোট নাগ তাঁহার সহিত সহবাস করিয়াছিলেন; এই গর্ভে দুর্লভবর্ধন রাজ্যলাভের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। রাজা ইহা জানিতে পারিলেন না। জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ যাহাকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন, দৈব যেন সেই সকল ব্যক্তিকে পরাজিত করিবার জন্যই তাহাকে শুভফল প্রদান করে। সূর্য ঈর্ষাবশতঃ অস্তগমনকালে গ্রহগণের প্রতি অনাদর প্রদর্শনপূর্বক যোগ্যবোধে অসদৃশ অগ্নিতে স্বীয় তেজ স্থাপন করেন। অগ্নিসম্ভূত প্রদীপ দেখিয়াও পৃথিবীর লোকের মন হইতে সূর্যস্মৃতি দূর হয়। দুর্লভবর্ধন ভাগ্যানুসারিণী বুদ্ধি অনুযায়ী নীতিপথে থাকিয়া সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে প্রজ্ঞাদিত্য নাম ও কুবেরের তুল্য সম্পদ দান করিয়াছিলেন। রাজকন্যা পিতামাতার অত্যধিক আদরে ও যৌবনমদে মত্ত হইয়া স্বামীকে যথোচিত সম্মান দেখাইতেন না। নিত্যদর্শনহেতু মন্ত্রী খঙ্খ অনঙ্গলেখার মনোহরণ করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিল। গুপ্ত প্রেমের সুখাভ্যাসে রাজকন্যার লজ্জা, ভয় ও সম্মান দূরীভূত হইল; ক্রমে তাঁহার ধৃষ্টতা সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে তন্ময় করিয়া তুলিল। মন্ত্রী দান ও মান দ্বারা ভৃত্যগণকে বাধ্য করিয়া অনঙ্গলেখার সহিত অন্তঃপুরের মধ্যে যথেচ্ছ বিহার করিতেন। বুদ্ধিমান দুর্লভবর্ধন রাজকন্যার বিরাগের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তিনি চরিত্রভ্রষ্ট হইয়াছেন। গুপ্তপ্রেমে নিমগ্ন রমণীগণ কার্যকলাপের মধ্য দিয়া দুঃশীলতা প্রকাশ করিয়া থাকে। নির্জনে সখীগণের মধ্যে হাস্যমুখী, পতিদর্শনে বিমর্ষবদনা, সহসা উঠিয়া ঈষৎহাস্যমুখে পথ দেখা; স্বামী কোপপ্রকাশ করিলে ভ্রূ, নেত্র ও চিবুক সঞ্চালন দ্বারা অবজ্ঞা প্রদর্শন; তাহাকে অপ্রিয় কথা

বলিলে ঈষৎ হাস্য করিয়া নিম্নদৃষ্টিতে অবস্থান, স্বামীর তুল্যগুণ ব্যক্তির প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন ; তাহার বিপক্ষের সুনামে অনুরাগ, পতির মিলনের ইচ্ছা দেখিয়া সখীগণের সহিত কথোপকথন, তাহার চুম্বনে গ্রীবার বঙ্কিমভাব, তাহার আলিঙ্গনে অঙ্গদান করিতে কাতরতা, তাহার সম্ভোগে আনন্দের অভাব, তাহার শয্যায় নিদ্রার ভান, পত্নীর এইরূপ চরিত্রদোষ চিন্তায় দুর্লভবর্ধনের দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। একদা রাত্রিকালে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পত্নী সঙ্গমশ্রমসুলভ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা, যেন উপপতির অঙ্গে বদ্ধ হইয়াই ছিল। শ্বাসের আবেগ দূরীভূত হয় নাই ও কুচযুগল কম্পিত হইতেছিল ; ইহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সেই সময়ে কামক্রীড়া সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন। তিনি ক্রোধভরে প্রহার করিতে ইচ্ছা করিলে বিবেক তাঁহাকে নিবারণ করিল। তিনি অতিকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো, আসঙ্গের (সহবাস) অনুগামী কার্যসকল কিরূপ কষ্টদায়ক, মানুষ ইহার বশবর্তী হইয়া বিবেকহীন ও ক্রমশঃ অধঃপতিত হয়। অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর ন্যায় স্ত্রীলোকও ইন্দ্রিয়ের বিষয়মাত্র ও সাধারণের ভোগ্যা ; জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের ইহাতে ক্রোধের কারণ কি ? নারীগণ স্বভাবতঃ তরলমতি, ইহাদিগকে কে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে ? একই বস্তু প্রাপ্তির অভিলাষে দুইটি কুকুরের ন্যায় এক কামিনীর প্রতি অনুরাগী দুইজন মানুষের বিবাদ যদি মান বলিয়া অভিহিত হয়, তবে অপমান কাহাকে বলিব ? এই রমণী দুশ্চিন্তাদায়িনী বলিয়া আমার বধ্যা বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তা রূপ বৃক্ষের মূলও অনুরাগ : ইহা কেন ভুলিয়া যাইতেছি ? আসঙ্গ (সহবাস) রূপ বৃক্ষের মূল সপ্ত পাতাল পর্যন্ত বিস্তৃত ; ভূমিরূপ ঈর্ষার বিনাশ সাধন না করিয়া কিরূপে ইহার উচ্ছেদ সাধন হইতে পারে ? একদিন দুর্লভবর্ধন খঙ্খের বস্ত্রাঞ্চলে "তুমি আমার বধ্য, আমি তোমাকে হত্যা করিলাম না ; ইহা ভুলিয়া যাইও না" এই কথাগুলি লিখিলেন। অতঃপর তিনি অন্যের অলক্ষিতে প্রস্থান করিলে অমাত্য খঙ্খ নিদ্রা হইতে উঠিয়া লিখিত শব্দগুলি পড়িলেন। তিনি প্রাণদাতার দাক্ষিণ্য সর্বদা স্মরণ করিয়া অনঙ্গলেখাকে ভুলিয়া গেলেন ও কিরূপে দুর্লভবর্ধনের প্রত্যুপকার করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। উপকারীর যথোচিত প্রত্যুপকার করিতে খঙ্খ ইচ্ছা করিলেন ও কামভাব তাঁহার মনে প্রবেশলাভ করিতে পারিল না। নিদ্রা ও রাজকন্যা তাঁহার নয়নের সহিত পরিচয় ত্যাগ করিল। নরপতি বালাদিত্য ছত্রিশ বৎসর আট মাস রাজগণের মুকুটমণিরূপে অবস্থান করিয়া শিবলোকে গমন করিলেন।

এইরূপে গোনন্দবংশের শেষ নৃপতি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিলে এই বংশ নিতান্ত দীনভাব ধারণ করিল। কৃতজ্ঞ খঙ্খ মুখ্য অমাত্যগণের অসম্মতিরূপ বাধা অপসারিত করিয়া তীর্থজলে রাজ-জামাতার পবিত্র অভিষেক ক্রিয়া যথাবিধি সম্পাদন করিলেন। নৃপতি দুর্লভবর্ধন অমূল্য রত্নখচিত মুকুটের কিরণমালা-ভূষিত হইয়া পৃথিবীর ভার গ্রহণ করিলেন। স্বর্ণময় পদ্মনির্মিত হার তাঁহার সৌন্দর্য বর্ধিত করিল। সুরধুনী যেমন চিরপরিচিত স্বর্গপথ হইতে পতিত হইয়া ত্রিভুবনগুরু গৌরীপতির মস্তকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পৃথিবী পবিত্র গোনন্দবংশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পরম পবিত্র কার্কোটনাগের বংশে স্থিতিলাভ করিলেন।

চতুর্থ তরঙ্গ

দুর্লভবর্ধন

নৃপতি একই বংশ হইতে রাজ্য ও রাজকন্যা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমশঃ বহু পুত্র ও রত্নরাশি লাভ করিলেন ও পত্নীর চরিত্রদোষ গোপন রাখিলেন। রাজ্ঞী যেমন সৌভাগ্যবতী ছিলেন, সেইরূপ গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনঙ্গভবন নামক বিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজকুমার মল্লন দৈবজ্ঞের কথায় স্বীয় জীবনকাল অল্প জানিয়া বাল্যকালেই মল্লনস্বামীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভূপতি যথোচিত সম্মানের সহিত ব্রাহ্মণগণকে কোটাদ্রিস্থ "বিশোক" দুর্গের নিকটবর্তী চন্দ্রগ্রাম প্রদান করিলেন। শ্রীনগরীতে দুর্লভস্বামীর মন্দির স্থাপন করিলেন। তিনি ছাব্বিশ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

দুর্লভক (প্রতাপাদিত্য দ্বিতীয়)

অনঙ্গলেখার গর্ভজাত পুত্র কৃতী দুর্লভক দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। দৌহিত্র মাতামহের পুত্রস্থানীয় বলিয়া তিনি কৌলিক প্রথা অনুসারে প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মন্ত্রী হনুমান সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। তিনি কুবেরের নিকট অর্থলাভ করিয়া দেবোদ্দেশে মঠ স্থাপন করিলেন। প্রতাপশালী ভূপতি স্বীয় প্রতাপে শত্রুকুলকে নির্যাতিত করিয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রপুরীসদৃশ "প্রতাপ পত্তন" স্থাপন করিলেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগত বণিক্‌গণ এই নগরে বাস করিত। ইহাদের মধ্যে নোণা নামক রৌহীত দেশবাসী ধার্মিক বণিক স্বদেশীয় ব্রাহ্মণগণের বাসের জন্য নোণমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। একদা রাজা তাঁহাকে বন্ধুভাবে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন ও রাজোচিত উপচারে তাঁহার সৎকার করিলেন। নরপতি তাঁহাকে শয়নের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, প্রদীপের কাজলে তাঁহার মাথাব্যথা উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর নৃপতি নিমন্ত্রিত হইয়া বণিকের গৃহে গমন করিলেন ও তথায় রাত্রিকালে রত্নদীপিকা দেখিতে পাইলেন। বণিকের ঐরূপ সমৃদ্ধি ও বিলাসিতা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন ও তাহার সৎকারে প্রীত হইয়া দুই তিন দিন তথায় অবস্থান করিলেন।

একদা তিনি অট্টালিকা মধ্যে চন্দ্রবদনা বণিক্‌পত্নীকে দেখিতে পাইলেন। ইহার নাম নরেন্দ্রপ্রভা। নির্জন সৌধে নিঃশঙ্কবিহারিণী সর্বাঙ্গসুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া নৃপতির মনে অভিলাষের উদয় হইল। সখীগণ রাজাকে দেখাইয়া দিলে নরেন্দ্রপ্রভা মুখ ঘুরাইয়া সতৃষ্ণনয়নে রাজাকে দেখিতে লাগিল। জন্মান্তরের প্রেমবন্ধন হেতু অথবা কামদেবের নির্দেশানুসারে সুন্দরী দৃষ্টিপাত দ্বারা রাজার মন হরণ করিল। তাহার স্পর্শসুখ অনুভব না করিয়াও তিনি মনে করিলেন যে, নরেন্দ্রপ্রভা যেন তাঁহার সর্বাঙ্গে আলিঙ্গন করিতেছে। সে গৃহস্তম্ভের পার্শ্বে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া বারংবার রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে প্রস্থান করিল। সুন্দরীকে হৃদয়দান করিয়া নরপতি চিন্তাকুল লোচনে ধীরে ধীরে প্রাসাদ অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি স্থিরনেত্রে নরেন্দ্রপ্রভার রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন ; অন্তঃপুরিকাগণের প্রতি প্রীতি হ্রাস পাইতে লাগিল। একদা তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় কি কষ্ট! আমার মনে অশুভ অনুরাগ দেখা দিয়াছে। আমি রাজা, আমার সচ্চরিত্র ও অপবাদভীরু হওয়া উচিত ; শিষ্টাচারের অন্যথাচরণ আমার দুঃসহ ; রাজা যদি প্রজাগণের পত্নী অপহরণ করে, তবে নীতি অতিক্রম করিলে অপর কে শাসিত হইবে? এইরূপ চিন্তা করিয়াও রাজা সেই সুন্দরীকে ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহার অসুস্থতা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু আসন্ন, এই সংবাদ সকলের কর্ণগোচর হইল। বণিক্ লোক-মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া নির্জনে রাজাকে বলিল, আপনি এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া কেন ধর্মভয় করিতেছেন? প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকিলে কোন কর্ম অবৈধ নয়। যশোলাভের অনুরোধে দেহের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন অনুচিত। হে রাজন্, আপনি আমার কথা ভাবিবেন না ; আপনার হিতসাধনের জন্য আমি প্রাণত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রিয়ের বিষয় পত্নীর কথা কি? ইহাতেও যদি আপনি তাহাকে গ্রহণ না করেন, আমি নৃত্যজ্ঞা নরেন্দ্রপ্রভাকে দেবমন্দিরে নর্তকীরূপে সমর্পণ করিতেছি, আপনি তথা হইতে তাহাকে গ্রহণ করিবেন। বণিকের ও কামদেবের প্রেরণায় রাজা প্রথমতঃ লজ্জিত হইলেন ও পরে অনিচ্ছায় নরেন্দ্র-প্রভাকে গ্রহণ করিলেন। রাজ্ঞী নরেন্দ্রপ্রভা সৎকার্যদ্বারা চরিত্রভ্রংশদোষের পরিহার করিলেন ও নরেন্দ্রেশ্বর নামে শিবমূর্তি স্থাপন করিলেন। মহিষী যথাসময়ে চন্দ্রাপীড় নামে এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। মহিষী নরেন্দ্রপ্রভা ক্রমশঃ তারাপীড় ও মুক্তাপীড় নামে আরও দুই পুত্র প্রসব করিলেন। প্রতাপাদিত্যের এই পুত্রত্রয়, বজ্রাদিত্য, উদয়াদিত্য ও ললিতাদিত্য নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। নরপতি দুর্লভক পঞ্চাশ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন।

চন্দ্রাপীড়

অনন্তর রাজচূড়ামণি চন্দ্রাপীড় রাজ্যলাভ করিলেন। স্বর্গোদ্যানে যেমন ঋতুসকল যুগপৎ আবির্ভূত হয়, সেইরূপ ক্ষমা ও পরাক্রম প্রমুখ বিরোধী গুণসমূহ তুল্যভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি অনুজীবিগণকে নির্বিশেষে অনুগ্রহ বিতরণ করিতেন। লক্ষ্মী তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি প্রশংসা-যোগ্য কর্মের অনুষ্ঠান করিতেন ও কেহ প্রশংসা করিলে লজ্জিত হইতেন। হীরক যেমন অন্য দ্রব্য দ্বারা বিদ্ধ হয়না, পরন্তু মণিসমূহকে ভেদ করে, সেইরূপ তিনি মন্ত্রিগণের নিকট শিক্ষাগ্রহণ না করিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দান করিতেন। নরপতির প্রাসাদ আরম্ভের সময় এক চর্মকার ক্ষেত্রোপযোগী তাহার কুটীরভূমি প্রদান করিতে অস্বীকার করিল। রাজপুরুষগণ অর্থদান করিতে চাহিলেও চর্মকার তাহাতে রাজি হইল না। রাজাকে এই কথা জানাইলে তিনি অধিকারিগণকে অপরাধী ও চর্মকারকে নির্দোষ মনে করিলেন ও বলিলেন, তোমাদের অপরিণামদর্শিতায় ধিক্! কারণ তোমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কেন এই দেবালয় নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলে? মন্দির নির্মাণ বন্ধ রাখ অথবা অন্যস্থানে ব্যবস্থা কর; অপরের ভূমি অপহরণ করিয়া কে সুকর্ম কলঙ্কিত করিবে? আমরা সৎ-অসৎ কার্যের বিচারক, আমরা যদি ধর্মবহির্ভূত কার্য করি, তবে ন্যায়পথে কে চলিবে? নরপতি এইরূপ বলিলে মন্ত্রিগণ চর্মকারের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সে ফিরিয়া রাজাকে নিবেদন করিল, সে আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে ইচ্ছা করে এবং বলে, যদি আস্থানমণ্ডপে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়, তবে বহিঃস্থ সভায় আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি।

পরদিন রাজা তাহাকে বহির্ভাগে দর্শন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমাদের পুণ্যকর্মে বাধা সৃষ্টি করিয়াছ? যদি সেই গৃহ তোমার রমণীয় মনে হয়, তুমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গৃহ অথবা প্রচুর অর্থ প্রার্থনা করিতে পার। রাজা নীরব হইলে চর্মকার তাঁহার সাধুতা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া নিবেদন করিল, রাজন্! আপনাকে আমার অভিপ্রায় নিবেদন করিতেছি, আপনি প্রকৃত বিচারক। আমি কুকুর অপেক্ষা নীচ নহি ও আপনি কাকুৎস্থ নৃপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন, তবে কেন আজ আপনার লোকগণ আমাদের আলাপে ক্ষুব্ধ হইতেছেন? নানারূপ অলংকারভূষিত আপনার দেহে যেরূপ অহংভাব, আমার অকিঞ্চন দেহেও সেইরূপ অভিমান আছে। আপনার অট্টালিকাময়ী রাজধানী আপনার যেইরূপ প্রীতিদায়িনী, আমার কুটীরও আমার নিকট সেইরূপ আনন্দদায়ক। ইহা মাতার

ন্যায় আজন্ম সুখদুঃখের সাক্ষী, আমি ইহার ভগ্নাবস্থা দেখিতে পারিতেছি না। গৃহ হরণে মানুষ যে দুঃখবোধ করে তাহা আকাশভ্রষ্ট দেবতা অথবা রাজ্যহারা ভূপতি ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে সমর্থ হয়না। এইরূপ হইলেও আপনি যদি আমার গৃহে যাইয়া কুটীর প্রার্থনা করেন, আমি সদাচারের অনুরোধে তাহা আপনাকে দান করিব। এইরূপ উত্তর শুনিয়া রাজা তাহার গৃহে যাইয়া অর্থ দান করিয়া কুটীর ক্রয় করিলেন। চর্মকার কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল—হে রাজন্! ধর্মানুরোধে অধীনতা স্বীকার আপনার উপযুক্ত ও উচিত হইয়াছে। পুরাকালে কুকুরদেহধারী ধর্ম পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, অদ্য আমি অস্পৃশ্য চর্মকার হইয়া আপনার ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় লাভ করিলাম। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি চিরায়ুঃ হউন।

সদাচারসম্পন্ন রাজা ত্রিভুবনস্বামী নামে কেশবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথিবীকে পবিত্র করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী প্রকাশদেবী পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া প্রকাশিকা বিহার নির্মাণ করিলেন। গুণবান রাজগুরু মিহিরদত্ত গম্ভীরস্বামিনামক বিষ্ণুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ছলিতক নামে নগরাধিকারী ছলিতস্বামী স্থাপন করিলেন। একদা এক ব্রাহ্মণী অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলে ধর্মাধিকারিগণ তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে রাজন্, আপনি প্রশংসার সহিত রাজ্যশাসন করিতেছেন; কিন্তু আমার স্বামী সুখে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিলেন, জানিনা কে তাঁহার প্রাণহরণ করিয়াছে! সদাচার পরায়ণ ভূপতির পক্ষে ইহা বড় লজ্জার কথা, যে প্রজাগণ অকালে মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। আমি চিন্তা করিয়াও আমার স্বামীর কোন শত্রু দেখিতেছি না। তিনি ঈর্ষামুক্ত, নিরহঙ্কার, প্রিয়ংবদ, গুণপ্রিয় ও নির্লোভ ছিলেন। মাক্ষিমস্বামী নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করে, সে আমার স্বামীর সমবয়স্ক, কিন্তু বাল্যাবধি বিদ্যায় অধম। সে তুকৃতাক জানে, তাহার উপর আমার সন্দেহ পতিত হইতেছে। গুণহীন অধম ব্যক্তিগণ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া ঈর্ষাবশে বিচক্ষণ জনগণের প্রাণনাশের চেষ্টা করে। ব্রাহ্মণী এইরূপ বলিলে রাজা সেই সন্দেহভাজন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া দোষক্ষালন করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণী পুনরায় রাজাকে বলিল, এই ব্যক্তি ইন্দ্রজালবিদ্যার জন্য বিখ্যাত, সে অনায়াসে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। রাজা ম্লানমুখে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, আমরা দোষ না দেখিয়া কিরূপে বিচার করিব? অপর লোকের অপরাধ প্রমাণিত না হইলে আমরা দণ্ডবিধান করিতে পারি না। ব্রাহ্মণের ত কথাই নাই, ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলেও তাহার বধদণ্ডের বিধান নাই। ইহা বলিয়া রাজা বিরত হইলে ব্রাহ্মণপত্নী পুনরায় বলিল, হে রাজন্, আমি অনশনে চারিদিন যাপন করিয়াছি। আমি হত্যাকারীর

প্রতিহিংসা সাধনের জন্য স্বামীর অনুগমন করি নাই ; এই ব্যক্তি দণ্ডিত না হইলে আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব। ব্রাহ্মণপত্নীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া রাজা পৃথিবীপতির পাদমূলে অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনরাত্রি পর উপবাসের রাত্রিশেষে দেবশ্রেষ্ঠ গরুড়বাহন বিষ্ণু তাঁহাকে স্বপ্নাদেশে এই সত্যকথা বলিলেন, হে রাজন্, কলিযুগে এইরূপ সত্যের অন্বেষণ যুক্তিযুক্ত নয় ; নিশীথ সময়ে আকাশে সূর্য দেখাইতে কাহার শক্তি আছে ? তোমার শক্তির অনুরোধে একবার ইহা প্রদর্শিত হইবে, আমার এই প্রাসাদাঙ্গনে তণ্ডুলচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া এই ব্যক্তিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে বল। যদি প্রদক্ষিণকারীর পায়ের চিহ্নের পশ্চাদ্‌ভাগে ব্রহ্মহত্যার পাদমুদ্রা দেখিতে পাও, তাহা হইলে হত্যাকারী যথোচিত দণ্ডভোগ করিবে। এই কার্য রাত্রিকালে সম্পন্ন হইবে, কারণ দিবাভাগে সূর্যদেব পাপহরণ করিয়া থাকেন। অনন্তর দৈব আদেশ অনুসারে তাহাই অনুষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণের দোষ প্রমাণিত হইল। ভূপতি ব্রাহ্মণ অবধ্য বলিয়া অন্যদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। রাজা হত্যাকারীর যথোচিত দণ্ডবিধান করিলেন দেখিয়া ব্রাহ্মণপত্নী রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিল, হে রাজন্, সমস্ত রাজগণের মধ্যে মহাপাপের দণ্ডবিধান করিতে দুইজন সমর্থ—পুরাকালে কার্তবীর্যার্জুন ও বর্তমান সময়ে আপনি। তাঁহার অল্পসময়স্থায়ী রাজ্যকাল সত্যযুগোচিত সুবিচারের অসংখ্য আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ। তাঁহার ছোটভাই তারাপীড় কুপিত ব্রাহ্মণের সাহায্যে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রাপীড়কে অভিচারাদি দ্বারা হত্যা করিলেন। উটের শাবক যেমন কণ্টক লাভের আশায় বেতগাছের বিনাশ সাধন করে, সেইরূপ পাপীগণ সুখভোগের আশায় গুণশালী ব্যক্তিগণকে নষ্ট করিয়া বিষময় ফল লাভ করে। এই সময় হইতে রাজ্যলোলুপ রাজগণের মধ্যে গুরুজনের বধের জন্য অভিচার ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হইল। চন্দ্রাপীড়ের অসামান্য ক্ষমাগুণের কথা স্মরণ হইলে কাহার শরীর রোমাঞ্চিত না হয় ? মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি অভিচারকারী ব্রাহ্মণকে পাইয়াও বধ করিলেন না। তিনি বলিলেন, এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির অপরাধ কি ? অপরলোকে ইহাকে এই কার্যে প্রযুক্ত করিয়াছে। জিতেন্দ্রিয় নরপতি আট বৎসর আটমাস রাজ্যপালন করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

তারাপীড়

অনন্তর ক্রোধস্বভাব তারাপীড় ভ্রাতৃহত্যা করিয়া অতি ভীষণ মূর্তি ধারণপূর্বক রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বাহুবলে শত্রুগণের যশ হরণ করিলেন। তিনি দেবদ্বেষী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণসমূহের দণ্ডবিধান করিলেন। গুরুজন হত্যার

পাপের জন্য তাঁহার সমস্ত পুণ্য ক্ষয় হওয়ায় মাত্র চারি বৎসর ছাব্বিশ দিন রাজ্য-পালন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ গূঢ় অভিচার প্রয়োগদ্বারা তাঁহার আয়ুক্ষয় করিলে, তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, কিন্তু স্বর্গ লাভ করিতে পারিলেন না। মানুষ পরের অনিষ্ট সাধনের জন্য যে উপায় আবিষ্কার করে, সেই উপায়ই তাহার বিনাশের কারণ হইয়া থাকে।

ললিতাদিত্য (মুক্তাপীড়)

অনন্তর শ্রীললিতাদিত্য সার্বভৌম্য নরপতি হইলেন। তিনি অমিতবিক্রমরূপ কিরণ দ্বারা জম্বুদ্বীপের শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরাক্রমশালী নরপতি বিজয়াভিযানে বাহির হইলে শত্রুরাজগণ বিনীতভাব ধারণ করিত, ফলে তিনিও যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রোধ পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার যুদ্ধ দামামার শব্দ শুনিলে শত্রুরাজ্য এবং শত্রু রমণীগণ সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার বশীভূত হইত। জয়াভিলাষী নরপতি সূর্যের ন্যায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া যুদ্ধযাত্রায় কালযাপন করিতেন। পুরাকালে পবনদেব যে গাধিপুরের কন্যাগণকে কুব্জাকৃতি করিয়াছিলেন, নরপতি সেই কান্যকুব্জের পুরুষগণকে ভয়ে কুব্জ করিয়াছিলেন। তিনি যশোবর্মার সেনাবাহিনীকে ক্ষণকালমধ্যে শোষণ করিয়া প্রলয়াদিত্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধিমান কান্যকুব্জের অধিপতি পৃষ্ঠদ্বারা তেজস্বী ললিতাদিত্যের সেবা করিয়া কার্যাভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার অমাত্যগণ তাঁহা অপেক্ষা অভিমানী ছিলেন; চন্দনবায়ু বসন্তঋতু অপেক্ষা অধিক সৌরভময়। যশোবর্মার সহিত সন্ধিস্থাপন কালে সন্ধিপত্রের আরম্ভে যশোবর্মার নাম প্রথমে ও ললিতাদিত্যের নাম পরে লিখিত দেখিয়া সন্ধিকারক মিত্রশর্মা এইরূপ নির্দেশ অনুচিত মনে করিয়া তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন না। দীর্ঘকাল যুদ্ধশান্তি হইল না দেখিয়া সেনাপতিগণ ঈর্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু নৃপতি মন্ত্রিবরের ঔচিত্যবোধ দেখিয়া যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিলেন। তিনি প্রীত হইয়া মিত্রশর্মাকে পঞ্চ অধিকারের আধিপত্য প্রদান করিলেন। এই সময় হইতে প্রসিদ্ধ অষ্টাদশ কর্মস্থানের উপরে নূতন পাঁচটি কর্মস্থান স্থাপিত হইল। যথা—মহাপ্রতীহার পীঠ, মহাসন্ধিবিগ্রহ, মহাশ্বশালা, মহাভাণ্ডাগার ও মহাসাধনভাগ। শাহিবংশীয় নরপতিগণ এই সকল অধিকারের অধ্যক্ষতা করিতেন। বাক্‌পতিরাজ ও ভবভূতি প্রভৃতি সেবিত সুকবি যশোবর্মা পরাজিত হইয়া ললিতাদিত্যের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তিনি যমুনা পার হইতে শালিকাতীয় পর্যন্ত কান্যকুব্জ প্রদেশ স্বীয় করতলগত করিলেন। গঙ্গা যেমন হিমালয়কে উল্লঙ্ঘন করিয়া পূর্বসাগরে পতিত

হইয়াছে, সেইরূপ তাঁহার সৈন্যগণ যশোবর্মাকে অতিক্রম করিয়া পূর্বসমুদ্রে উপস্থিত হইল। তিনি অরণ্যমণ্ডিত সমুদ্রতীরপথ ধরিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও তাঁহার শত্রুগণ একে একে পরাজয় স্বীকার করিল। কর্ণাটবাসিগণ তাঁহার নিকট প্রণত হইয়াছিল। এই সময়ে রট্টানাম্নী চঞ্চললোচনা কর্ণাটকামিনী দক্ষিণাপথে রাজ্য পালন করিতেন। ইনি মহাঐশ্বর্যের অধিকারিণী ও অসীম শক্তিশালিনী ছিলেন; দেবী-দুর্গার ন্যায় রাজ্ঞী বিন্ধ্যপর্বতের পথসমূহকে বিস্তৃত ও নির্বিঘ্ন করিয়াছিলেন। প্রণতা রাজ্ঞী ললিতাদিত্যের চরণকমলের নখরদর্পণে নিজমূর্তি প্রতিবিম্বিত দেখিয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তালবৃক্ষের তলে নারিকেলজল পান করিয়া ও কাবেরীতীরে শীতল বায়ু সেবন করিয়া শ্রান্তি দূর করিল। নরপতি সমুদ্রের তরঙ্গ শব্দে যেন নিজের জয়মঙ্গলগীতি শ্রবণ করিয়া পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন। তিনি কোঙ্কনদেশ আক্রমণ করিলেন। এইরূপে যখন তিনি দেখিলেন চতুর্দিকে অধিকাংশ ভূপতি পরাজিত হইয়াছেন, তখন তিনি অতি বিস্তীর্ণ উত্তরাপথে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রতাপশালী রাজগণের সহিত পদে পদে তাঁহার যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি যুদ্ধে মুম্মুনিকে তিনবার পরাজিত করিয়া জয়লাভ নিশ্চিত করিলেন। তিনি জনশূন্য প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে দাবানল-দগ্ধ কালাগুরুবন হইতে নির্গত ধূপধূম দেখিতে পাইলেন। বালুকাময় প্রদেশে মরীচিকা দ্বারা জলভ্রম উপস্থিত হইলে তাঁহার হস্তিবৃন্দ কুম্ভীর সমূহের শোভা ধারণ করিয়াছিল। স্ত্রীরাজ্যে রমণীগণ তাঁহার সেনাগণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইয়াছিল। তাঁহার সম্মুখে স্ত্রীরাজ্যের রাজ্ঞীর কম্পাদি বিকার দেখিয়া 'ইহা ভয়ের অথবা প্রেমের লক্ষণ' কেহ নিশ্চয় করিতে পারিলনা। তিনি দিগ্‌বিজয়দ্বারা ধন-লাভ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি তাঁহার অনুজীবিগণকে জালন্ধর, লোহর ও অন্যান্য রাজ্য প্রদান করিয়া তাহাদিগকে রাজপদে স্থাপন করিলেন। তাঁহার আদেশে তুরস্কজাতি পরাধীনতা প্রকাশের জন্য তাহাদের বাহুদ্বয় পশ্চাদ্‌ভাগে স্থাপন ও মস্তকের অর্ধভাগ মুণ্ডন করিয়া থাকে। তিনি দাক্ষিণাত্যগণের কৌপীনবসনে ভূমিস্পর্শী পুচ্ছ প্রদান দ্বারা তাহাদের পশুত্ব সূচিত করিলেন। এমন কোন নগর, গ্রাম, নদী, সাগর অথবা দ্বীপ ছিল না, যেখানে তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি দিগ্‌বিজয়ে দৃঢ়সংকল্প হইয়া সুনিশ্চিতপুর ও গর্বিত হইয়া বিষ্ণুমন্দির সমন্বিত দর্পিতপুর প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি ফলগ্রহণকালে ফলপুর ও ক্রীড়াকালে ক্রীড়ারাম বিহার নির্মাণ করিলেন। একখানি চুম্বক প্রস্তর ঊর্ধ্বদেশে অপরখানি নিম্নদেশে স্থাপন করিয়া তিনি

স্ত্রীরাজ্যে অবলম্বনহীন নরহরিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। নৃপতির দেশান্তরে অবস্থান সময়ে পুরী নির্মাণের অধিকারী নৃপতির নামে ললিতপুর নির্মাণ করিয়া তাঁহার ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি অভিমান ভরে ললিতপুরে প্রতিষ্ঠিত আদিত্য-দেবের সেবার নিমিত্ত গ্রামের সহিত কান্যকুব্জ দেশ দান করিলেন। নরপতি হুষ্কপুরে মুক্তস্বামী ও স্তূপসহ বিশাল বিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি এক কোটি মুদ্রা গ্রহণ করিয়া দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, প্রত্যাবর্তন করিয়া শুদ্ধিলাভমানসে একাদশ কোটি মুদ্রা ভূতেশকে উপহার দান করিলেন। তিনি তথায় জ্যেষ্ঠরুদ্রের শিলাময় প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া ভূমি ও গ্রাম প্রদান করিলেন। তিনি বিতস্তা হইতে গ্রামে গ্রামে জল বহনের জন্য জলযন্ত্র নির্মাণ করিলেন। উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত পাষাণ নির্মিত সূর্যদেবের অদ্ভুত মন্দির ও দ্রাক্ষাবহুল নগর স্থাপন করিলেন। জয়শীল ভূপাল লোকপুণ্য নামক স্থানে নানা উপকরণের সহিত পুরী প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই পুরী ও গ্রামসমূহ বিষ্ণুর উদ্দেশে দান করিলেন। সমুদ্রশয়নে নারায়ণের ন্যায় পরিহাস-কেশবের রজতময় বিগ্রহ এই স্থানে বিরাজ করিত। তিনি গোবর্ধনধারী বিষ্ণুর রৌপ্যময় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি চুয়ান্ন হাত পরিমিত মহাশিলা স্থাপন করিয়া ধ্বজাগ্রে বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের প্রতিকৃতি স্থাপন করিলেন। ভূপতি চুরাশি হাজার তোলা পরিমিত সুবর্ণে মুক্তাকেশব বিগ্রহ, চুরাশি হাজার পল পরিমিত রৌপ্যে পরিহাসকেশবের মূর্তি ও চুরাশি হাজার প্রস্থ পরিমিত তাম্রে আকাশস্পর্শী বৌদ্ধ বিগ্রহ নির্মাণ করিলেন। অনন্তর তিনি চতুঃশাল ও চৈত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। কুবেরসদৃশ রাজা মুখ্য-দেবগণের পার্শ্বে রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্মিত অনুচর দেবসমূহের বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। এই সকল মন্দিরে তিনি কি পরিমাণ ধন, গ্রাম ও লোক দান করিয়াছিলেন, তাহা কে গণনা করিতে সমর্থ ?

তাঁহার অন্তঃপুরিকাগণ, অমাত্যবর্গ, সেবক সকল ও অনুচর রাজবৃন্দ অত্যাশ্চর্য শতশত দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজ্ঞী কমলাবতী কমলাহট্ট ও কমলাকেশবের বিশালাকৃতি রৌপ্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। অমাত্য মিত্রশর্মা মিত্রেশ্বর শিব স্থাপন করিলেন। লাটদেশপতি কয্য কয্যস্বামী ও অদ্ভুত কয্যবিহার প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বিহারে জিনতুল্য ভিক্ষু সর্বজ্ঞমিত্র পরে বাস করিতেন। তুঃখার চঙ্কুণ চঙ্কুণ-বিহার, উন্নতস্তূপ ও স্বর্ণময় বুদ্ধবিগ্রহ নির্মাণ করিলেন। তাঁহার পত্নী ঈশানদেবী এক কূপ প্রতিষ্ঠা করিলেন, ইহার জল নির্মল, সুধাতুল্য মধুর ও রোগীর আরোগ্যপ্রদ। ললিতাদিত্যের অপর পত্নী চক্রবর্দিকা সাত হাজার গৃহসমন্বিত চক্রপুর নগর স্থাপন করিলেন। রক্ছটেশ

প্রভৃতি শিবলিঙ্গ অপর লোকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। আচার্য ভপ্পট ভপ্পটেশ্বর স্থাপন করিলেন। মুখ্যমন্ত্রী চঙ্কুণ নগরপ্রান্তে পুণ্যজনক বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করিলেন। অমাত্য চঙ্কুণের শ্যালক ভিষক্ ঈশানচন্দ্র তক্ষকের অনুগ্রহে ধনলাভ করিয়া বিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভূপতি এইরূপে পৃথিবী স্বর্ণময়ী করিয়া শৌর্য, ঔদার্য ও অন্যান্য গুণে দেবরাজ ইন্দ্রকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। একদা তিনি পূর্বসমুদ্রতটে সৈন্যসমাবেশ করিয়া কয়েতবেল ফল আনয়নের জন্য আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার অনুচরগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবস্থান করিলে এক দিব্য পুরুষ কয়েতবেল লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রতিহারী প্রভুর ভ্রূসঙ্কেতে অগ্রসর হইয়া উপহার গ্রহণ করিয়া তাহাকে "আপনি কাহার ভৃত্য" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, আমি নন্দনকাননের পালক, অদ্য ইন্দ্র আমাকে রাজার প্রিয় কয়েতবেল ফল দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং গোপনে বলিবার জন্য কিছু বলিয়া দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া দৌবারিক সভাস্থল জনশূন্য করিল। অনন্তর স্বর্গীয় পুরুষ বলিলেন, হে রাজন, দেবরাজ আপনাকে বলিতেছেন, এই হিতকর নিষ্ঠুর বাক্য সৌজন্যগুণে ক্ষমা করিবেন; হে ভূপাল, আমরা দিক্‌পাল হইয়া এই কলিযুগে আপনার আদেশ সম্মানের সহিত পালন করি, তাহার কারণ শ্রবণ করুন। আপনি জন্মান্তরে এক বিত্তশালী গ্রাম্য গৃহস্থের হালচাষকারী ছিলেন। একদা গ্রীষ্মকালে নির্জন অরণ্যে বৃষগণকে চালিত করিয়া দিবা অবসান সময়ে পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছিলেন। অতঃপর প্রভুর গৃহ হইতে একব্যক্তি জল ও পিষ্টক লইয়া আপনার নিকটে উপস্থিত হইল। হস্ত পদাদি ধৌত করিবার পর আপনি ভোজন করিতে প্রস্তুত হইলে সম্মুখে এক কণ্ঠগতপ্রাণ অতিথি ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন। সে আপনাকে বলিল, তুমি ভোজন করিও না, আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি। আপনি পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিগণের নিষেধ বাক্য না শুনিয়া সাদরে অতিথিকে পিষ্টকের অর্ধেক ও জল প্রদান করিয়াছিলেন। আপনি প্রসন্নচিত্তে সৎপাত্রে যথাকালে দান করিয়াছিলেন বলিয়া আপনার শত সংখ্যক আদেশ স্বর্গে পালিত। জলদান করিয়াছিলেন বলিয়া আপনার ইচ্ছামাত্র মরুপথেও নদী সকল আবির্ভূত হইয়া আপনাকে সুস্বাদু জল দান করে। হে ভূপতে, আপনি বিচার না করিয়া নিরর্থক আদেশ দান করিয়া উপরোক্ত সংখ্যা হ্রাস করিয়াছেন, এখন আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। আপনি সজ্জন ও মহান, অন্য রাজার ন্যায় বিচারশূন্যতা আপনার হৃদয়ে কেন স্থান পাইতেছে? যে ফল বর্ষাকালে অল্পদিনের জন্য কাশ্মীরে উৎপন্ন হয়, সেই ফল শীতকালে পূর্বসাগর

তাঁরে পাইবার সম্ভাবনা কোথায়? আপনি যখন যেদিকে গমন করেন, তখন সেই দিকের অধিপতি আপনার জন্মান্তরীণ দানের প্রভাবে আপনার আজ্ঞা পালন করিতে যত্নবান হয়। মহেন্দ্র পূর্বদিকের অধিপতি, আপনি তথায় যাইয়া আজ্ঞা দান করিলে ইন্দ্র কোন প্রকারে তাহা পালন করিয়াছেন। আপনার আদেশ অত্যল্প অবশিষ্ট আছে; মুখ্য প্রয়োজন ব্যতীত কোথাও আদেশ প্রদান করিবেন না।" ইহা বলিয়া দেবদূত অন্তর্হিত হইলে উদারহৃদয় ভূপতি দানমাহাত্ম্য চিন্তা করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। অনন্তর তিনি সেইরূপ ফলের আশায় পরিহাসপুরে চিরস্থায়ী মহোৎসব স্থাপন করিলেন। এই উৎসব সহস্রভক্ত নামে প্রসিদ্ধ হইলেও এই সময়ে একলক্ষ একটি অন্নপাত্র দক্ষিণার সহিত প্রদত্ত হইত। এই অভিপ্রায়ে তিনি মরুভূমিতে নগর নির্মাণ করিলেন, তথায় তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি জলপান করিতে পারিত। তিনি নানা দেশ হইতে বিচক্ষণ জনগণকে আনাইলেন। তিনি তুঃখার দেশ হইতে রণশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ কঙ্কণবর্ষের সহোদর গুণী চঙ্কুণকে আনয়ন করেন। একদা পঞ্চনদে দুস্তর সিন্ধুসঙ্গমে সৈন্যগণের গতিরোধ দেখিয়া তিনি ক্ষণকাল চিন্তাকুল হইলেন। তিনি মন্ত্রিগণকে নদী উত্তীর্ণ হইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে চঙ্কুণ তীর হইতে অগাধজলে একটি মণি নিক্ষেপ করিলেন, রত্নের প্রভাবে নদীর জলরাশি দ্বিধা বিভক্ত হইল ও নৃপতি সসৈন্যে শীঘ্র পরপারে উপস্থিত হইলেন। চঙ্কুণ অন্য মণি দ্বারা নিক্ষিপ্ত মণি আকর্ষণ করিলে নদী পূর্ববৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া রাজা চঙ্কুণের নিকট মণিদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। চঙ্কুণ সহাস্যে বলিলেন, এই যোগ্য রত্নদ্বয় আমার হস্তে থাকিলে কার্যকরী হইয়া থাকে। আপনি ইহা লইয়া কি করিবেন? উৎকৃষ্ট বস্তু সামান্য লোকের নিকটে সম্মান লাভ করিয়া থাকে, মহান্ ব্যক্তির বিবিধ উত্তম দ্রব্যের মধ্যে ইহার কি শোভা হইবে? ইহা শুনিয়া রাজা হাস্যমুখে বলিলেন, এই রত্নদ্বয় অপেক্ষা যদি কোন উৎকৃষ্টতর রত্ন আমার দেখিয়া থাক, তবে তাহা লইয়া বিনিময়ে মণি দুইটি আমাকে প্রদান কর। চঙ্কুণ বলিলেন, রাজন্, রত্নদ্বয় আপনারই আয়ত্তে, আমাকে আমার অভীষ্ট বস্তু দান করুন। যে বুদ্ধ বিগ্রহ গজস্কন্ধে স্থাপন করিয়া মগধদেশ হইতে আনীত হইয়াছে, তাহা দান করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। নৃপতি এইরূপ প্রার্থিত হইয়া জিন দেবের প্রতিকৃতি তাঁহাকে দান করিলেন। চঙ্কুণ স্বীয় বিহারে ভগবান বুদ্ধের বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। উক্ত মূর্তির নীল-পীত মিশ্রিত বর্ণ দেখিয়া বোধ হইত যেন ইহা কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। অশ্ববিদ্যায় বিশারদ নরপতি স্বয়ং দমনের অভিপ্রায়ে এক

অশিক্ষিত অশ্বে আরোহণ করিয়া একাকী অরণ্যে গমন করিলেন। তিনি দূরবর্তী নির্জন বনে উপস্থিত হইয়া নৃত্যগীতরতা দুইটি সুদর্শনা স্ত্রীলোককে দেখিলেন। অনন্তর অশ্বকে সংযত করিতে যাইয়া তিনি দেখিলেন যে, মৃগনয়না ললনা দুইটি ক্ষণকালমধ্যে নৃত্যগীত সমাপ্ত করিয়া প্রণামপূর্বক প্রস্থান করিল। তিনি অশ্বারোহণ করিয়া প্রতিদিন তথায় গমন করিতেন। একদিন তিনি তাহাদিগকে নৃত্যগীত করিতে দেখিয়া তাহাদের নিকটে যাইয়া বিস্ময়ের সহিত তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা বলিল, 'আমরা দেবমন্দিরের নর্তকী, এই শূরবর্ধমান-গ্রামে আমরা বাস করি। আমাদের মাতৃগণ এই স্থানে বাস করিতেন, তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে আমরা এইস্থানে প্রতিদিন নৃত্য করিয়া থাকি। বংশপরম্পরাক্রমে এই প্রথা প্রচলিত আছে। আমরা অথবা অন্য কেহ ইহার কারণ নির্দেশ করিতে অসমর্থ।' তাহাদের এই কথা শুনিয়া রাজা অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং পরদিন লোকদ্বারা তথাকার বহুদূরস্থান খনন করাইলেন। বহুদূর খননের পর রাজা রুদ্ধদ্বার জীর্ণ দুইটি দেবমন্দির দেখিতে পাইলেন। তিনি দ্বার খুলিয়া পীঠে উৎকীর্ণ-বর্ণ পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বিষ্ণু-মূর্তিদ্বয়ের স্থাপয়িতা। পরিহাসকেশবের মন্দিরের নিকটে শিলাগৃহ নির্মাণ করিয়া রাজা রামস্বামীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজ্ঞী চক্রমর্দিকা রাজার সম্মতি লইয়া চক্রেশ্বরের পার্শ্বে লক্ষ্মণস্বামীকে স্থাপন করিলেন। তাঁহার দিগ্‌বিজয়কালে এক সদ্যোদণ্ডিত পুরুষ রাজার সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার হাত-পা ছিন্ন, উহা হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি "সিকতাসিন্ধুর" নিকটবর্তী দেশের অধিপতির মন্ত্রী, আমি তাঁহার হিতকারী বলিয়া সকলেই জানে, আমি তাঁহাকে আপনার বশ্যতা স্বীকার করিতে বলিলে তিনি আমাকে এইভাবে নিগৃহীত করিলেন। ললিতাদিত্য তাঁহার প্রভুর দণ্ডবিধান করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং তাঁহার আঘাত আরোগ্যের ব্যবস্থা করিয়া সুস্থ করিলেন। মন্ত্রী এইরূপ সৎকার লাভ করিয়া একদা পথিমধ্যে নির্জনে রাজাকে বলিলেন, হে রাজন্, আমি শত্রু নির্যাতনের ইচ্ছায় এই শরীর রক্ষা করিতেছি। এই স্থান হইতে সেই দেশ তিন মাসের পথ, কিরূপে সত্বর তথায় উপস্থিত হইব? আর যদি যাইতে পারি, শত্রু কি তখন তথায় থাকিবে? যে পথে গমন করিলে মাত্র পনের দিন লাগে, আমি আপনাকে তাহা বলিব, কিন্তু সেই পথে কোন জলাশয় নাই, সৈন্যগণের জন্য পানীয় সংগ্রহ করিতে হইবে। সেই দেশবাসী জনগণ আমার আত্মীয়, তাহারা আপনার আগমন প্রকাশ করিবে না। এই কৌশলে রাজা অন্তঃপুরবাসিগণ

ও অমাত্যগণের সহিত গৃহীত হইবেন। এইরূপ বলিলে রাজা সসৈন্যে "বালুকাসাগরে" গমন করিতে লাগিলেন; পনের দিন পর দেখা গেল সৈন্যদের মধ্যে জলের অভাব পড়িয়াছে, আরও দুই তিন দিন অগ্রসর হইয়া রাজা সৈন্যদিগকে তৃষ্ণার্ত দেখিয়া সেই মন্ত্রীকে বলিলেন, 'সৈন্য সকল পিপাসায় মুমূর্ষু, আর কত পথ অবশিষ্ট আছে?' সে হাস্য করিয়া বলিল, 'হে জয়াভিলাষি, আপনি শত্রুরাজ্যের অথবা যমরাজ্যের দূরত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আমি প্রভুর মঙ্গলার্থী হইয়া নিজ জীবন উপেক্ষা করিয়াছি ও কৌশলে আপনাকে সসৈন্যে মৃত্যুমুখে আনয়ন করিয়াছি। এখানে কোথাও জল নাই, ইহা সামান্য মরুভূমি নয়, ইহা ভীষণ "বালুকাসাগর"। হে রাজন্, অদ্য আপনাকে কে রক্ষা করিবে?' এইরূপ নৈরাশ্য-জনক কথা শুনিয়া সৈন্যগণ মুষড়াইয়া পড়িল ও ক্রন্দন করিতে লাগিল। রাজা তাহাদের ক্রন্দন নিবারণ করিয়া বলিলেন, 'হে অমাত্য, তোমার প্রভুভক্তি দেখিয়া আমি প্রীত হইয়াছি, তোমার এবংবিধ প্রয়াস বৃথা, আমার সংকল্পের কখন অন্যথা-চরণ হইবে না। যেমন কোন লোক মণিভ্রমে অগ্নিকণা ধারণ করিয়া অঙ্গুলি দগ্ধ করে, সেইরূপ তুমি মিথ্যা ছিন্ন শরীরের জন্য আজ নিশ্চিত শোক প্রকাশ করিবে।' শিব যেমন ত্রিশূলদ্বারা বিতস্তার জল উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজা পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়া জল নিঃসরণের জন্য পক্ষবিশিষ্ট বাণদ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করিলেন। অনন্তর পাতাল হইতে সৈন্যগণের প্রাণরক্ষার জন্য বারিধারা উত্থিত হইল। বিকৃত দেহ অমাত্য অভিসন্ধি পূর্ণ হইল না দেখিয়া স্বীয় প্রভুর রাজধানীতে প্রবেশ করিল কিন্তু প্রাণে বাঁচিল না। ললিতাদিত্য কুটিল প্রকৃতি রাজাকে তাঁহার মন্ত্রীর ন্যায় নিগৃহীত করিলেন। নৃপতি প্রয়োজনানুসারে স্থানে স্থানে পূর্বোক্ত বাণ-দ্বারা প্রবাহিণী প্রবর্তিত করেন, তাহা অদ্যাপি উত্তরাপথে প্রবাহিত হইতেছে। একদা রাজা মহিষীগণের সহিত পরিহাসপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সুরা পানে উন্মত্ত হইয়া মন্ত্রিগণকে আদেশ করিলেন, "যদি প্রবর সেন স্থাপিত প্রবরপুর সমৃদ্ধিতে আমার নগরের ন্যায় হয়, তবে ইহা দগ্ধ করিয়া দাও।" রাজার এই ভয়ংকর আদেশ পাইয়া মন্ত্রিগণ স্তূপাকার অশ্বের ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিলেন। রাজা প্রাসাদের উপর হইতে অগ্নিকাণ্ড দেখিতে পাইলেন। আগুনের দীপ্তিতে তাঁহার হাস্যপূর্ণ মুখ দেখিয়া উল্কামুখ পিশাচের ন্যায় বোধ হইল। সুরাপান জনিত মত্ততা কাটিয়া গেলে রাজা পুরীদাহরূপ পাপের বিষয়ে চিন্তা করিয়া অনুতাপে দগ্ধ হইলেন ও উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। প্রভাতে মন্ত্রিগণ তাঁহাকে দুঃখিত ও অনুতপ্ত দেখিলেন, তখন তাঁহারা পুরীদাহ অসত্য এই কথা বলিয়া তাঁহার চিন্তা দূর করিলেন।

যেমন কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পুত্রের মৃত্যু দেখিয়া পরে জাগরিত হইয়া পুত্রকে সুস্থ অবস্থায় সম্মুখে দেখিতে পাইলে দুঃখ ত্যাগ করে, নরপতি নগর ধ্বংস মিথ্যা জানিয়া সেইরূপ শোক ত্যাগ করিলেন। তিনি মন্ত্রিগণের ন্যায়কার্যের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "আমি মত্ত হইয়া যে আদেশ প্রদান করিব, আপনারা তাহা পালন করিবেন না।" নৃপতি নিজমাহাত্ম্যে ইন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য সাধারণ রাজার ন্যায় আর একটি দোষের কার্য করিয়াছিলেন। তিনি পরিহাস-কেশবকে মধ্যস্থ রাখিয়াও গুপ্ত ঘাতকদ্বারা গৌড়েশ্বরকে ত্রিগামী নামক স্থানে বধ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গৌড়েশ্বরের সাহসী ভৃত্যগণ প্রভুহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা শারদামন্দির দর্শনচ্ছলে কাশ্মীর দেশে প্রবেশ করিয়া সাক্ষিদেব পরিহাসকেশবের মন্দির ঘিরিয়া ফেলিল। এই সময়ে নরপতি ললিতাদিত্য দেশান্তরে ছিলেন। তাহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া পূজারিগণ পরিহাসকেশবের মন্দিরদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। শক্তিশালী গৌড়বাসিগণ পরিহাসকেশবভ্রমে রৌপ্যময় রামস্বামীর বিগ্রহ উৎপাটিত করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিল এবং উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া চারিদিকে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর সৈন্যসকল নগর হইতে বাহির হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। গৌড়ীয় সৈন্যগণ অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহাদের এইরূপ অসামান্য প্রভুভক্তিদ্বারা পৃথিবী ধন্য হইয়াছিল। গৌড়বাসীদের প্রভুর প্রতি এতাদৃশী ভক্তি জগতে অনন্যসাধারণ। গৌড়বাসীদের আক্রমণকালে রাজার প্রিয় পরিহাসকেশব রামস্বামীর বিনাশ দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল। রামস্বামীর মন্দির অদ্যাপি বিগ্রহশূন্য দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু গৌড়ীয়গণের যশোরাশিতে জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। তিনি (ললিতাদিত্য) স্বনগরে অল্পদিন ও দেশান্তরে দীর্ঘকাল যাপন করিতেন। তিনি অজ্ঞাত প্রদেশ দর্শনমানসে অসীম উত্তরাপথে পুনর্বার প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রভাব পরীক্ষার জন্য কুবের প্রমুখ দিক্‌পতিগণ রাক্ষস প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাদের সহিত তাঁহার অনেক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল নৃপতির সংবাদ না পাইয়া মন্ত্রিগণ তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—প্রভু আপনাদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন, "আপনাদের ন্যায় ব্যক্তির ইহা কি প্রকার মোহ যে, আমার এই দেশে প্রবেশ লাভের পরেও আপনারা আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন? প্রতিদিন নূতন নূতন বিজয় লাভ ত্যাগ করিয়া যদি স্বরাজ্যে গমন করি, তথায় আমি কোন্ কার্য সম্পাদন করিব? অমি আমাদের দেশোচিত নীতিসার বর্ণনা করিতেছি, তদনুসারে আপনারা নিষ্পাপ হইয়া নির্বিঘ্নে রাজ্যপালন করিতে থাকুন। যাঁহারা এই প্রদেশে

প্রভুত্বলাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা অন্তর্বিপ্লব হইতে সর্বদা রাজ্য রক্ষা করিবেন। চার্বাকগণের যেমন পরলোকের ভয় নাই, সেইরূপ এই দেশবাসিগণেরও শত্রু হইতে আশঙ্কা নাই। বিনা অপরাধেও এখানকার গুহাবাসিদিগের দণ্ডবিধান করিবেন; তাহাদের বাসস্থান দুর্গম; তাহারা ধনশালী হইলে তাহাদের উৎপাটন দুরূহ হইবে। গ্রামবাসিগণের সম্বৎসরে প্রয়োজনীয় ধান্যাদি ও কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ অনুযায়ী বৃষসমূহ রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন, কখনও অধিক রাখিতে দিবেন না, যদি তাহারা অধিক অর্থ সঞ্চয় করে, তাহা হইলে তাহারা ভীষণ 'ডামরে' পরিণত হইবে ও নৃপতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে। গ্রাম-বাসিগণ যদি শহরের ন্যায় বস্ত্র, স্ত্রীলোক, কম্বল, খাদ্যদ্রব্য, অলংকার, ঘোড়া ও ঘরবাড়ী প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়; রাজা যদি গর্বভরে রক্ষণীয় দুর্গসকল রক্ষা না করিয়া উপেক্ষা করেন, যদি রাজপুরুষগণ সঠিক বিচার না করেন, যদি সৈন্যগণের খাদ্য শুধু এক প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হয়, যদি কায়স্থকুল পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া একতাবদ্ধ হয়, যদি রাজা কায়স্থের ন্যায় কর্মস্থান পর্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ জানিবে, প্রজার ভাগ্যবিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছে। রাজবংশীয়গণের ব্যবহার দ্বারা মনোভাব গোপনে লক্ষ্য করিবে। তাহাদের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা আমি নির্দেশ করিতেছি, আপনারা স্মরণ রাখিবেন। প্রাণিগণের ব্যবহার তাহাদের জন্মান্তরীণ চিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য বুদ্ধিমান লোক কৌশলে নিরূপণ করিয়া থাকে। আমার দুই পুত্র—কুবয়াদিত্য ও বজ্রাদিত্য; ইহারা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও ইহাদের বুদ্ধি বিভিন্ন। জ্যেষ্ঠ কুবয়াদিত্যকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবেন; কিন্তু যদি সে উচ্ছৃঙ্খল হয়, তবে তাহার আজ্ঞা পালন করিবেন না। যদি সে প্রাণ অথবা রাজ্য ত্যাগ করে, তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিবেন না, আমার এই বাক্য স্মরণ রাখিবেন। কনিষ্ঠ বজ্রাদিত্যকে রাজ্য দান করিবেন না। ভুল বশতঃ যদি ইহা সংঘটিত হয়, তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না ও সে দুষ্টচরিত্র হইলেও তাহাকে রক্ষা করিবেন। আমার পৌত্রগণের মধ্যে বালক জয়াপীড় কনিষ্ঠ, তাহাকে সর্বদা বলিবেন, 'আপনি পিতামহ সদৃশ হউন।' ইহা শুনিয়া মন্ত্রিগণ নিরাশ হইলেন; তাঁহারা নৃপতির শেষ আদেশ সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। একদা চঙ্কুণ রাজার বিরহে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সমবেত প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কুমার কুবলয়াপীড়কে রাজ্যে অভিষিক্ত কর; ধার্মিক নরপতি ললিতাদিত্য স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। প্রজাবৎসল ললিতাদিত্য ছত্রিশ বৎসর সাতমাস এগারদিন পৃথিবীকে আনন্দিত করিয়া অস্তগমন করিলেন। কেহ কেহ বলেন আর্য্যাণক দেশে অসময়ে প্রচুর তুষারপাত হইলে তিনি মৃত্যুমুখে

পতিত হন। অন্য লোকের মত এই যে, তিনি সঙ্কটে পতিত হইয়া রাজগণের মধ্যে চিরসঞ্চিত প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি সুদূর উত্তরাপথে দেবসুলভ প্রদেশে সৈন্যগণের সহিত প্রবেশ করিয়াছিলেন। নরপতির জীবনের অন্যান্য ঘটনা যেমন অদ্ভুত, মৃত্যুর বিবরণও সেইরূপ বিস্ময়জনক। মহান ব্যক্তিগণ অসাধারণভাবে ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন।

কুবলয়াপীড়

কুবলয়াপীড় কমলদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেন। তিনি দানকর্মদ্বারা রাজলক্ষ্মীকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ভ্রমর মদবারিলোভে মত্তহস্তীর গণ্ডদ্বয়ে পর্যায়ক্রমে পতিত হইলে যেমন গণ্ডদ্বয় সৌন্দর্যহীন হয় সেইরূপ অনুচরগণ পর্যায়ক্রমে দুই কুমারের পক্ষ অবলম্বন করিলে রাজলক্ষ্মী দুরবস্থায় পতিত হইলেন। অনন্তর কুবলয়াপীড় অবিলম্বে ধনহারী ভৃত্যচক্রের মূলোচ্ছেদ করিয়া ভ্রাতা বজ্রাদিত্যকে পরাজিত করিলেন। রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া তিনি শক্তিশালী হইলেন ও দিগ্‌বিজয়ের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কোন মন্ত্রী নৃপতির পিতার বাক্য স্মরণ করিয়া অথবা দর্পভরে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিলেন। রাত্রি হইলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া শয়ন করিলেন কিন্তু মন্ত্রীর আদেশ লঙ্ঘন চিন্তা করিয়া এক মুহূর্তও নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে পারিলেন না। রাজা ক্রোধভরে অপরাধী মন্ত্রীকে বধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন ও তৎসংশ্লিষ্ট অনেক লোক বধ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। অনন্তর তাঁহার ক্রোধের উপশম হইলে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি কারণে বহুসংখ্যক প্রাণীহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমি যাহার মঙ্গলের জন্য কুকর্মের অনুষ্ঠান ও পাপ অর্জন করিব, সেই শরীর ত চিরস্থায়ী নহে। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি কৃতঘ্নতার জন্য অবিনশ্বর ধর্মপথ রুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিবে? সংসারের এবং জীবের অনিত্যতা স্মরণ করিয়া নরপতি রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক প্লক্ষপ্রস্রবণ নামক বনে গমন করিলেন। "হে ভদ্র, অরণ্যে গমন করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ কর, ঈদৃশ সম্পদ নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর" রাজ্যত্যাগসময়ে নরপতি সিংহাসনে পূর্বোক্ত বাক্য লিখিয়া বৈরাগ্য সাধনায় তৎপর হইলেন। তিনি শমগুণের প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিলেন, শ্রীপর্বত প্রভৃতি পবিত্র তীর্থে সাধুগণ অদ্যাপি তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া থাকেন। প্রভুপুত্র বনগমন করিলে মিত্রশর্মা শোকবিহ্বল হইয়া সিন্ধু ও বিতস্তার সঙ্গমস্থলে পত্নীসহ জীবন বিসর্জন করিলেন। ধার্মিক নরপতি এক বৎসর পনের দিন রাজ্যপালন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন।

বজ্রাদিত্য (বপ্পিয়ক, ললিতাপীড়)

অনন্তর রাজ্ঞী চক্রমর্দিকার গর্ভজাত বজ্রাদিত্য রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বপ্পিয়ক ও ললিতাপীড় নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। নিষ্ঠুর হৃদয় নৃপতির প্রকৃতি জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্বভাব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। রাজা লোভের বশবর্তী হইয়া পরিহাসপুর হইতে পিতৃদত্ত নানাবিধ উপকরণ অপহরণ করিলেন। বহুসংখ্যক অন্তঃপুর রমণী ইন্দ্রিয়াসক্ত নরপতির প্রেমভাজন হইয়াছিল। তিনি মণ্ডল মধ্যে ম্লেচ্ছোচিত ব্যবহার প্রবর্তিত করিলেন। পাপী নরপতি সাত বৎসর রাজ্যপালন করিলেন ও অতিসম্ভোগজনিত ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

পৃথিব্যাপীড়

অনন্তর বজ্রাদিত্যের পুত্র পৃথিব্যাপীড় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ইনি মঞ্জরিকা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রজাগণের পক্ষে যমতুল্য ছিলেন। চারি বৎসর এক মাস রাজ্যশাসন করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।

সংগ্রামাপীড় (প্রথম)

মম্মাদেবীর গর্ভজাত বপ্পিয়কপুত্র সংগ্রামাপীড় পৃথিব্যাপীড়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজপদ লাভ করেন। তিনি সাতদিন মাত্র রাজ্যপালন করিয়াছিলেন। সূর্যমণ্ডল যেমন হেমন্ত ও শীত ঋতুতে প্রতাপহীন হয়, সেইরূপ কাশ্মীর রাজ্য ভ্রাতৃদ্বয়ের শাসনে শ্রীহীন হইয়াছিল।

জয়াপীড়

সংগ্রামাপীড়ের মৃত্যুর পর বপ্পিয়কের কনিষ্ঠ পুত্র জয়াপীড় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। "পিতামহ তুল্য হও" মন্ত্রীর এই বাক্য স্মরণ করিয়া তিনি সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক দিগ্‌বিজয়ের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। নরপতি সামন্তগণের দেশ হইতে বাহির হইবার সময়ে কাশ্মীরদ্বারবাসী বৃদ্ধগণকে প্রশ্ন করিলেন, 'আমার পিতামহ যাত্রাকালে কি পরিমাণ সৈন্য লইয়া বাহির হইয়াছিলেন?' তাঁহারা হাস্য করিয়া বলিলেন, হে রাজন্, বর্তমানে কেহ অতীত ঘটনার অনুকরণ করিতে সমর্থ নয়। সেই রাজার সোয়ালক্ষ সৈন্য ছিল, আপনার সহিত মাত্র আশী হাজার আছে। জয়াপীড় বৃদ্ধগণের কথা শুনিয়া নিজ পরাজয়ে দুঃখিত হইলেন না, কারণ তিনি জানিতেন যে, কালের প্রভাবে পৃথিবী দিন দিন অবনতির দিকে অগ্রসর

হইতেছে। তিনি দূরদেশে গমন করিলে তাঁহার শ্যালক জজ্জ বিদ্রোহী হইয়া কাশ্মীর আক্রমণ করিলেন এবং বলপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সৈন্যগণ স্বদেশের কথা স্মরণ করিয়া প্রভুভক্তি বিস্মৃত হইল ও দিন দিন দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল। তখন বিনা সৈন্যে স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। নরপতি অনুগামী নৃপতিগণকে স্ব স্ব দেশে পরিত্যাগ করিয়া অল্পসংখ্যক নিজ সৈন্যের সহিত প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি অবশিষ্ট দ্রুতগামী অশ্ব সকল একত্র করিয়া প্রচুর দক্ষিণার সহিত একোণ লক্ষ অশ্ব ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। তিনি বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত গঙ্গাধারায় "শ্রীজয়াপীড় দেবের" এই অক্ষর সংযুক্ত একটি স্তম্ভ স্থাপন পূর্বক বলিলেন, 'যে ব্যক্তি এইস্থানে সম্পূর্ণ এক লক্ষ অশ্ব দান করিবেন, তিনি আমার এই স্তম্ভ উৎপাটনপূর্বক নিজ নামে স্তম্ভ স্থাপন করিবেন।' আজও তাঁহার স্তম্ভসংলগ্ন নির্মল গঙ্গাজল পান করিয়া অভিমানী ভূপতিগণের অন্তরে দুঃখ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখ দিয়া সৈন্যগণকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা দান করিয়া তিনি একাকী রাত্রিকালে শিবির হইতে বাহির হইলেন। তিনি রাজগণের রাজ্যে রাজ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তিনি পৌণ্ড্রবর্ধনে প্রবেশ করিলেন ; এই নগর গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত। এই সময়ে নৃপতি জয়ন্ত ইহার রক্ষাকর্তা ছিলেন। তিনি পৌরসমৃদ্ধি দেখিয়া প্রীত হইলেন ও নৃত্যদর্শন করিবার জন্য কার্তিকেয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ নরপতি ভরতমুনির মতানুযায়ী নৃত্যগীতাদি দেখিয়া মন্দিরের দরজার পাশে শিলাতলে বসিলেন। তাঁহার বিশেষ প্রভাবে চকিত হইয়া জনগণ তাঁহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিলে কমলা নামে এক নর্তকী সেই সুন্দর পুরুষকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিল যে, এই সুন্দর পুরুষের হস্ত মধ্যে মধ্যে স্কন্ধদেশে স্থাপিত হইতেছে। সে চিন্তা করিতে লাগিল, এই ছদ্মবেশী পুরুষ নিশ্চয়ই উচ্চবংশজাত রাজা অথবা রাজপুত্র হইবেন। ইঁহার পশ্চাৎদিক হইতে পানের খিলি গ্রহণের অভ্যাস আছে, সেইজন্য ইনি স্কন্ধে হস্তসঞ্চালন করিতেছেন। মদলোভী ভ্রমরগণ গণ্ডদেশে বিচরণ না করিলেও হস্তী কর্ণযুগল সঞ্চালিত করে, পশ্চাতে গজযূথ বিদ্যমান না থাকিলেও সিংহ মুখব্যাদন করিয়া দৃষ্টিপাত করে, কারণের অসম্ভাবেও দীর্ঘদিনের অভ্যাসজনিত চেষ্টাসকল লোপ পায় না। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সে সখীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে জয়াপীড়ের নিকট প্রেরণ করিল। পূর্বের ন্যায় তাঁহার হস্ত পৃষ্ঠগত হইলে সে তাম্বুল দান করিল ; রাজা মুখে পানের খিলি নিক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎদিকে রমণীকে দেখিতে পাইলেন।

তিনি ভ্রূ সঙ্কেত দ্বারা সুন্দরীকে 'তুমি কাহার' জিজ্ঞাসা করিয়া নর্তকী কমলা যে তাম্বুলদাত্রী তাহা জানিতে পারিলেন। রমণী নানাবিধ মধুর আলাপে রাজার মনে অনুগ্রহের সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে নৃত্য শেষে সখীর গৃহে লইয়া গেল। ধনবতী বিলাসিনী কমলা ভদ্রোচিত মধুর আলাপে তাঁহার এরূপ সেবা করিল যে, তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। অনন্তর সন্ধ্যাবেলায় চন্দ্র উদিত হইলে সে রাজার হস্তগ্রহণ করিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। রাজা স্বর্ণপালঙ্কে শয়ন করিলে সুরাসক্তা কমলা তাঁহাকে স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। ভূপতি কমলাকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক ধীরে ধীরে বলিলেন, তুমি আমার হৃদয় হরণ কর নাই তাহা নহে, কিন্তু সময়ের অনুরোধে আমি তোমার নিকট অপরাধী হইলাম। হে কল্যাণি, আমি তোমার দাস, তোমার অকৃত্রিম গুণে আমি ক্রীত হইয়াছি, অল্পকাল মধ্যে আমার সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তুমি প্রসন্ন হইবে। হে মানিনি, আমি অবশিষ্ট কর্তব্য কর্ম সম্পাদন না করিয়া সুখভোগ হইতে দূরে থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছি জানিবে। তাহাকে এইরূপ বলিয়া তিনি অঙ্গুরিয় পরিহিত করতল দ্বারা পালঙ্ক বাজাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক এই শ্লোক পাঠ করিলেন,— 'জয়েচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া মনস্বী ব্যক্তি কি স্ত্রী-চিন্তা করিয়া থাকেন ?' নরপতি শ্লোক পাঠ করিয়া আত্মগত ভাব প্রকাশ করিলে কলাকুশলা কমলা তাঁহাকে একজন মহাজন বলিয়া নিরূপণ করিল। প্রাতঃকালে তিনি অন্যস্থানে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অনুরাগিনী নর্তকী বিশেষ অনুরোধের সহিত প্রার্থনা করিল যে, তিনি যেন দীর্ঘকালের জন্য কোথাও গমন না করেন। একদা তিনি সন্ধ্যাবন্দনা করিতে নদী-তীরে গিয়াছিলেন, গৃহে ফিরিয়া কমলাকে শোক বিহ্বলা দেখিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কমলা তাহাকে বলিল, 'এইস্থানে এক বিরাট সিংহ রাত্রিকালে প্রাণিসকলকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে, প্রতিদিন মানুষ, অশ্ব, হস্তী নিহত হইতেছে, আপনার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া ভয়ে আমি আকুল হইয়াছিলাম। রাত্রি হইলে এই নগরে রাজা অথবা রাজপুত্র সিংহের ভয়ে গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন না।' সুন্দরী এইরূপ বলিলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া ভয় করিতে নিষেধ করিয়া লজ্জিতের ন্যায় রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন সন্ধ্যাকালে নগর হইতে বাহির হইয়া বিশাল বটবৃক্ষের নিম্নে সিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর দূর হইতে পশুরাজ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সিংহ অন্যপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে জয়াপীড় নির্ভয়ে তাহাকে আহ্বান করিলেন। সিংহ শরীরের অগ্রভাগ উঠাইয়া মুখ বিস্তার করিয়া গর্জন করিতে করিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সিংহ সক্রোধে তাঁহার উপর পতিত হইলে তিনি তাহার মুখের মধ্যে কনুই রাখিয়া অতি

তাড়াতাড়ি ছুরিকা দ্বারা তাহার বুক চিরিয়া ফেলিলেন। এইরূপ মারাত্মক আঘাতে সিংহের রক্তক্ষরণ হইতে লাগিল ও কিছুক্ষণের মধ্যে সে প্রাণত্যাগ করিল। জয়াপীড় কনুইয়ের ক্ষতস্থানে কাপড় দিয়া বাঁধিয়া গুপ্তভাবে রাখিলেন ও নর্তকীর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্বের ন্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে সিংহ নিহত হইয়াছে শুনিয়া রাজা জয়ন্ত আনন্দিত হইলেন ও কৌতূহলী হইয়া দেখিবার জন্য স্বয়ং গমন করিলেন। তিনি মহাকায় সিংহকে নিহত দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং হত্যাকারীকে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন মনে করিলেন। পার্শ্বচরগণ সিংহের দন্তমধ্য হইতে পাওয়া বাজু রাজার হাতে দিলে তিনি উহাতে শ্রীজয়াপীড়ের নামাঙ্কিত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি 'সেই নৃপতি এই স্থানে কেন' বলিলে পুরবাসিগণ তাঁহার আগমন আশংকায় ভীত হইল। অনন্তর নরপতি জয়ন্ত চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা মূঢ়, আনন্দের সময়ে তোমরা কেন ভয়ের আশংকা করিতেছ? শুনিতেছি তিনি নিজ ভুজবলের উপর নির্ভর করিয়া কোন কারণবশতঃ একাকী নানা দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি আপনাকে রাজপুত্র কল্লট বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আমি অপুত্রক, আমার কন্যা কল্যাণদেবীকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে সংকল্প করিয়াছি। যাঁহার অন্বেষণ করিতেছিলাম তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। সেই নৃপতি এই নগরেই আছেন, যে ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার খোঁজ দিবে, আমি তাহাকে অভীষ্ট বস্তু দান করিব। পুরবাসিগণ নৃপতির কথায় বিশ্বাস করিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে কমলার গৃহে তাঁহার অবস্থানের কথা জানিতে পারিয়া রাজাকে নিবেদন করিল। তিনি অমাত্যবর্গ ও অন্তঃপুরিকাগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন এবং মহা উৎসবের সহিত প্রাসাদে আনয়ন করিলেন। জয়াপীড় রাজলক্ষ্মীসদৃশী কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত বিক্রম প্রকাশ দ্বারা পঞ্চ গৌড়পতিকে পরাজিত করিয়া শ্বশুরকে সেই সকল রাজ্যের অধীশ্বর করিলেন। মিত্রশর্মার পুত্র মন্ত্রী দেবশর্মা নায়কহীন অবশিষ্ট সৈন্য একত্র করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বদেশ গমনের জন্য তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন। ভূপতি অগ্রে জয়লক্ষ্মী ও পশ্চাতে কমলা ও কল্যাণদেবীকে স্থাপন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরাক্রমশালী নরপতি কান্যকুব্জের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সিংহাসন হরণ করিলেন। এইরূপে অপূর্ব বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে "জজ্জ" যুদ্ধার্থ প্রস্তুত সৈন্য সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিতে বাহির হইলেন। শুষ্কনেত্র নামক গ্রামে তাহার সহিত জয়াপীড়ের বহুদিনব্যাপী তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রজাবৃন্দ জয়াপীড়ের

প্রতি অনুরক্ত ছিল ও জজ্জের শাসন তাহাদের অসহ্য হইয়াছিল। গ্রামবাসী ও বনচরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে জয়াপীড়ের পক্ষ অবলম্বন করিল। শ্রীদেব নামক গ্রামচণ্ডাল "আমি রাজার সাহায্যে যাইতেছি" বলিয়া মাতার নিকট ভোজন প্রার্থনা করে। মাতা হাস্য করিলে সে জজ্জের বধ প্রতিজ্ঞা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রামবাসিগণের সহিত মিলিত হইল এবং চারিদিকে ঘুরিয়া "জজ্জ কোথায়" সকলকে জিজ্ঞাসা করিল। অশ্বারূঢ় জজ্জ তৃষ্ণার্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে স্বর্ণঝারিতে জলপান করিতেছিলেন, সৈন্যগণ দূর হইতে শ্রীদেবকে তাহা দেখাইল। অব্যর্থসন্ধানী শ্রীদেব জজ্জের মুখ লক্ষ্য করিয়া শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিল ও চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি জজ্জকে বধ করিলাম"। প্রস্তরাঘাতে তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় অশ্ব হইতে নীচে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। জজ্জ শক্তিশালী জয়াপীড়ের আক্রমণ আশংকায় সর্বদা চিন্তাকুল ছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা উপার্জিত রাজ্য তিন বৎসর পালন করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। জজ্জ নিহত হইলে জয়াপীড় নিজ রাজলক্ষ্মীকে পুনরায় লাভ করিয়া বাহুবলে ভূভার হরণ ও সৎকর্ম দ্বারা সজ্জনগণের মন হরণ করিলেন। যে স্থানে শত্রু বধ করিয়া নৃপতি কল্যাণ লাভ করিয়াছিলেন তথায় কল্যাণদেবী কল্যাণপুর স্থাপন করিলেন। রাজা মল্হানপুর স্থাপন করিয়া বিপুলকেশব প্রতিষ্ঠা করিলেন, রাজ্ঞী কমলা কমলাপুর নির্মাণ করিলেন। রাজা মহাপ্রতীহার পীঠ অধিকার করিয়া কল্যাণদেবীর দাক্ষিণ্যগুণে অতীব উন্নতিসাধন করিলেন। কশ্যপমুনি যেমন বিলুপ্ত বিতস্তাকে পুনরায় প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ নৃপতি সর্ববিদ্যার উৎপত্তিস্থল কাশ্মীরমণ্ডলে সমস্ত বিদ্যা প্রচারিত করিলেন। কেহ কাহাকেও মূর্খ বলিলে তিনি তাহাকে দিয়া তাহার শিক্ষাকার্য সম্পাদন করাইতেন। অন্যদেশ হইতে ব্যাখ্যাতা আচার্য আনাইয়া নিজরাজ্যে বিলুপ্ত মহাভাষ্য পুনরায় প্রবর্তিত করিলেন। ক্ষীরনামা শব্দবিদ্যাবিদ্ উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া তিনি পণ্ডিত পদবী লাভ করিলেন ও পণ্ডিত সমাজে সমাদর প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অপর ভূপতিগণের স্পর্ধা ক্ষমা করিতেন না, কিন্তু বিদ্বানগণের সহিত স্বীয় স্পর্ধার গৌরব করিতেন। তাঁহার রাজপদবী অপেক্ষা পণ্ডিত উপাধি অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার এই খ্যাতি কোনদিন মলিন হয় নাই। তিনি সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ করিয়া এরূপ পণ্ডিত সংগ্রহ করিলেন যে, অন্য রাজাদের রাজ্যে পণ্ডিতের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। মন্ত্রী শুক্রদন্তের অন্নশালার অধ্যক্ষ থক্কিয় পণ্ডিত ছিলেন। রাজা তাঁহাকে সভাসদ করিয়া উচ্চপদ প্রদান করিলেন। বিদ্বান উদ্ভট ভট্ট রাজার সভাপতি

ছিলেন। তিনি প্রত্যহ লক্ষ দীনার (স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ) বেতন পাইতেন। "কুট্টনীমত" রচয়িতা দামোদর গুপ্ত তাঁহার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। মনোরথ, শঙ্খদন্ত, চটক ও সন্ধিমান প্রভৃতি কবিগণ তাঁহার সভা অলংকৃত করিতেন এবং বামন প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি স্বপ্নে পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় দর্শন করিয়া মনে করিলেন যে, সৌভাগ্যক্রমে দেশের মধ্যে কোন অসাধারণ ধার্মিক আচার্য প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার একই মূর্তি দর্পণদ্বয়সদৃশ মন্ত্র ও বিক্রমে প্রতিবিম্বিত হইয়া সহস্রগুণে বর্ধিত হইয়াছিল। একদা তিনি সম্মুখস্থিত দূতকে লংকাপতির নিকট হইতে পাঁচজন রাক্ষস আনিতে আদেশ করিলে সেই দূত এই অসম্ভব আজ্ঞা পালন করিতে স্বীকার করিল। দূত জাহাজের মধ্য হইতে পড়িয়া গিয়া সমুদ্রে তিমি মাছের কবলে পড়ে। সে তিমিকে বধ করিয়া পরপারে উপস্থিত হইল। মানববন্ধু বিভীষণ রামভক্তির বশবর্তী হইয়া রাজার দূতের সহিত রাক্ষস প্রেরণ করিলেন। দূত ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাকে বহু অর্থদান করিলেন। তিনি রাক্ষসগণের সাহায্যে একটি হ্রদ পূর্ণ করিলেন এবং জয়পুর নামক স্বর্গতুল্য দুর্গ নির্মাণ করিলেন। নরপতি বিশালাকার তিনটি বুদ্ধমূর্তি ও বিহার নির্মাণ করিয়া নগর মধ্যে জয়দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। চতুর্ভুজ নারায়ণ বৈকুণ্ঠধাম ত্যাগ করিয়া এই নগরে সর্বদা বাস করিয়া থাকেন। কংসারি কর্তৃক স্বপ্নে "জলমধ্যে দ্বারবতী নগরী নির্মাণ কর" এইরূপ আদেশ পাইয়া তিনি তাদৃশ নগরী স্থাপন করিলেন। অদ্যাপি লোকে দ্বারবতীকে বাহ্যদুর্গ ও জয়পুরকে অন্তর্দুর্গ বলিয়া থাকে। মন্ত্রী জয়দত্ত জয়পুরে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভূপতি যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া পুনরায় দিগ্‌-বিজয়ে বাহির হইলেন। অগণিত যুদ্ধগজ ও সংখ্যাতীত অনুগামী সৈন্য তাঁহার সঙ্গী হইল। নৃপতি 'বিনয়াদিত্য' নাম ধারণ করিয়া বিনয়াদিত্যপুর নির্মাণ করিয়া পূর্বদিক্ অলংকৃত করিলেন। একদা তিনি সন্ন্যাসীবেশ ধারণ করিয়া অন্যান্য সন্ন্যাসিগণের সহিত নিঃশব্দে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জজ্জের ভ্রাতা সিদ্ধ নৃপতিকে চিনিতে পারিয়া রাজা ভীমসেন সমীপে নিবেদন করিল। অজগর-রূপধারী নহুষ যেমন ভীমপরাক্রম ভীমকে বন্ধন করিয়াছিল, সেইরূপ রাজা ভীমসেন জয়াপীড়কে অকস্মাৎ শৃংখলিত করিলেন। তিনি এই দারুণ বিপদে অস্থির না হইয়া সৌভাগ্য লাভের আশায় মুক্তিলাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজা ভীমসেনের রাজ্যে পৌরগণের মধ্যে বসন্ত মহামারী উপস্থিত হইল। দেশের দোষবশতঃ এই রোগ সংক্রামক ও সাংঘাতিক, সেইজন্য এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বিসর্জিত হইয়া থাকে। ইহা শুনিয়া জয়াপীড় মুক্তিলাভের উপায় উপস্থিত দেখিয়া স্বীয় ভৃত্যদ্বারা আবশ্যক দ্রব্যাদি গোপনে আনয়ন

করিলেন। পিত্তবর্ধক দ্রব্য ভোজন করিয়া পিত্তের প্রাবল্য হইলে তিনি জ্বরাক্রান্ত হইলেন ও সর্বাঙ্গে বজ্রবৃক্ষের রস লেপন করিলে তাঁহার দেহ স্ফোটকময় (ফোড়া) হইল। জয়াপীড় বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন শুনিয়া বিপক্ষ ভীমসেন তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এইরূপে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে বিপৎসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। নেপালপতি 'অরমুড়ি' বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি চাতুরীদ্বারা জয়াপীড়কে পরাজিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। কাশ্মীরেশ্বর তাঁহার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনি বশ্যতা স্বীকার না করিয়া সসৈন্যে সুদূরে পলায়ন করিলেন। জয়াপীড় জয়ার্থী হইয়া অরমুড়ির পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ও অন্যান্য নৃপতিগণকে পরাজিত করিলেন। শ্যেন যেমন কপোতকে লতাগুল্মমধ্যে অন্বেষণ করিয়া আক্রমণ করে সেইরূপ তিনি শত্রুগণকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাহারা কোথাও দৃষ্টি-গোচর কোথাও বা গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। যখন শত্রুগণের আর পয়ায়নের স্থান ছিল না, তখন তিনি দিগ্‌বিজয় করিতে করিতে ক্রমশঃ সমুদ্রের নিকটবর্তী নদীতীরে সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। দুই-তিন দিন পরে তিনি সসৈন্যে পূর্বসাগরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

জয়াপীড়ের দক্ষিণদিকে নদীর অপর পারে অরমুড়ি সসৈন্যে অবস্থান করিতে-ছিলেন। অরমুড়ির প্রবল সৈন্যদের মধ্য হইতে অসংখ্য ভেরীর শব্দ উত্থিত হইতেছিল। ইহা দেখিয়া জয়াপীড় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। নদীর জল জানু পরিমাণ ও ভয়ের কোন কারণ নাই দেখিয়া তিনি ক্রোধভরে নদী পার হইতে লাগিলেন। যখন নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন তখন সমুদ্রতীরবর্তী বলিয়া নদী জোয়ারের জলে পূর্ণ হইল। হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সমন্বিত সমগ্র সৈন্য নদীপ্রবাহে ভাসিতে থাকিয়া অল্পকালমধ্যে লয়প্রাপ্ত হইল। তরঙ্গাঘাতে তাঁহার বস্ত্র ভূষণ খুলিয়া গেল। তিনি দুই হাতে তরঙ্গ অতিক্রম করিতে করিতে স্রোতের বেগে বহুদূরে নীত হইলেন। একপক্ষের করুণ ক্রন্দন ও অপর-পক্ষের আনন্দধ্বনি ও তরঙ্গের ভীষণ গর্জনে চতুর্দিক কোলাহলময় হইল। অরমুড়ি সৈন্যদ্বারা নদীমধ্য হইতে জয়াপীড়কে উঠাইয়া বন্ধন করিলেন ও মহা উৎসবে মাতিয়া উঠিলেন। নেপালরাজ বিশ্বস্ত রক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে কাল-গণ্ডিকা তীরস্থিত প্রস্তর-নির্মিত অত্যুচ্চ কারাগারে জয়াপীড়কে নিক্ষেপ করিলেন। কাশ্মীরপতি পুনরায় বিপৎসাগরে পতিত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন, শোকে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। একদা তিনি জানালা দিয়া নিকটবর্তী নদী দেখিতে পাইয়া মুক্তিলাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার

অবস্থা বর্ণনা করিয়া যে সকল শ্লোক রচনা করেন, পণ্ডিতগণ অদ্যাপি তাহা স্মরণ করিয়া দুঃখে বিগলিত হন। তাঁহার কারাগারে অবস্থান সময়ে মন্ত্রী দেবশর্মা স্বামিপ্রদত্ত সম্মান স্মরণ করিয়া সর্বদা অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন। দেহত্যাগ দ্বারা প্রভুর মঙ্গল করিতে উদ্যত হইয়া প্রিয়ভাষী দূত প্রেরণ করিয়া নেপালরাজকে প্রলোভিত করিলেন। দূতগণ অরমুড়িকে বলিল, "জয়াপীড়ের ধনভাণ্ডার সহ কাশ্মীররাজ্য দেবশর্মা প্রদান করিবেন।" অরমুড়ির দূত কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব স্থির করিলে মন্ত্রী দেবশর্মা সৈন্যসামন্ত লইয়া নেপাল দেশে গমন করিলেন। অনন্তর কালগণ্ডিকানদীর তীরে সৈন্য স্থাপন করিয়া অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ পরপারে উপস্থিত হইলেন। সামন্তগণ সাদর অভ্যর্থনা করিয়া দেবশর্মাকে সভাস্থলে লইয়া গেল। তথায় তিনি অরমুড়িকে অভিবাদন করিলে অরমুড়ি তাঁহাকে সমাদরে উপবেশন করাইলেন। মন্ত্রিবর পথশ্রমে ক্লান্ত বলিয়া নরপতি তাঁহাকে সত্বর বিদায় দিলেন। তিনি রাজদত্ত সম্মানসূচক উপহার গ্রহণ করিয়া সেদিন গৃহে অবস্থান করিলেন। পরদিন অরমুড়ি ও দেবশর্মা পরস্পর প্রতিজ্ঞা করিয়া কর্তব্য ঠিক করিলেন। অনন্তর মন্ত্রী নেপালপতিকে বলিলেন, জয়াপীড়ের অর্জিত ধনরাশি তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে সংরক্ষিত আছে; স্বয়ং জয়াপীড় অথবা তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ ইহার সন্ধান জানেন। "অর্থদান দ্বারা আপনার মুক্তিলাভ হইবে" এই কথা দ্বারা তাঁহাকে মোহিত করিয়া তাঁহার ধনরত্ন কোথায় আছে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব! এই জন্য আমি সমস্ত সৈন্য একত্র আনয়ন করি নাই; কারণ সৈন্যমধ্যে অবস্থানকালে ধনরক্ষকগণকে বন্ধন করা অসম্ভব হইবে। সৈন্যগণের মধ্যে এক এক জনকে ডাকিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলে আমাদের অভিপ্রায় জানিতে না পারিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিবে না ও কোথায় ধন আছে তাহা বলিতে প্রস্তুত হইবে। এইরূপে চতুর মন্ত্রী অরমুড়ির বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন ও বন্দী জয়াপীড়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রী কারাগৃহ জনশূন্য করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি আপনার স্বাভাবিক তেজস্বিতা হারাইয়াছেন? তিনি মন্ত্রীকে বলিলেন, আমার শৌর্য থাকিলে কি হইবে? আমি অস্ত্রহীন অবস্থায় কি অদ্ভুত কার্য সম্পন্ন করিতে পারি? মন্ত্রী বলিলেন, দেখিবেন আপনি ক্ষণকালমধ্যে বিপৎসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আপনি কি জানালার মধ্য দিয়া নদীতে পতিত হইয়া অপর পারে যাইতে পারিবেন? তথায় আপনার সৈন্যগণ অবস্থান করিতেছে। রাজা বলিলেন, এইস্থান হইতে নৌকার সাহায্য ছাড়া নদী উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে না এবং এত উচ্চস্থান হইতে পড়িলে নৌকাও ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

এ বিষয়ে উপায় দেখিতেছি না ; শত্রুগণের বিনাশসাধন না করিয়া কলঙ্কযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিতেও প্রস্তুত নহি। দেবশর্মা চিন্তা করিয়া বলিলেন, হে রাজন্, আপনি কোন ছলনায় দুই দণ্ড বাহিরে অপেক্ষা করুন, তারপর একাকী ফিরিয়া আসিয়া দেখিবেন যে, আমি নদী পার হওয়ার উপায় আবিষ্কার করিয়াছি ; আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে সেই উপায় অবলম্বন করিবেন। ইহা শুনিয়া রাজা তদনুরূপ করিলেন এবং একাকী গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মন্ত্রী দৃঢ় বস্ত্রখণ্ডদ্বারা গলদেশ বন্ধন করিয়া মৃত অবস্থায় ভূতলে পতিত আছেন। 'আমি এইমাত্র দেহত্যাগ করিয়াছি, আমার শরীর শ্বাসপূর্ণ, আমি আপনার অভেদ্য নৌকাস্বরূপ, আমার উপর আরোহণ করিয়া নদী পার হউন।' তিনি কণ্ঠবদ্ধ বস্ত্রাঞ্চলে নখদ্বারা বিদীর্ণ গাত্ররক্তে লিখিত উপরোক্ত সংকেত পাঠ করিলেন। তিনি কথানুযায়ী নদীর স্রোতে পড়িলেন ও পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি সসৈন্যে নেপাল দেশ আক্রমণ করিয়া রাজা ও রাজ্যের বিনাশ সাধন করিলেন। রক্ষিগণ তাঁহার কারাগার হইতে পলায়ন সংবাদ জানিবার পূর্বেই তিনি নেপাল দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিলেন। এইরূপে দিগ্‌বিজয়ের অবসানে তাঁহার সম্ভ্রমহানির কথা মন হইতে দূর হইল, কিন্তু তিনি মন্ত্রীবরের উপকার ভুলিয়া যান নাই। ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি স্ত্রীরাজ্যে মহামণ্ডল জয় করিলে অন্য রাজগণ তাঁহার ইন্দ্রিয়জয়ের প্রশংসা করিতে লাগিল। তিনি বিজিত স্ত্রীরাজ্য হইতে কর্ণের সিংহাসন আনয়ন করেন এবং ধর্মাধিকরণ নামে কর্মস্থান স্থাপন করেন। যুদ্ধযাত্রা করিলে তাঁহার কোষাগার দূরে থাকিত বলিয়া তিনি যুদ্ধকালের উপযোগী "চলগঞ্জ" নামে দ্বিতীয় কোষাগার স্থাপন করিলেন। সামন্তনৃপতিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি পুনরায় কাশ্মীরে প্রবেশ করিলেন ও দীর্ঘকাল রাজলক্ষ্মী ভোগ করিলেন। একদা এক দিব্য পুরুষ কৃতাঞ্জলি হইয়া নৃপতিকে স্বপ্নে বলিলেন, 'হে রাজন্, আমি মহাপদ্মনামা নাগেন্দ্র, আপনার রাজ্যে সবান্ধব সুখে বাস করিতেছি ; আপনার শরণাগত হইলাম। এক দ্রাবিড়দেশীয় ঐন্দ্রজালিক মরুভূমিতে জললাভের নিমিত্ত অর্থগ্রহণ দ্বারা বিক্রয়ার্থী হইয়া আমাকে এই স্থান হইতে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে। যদি আপনি আমাকে রক্ষা করেন, আমি এই উপকারের বিনিময়ে আপনাকে আমার দেশে স্বর্ণের খনিযুক্ত পর্বত দেখাইব।' নৃপতি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া চারিদিকে দূত পাঠাইয়া মন্ত্রজ্ঞকে আনাইয়া তাহার ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে অভয়প্রাপ্ত হইয়া নাগ যেরূপ বলিয়াছিল সেইরূপ বলিলে ভূপতি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বহুযোজন বিস্তৃত জলাশয়ের ভিতর হইতে প্রভাবশালী নাগকে কিরূপে উঠাইয়া

আনিবে? সে বলিল, রাজন্, মন্ত্রের শক্তি অচিন্তনীয়, যদি দেখিতে ইচ্ছা হয়, আসুন। অনন্তর সে হ্রদের নিকটে উপস্থিত হইল, রাজা তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। সে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক সকল দিক বদ্ধ করিয়া মন্ত্রপূত শর-নিক্ষেপ দ্বারা জলশোষণ করিল। অনন্তর রাজা বহুক্ষুদ্র সর্পযুক্ত মনুষ্যমুখবিশিষ্ট বিঘত পরিমাণ সর্প পঙ্কমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দেখিতে পাইলেন। "হে রাজন্, আমি নাগকে মন্ত্রদ্বারা সংকুচিত করিয়াছি, এখন গ্রহণ করিতেছি" মন্ত্রজ্ঞ এই কথা বলিলে রাজা তাহাকে "গ্রহণ করিও না" বলিলেন। রাজার আদেশে ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রপ্রভাব দূরীভূত করিলে সরোবর দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। রাজা দ্রাবিড় দেশীয় ঐন্দ্রজালিককে ধনদান করিয়া বিদায় দিলেন ও নাগ কেন আজও স্বর্ণখনি পর্বত দেখাইতেছেনা ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। নাগ তাঁহাকে স্বপ্নে বলিল, আপনার কোন উপকারের জন্য স্বর্ণগর্ভ পর্বত দেখাইব। আমি অপমান-ভরে আপনার শরণাগত হইয়াছিলাম, আপনি ত্রাতা হইয়া আমাকে অপমানিত করিয়াছেন। যে রমণীগণ অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আমাকে তাহাদের রক্ষণে অক্ষম দেখিতে পাইল, আমি কিরূপে তাহাদের মুখ দেখিব? আমরা আপনার সমধর্মী হইলেও আপনি মোহগ্রস্ত হইয়া সামান্য ব্যক্তি মনে করিয়া আমাদিগকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন। অথবা ভবিষ্যৎ বিষয়ে অন্ধ নরপতিগণ ধনমদে মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারী হয়, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? রাজগণ মানী ব্যক্তির অপমানকে ক্রীড়াস্বরূপ মনে করে, কিন্তু অপমানিত ব্যক্তিগণ সারাজীবন মৃতপ্রায় হইয়া অবস্থান করে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য নৃপতিগণ মানমর্যাদার প্রতি উপেক্ষা দেখাইতে পারেন, কিন্তু মনস্বিগণ প্রাণত্যাগ করিয়াও মান রক্ষা করিয়া থাকেন। যাহারা মহানুভব ব্যক্তিগণকে অপমানিত করে এবং মানহীনদের সহিত মিলিত হয়, মান সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কেহই অনুমান করিতে পারে না। আপনাদের দর্শন নিষ্ফল হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগের দর্শন বিফল হয় না; এই জন্য আমি আপনাকে তাম্রপূর্ণ পর্বত দেখাইব। ইহা বলিয়া নাগরাজ তাঁহাকে স্বপ্নে সঙ্কেত বলিয়া দিলেন ও রাজা প্রভাতে জাগরিত হইয়া তাম্রপূর্ণ পর্বত প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সেখান হইতে তাম্র আনাইয়া স্বনামাঙ্কিত পৌনে একশত কোটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ) প্রস্তুত করিলেন। অন্য রাজগণের গর্ব খর্ব করিবার জন্য তিনি এই নিয়ম করিলেন যে, যে রাজা পূর্ণ একশত কোটি দীনার নির্মাণ করিবেন তাঁহার নিকট তিনি পরাজয় স্বীকার করিবেন। অনন্তর রাজা প্রজাবর্গের দুর্ভাগ্য বশতঃ পিতামহের পথ পরিত্যাগ করিয়া পিতার পথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহার কায়স্থ কর্মচারিগণ তাঁহাকে বলিল, দিগ্‌বিজয়জনিত ক্লেশের প্রয়োজন

নাই, স্বদেশে থাকিয়া ধন উপার্জন করুন। অনন্তর তিনি প্রজাবৃন্দের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ধনস্থানের অধিকারী শিবদাস প্রমুখ অর্থলোলুপ ব্যক্তিগণ তাঁহার অর্থলালসা বর্ধিত করিল ও তিনি লোভের বশবর্তী হইলেন। এই সময় হইতে কাশ্মীরের নরপতিগণ কায়স্থ রাজপুরুষের মুখাপেক্ষী ও আজ্ঞানুবর্তী হইলেন। এখন প্রজাপীড়নই রাজার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল। পাণ্ডিত্য সজ্জনগণকে শমগুণে ভূষিত করে, কিন্তু ইহা জয়াপীড়কে প্রজাপীড়নে পটুতা দান করিল। তিনি লোভবশতঃ এরূপ নিষ্ঠুর হইলেন যে, তিন বৎসর কৃষকের অংশসহ সমস্ত শস্য হরণ করিলেন। তিনি লোভে বুদ্ধিহারা হইয়া কায়স্থগণকে হিতকারী মনে করিতেন। তাহারা (কায়স্থ পরামর্শদাতাগণ) প্রজার সর্বস্ব হরণ করিয়া অল্পমাত্র ধন রাজাকে প্রদান করিত। ব্রাহ্মণগণের ধৈর্য অপরিসীম, তাঁহারাও নিষ্ঠুর নরপতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। অনেকে অন্যদেশে চলিয়া গেলেন, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ মৃত্যু স্বীকার করিয়াও প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, রাজাও প্রজাগণের ধন হরণের কাজ চালাইতে লাগিলেন। তিনি এক নিষ্ঠুর আদেশ করিলেন যে, নিরানব্বইজন ব্রাহ্মণের মৃত্যুসংবাদ প্রত্যহ আমাকে নিবেদন করিবে। নিষ্ঠুর নরপতি-চরিত্র দূষিত হইলে পণ্ডিতগণ তাঁহার ব্যাজস্তুতিপূর্ণ নিম্নলিখিতরূপ কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন, "শ্রীজয়াপীড়দেব ও পাণিনির মধ্যে প্রভেদ কি? উভয়েই করণীয় সম্পাদন করেন ও গুণবৃদ্ধি বিধান করেন। বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ মহাভাষ্যের ব্যাখ্যান সময়ে কৌশলপূর্ণ দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকমালা প্রবর্তিত করিলেন। শ্রীজয়াপীড়দেব ও পাণিনির মধ্যে প্রভেদ কি? উভয়েই বিপ্র উপসর্গের সাধন করিয়াছেন ও ভূতনিষ্ঠার বিধান করিয়াছেন। তুলমূল্য হরণকালে তিনি চন্দ্রভাগাতটে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় শুনিলেন নিরানব্বুইজন ব্রাহ্মণ সেই নদীজলে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত ভূমি অপহরণ করিলেন না বটে, কিন্তু প্রজাগণের অপহৃত ভূমি প্রত্যর্পণ করিলেন না। একদা তুলমূল্যবাসী ব্রাহ্মণগণ রাজদর্শনকালে প্রহরীদের দ্বারা প্রহৃত হইয়া রাজার নিকটে অভিযোগ করিলেন। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া অল্পকালমধ্যে দেবরাজসহ স্বর্গধাম, পর্বতসহ মর্ত্যলোক ও সর্পরাজ অধ্যুষিত রসাতল দগ্ধ করিতে সমর্থ। ইহা শুনিয়া সামন্তগণ রাজার পার্শ্বদেশ পরিত্যাগ করিল, কিন্তু ভূপতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দর্পভরে বলিলেন, হে শঠগণ, তোমরা ভিক্ষাজীবী, তোমরা ঋষিতুল্য শক্তিশালী বলিয়া আপনাদিগকে ঘোষণা করিতেছ। ভূপতির কঠোর ভ্রূভঙ্গে ভীত হইয়া ব্রাহ্মণগণ চুপ করিয়া থাকিলে ব্রাহ্মণ ইট্টিস বলিলেন, হে রাজন্,

যুগধর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণগণ রাজার অনুবর্তন করিয়া থাকেন। আপনি যেমন রাজা, আমরা সেইরূপ ঋষি কেন না হইব? রাজা সগর্বে বলিলেন, তুমি তপোনিধি বিশ্বামিত্র, বশিষ্ট অথবা অগস্ত্য? ব্রাহ্মণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; তাঁহার দেহ হইতে তেজ বাহির হইতে লাগিল; কেহ তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিল না। তিনি ক্রোধকম্পিতস্বরে রাজাকে বলিলেন, আপনি যদি হরিশ্চন্দ্র, ত্রিশঙ্কু অথবা নহুষতুল্য রাজা হইতে পারেন, আমিও বিশ্বামিত্র প্রমুখ ঋষিগণের মধ্যে একজন হইতে পারি। রাজা হাস্য করিয়া বলিলেন, বিশ্বামিত্রাদি মহর্ষিগণের কোপানলে হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তোমার ক্রোধে কি হইবে? ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তদ্বারা মাটিতে আঘাত করিয়া বলিলেন, আমার কোপে ক্ষণকালমধ্যে ব্রহ্মদণ্ড পতিত হইবে। ইহা শুনিয়া রাজা উপহাস করিয়া বলিলেন, ব্রহ্মদণ্ড পতিত হউক, কেন এত বিলম্ব হইতেছে? "রে অধম, এই পতিত হইল" ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে একটি স্বর্ণদণ্ড চন্দ্রাতপ হইতে স্খলিত হইয়া ভূপতির অঙ্গে পতিত হইল। গুরুতর আঘাতে রাজার দেহ ময়লাযুক্ত ও কৃমিদ্বারা আচ্ছন্ন হইলে অস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা ক্ষতস্থান ছিন্ন করা হইল। তিনি বহুদিন ভাবী নরকযন্ত্রণাসূচক কষ্ট অনুভব করিয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা এইরূপে সহসা ব্রহ্মকোপের ফল ভোগ করিয়া যমালয়ে গমন করিলেন। তিনি একত্রিশ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। রাজমাতা অমৃতপ্রভা মৃত পুত্রের পাপোদ্ধারের জন্য অমৃতকেশরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ললিতাপীড়

অনন্তর ললিতাপীড় রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন। ইনি জয়াপীড়ের ঔরসে ও মহিষী দুর্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন ইন্দ্রিয়াসক্ত, ইনি রাজকার্য ভালভাবে দেখাশুনা করিতেন না; ইঁহার রাজ্য দুর্নীতিদ্বারা কলুষিত ছিল ও এই রাজ্যে বারাঙ্গনাগণ প্রবল ছিল। তিনি পিতার পাপার্জিত ঐশ্বর্য চারণগণকে প্রদান করিয়া অনুরূপ ব্যয় করিয়াছিলেন। গণিকাগণের আত্মীয় শঠগণ রাজমন্দিরে প্রবেশলাভ করিয়া তাঁহাকে বেশ্যাবিদ্যায় পারদর্শী করিল। যাহারা বেশ্যাজনোচিত কথায় অভিজ্ঞ ও পরিহাসনিপুণ ছিল, তাহারা তাঁহার বন্ধুত্ব লাভ করিল। কোন বীর বা কোন পণ্ডিত তাঁহার প্রিয় হইল না। তিনি ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হইয়া অল্পসংখ্যক রমণীতে তৃপ্তিলাভ করিতেন না। তিনি দিগ্‌বিজয়াসক্ত পূর্বনরপতিগণকে উপহাস করিতেন ও তুল্যস্বভাব ব্যক্তিগণে পরিবৃত হইয়া গণিকাভোগসুখে সময় অতিবাহিত করিতেন। বিটগণ (লম্পট) শিষ্ট বৃদ্ধগণকে পরিহাস বাক্যে মর্মাহত করিয়া তাঁহাদের সভায়

আগমন নিবারণ করিলে নৃপতি প্রীত হইয়া তাহাদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিতেন। তিনি সভামণ্ডপে গণিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরিহাস বাক্যদ্বারা প্রাচীন অমাত্যগণকে লজ্জিত করিতেন। দুরাচার রাজা মাননীয় সচিবসমূহকে বেশ্যাপাদাঙ্কিত সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করাইতেন। মানী মন্ত্রী "মনোরথ" তাঁহাকে সংযত করিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করিলেন। নৃপতি ব্রাহ্মণগণকে "সুবর্ণপার্শ্ব", "ফলপুর" ও "লোচনোৎস" দান করেন ও বার বৎসর রাজ্যপালন করেন।

সংগ্রামাপীড় (দ্বিতীয়)

অনন্তর কল্যাণদেবীর গর্ভজাত জয়াপীড়পুত্র সংগ্রামাপীড় রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন। এই ভূপতির অপর নাম পৃথিব্যাপীড়। ইনি সাত বৎসর রাজ্য পালন করেন।

চিপ্পট-জয়াপীড় (বৃহস্পতি)

অতঃপর ললিতাদিত্যের শিশুপুত্র শ্রীচিপ্পট-জয়াপীড় রাজা হইলেন। ইঁহার অপর নাম বৃহস্পতি। ইঁহার মাতা শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) কন্যা ও ইন্দ্রিয়াসক্ত ললিতাপীড়ের উপপত্নী ছিলেন। জয়াদেবীর পিতা "উপ্ল" আখুবগ্রামে বাস করিত। ললিতাপীড় তাহার কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অন্তঃপুরে আনয়ন করিয়াছিলেন। পদ্ম, উৎপল, কল্যাণ, মর্ম ও ধর্ম নামক মাতুলগণ বালক রাজার তত্ত্বাবধান ও রাজ্য পালন করিতেন। রাজজননী জয়াদেবী জয়েশ্বরমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার ভ্রাতাগণ রাজ্য করায়ত্ত করিয়াছিলেন ও রাজ্ঞীর আদেশ পালন করিতেন। জয়াপীড়ের সঞ্চিত ধনের অধিকাংশ তাঁহার পুত্র নষ্ট করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট অর্থ তাঁহার পুত্রের শ্যালকগণ অপহরণ করিল। সৌভাগ্যশালী ভ্রাতাগণ ভগিনীর সৌন্দর্যলব্ধ ঐশ্বর্য দীর্ঘকাল ভোগ করিয়াছিল। নীচবংশজাত ভ্রাতাগণ ভাগিনেয়ের বাল্যকাল অতিক্রান্ত দেখিয়া শঙ্কিত হইল। তাহারা রাজ্যলোলুপ হইয়া গোপনে পরামর্শ করিয়া ভাগিনেয় নরপতিকে অভিচার ক্রিয়াদ্বারা বিনাশ করিল। ভূপতি বারবৎসর রাজ্যপালন করিয়া মৃত্যুবরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতুলগণ পরস্পর বিদ্বেষ বশবর্তী হইয়া কাহাকেও রাজ্যদান করিল না। রাজ্যমধ্যে শক্তিশালী বলিয়া তাহারা উচ্চবংশজাত ব্যক্তিগণকে নামমাত্র সিংহাসন প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল।

অজিতাপীড়

রাজা বজ্রাদিত্যের ঔরসে ও রাজ্ঞী মেঘাবলীর গর্ভে ত্রিভুবনাপীড় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জ্যেষ্ঠ হইয়াও চক্রান্তকারী ছিলেন না বলিয়া রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই। জয়াদেবীর গর্ভে অজিতাপীড় নামে ইঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে; উৎপল সবলে ইঁহাকেই রাজপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহারা "দেড়াদি" গণনাস্থানের পঞ্চম গণনা স্থানের আয় হইতে রাজার অশন-বসনের ব্যয় নির্বাহ করিতেন। রাজা তাঁহাদের অধীনতায় থাকিয়া বিষম সমস্যায় পড়িলেন; তাঁহারা সকলে সমপদস্থ থাকেন ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিলনা, কারণ তিনি ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইলেন যে, একজনের সহিত আলাপ করিলে অপর সকলে অসন্তুষ্ট হইতেন। অজিতাপীড়ের শাসন সময়ে তাঁহারা সমস্ত রাজস্ব অপহরণ করিয়া নগর ও দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিলেন। উৎপল উৎপলস্বামী ও উৎপলপুর স্থাপন করিলেন; পদ্ম পদ্মস্বামী ও পদ্মপুর নির্মাণ করিলেন। পদ্মের পত্নী গুণশালিনী গুণাদেবী রাজধানীতে এক মঠ ও বিজয়েশ্বরে দ্বিতীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ধর্মপরায়ণ ধম্ম ধম্মস্বামী ও পুণ্যকর্মা কল্যাণবর্মা কল্যাণস্বামীকেশব স্থাপন করিলেন। মম্ম জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও ধনশালী ছিলেন। তিনি মম্মস্বামীর মন্দির নির্মাণ করিলেন ও কুম্ভ প্রতিষ্ঠা সময়ে পঁচাশি হাজার গোদান করিয়া প্রত্যেক গাভীর জন্য পাঁচ হাজার দীনার উপকরণ-স্বরূপ বিতরণ করিলেন। তাঁহাদের ধনরাশি সৎ অথবা অসৎ উপায়ে উপার্জিত হউক, সকলে তাঁহাদের দানশীলতায় সন্তুষ্ট হইয়াছিল। ৩৮৮৯ লৌকিকাব্দে ভাগিনেয় চিপ্পট-জয়াপীড় পরলোক গমন করিলে তাঁহারা ৩৯২৬ অব্দ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে রাজ্য পালন করিলেন। অনন্তর মম্ম ও উৎপলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল; এই যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাগণের দেহে বিতস্তার স্রোত রুদ্ধ হইয়াছিল। সুকবি শঙ্কুক এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া "ভুবনাভ্যুদয়" নামক কাব্য রচনা করিলেন। সূর্য যেরূপ নক্ষত্ররাজির প্রভা হরণ করে সেইরূপ মম্মপুত্র যশোবর্মা যুদ্ধের প্রারম্ভে বীরগণের দর্প দূর করিলেন।

অনঙ্গাপীড়

মম্মপ্রমুখ ব্যক্তিগণ অজিতাপীড়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া সংগ্রামাপীড়ের পুত্র অনঙ্গাপীড়কে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। উৎপলের পুত্র সুখবর্মা মম্মের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ও অনঙ্গাপীড়ের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

উৎপলাপীড়

তিন বৎসর মধ্যে উৎপলকের মৃত্যু হইলে সুখবর্মা অজিতাপীড়ের পুত্র উৎপলাপীড়কে রাজপদ প্রদান করিলেন। রত্ননামক ঐশ্বর্যশালী মন্ত্রী এই সময়ে রত্নস্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। নরপ্রমুখ বিচারপতিগণ বিমলাশ্বাগ্রাম ভোগ করিতেন। কার্কোটবংশীয় নৃপতিগণ প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইল ও উৎপলের বংশধরগণ প্রাধান্য লাভ করিল। সুখবর্মা স্বকীয় শক্তি প্রভাবে রাজতুল্য আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন ; তাঁহার আত্মীয় "শুঙ্ক" বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। অনন্তর শূর নামক মন্ত্রী সুখবর্মার পুত্র গুণবান অবন্তিবর্মাকেই রাজপদের উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন।

অবন্তি বর্মা

মন্ত্রিবর ৩৯৩১ লৌকিক অব্দে প্রজাবিদ্রোহ শান্ত করিবার নিমিত্ত উৎপলাপীড়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অবন্তিবর্মাকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। যে রাজসিংহাসনের আশায় পিতা ও পিতামহ বৃথা কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, পুণ্যকর্মা অবন্তিবর্মা তাহা বিনা আয়াসে প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর অবন্তিবর্মা অভিষেকবারি মস্তকে ধারণ করিলেন। তাঁহার কর্ণদ্বয় কুণ্ডলশোভিত ছিল ও লক্ষ্মীর আসনকমল বিমল রাজচ্ছত্ররূপে তাঁহার শোভা বর্ধিত করিল।

পঞ্চম তরঙ্গ

অবন্তিবর্মা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক করিলেন। তাঁহার কার্যকলাপ দেখিয়া সজ্জনগণ আনন্দিত হইলেন। নৃপতি ও অমাত্য পরস্পরের আদেশের আদানপ্রদান দ্বারা প্রভু ও ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। রাজা কৃতজ্ঞ ও ক্ষমাশীল, মন্ত্রী রাজভক্ত ও অহংকারশূন্য; এইরূপ সমাগম স্থায়ী হইলে পুণ্যের ফল বলিতে হইবে। রাজলক্ষ্মী লাভ করিয়া বুদ্ধিমান এবং বিবেকবান নরপতির আত্মবিস্মৃতি ঘটে নাই। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—লক্ষ্মী দুর্দমনীয় কামনা উৎপাদন করিয়া মহাত্মগণকে দূষিত করিয়া থাকেন। যিনি লক্ষ্মীর কৃপাপাত্র হইয়া পরে দুঃখানলে দগ্ধ হন নাই এরূপ ব্যক্তি বিরল। দীর্ঘকাল একত্রে বাস করিয়াও নির্মম লক্ষ্মী পরলোকগামীনির্বান্ধব পাথেয়শূন্য নৃপগণের অনুগমন করেন না। পরলোকগত ভূপতিগণ ভাণ্ডারস্থিত ভোগ্যবস্তু, বহুমূল্য দ্রব্যসকল ও স্বর্ণরাশির কেন অধিকাবী হইতে পারেন না? পূর্ববর্তী রাজাগণের ভুক্তোচ্ছিষ্ট পাত্রে তাঁহাদের পরবর্তীগণ কিরূপে নির্লজ্জ হইয়া ভোজন করিয়া থাকেন? মুমূর্ষু নৃপতির গলদেশে মুক্তামালা শোভিত ছিল। সেই অপবিত্র দ্রব্যে কাহার প্রীতি হইতে পারে? সমুদ্রের অগাধ জলরাশির মধ্যে থাকিলেও সমুদ্রকন্যা সর্বদাই মলদূষিতা। কিন্তু অগ্নিতে আহুতিদানের ন্যায় ইনি যখন উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত হন তখন অগ্নিপ্রবেশদ্বারা শুদ্ধা হরিণীর ন্যায় নির্মলতা লাভ করেন। রাজা এইরূপ ঠিক করিয়া সুবর্ণাদি চূর্ণ করিলেন ও স্বহস্তে ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। এক ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া "সাধু ভূপ" না বলিয়া "সাধু অবন্তিন্" বলিল। নৃপতি অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বহু ধন দান করিলেন। কৃতী অবন্তিবর্মা ধনরাশি অর্থিদিগকে দান করিলেন, রাজচিহ্নস্বরূপ ছত্র ও চামরদ্বয় অবশিষ্ট রহিল। বহু ধনশালী আত্মীয় রাজার বিপক্ষে দাঁড়াইলে রাজ্যলক্ষ্মী প্রথমতঃ তাঁহার দুঃখের কারণ হইলেন। তিনি বিদ্রোহী ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিলেন। বৎসলস্বভাব রাজা রাজ্য নির্বিঘ্ন করিয়া স্বজন ও সেবকগণ সহ রাজ্যসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। ভূপতি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শূরবর্মাকে

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। শূরবর্মা খ-ধূয়া ও হস্তিকর্ণ নামক দুইটি গ্রাম ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন ও শূরবর্মস্বামী নামে বিষ্ণুমূর্তি ও গোকুল নির্মাণ করিলেন। মহিমান্বিত শূরবর্মা পঞ্চহস্তা গ্রাম প্রদান ও মঠ নির্মাণ করিলেন। রাজার অপর ভ্রাতা সমর, চারিভাগে বিভক্ত কেশবমূর্তি ও সমরস্বামীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। শূরবর্মার কনিষ্ঠভ্রাতার পুত্রদ্বয় ধীর ও বিন্নপ নিজ নিজ নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। শূরের প্রধান দৌবারিক মহোদয় মহোদয়স্বামী নামে বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা করিলেন ও বিখ্যাত বৈয়াকরণ রামজ উপাধ্যায়কে তথায় ব্যাখ্যাতাপদে স্থাপিত করিলেন। নৃপতির অমাত্য প্রভাকর বর্মা প্রভাকরস্বামী নামক বিষ্ণুর মন্দির উৎসর্গ করিলেন। মন্ত্রিবর শূর বিদ্বান ব্যক্তিকে রাজসভায় সভ্যপদে নিযুক্ত করিয়া কাশ্মীর দেশে লুপ্তপ্রায় বিদ্যাকে পুনরায় প্রবর্তিত করিলেন। পণ্ডিতগণ প্রচুর অর্থ ও সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা রাজোচিত যানে আরোহণ করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিতেন। অবন্তিবর্মার রাজত্বকালে, মুক্তাকর্ণ, শিবস্বামী, কবি আনন্দবর্ধন ও রত্নাকর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মন্ত্রিমুখ্য শূরের সভায় বন্দনাকারী মন্দার তাঁহার সঙ্কল্প জাগরূক রাখিবার জন্য এই গাথা সর্বদা আবৃত্তি করিতেন—সম্পদ স্বভাবতঃ চঞ্চল, যতদিন আছে, পরোপকার সাধন করিবে। বিপদ সর্বদা নিকটে, কে জানে আবার কখন সময় আসিবে ? বহুমন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা মন্ত্রিবর সুরেশ্বরী ক্ষেত্রে হরপার্বতীর নামে স্থায়ী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। শূরেশ্বর মন্দির উৎসর্গের পর তপস্বিগণের অবস্থানের জন্য নিজের প্রাসাদতুল্য সুউচ্চ শূরমঠ নির্মাণ করিলেন। শূরনন্দন রত্নবর্ধন সুরেশ্বরী প্রাঙ্গণে ভূতেশ্বর-হর ও শূরমঠের অভ্যন্তরে মঠ নির্মাণ করিলেন। শূরপত্নী কাব্যদেবী সুরেশ্বরী ক্ষেত্রে কাব্যদেবীশ্বর সদাশিবের প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিদ্বেষশূন্য অবন্তিবর্মা সহোদরগণকে ও সপুত্র-মন্ত্রি শূরকে রাজোচিত অধিকার প্রদান করিলেন। ভূপতি মন্ত্রির মতানুবর্তী হইয়া মন্ত্রীকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন। তিনি অন্তরে আশৈশব বিষ্ণুর উপাসক ও বাহিরে শৈবমতাবলম্বী ছিলেন। নৃপতি রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্বে অবন্তিস্বামীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও রাজপদপ্রাপ্ত হইয়া অবন্তীশ্বরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বর, ভূতেশ ও বিজয়েশ মন্দিরে রাজা রৌপ্যময় পীঠত্রয় নির্মাণ করিলেন। মন্ত্রী রাজাকে অধিষ্ঠাতা দেবতার ন্যায় দেখিতেন। রাজার মঙ্গলের জন্য তাঁহার ধন, প্রাণ ও পুত্র কিছুই অদেয় ছিল না। একদা রাজা শিবপূজার জন্য ভূতেশ্বর মন্দিরে গমন করিলেন। তথায় রাজোচিত পূজার উপকরণ অর্পণ করিয়া দেখিলেন, দেব-পূজকগণ দেবতার পাদমূলে তিক্ত বন্য উৎপলশাক নৈবেদ্যরূপে স্থাপন করিয়াছে।

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল—লহর প্রদেশে ধন্বনামক বলবান ডামর আছেন। ইনি মন্ত্রী শূরের আশ্রিত ও পুত্রস্থানীয়। ইঁহার প্রতাপ অপ্রতিহত। ইনি দেবত্র গ্রামসকল হরণ করিয়াছেন। এই জন্য এই নৈবেদ্য প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা শূলরোগের ভান করিয়া, পুরোহিতগণের বাক্য শুনিয়াও শুনিলেন না ও অকস্মাৎ পূজা পরিত্যাগ করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেলেন। রাজার পূজাত্যাগ ও আকস্মিক শূলের আক্রমণ সহেতুক বিবেচনা করিয়া শূর কারণ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ক্রোধে ভূতেশ মন্দিরের নিকটস্থ সমাতৃচক্র ভৈরবের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং জনগণের প্রবেশ নিষেধ করিয়া কতিপয় অনুচর সহ তথায় অবস্থানপূর্বক ধন্বকে আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ দূত প্রেরণ করিলেন। নির্ভীক ধন্ব শূরসমীপে উপস্থিত হইল। তাহার সৈন্যের পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইল। তৎক্ষণাৎ শূর-প্রেরিত সশস্ত্র যোদ্ধাগণ ভৈরবের সমক্ষে ধন্বের মস্তক ছেদন করিল। শূর ধন্বের দেহ নিকটস্থ সরোবরে নিক্ষেপ করিয়া রাজার ক্রোধ দূর করিলেন ও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মন্ত্রী পুত্রস্থানীয় ধন্বের শিরশ্ছেদ করিয়াছেন শুনিয়া রাজার ক্রোধের উপশম হইল ও তিনি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। শূর রাজাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে রাজা "আমি সুস্থ আছি" বলিলেন ও শয্যা হইতে উঠিয়া পূজা সমাপন করিলেন। এইরূপে মন্ত্রিবর প্রাণপণে রাজার মঙ্গলসাধন করিতেন। এরূপ রাজা ও মন্ত্রী কেহ কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই। তাঁহাদের মধ্যে কখনও কোন মনোমালিন্য ঘটে নাই। নৃপতি মেঘবাহনের ন্যায় অবন্তিবর্মার রাজত্বকালেও দশ বৎসর প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সে সময়ে ভট্ট, কল্লট প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষগণ লোকানুগ্রহ প্রকাশের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনেক চরিতের মধ্যে একটি পবিত্র আখ্যান প্রসঙ্গতঃ বলিতেছি—

কাশ্মীরদেশে স্বল্পপরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত। ইহা বহু ক্ষুদ্র নদীতে পরিপূর্ণ ও মহাপদ্ম হ্রদের জলে প্লাবিত হইত। রাজা ললিতাদিত্যের প্রবল চেষ্টায় জলনিঃসরণের উপায় অবলম্বিত হইলে কিছু পরিমাণে শস্য লাভ হইত। জয়াপীড়ের পরবর্তী হীন রাজাদের রাজত্বকালে পূর্বের ন্যায় জলপ্লাবন হইল। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশে একখারি ধানের মূল্য দশ শত পঞ্চাশ দীনার। অবন্তিবর্মার পুণ্যফলে প্রাণিজগৎকে জীবিত রাখিবার জন্য অন্নপতি সূর্য স্বয়ং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। এই মহাত্মার জন্মবৃত্তান্ত অজ্ঞাত ছিল। তাঁহার অদ্ভুত কার্যকলাপে জগৎ বিস্মিত হইল। ইহা সপ্রমাণ হইল যে, তিনি অযোনিজ ছিলেন। পূর্বকালে সূয্যা নামে চণ্ডালী ঝাড়ুদ্বারা পথ পরিষ্কার করিবার সময়ে মুখঢাকা একটি নূতন

মাটির হাঁড়ি পাইয়াছিল। আবরণ খুলিয়া দেখিল, উহার মধ্যে পদ্মচক্ষু একটি শিশু শায়িত অবস্থায় নিজের হাতের আঙ্গুল চুষিতেছে। সে মনে করিল, কোন হতভাগিনী মাতা এই সুন্দর বালককে ত্যাগ করিয়াছে। স্নেহবশতঃ তাহার স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে। চণ্ডালী স্পর্শদ্বারা তাহাকে অপবিত্র না করিয়া শূদ্রজাতীয়া রমণীর গৃহে লালন পালনের জন্য রাখিয়া দিল। বুদ্ধিমান বালক ক্রমশঃ যৌবনে পদার্পণ করিল ও সূয্য নামে অভিহিত হইল। কিছু লেখাপড়া শিখিবার পর এক গৃহস্থের বালকগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিল। ব্রত স্নানাদি নিয়মদ্বারা সে সাধুগণের প্রিয় হইয়াছিল এবং তাহার বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া পণ্ডিতগণ সভামধ্যে তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। কথায় কথায় জলপ্লাবনের উল্লেখ হইলে সে বলিল, আমি প্লাবন নিবারণের উপায় জানি, কিন্তু আমি অর্থহীন। রাজা বিস্মিত হইয়া শুনিলেন যে, এই ব্যক্তি উন্মাদের ন্যায় সর্বদা সেই কথা বলিতেছে। রাজা তাহাকে ডাকিয়া সে কি বলিতেছে জিজ্ঞাসা করিলে সে পূর্বের ন্যায় 'আমি উপায় জানি' ইত্যাদি বলিল। রাজা তাহার বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য ধনভাণ্ডার তাহার আয়ত্ত করিলেন। সূয্য কোষাগার হইতে বহুসংখ্যক দীনার গ্রহণ করিয়া নৌকায় করিয়া মড়বরাজ্যে গমন করিল। জলমগ্ন নন্দক নামক গ্রামে এক ভাণ্ড দীনার নিক্ষেপ করিয়া সত্বর ফিরিয়া আসিল। সভ্যগণ তাহাকে প্রকৃত উন্মাদ বলিলেও রাজা ইহার শেষ দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইলেন। ক্রমরাজ্যে যক্ষোদর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া দুই হাতে দীনার রাশি নিক্ষেপ করিল। বিতস্তার উভয় তীরবর্তী পর্বত সমূহ হইতে পতিত শিলাখণ্ডসকল দ্বারা নদীর গতি রুদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহার জলরাশি বিপরীতগামী হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত দীনার অন্বেষণ-কারী গ্রামবাসিগণ পাষাণখণ্ডগুলি নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া নদীর গতিরোধ নিবারণ করিল। বুদ্ধিবলে দুই তিন দিনে বিতস্তার জলরাশি অন্যদিকে চালিত করিয়া নদীর একস্থান কর্মকার দ্বারা বাঁধিয়া দিল। অদ্ভুতকর্মা সূয্য পাষাণময় সেতুবন্ধনদ্বারা এক সপ্তাহ বিতস্তার গতিরোধ করিয়া নদীগর্ভ শিলাশূন্য করিল ও উভয়তীরে শিলাবন্ধ নির্মাণ করিয়া শিলাপতনের ভয় দূর করিয়া সেতু ভাঙ্গিয়া দিল। স্রোতনিরোধের পরে বিতস্তা সবেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইল। জলনিঃসৃত হইলে ভূমি কর্দমময় হইল ও মৎস্যসকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। বন্যাপ্রবাহের সময় যে যে স্থান ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সেই স্থানে নূতন নদীগর্ভ নির্মিত হইল। বহুশাখাযুক্ত বিতস্তা বহুফণাযুক্ত কৃষ্ণসর্প সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছিল। এই দুই মহানদী সিন্ধু ও বিতস্তা পূর্বে ত্রিগামীর বামে ও দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া বৈন্যস্বামীর মন্দিরের নিকটে মিলিত হইত; এখনও নগরের

সন্নিকটে সূয্যনির্দ্দিষ্ট সঙ্গমস্থল দৃষ্ট হয়। ইহা কল্পান্তকাল পর্যন্ত অক্ষয় থাকিবে। পূর্ব সঙ্গমস্থলের উভয়তীরে ফলপুর ও পরিহাসপুরস্থিত বিষ্ণুস্বামী ও বৈন্যস্বামীর মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। সূয্য সাতযোজন পর্যন্ত শিলাময় সেতু নির্মাণ করিয়া মহাপদ্মহ্রদের জলরাশি নিয়ন্ত্রিত করিল। মহাপদ্ম সরোবর হইতে বিতস্তা তীরবেগে সমুদ্রমুখে প্রবাহিত হইল। আদি বরাহের ন্যায় পৃথিবীকে জলরাশি হইতে উদ্ধার করিয়া বহু জনসমাকীর্ণ গ্রাম সকল স্থাপন করিল। জলপ্রবেশ নিবারণের জন্য সেতু নির্মিত হইলে গ্রামগুলি কুণ্ডের মত দেখাইত ও লোকে এই সকল গ্রামকে কুণ্ডল নামে অভিহিত করিত। শরৎকালে নদী ক্ষীণকলেবর হইলে জলহস্তীর বন্ধনস্তম্ভতুল্য বহুসংখ্যক কীলক দৃষ্টিগোচর হইত। জল নিঃসরণ হইলে জলে নিক্ষিপ্ত দীনার ভাণ্ড নন্দকগ্রামে শুষ্কভূমিতে দৃষ্টিপথে পতিত হইত। নানাশ্রেণীর মাটি পরীক্ষা করিয়া গ্রামগুলির জন্য নদীজলের এরূপ ব্যবস্থা করিল, যে গ্রামগুলিকে আর বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হইল না। প্রথমতঃ গ্রামগুলির জলসেচন করিয়া প্রত্যেক গ্রামের মৃত্তিকা আনয়ন করিল। কোন্ মৃত্তিকা কতদিনে শুষ্ক হয় পরীক্ষা করিয়া পুনরায় কতদিনে জলসেক করিতে হইবে নির্ধারণ করিল। অনন্তর প্রত্যেক গ্রামের জন্য জল-প্রণালীর আকার-প্রকার স্থির করিয়া অনূলা ও অন্যান্য নদীর জল এই কার্যে নিয়োজিত করিল। গ্রামগুলি শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হইল। কশ্যপ অথবা বলভদ্র যে উপকার করিতে পারেন নাই, সুকর্মা সূয্য অনায়াসে সেই কার্য সম্পন্ন করিল। জলপ্লাবন হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার, উপযুক্ত ব্রাহ্মণকে পৃথিবী দান, জলরাশিতে প্রস্তরময় সেতুবন্ধন ও কালিয়-নাগের দমন এই সকল কার্য বিষ্ণু চারি অবতারে সম্পাদন করিয়াছিলেন; কিন্তু সূয্য পূর্বজন্মের পুণ্যবলে ইহা একজন্মেই সম্পাদন করিল। পূর্বে দেশের সচ্ছল অবস্থায় একখারি ধান্যের মূল্য দুইশত দীনার ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয় অতঃপর একখারি ধান্যের মূল্য ছত্রিশ দীনার মাত্র হইল। যে স্থানে বিতস্তানদী মহাপদ্ম সরোবর হইতে নির্গত হইয়াছে, সূয্য তথায় স্বর্গতুল্য নগর নিজ নামে অভিহিত করিল ও এইরূপ নিয়ম করিল যে, কেহ কোন সময়ে এই সুবিশাল সরোবরে মৎস্য অথবা পক্ষী বধ করিতে পারিবে না। সূয্য সূয্যাকুণ্ডল নামে গ্রাম ব্রাহ্মণকে দান করিল ও মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সূয্যাসেতু নির্মাণ করিল। জল হইতে উদ্ধৃত ভূমিতে অবন্তিবর্মাপ্রমুখ নৃপতিগণ শত সহস্র গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। অবন্তিদেব মান্ধাতার ন্যায় পৃথিবী পালন করিতেন। তাঁহার ধর্মকার্য দেখিয়া বোধ হইত যেন, সত্যযুগ উপস্থিত হইয়াছে। যখন অবন্তিবর্মা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলেন, তখন তিনি জ্যেষ্ঠেশ্বরাধিষ্ঠিত

ত্রিপুর পর্বতের নিকটস্থ প্রদেশে গমন করিলেন। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া অন্তকালে কৃতাঞ্জলি হইয়া শূরকে অন্তরে চিরগুপ্ত বিষ্ণুভক্তির কথা প্রকাশ করিলেন। তিনি শেষ অবস্থায় গীতাপাঠ শ্রবণ ও বৈকুণ্ঠলোকের ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। নরপতি ঊনচল্লিশ শত ঊনষাট অব্দে আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পরলোক গমন করেন।

শঙ্করবর্মা

অনন্তর ধনগর্বিত উৎপলবংশীয়গণের মধ্যে অনেকের মনে রাজ্যলালসার সঞ্চার হইল। প্রতীহার রত্নবর্ধন বিশেষ যত্নে অবন্তিবর্মার পুত্র শঙ্করবর্মাকে সিংহাসনে স্থাপিত করিল। বিন্নপের অমাত্য কর্ণপ ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া শূরবর্মাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিল। রাজা ও যুবরাজের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে রাজ্য দোলার ন্যায় চঞ্চল হইল। এই যুদ্ধে শিবশক্তি প্রভৃতি বীরগণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রভুর কার্যসম্পাদনে আত্মবলি প্রদান করিল। শত্রুগণ অর্থ ও সম্মানের প্রলোভন দেখাইল কিন্তু তাহারা সাধু প্রকৃতির ছিল বলিয়া শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করিল না। অনুজীবিগণ প্রতারক ছিল না। তাহারা অর্থলোভে যুদ্ধ করিতে ঘৃণা প্রকাশ করিল। শঙ্করবর্মা তেজস্বী যুবরাজকে বহু কষ্টে পরাজিত করিলেন। সমরবর্মাদি প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাজিত করিলেন। অবশেষে রাজা দিগ্‌বিজয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে কাশ্মীর প্রদেশ ধনহীন ও জনহীন হইয়াছিল। নয় লক্ষ পদাতিক সৈন্য যুদ্ধযাত্রাকালে তাঁহার অনুগমন করিল। নগরের উপকণ্ঠে যাহারা তাঁহার শাসন অস্বীকার করিত তাহারা এবং অন্যান্য নৃপতিগণও তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিল। যেমন ক্ষুদ্রনদী-সকল মহানদীতে আসিয়া মিলিত হয় সেইরূপ নানা নরপতির সৈন্য রাজসেনার সহিত মিলিত হইল। দার্বাভিসারপতি ভয়হেতু নিজ সৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া পর্বতগুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন ; এই জন্য তাঁহার সৈন্যগণ মহতী সেনার সিংহনাদ শুনিতে পাইল না। রাজা গুর্জর প্রদেশ জয় করিতে মনঃস্থ করিয়া নয় লক্ষ পদাতিক, তিনশত হস্তী ও এক লক্ষ অশ্বারোহী সহ অগ্রসর হইয়া ত্রিগর্তবাসী পৃথিবীচন্দ্রকে অন্ধকারাবৃত করিয়া হাস্যাস্পদ করিলেন। পৃথিবীচন্দ্র পূর্বেই নিজপুত্র ভুবনচন্দ্রকে পণ প্রদান করিয়াছিল ও শঙ্করবর্মাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল। পৃথিবীচন্দ্র বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখিয়া বন্ধনভয়ে পলায়ন করিল। পুরাবিদ্‌গণ যাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্যের কথা অদ্যাপি বলিয়া থাকেন, যিনি ভীত নৃপতিগণের নিকট যমস্বরূপ প্রতীয়মান হইতেন, তিনি গুর্জরপতি

অলখানের রাজ্য উৎপাটিত করিয়া রাজ্যে দুঃখ আনয়ন করিলেন। গুর্জরপতি বিনয়প্রদর্শন করিয়া টক্ক দেশ ছাড়িয়া দিয়া নিজরাজ্য রক্ষা করিলেন। ভোজরাজ থক্কিয়বংশীয় রাজার রাজ্যহরণ করিয়াছিলেন। থক্কিয়বংশীয় রাজা শঙ্করবর্মার প্রতীহারপদ গ্রহণ করিলে শঙ্করবর্মা হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে ভোজরাজকে বাধ্য করিয়াছিলেন। অলখানের আশ্রয়দাতা শ্রীমান লল্লিয় সাহি উদভাণ্ডপুরে অবস্থান করিতেন। নৃপতিগণ সেই উদভাণ্ডপুরে নির্ভয়ে বাস করিতেন। রাজাদিগের মধ্যে সূর্যসদৃশ এই নৃপতি উত্তরাপথের রাজাদের মধ্যে স্বীয় তেজ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শঙ্করবর্মা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তাঁহার সেবা গ্রহণ করিলেন না। এইরূপে দিগ্‌বিজয় করিয়া নৃপতি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া পঞ্চসত্র নামক স্থানে স্বনামে নগর স্থাপন করিলেন। দেবরাজতুল্য নৃপতি ও মহিষী সুগন্ধা নগরে শঙ্করগৌরীশ ও সুগন্ধেশ নামক শিবমন্দিরদ্বয় স্থাপন করিলেন। নায়ক নামে এক ব্রাহ্মণ মন্দিরদ্বয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। ইনি চতুর্বিদ্যায় পারদর্শী ও সরস্বতীর আবাসস্থলস্বরূপ ছিলেন। হীনমনা নরপতি নিজ নগরের খ্যাতিবিস্তারের জন্য পরিহাসপুরের সার-পদার্থসকল অপহরণ করিলেন। মন্ত্রী রত্নবর্ধন নিজনামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। অনন্তর নরপতি অর্থলিপ্সার বশবর্তী হইয়া প্রজাপীড়নে ব্যাপৃত হইলেন। ব্যসনাসক্ত নৃপতির সর্বদা অর্থাভাব, তিনি নিপুণতার সহিত দেবত্র ও অন্যান্য সম্পত্তি হরণ করিলেন। দেবতার সম্পত্তি অপহরণকারী ভূপতি অট্টপতি ভাগ ও গৃহকৃত্য নামে দুইটি নূতন বিভাগ স্থাপন করিলেন। দেবগৃহে ধূপ, চন্দন ও তৈলাদি বিক্রয়লব্ধ অর্থের লাভের অংশ গ্রহণ করিতেন। পর্যবেক্ষণের ছলনায় চৌষট্টি দেবমন্দিরের সর্বস্ব অপহরণ করিলেন। তিনি দেবত্র গ্রামগুলিও অপহরণ করিলেন। তিনি সভ্যদিগকে খাদ্যদ্রব্য ও কম্বলাদির মূল্যস্বরূপ তাহাদের বার্ষিক বেতন খাদ্যদ্রব্যের ও কম্বলের মূল্য তিন ভাগ কম করিয়া দিলেন। যখন নৃপতি স্থানান্তরে থাকিতেন, তখন অনাগত ভারবাহিগণকে তদ্দেশীয় ভারমূল্য অনুসারে এক বৎসরের মূল্য দণ্ড করিতেন। পর বৎসর ঐ অপরাধ হইলে অপরাধী-দিগের স্বগ্রামবাসী নিরপরাধদিগকেও উক্তরূপ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতেন। এইরূপে তিনি বলপূর্বক ভারবহনপ্রথা প্রবর্তিত করিলেন। স্কন্ধ গ্রামবাসী কায়স্থগণের মাসিক বেতন ও অন্যান্য কর সংগ্রহদ্বারা গ্রাম সকল ধনশূন্য করিলেন। পরিমাণের কম বেশী গ্রামদণ্ড প্রভৃতি দ্বারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া গৃহের কাজে নিয়োগ করিলেন। তিনি পাঁচজন গণনাকারী ও একজন কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। মূঢ় নৃপতি এইরূপে ভাবী রাজাদের ও রাজপুরুষগণের উপকারের জন্য স্বয়ং নরকগামী হইলেন।

এই মণ্ডলমধ্যে ভূপতিগণের প্রভাব হানি ও বিদ্বানের অনাদরের কারণ শঙ্করবর্মা ভিন্ন আর কেহ নয়। মূর্খ নৃপতি দাসীপুত্র কায়স্থগণকে শক্তিশালী করিয়াছিলেন; তাহারা নির্দোষ জনসাধারণের সর্বস্ব অপহরণ করিয়া রাজার যশোরাশি বিনাশ করিল। শঙ্করবর্মার সময়ে রাজ্য কায়স্থগণের এরূপ অধীন হইয়াছিল যে, রাজা পরধন অপহরণকারী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন। একদা প্রজাগণের ভয়ংকর দুঃখ দেখিয়া দয়ালু কুমার গোপালবর্মা পিতা শঙ্করবর্মাকে বলিলেন, পিতঃ, আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, আপনি পূর্বে আমাকে বর প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি এ পর্যন্ত তাহা প্রার্থনা করি নাই, এখন তাহা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি কায়স্থগণের পরামর্শে যে সকল প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছেন তাহাতে প্রজাগণ শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে স্বাধীন নয়। প্রজাপীড়নদ্বারা আপনার ইহলোক বা পরলোক লাভের লেশও দেখিতেছিনা। অদৃষ্টের কথা কে বলিতে পারে? কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার ফল অমঙ্গলময় হইবে। প্রথমতঃ প্রজাগণের ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অশেষ বিপদরাশি, দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীপতির অর্থলালসা। দান ও মধুর বচন প্রভুর কার্যসিদ্ধির মূলমন্ত্র; কিন্তু লোভ প্রথমেই ইহাদের বিনাশ-সাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। যে নৃপতি অর্থব্যয়ের ভয়ে কার্যারম্ভ করিতে কাতর হন, উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার বিদ্রোহাচরণ করিয়া থাকে। যে রাজা অর্থদান দ্বারা প্রত্যুপকার না করেন, ভৃত্যগণ তাঁহার প্রিয়কার্য সম্পাদন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে। যে নৃপতি রাশীকৃত ধনসঞ্চয় করিয়া থাকেন, নিজপ্রজাগণ তাঁহার প্রাণহরণ করিতে সচেষ্ট হয়। হে প্রজানাথ, রাজসংবাহ নামক নূতন কর প্রত্যাহার করুন। লোভপ্রসূত এই কর প্রজাগণের সর্বনাশকর। কুমারের সৌজন্যপূর্ণ বচন শুনিয়া রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া ধীরভাবে বলিলেন, তোমার অন্যায়বিরোধী সৌজন্যময় বাক্য শুনিয়া আমার মনে অতীতকালের স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। হে বৎস, আমি যখন কুমার ছিলাম, আমার হৃদয় তোমার মত কোমল ও প্রজাবাৎসল্যে পূর্ণ ছিল। গ্রীষ্মকালে বর্ম ও শীতকালে সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধানপূর্বক নগ্নপদে পিতার সহিত ভ্রমণ করিতাম। মৃগয়াকালে আমি অশ্বের সহিত দৌড়াইতাম, আমার দেহ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইত। আমার সজলচক্ষু দেখিয়া নৃপতির অগ্রগামিগণ তাঁহাকে আমার বিষয় বলিলে পিতা তাহাদিগকে বলিতেন, আমি সামান্য অবস্থা হইতে রাজপদ পাইয়াছি ও সেবকগণের সেবা-পরিশ্রমের বিষয় জ্ঞাত আছি। এইরূপ দুঃখভোগ করিয়া রাজপদ পাইলে পরের কষ্ট বুঝিতে পারিবে। অন্যথা জন্মসূত্রে রাজা হইলে নিতান্ত অজ্ঞ হইয়া থাকিবে। পিতার নিকট এইরূপে শিক্ষা পাইয়াও আমি রাজ্যপ্রাপ্তির পর

প্রজাপীড়ন করিয়াছি। মানুষ ভূমিষ্ঠ হইয়া গর্ভবাসব্যথা ভুলিয়া যায়, রাজা রাজ্য পাইয়া পূর্বচিন্তা ভুলিয়া যায়। অতএব তুমি আমাকে এই বর প্রদান কর যে, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তুমি প্রজাগণকে ইহা অপেক্ষা অধিকতর পীড়ন করিবে না। রাজা ঈর্ষা সহকারে এইরূপ বলিলে রাজার পার্শ্বচরগণ হাস্য করিয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। কুমার লজ্জায় অধোবদন হইল। দানভয়ে নৃপতি গুণিগণের সহিত মিলিত হইতেন না, ভল্লট প্রভৃতি কবিগণ অতি দীন ভাবে জীবন যাপন করিতেন। রাজা সংস্কৃত ভাষা বলিতেন না, মত্তজনোচিত অপভ্রংশ ব্যবহার করিতেন, ইহাতে মনে হয় তিনি শুঁড়িকুলে জন্মিয়াছেন। বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করিয়া তিনি দার্বাভিসারের নৃপতি বীরবর নরবাহনকে রাত্রিকালে অনুচরগণের সহিত হত্যা করিলেন। প্রজার অভিশাপে কুপথগামী রাজার বিশ ত্রিশটি সন্তান বিনারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। প্রজার অমঙ্গলকারী রাজার বংশ, লক্ষ্মী, প্রাণ পত্নী ও নাম বিনষ্ট হইল। প্রজার অপকার করিয়াছিলেন বলিয়া এই রাজার নাম পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে। শঙ্করবর্মার স্থাপিত নগর বর্তমান সময়ে 'পত্তন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুখরাজের (মন্ত্রী) ভাগিনেয় দ্বাররক্ষক ছিল। অসাবধানতাবশতঃ সে বীরানকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন ও বীরানক জয় করিয়া দিগ্‌বিজয়মানসে উত্তরাপথ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সিন্ধুতীরস্থিত বহুদেশ জয় করিয়া ও ভয়াতুর নৃপতিগণকে স্ববশে আনিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। উরশা অতিক্রম-কালে সৈন্যনিবাস স্থাপন সময়ে সেই দেশবাসী জনগণের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল। পাহাড়ের চূড়া হইতে এক ক্ষিপ্রগামী বাণদ্বারা অসাবধান রাজার গলদেশ বিদ্ধ হইলে মুমূর্ষু রাজা মন্ত্রিগণকে সৈন্যগণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন ও স্বয়ং রথে আরোহণ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। দৃষ্টিহীন নৃপতিকে আলিঙ্গন করিয়া রাজ্ঞী সুগন্ধা তাঁহার নিকট রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা মহিষীর স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিলেন ও অতিকষ্টে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বান্ধববিহীন শিশু গোপাল বর্মাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। ৩৯৭৭ লৌকিক অব্দে ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষে সপ্তমী তিথিতে বিদ্ধ বাণ তুলিবার সময়ে পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুখরাজ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ সতর্ক হইয়া সৈন্যগণের সহিত শত্রুরাজ্য অতিক্রম করিয়া মিথ্যা কথা প্রচারদ্বারা রাজার মৃত্যু গোপন করিল। ছয়দিন পরে স্বরাজ্যের অন্তর্গত বোল্ল্যাসকে উপস্থিত হইলে তাহাদের ভয় দূরীভূত হইল ও নরপতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সুরেন্দ্রবতী ও অন্য রাজ্ঞীদ্বয় সহমৃতা হইলেন

এবং কৃতজ্ঞ জয়সিংহ এবং লাড ও বজ্রসার নামে ভৃত্যদ্বয় রাজার চিতায় আরোহণ করিল।

গোপালবর্মা

ধার্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ গোপালবর্মা রাজ্ঞী সুগন্ধার তত্ত্বাবধানে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। বিধবা রাজমাতা ভোগলালসায় উন্মত্ত হইয়া মন্ত্রী প্রভাকর-দেবকে অনুগ্রহভাজন করিলেন ও তাহার প্রণয়ে পরমপ্রীতিলাভ করিয়া তাহাকে অর্থ, পদ ও প্রেম প্রদান করিলেন। অনুরাগিনী রাজমাতার কোষাধ্যক্ষ প্রভাকরদেব রাজকোষের অর্থসাহায্যে শাহিরাজ্য উদভাণ্ডপুর জয় করিলেন। বিদ্রোহী শাহির রাজ্য লল্লিয়পুত্র তোরমানকে প্রদান করিয়া তাহাকে কমলুক নামে অভিহিত করিলেন। প্রভাকরদেব জয়লাভ করিয়া অহঙ্কারী হইলেন ও প্রতিদিন বীরপুরুষগণের অপমান করিতে লাগিলেন। বেশ্যাগৃহে গমনের ন্যায় মন্ত্রী রাজপুরীতে প্রবেশ করিলে অপরের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইত। রাজা ক্রমশঃ এই বিবরণ অবগত হইলেন। ধন ও মানের অপহরণকারী কোষাধ্যক্ষ রাজার চক্ষুঃশূল হইল। নরপতি ভাণ্ডারের ধন গণনা করিতে উদ্যত হইলে সে বলিল শাহিযুদ্ধে অবশিষ্ট ধন ব্যয়িত হইয়াছে। ধনাধ্যক্ষ ভীত হইয়া রাজার প্রাণনাশ করিবার জন্য মিত্র রামদেবকে অভিচার ক্রিয়ায় নিযুক্ত করিল। রাজা দুই বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই কুকর্ম প্রকাশিত হইলে রামদেব রাজদণ্ড ভয়ে আকুল হইয়া আত্মহত্যা করিল। গোপালবর্মার ভ্রাতা সঙ্কট সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দশদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। শঙ্করবর্মার বংশধর না থাকায় প্রজাগণের প্রার্থনায় রাজ্ঞী সুগন্ধা রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। রাজ্ঞী ধর্মবৃদ্ধির জন্য গোপালপুর, গোপালমঠ, গোপালকেশব মন্দির ও নিজনামে নগর স্থাপন করিলেন। সদ্বংশজা গোপালবর্মমহিষী বালিকা নন্দা স্বনামে মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। গোপালবর্মার অন্যপত্নী জয়লক্ষ্মী গর্ভবতী ছিলেন। শাশুড়ী সুগন্ধা বংশরক্ষার উপায় দেখিয়া আশান্বিতা হইলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল ও সুগন্ধা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া আপনার আত্মীয়গণের মধ্যে একজনকে রাজ্য দিতে ইচ্ছা করিলেন। একদা রাজ্ঞী যোগ্যব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিবার জন্য মন্ত্রী সামন্ত, একাঙ্গ ও তন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবন্তিবর্মার বংশধর না থাকায় সুখবর্মার পুত্র নির্জিতবর্মাকে সিংহাসন দান করিতে ইচ্ছা করিলেন। নির্জিতবর্মা সুগন্ধার আত্মীয়া গগ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন

মন্ত্রী বলিলেন, পঙ্গু নামধারী ব্যক্তি কিরূপে রাজপদ পাইবে? সে সমস্ত রাত্রি ইন্দ্রিয়সেবায় আসক্ত থাকে ও দিবাভাগ নিদ্রায় যাপন করে। মন্ত্রিগণ রাজ্ঞীর প্রস্তাবের সমালোচনা করিতেছিলেন এমন সময়ে তন্ত্রিগণ একমত হইয়া নির্জিতবর্মার দশবৎসর বয়স্ক পুত্র পার্থকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। তাহারা সুগন্ধাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অপমানকারী কোষাধ্যক্ষের কটুবাক্যের প্রায়শ্চিত্ত হইল মনে করিল। রাজ্যচ্যুতা সুগন্ধা অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ শত্রুর সহিত মিলিত হইয়াছে। ৩৯৮৯ লৌকিক অব্দে একাঙ্গ সৈন্যগণ একত্র হইয়া হুষ্কপুর হইতে সুগন্ধাকে পুনরায় আনয়ন করিল। চৈত্রমাসের শেষে রাজ্ঞীর আগমন শুনিয়া পার্থদলভুক্ত তন্ত্রিগণ যুদ্ধযাত্রা করিল। ৩৯৯০ লৌকিক অব্দে তাহারা একাঙ্গগণকে পরাজিত করিল ও পলায়মানা রাজ্ঞীকে বন্দী করিল। তাহারা নিষ্পালক বিহারে রাজ্ঞীকে হত্যা করিল।

অনন্তর এই সুখময় প্রদেশে অনর্থ পরম্পরা উপস্থিত হইল। চারিদিকে ধন জন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বালক নৃপতি পার্থের পিতা পঙ্গু, পালকের কার্য করিতেন। তিনি মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া উৎকোচ গ্রহণদ্বারা প্রজাগণকে উৎপীড়িত করিতেন। মন্ত্রী মেরুবর্ধন স্বীয় নামে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার পুত্রগণ প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া বহু ধন উপার্জন করিল। তাহারা গোপনে বিদ্রোহের পরামর্শ করিল কিন্তু সিংহাসন প্রাপ্তির ইচ্ছা গোপন রাখিল। তাহাদের জ্যেষ্ঠ শঙ্করবর্ধন সুগন্ধাদিত্যের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করিল। এই সময় প্রজাগণ বিপন্ন হইলে প্রবল বন্যায় শরৎকালীন শস্য নষ্ট হইল। ৩৯৯৩ লৌকিক অব্দে একখারী ধানের মূল্য হইল সহস্র দীনার। ভীষণ দুর্ভিক্ষে বহু লোকক্ষয় হইতে লাগিল। বিতস্তার বর্ধিত জলরাশি অসংখ্য শবে এরূপ পূর্ণ হইয়াছিল যে, আর জল দেখা যাইত না। সমগ্র রাজ্য শবকঙ্কালে আচ্ছাদিত হইয়া এক ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল। মন্ত্রিগণ ও তন্ত্রিসকল অত্যধিক মূল্যে ধান্য বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিল। এইরূপ অবস্থায় কাপুরুষ পঙ্গু জনগণের দুঃখে দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বীয় প্রাসাদে অবস্থান করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। সে সময়ে তুঞ্জীন, চন্দ্রাপীড় প্রভৃতি রাজগণের প্রিয় প্রজাসকলও এইরূপে রাজরাক্ষসের দোষে বিপদগ্রস্ত হইল। কখন পিতার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া পুত্র পার্থ প্রাধান্য লাভ করিতেন, আবার কখন পিতা তন্ত্রিগণের সাহায্যে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিতেন। যুবা সুগন্ধাদিত্য গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা পঙ্গুর পত্নীগণকে প্রীত করিলেন। রাজ্ঞী বপ্পটদেবী তাঁহার উপর প্রীত হইয়া

তাঁহাকে প্রচুর অর্থদান করিলেন। মেরুবর্ধনের পুত্রগণ আধিপত্যলাভের আশায় সুন্দরী ভগিনী মৃগাঙ্কবতীকে পঙ্গুর হস্তে অর্পণ করিল। মৃগাঙ্কবতী স্ব-ইচ্ছায় সুগন্ধাদিত্যের সহিত প্রেমপাশে আবদ্ধা হইলেন। দরিদ্র ব্যক্তির দুই পত্নী যেমন পর্যায়ক্রমে একপাত্রে ভোজন করে, সেইরূপ সুগন্ধ্যাদিত্য প্রতিদিন উভয় রাজ্ঞীর সেবা করিতে লাগিলেন। পুত্রদ্বয়ের রাজ্যলাভের জন্য উভয়ে স্ব স্ব মন্ত্রীকে অর্থ ও দেহদান করিলেন। ৩৯৯৪ লৌকিক অব্দের পৌষ মাসে তন্ত্রিগণ পার্থকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পঙ্গুকে সিংহাসন প্রদান করিল। ৩৯৯৮ লৌকিক অব্দে পঙ্গু ইহলোক ত্যাগ করিলে তাঁহার শিশুপুত্র চক্রবর্মা রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। পদাতিক তন্ত্রিগণ পিতৃরাজ্য-লিপ্‌সু পার্থের পক্ষ অবলম্বন করিয়া একাঙ্গগণের সহিত যুদ্ধ করিল। শিশু নৃপতি চক্রবর্মা কিছুকাল মাতা বপ্পটদেবীর নিকট থাকিয়া পরে মাতামহী ক্ষিল্লিকার নিকটে দশবৎসর পালিত হইলেন। নবমবর্ষে তন্ত্রিগণ চক্রবর্মাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মৃগাঙ্কবতীর গর্ভজাত শূরবর্মাকে রাজ্যপ্রদান করিল। মাতুল ও অমাত্যগণ স্ব স্ব স্বার্থে তৎপর হইয়া তন্ত্রিগণের প্রাপ্য অর্থ প্রদান করিল না। তাহাতে তাহারা শূরবর্মার রাজ্যভ্রংশের কারণ হইল। শূরবর্মা তন্ত্রিগণকে অর্থদান করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাদের অপ্রিয় হইলেন। তন্ত্রিসৈন্যগণ এক বৎসর পরে শূরবর্মাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দানশীল পার্থকে রাজপদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিল। পার্থের অনুগৃহীতা সাম্বরতী নাম্নী গণিকা সাম্বেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠা করিল। সে তন্ত্রিসৈন্যের সহিত সদ্ভাবে ছিল। ৪০১১ লৌকিক অব্দের আষাঢ়মাসে চক্রবর্মা প্রচুর ধনদান দ্বারা পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

মেরুবর্ধনের পুত্রগণ চক্রান্তদ্বারা পার্থ ও অপর নৃপতিগণকে রাজ্যচ্যুত করিল। তিনি শঙ্করবর্ধনকে অক্ষপটলের অধিপতি এবং দাম্ভিক ও অসাধু শম্ভুবর্ধনকে গৃহকৃত্যের অধিকারী নিযুক্ত করিলেন। নৃপতি ধনাভাব বশতঃ তন্ত্রিসৈন্যের প্রাপ্য অর্থ দিতে অসমর্থ হইয়া ভয়ে সেই বৎসর পৌষ মাসে পলায়ন করিলেন। তিনি মড়ব রাজ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শঙ্করবর্ধন রাজ্যাভিলাষী হইয়া শম্ভুবর্ধনকে দূতরূপে তন্ত্রিগণের নিকট প্রেরণ করিলেন। শম্ভুবর্ধন অনেক উৎকোচ অঙ্গীকার করিয়া তাহাদের সাহায্যে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। একদা রাজ্যহারা চক্রবর্মা রাত্রিকালে শ্রীচক্রবাসী ডামরশ্রেষ্ঠ সংগ্রামের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ডামর আগন্তুকের দেহকান্তি দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিল ও সসম্ভ্রমে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণামপূর্বক তাঁহাকে স্বীয় আসনে বসাইল। চক্রবর্মা রাজ্যভ্রংশের বিবরণ বর্ণনা করিলেন। ডামর সবিনয়ে তাঁহাকে বলিল, হে রাজন্, যুদ্ধক্ষেত্রে তন্ত্রিগণ তৃণতুল্য; আপনার কোন্ কার্য সাধন করিতে আমার সামর্থ্য নাই?

কিন্তু আপনি রাজ্য পাইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবেন। সাফল্য লাভের পর মহীপতিগণ উপকার বিস্মৃত হইয়া থাকেন। যদি আপনি আমাদের সহিত সর্বদা সদ্ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, আমি প্রভাতে সসৈন্যে আপনার অগ্রগামী হইব। রাজা ইহা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন ও ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—আপনারা আমার প্রথম সাহায্যকারী, আমি আপনাদিগকে আমার প্রাণতুল্য রক্ষা করিব। অতঃপর নৃপতি ও ডামর রক্তাক্ত মেষচর্মে পাদস্থাপনপূর্বক খড়্গহস্তে কোশচুম্বন করিয়া শপথ করিলেন। প্রত্যূষে চক্রবর্মা বহুসংখ্যক ভীষণ ডামরগণের সহিত নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই সময় তন্ত্রিসকল শংকরবর্ধনের নেতৃত্বে চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। পদ্মপুরের বহির্ভাগে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে চক্রবর্মা বেগে অশ্বচালনা করিয়া সর্বাগ্রে শঙ্করবর্ধনকে নিহত করিলেন। সেনাপতি নিহত হইলে তন্ত্রিসেনা সমুদ্রমধ্যে বাত্যাহত নৌকার ন্যায় শতদিকে ধাবিত হইল। নৃপতি বেগে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের গতিরোধ ও খড়্গাঘাতে শিরশ্ছেদন করিলেন। তিনি অল্পকালমধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঁচ-ছয় হাজার তন্ত্রীকে নিহত করিলেন। অনন্তর দ্বিতীয় দিবসে বীর শম্ভুবর্ধন বিচ্ছিন্ন তন্ত্রিসৈন্য একত্র করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলে বিজয়ী চক্রবর্মা সামন্তসমূহ, মন্ত্রিগণ ও একাঙ্গ-বৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। নৃপতি সানন্দে সিংহাসনে আরোহণ করিলে ভূভট নামে এক ব্যক্তি শম্ভুবর্ধনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তথায় লইয়া আসিল। পাপিষ্ঠ ভূভট স্বীয় ভক্তি প্রদর্শনের জন্য নৃপতির সমক্ষে শম্ভুবর্ধনকে চণ্ডালের মত হত্যা করিল। চক্রবর্মা ক্রমশঃ রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া নিতান্ত গর্বিত হইলেন ও নিষ্ঠুর আচরণ আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বীয় বিক্রমের প্রশংসা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। ধূর্ত চারণ ও চাটুকারগণ তাঁহার প্রিয় পাত্র হইল। একদা রঙ্গ নামে ডোমজাতীয় বিখ্যাত বৈদেশিক গায়ক রাজদর্শনের আদেশ প্রাপ্ত হইল। বিবিধ অলংকার ভূষিতা কন্যাদ্বয়ের সহিত "রঙ্গ" সভামধ্যে প্রবেশ করিল। সভাসদগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহাদিগকে (হংসী এবং নাগলতাকে) দেখিবার জন্য স্থির হইয়া অবস্থান করিতেছিল। গায়কগণ নৃপতির গুণগান করিতে লাগিল ও "জয় হউক" "জীবিত থাকুন" ইত্যাদি কোলাহলে সভাগৃহ মুখরিত হইল। তাহারা একই সুরে গান করিতে লাগিল। তাহাদের ভ্রূ ও নেত্রসঞ্চালন দেখিয়া নৃপতি তাম্বূলচর্বণ পরিত্যাগপূর্বক নিস্পন্দ হইয়া একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। গায়িকাদ্বয় রাজার ভাবাবেশ লক্ষ্য করিয়া বিলাসময় হাস্যদ্বারা সৌন্দর্য সমধিক বর্ধিত করিয়া মধুরস্বরে গান করিতে লাগিল। রাজা ও গায়িকাদ্বয়ের চিত্ত পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইলে দৃষ্টি বিনিময়ের দ্বারা যেন আলাপকার্য সাধিত হইল।

গণিকার অনুরাগ, ইন্দ্রধনুর প্রকাশ, হরিদ্রারসের রং ও সুমিষ্ট কণ্ঠের গীতধ্বনি মনোহারী বটে, কিন্তু ইহাদের সৌন্দর্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। চণ্ডালকন্যাদ্বয়কে প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভূপতির অনুরাগ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে না দেখিয়া সুখবোধ করিতেন না। একদা শয্যাপার্শ্বে গান করিতে করিতে তাহারা সহসা নৃপতির মুখ-চুম্বন করিয়া তাঁহাকে সুরত (রতিক্রীড়া) সুখের আস্বাদ প্রদান করিল। নৃপতি অনুরাগে অন্ধ হইয়া হংসীকে মহাদেবী করিলেন। যাহারা হংসীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিত, তাহারা সভাসদের পদ প্রাপ্ত হইত। চণ্ডালগণের মধ্যে চতুর ব্যক্তিগণ মন্ত্রীর ন্যায় রাজকার্য করিত। দস্যুগণ যাঁহার মন্ত্রী, চণ্ডালী যাঁহার মহিষী ও চণ্ডালগণ যাঁহার মিত্র, সেই নৃপতি চক্রবর্মার কোন্ অলৌকিক কার্যসাধন অবশিষ্ট রহিল? চণ্ডালী ঋতুস্নানান্তে শোণিতলিপ্ত স্বীয় বসন বিতরণ করিত, মন্ত্রিবর্গ তাহাদ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিয়া সগর্বে সভায় প্রবেশ করিত। কেহ কেহ রাজার অসন্তোষের ভয় না করিয়া চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। সে সময়ে দেবতাগণ কাশ্মীর প্রদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে চণ্ডালী কিরূপে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিল? তিলদ্বাদশী উৎসব উপলক্ষে চণ্ডালী বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিলে কেবল অভিমানী ডামরগণ তাহার অনুগমন করে নাই। রাজাজ্ঞার ন্যায় ডোমগণের আজ্ঞা কেহই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইত না। নৃপতি রঙ্গকে হেলুগ্রাম দান করিলেন, কিন্তু পট্ট (রাজকীয় সনদ) লিখিতে বিলম্ব হইলে রঙ্গ ক্রুদ্ধ হইয়া অধিকারীকে বলিল, রে দাসীপুত্র, 'রঙ্গকে হেলুগ্রাম দত্ত হইল' এই কথা কেন তুমি লিখিতেছ না? রঙ্গের ভ্রূভঙ্গে ভীত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পট্ট লিখিয়া দিলেন। পবিত্রস্পর্শদ্বারা অপবিত্র স্পর্শ জনিত পাপ পরিহার করিবার জন্য দুষ্ট রাজা একমাস উপবাসী ব্রাহ্মণের পত্নীর সতীত্ব হরণ করিল। এই সময়ে কতিপয় ব্রাহ্মণ রাজা অপেক্ষা অধিকতর পাপী ছিল। তাহারা প্রাসাদে ভোজন করিত ও রাজার নিকট দান গ্রহণ করিত। পাপিষ্ঠ চক্রবর্মা পাশুপতদিগের জন্য চক্রমঠ প্রতিষ্ঠা করিল। তাঁহার মৃত্যুসময়ে মঠ অর্ধ নির্মিত হইয়াছিল; তাঁহার পত্নী ইহার নির্মাণ শেষ করিয়াছিলেন। চণ্ডালীগামী নরপতি পূর্ব উপকার ভুলিয়া গিয়া নিরপরাধ বিশ্বস্ত ডামরগণকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করিলেন। কতিপয় ডামর তস্কর রাজার বিশ্বাস-ভাজন ছিল। তাহারা শত্রুদমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল। একদা রাত্রিকালে রাজা নিরস্ত্র হইয়া চণ্ডালীর শয়নকক্ষের নিকটবর্তী শৌচগৃহে গমন করিলে তাহারা সুযোগ বুঝিয়া চারিদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষতবিক্ষত দেহ হইতে রক্ত

ঝরিতে লাগিল। তিনি বেগে ধাবিত হইয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া অস্ত্র খুঁজিতে লাগিলেন। হত্যাকারিগণ তাঁহার অনুগমন করিল। চণ্ডালকন্যা রোদন করিতে করিতে নিরস্ত্র রাজাকে বক্ষে ধারণ করিল, ডামরগণ তাঁহাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিল। রাজ্ঞীগণের কথায় তাহারা মুমূর্ষু রাজার দুই জানু শিলাখণ্ডদ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল। ৪০১৩ লৌকিক অব্দের জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। অনন্তর পার্থের পুত্র উন্মত্তাবন্তি দুষ্ট মন্ত্রিগণের সাহায্যে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই নরপতি পাপকার্যে চক্রবর্মাকেও পরাস্ত করিল। এই নৃপরাক্ষস পিতৃকুলের ধ্বংস সাধন করিল। পর্বগুপ্ত তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। এই ব্যক্তি উলঙ্গ অবস্থায় সভামধ্যে নৃত্য করিত। সে মনের মধ্যে রাজ্যপ্রাপ্তির আশা পোষণ করিত। সে ভূভট্ট প্রভৃতি পাঁচজন মন্ত্রীর সহিত কোশচুম্বন করিয়া শপথ গ্রহণপূর্বক মিত্রতা স্থাপন করিল। ডামর সংগ্রামের গৃহে রক্ক নামক এক ব্রাহ্মণ বীরপুরুষ বাস করিত। সে গবাক্ষা হ্রদে লক্ষ্মীদেবীর দর্শন লাভ করিয়াছিল। রাজা তাহাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে উন্নীত করিলেন। রক্ক জয়াদেবী নামে লক্ষ্মীমূর্তি স্থাপিত করিল। ধূর্ত পর্বগুপ্তের পরামর্শ অনুসারে রাজা রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া কুলক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হৃতসর্বস্ব পার্থ জয়েন্দ্র বিহারে সস্ত্রীক বাস করিতেন। শ্রমণগণ তাঁহাদের অন্নবস্ত্র যোগাইত। শঙ্করবর্মা ও তাঁহার ভ্রাতাগণ কারারুদ্ধ অবস্থায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেন। উন্মত্তাবন্তি পিতা পার্থকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। যে সকল মন্ত্রী এই প্রস্তাবে সম্মতি দিল তাহারা পুরস্কৃত হইল এবং অপর মন্ত্রিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। একদা রাত্রিকালে অমাত্যগণ, সামন্ত সকল, তন্ত্রিগণ, কায়স্থবর্গ ও সৈন্য সকল রাজাজ্ঞায় পার্থকে ঘিরিয়া ফেলিল। শীর্ণদেহা পার্থপত্নী জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া দ্বারদেশ আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কুমুদপ্রমুখ রাজার প্রিয়পাত্রগণ রাজমাতাকে হত্যা করিয়া পার্থকে গৃহ হইতে বাহিরে টানিয়া আনিল। প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল। তাঁহার মুখে হাহাকার ধ্বনি, সর্বাঙ্গ অনাবৃত। তাহারা চণ্ডালের ন্যায় তাঁহাকে বধ করিল। প্রভাতে পিতামাতার নিধনবার্তা শুনিয়া রাজা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সচিবগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন ও নিহত পিতামাতার অবস্থা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

রাজপুরুষগণ 'আমি এই অঙ্গে আঘাত করিয়াছি' বলিয়া রাজার সম্মুখে নিজ নিজ বীরত্ব দেখাইল। পর্বগুপ্তের পুত্র দেবগুপ্ত পিতার পরামর্শে পার্থের মৃতদেহে ছোট ক্ষুরের দ্বারা আঘাত করিল। ইহাতে উন্মত্তাবন্তি প্রীত হইয়া বহুক্ষণ হাস্য করিতে লাগিল। চক্রবর্মার মৃত্যুর পর ডামরগণ দেশ লুণ্ঠন করিল;

কিন্তু এখন পাপাত্মা কায়স্থগণ অধিকতর নিষ্ঠুরতার সহিত প্রজাপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কুমন্ত্রিগণের পরামর্শে রাজা যুবতী রমণীর বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র অভ্যাস করিতেন। গর্ভস্থ শিশু দেখিবার জন্য গর্ভিণীর উদর বিদারণ করিতেন। শরীরের দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য শ্রমজীবিগণের অঙ্গচ্ছেদন করিতেন। হত্যার ভয়ে অথবা লোভবশে অনেক ব্রাহ্মণ এই অধম রাজার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিত। কালক্রমে রাজা পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। পাপিষ্ঠ রাজার রোগযন্ত্রণা দেখিয়া প্রজাগণ এমনকি চৌদ্দজন মহিষীও আনন্দ প্রকাশ করিল। পিতৃহন্তা রাজার নরক নিকটবর্তী জানিয়া অন্তঃপুরের দাসীগণ অন্যস্থান হইতে এক শিশু আনিয়া রাজকুমার বলিয়া মিথ্যা ঘোষণা করিয়া দিল। শিশু শূরবর্মা মুমূর্ষু উন্মত্তাবন্তির আদেশ অনুসারে মন্ত্রী, তন্ত্রী, সামন্ত ও একাঙ্গগণের তত্ত্বাবধানে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। কম্পনাধিপতি কমলবর্ধন রাজার বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি মড়ব রাজ্যে বাস করিতেছিলেন। ৪০১৫ লৌকিক অব্দের আষাঢ় মাসে প্রজাগণের পুণ্যবলে রাজা পরলোক গমন করিলেন।

শূরবর্মা

আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীতে শিশু রাজা শূরবর্মা জয়স্বামী দর্শন করিতে গমন করিলেন। কমলবর্ধন চরের মুখে সংবাদ পাইয়া সামন্তগণের সহিত নগরের নিকটে উপস্থিত হইল। একাঙ্গ, তন্ত্রী, সামন্ত ও অশ্বারোহিগণ নগর প্রবেশকালে সসৈন্যে কমলবর্ধনের গতিরোধ করিল। পথিমধ্যে বিরোধী ডামর সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া কমলবর্ধন ক্লান্ত হইয়াছিল। তথাপি বাহুবলে শত্রুগণকে পরাজিত করিল। অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে বিপক্ষের সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পরাস্ত করিয়া বিনাবাধায় প্রাসাদে প্রবেশ করিল। কমলবর্ধনের জয়লাভের সংবাদ শুনিয়া রাজার সৈন্যগণ পলায়ন করিল। রাজমাতা শিশুপুত্রকে লইয়া অন্যস্থানে চলিয়া গেলেন। কমলবর্ধন রাজসিংহাসন অধিকার করিল না। নীতিজ্ঞানশূন্য কমলবর্ধন সেদিন স্বগৃহে গমন করিল ও পরদিবস রাজ্যলালসায় ব্রাহ্মণগণকে সভাস্থলে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে বলিল, আপনারা শৌর্যসম্পন্ন পূর্ণবয়স্ক স্বদেশবাসী এক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করুন। মূর্খ কমলবর্ধন ভাবিল ব্রাহ্মণগণ তাহার বীরত্ব দেখিয়া তাহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবে। রাজপদ প্রদান সম্বন্ধে বহুক্ষণ বাদ-বিতণ্ডা চলিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না।

সকলে একমত না হওয়ায় কাহারও অভিষেক হইল না। যখন কমলবর্ধন নিজ নাম উল্লেখ করিল তখন ব্রাহ্মণগণ ইষ্টকাঘাতে তাহাকে দূর করিয়া দিল। এইরূপে পাঁচ-ছয় দিন অতীত হইলে তীর্থস্থানের পুরোহিতগণ বাদ্যভাণ্ডসহ ছত্র পতাকা শোভিত হইয়া হস্তী অশ্ব ইত্যাদি বাহনগণের উপর আসন স্থাপন করিয়া নগরে উপস্থিত হইল। কমলবর্ধন রাজলক্ষ্মী পরহস্তগতা দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইল। উন্মত্তাবন্তির মহিষী শিশুপুত্রের জন্য রাজ্যার্থিনী হইয়া উপবাসী পুরোহিতগণের নিকট রাজপুরুষ প্রেরণ করিলেন। পিশাচকপুর গ্রামে বীরদেব নামে এক গৃহস্থ বাস করিত। তাহার পুত্রের নাম কামদেব। কামদেব কিছু শিক্ষা পাইয়াছিল ও নানাগুণে বিভূষিত ছিল। সে মেরুবর্ধনের বালকগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিল ও কালক্রমে কোষাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইল। ইঁহার পুত্র প্রভাকরদেব শঙ্করবর্মার রাজত্বকালে কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিল ও রাজ্ঞী সুগন্ধার গুপ্তপ্রণয়ী ছিল। ইহার পুত্র যশস্কর পরম বিদ্বান ছিল, কিন্তু লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিদ্বেষবশতঃ অথবা রাষ্ট্রবিপ্লবহেতু অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া বন্ধু ফাল্গুনকের সহিত অন্যদেশে গমন করিল। তথায় সুখের স্বপ্ন দেখিয়া ও তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আশীর্বাদে সন্তুষ্ট হইয়া ভবিষ্যৎ সুখের আশায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল। রাজ্ঞীর দূতগণ যশস্করকে সুবক্তা দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণগণের নিকটে লইয়া গেল। তাহাকে দৈবাৎ দেখিয়া সকলে একমত হইয়া 'এই ব্যক্তি রাজা হউক' এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ যশস্করকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। যে যশস্কর অল্পকালপূর্বে সাধারণলোকের ন্যায় একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিল, সাম্রাজ্য প্রাপ্তির পর তাঁহাকে দেখিবার জন্য পুরবাসিনী রমণীগণ লোচনকমল দ্বারা রাজপথ অলংকৃত করিল। প্রাসাদে গমনকালে হরিণনয়না রমণীগণ নূতন রাজার প্রতি আশীর্বাদ বাক্য উচ্চারণ করিল। জ্ঞানিগণ বুঝিলেন, ইনি প্রজাপালনে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। নূতন নৃপতি পুরনারীগণের আশীর্বাদ ও মাঙ্গলিক স্তোত্রগীতি মুখরিত প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

যশস্কর

যশস্কর প্রতীহারগণকে আদেশ করিলেন, আমার নিকটে ব্রাহ্মণগণের আগমন নিষিদ্ধ। প্রতীহারগণ ব্রাহ্মণগণকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছে দেখিয়া ভূপতি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—"আপনারা আমাকে রাজ্যদান করিয়াছেন, আপনারা আমার পূজ্য ও দেবতাতুল্য। রাজ্যদান করিয়াছেন বলিয়া আপনারা গর্বিত হইবেন, অতএব কাজের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে আমার নিকটে আসিবেন না।" ইহা শুনিয়া সমস্ত লোক পূর্বপরিচয়ের কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে অনধিগম্য মনে করিল। নূতন ভূপতি পূর্ব নরপতিগণের ব্যবস্থাসকল প্রতিভাবলে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। তাঁহার সময়ে দেশে চোর ছিল না, পথিকেরা ভয়শূন্য হইয়া গমনাগমন করিত। রাত্রিকালে দোকানের দরজা খোলা থাকিত। তিনি যাবতীয় কাজকর্ম এরূপভাবে দেখাশুনা করিতেন যে, সর্বস্ব অপহরণকারী রাজপুরুষগণের অন্য কোন কাজ ছিল না, তাহারা সর্বদা কৃষিকার্যের দেখাশুনা করিত। বেদপাঠে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে অস্ত্রধারণ করিতে হয় নাই। ব্রাহ্মণ গুরুগণ সামগানকালে মদ্য পান করিতেন না, তপস্বিগণ ধন-ধান্য স্ত্রী-পুত্র বিরহিত ছিলেন। দৈবজ্ঞ, বৈদ্য, সভাসদ, গুরু, মন্ত্রী, পুরোহিত দূত, বিচারক ও লেখক সকলেই সুবিদ্বান ছিলেন। একদা রাজপুরুষগণ কোন ব্যক্তির প্রায়োপবেশনের সংবাদ রাজার নিকট নিবেদন করিল। রাজা তাহাকে সভায় আনাইলে সে বলিল, আমি পূর্বে অবস্থাপন্ন নাগরিক ছিলাম, কিন্তু দৈববশে ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়াছি। আমার ঋণ বর্ধিত হইলে ও উত্তমর্ণগণ পীড়ন আরম্ভ করিলে ঋণ পরিশোধ করিয়া দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে আমার ইচ্ছা হইল। আমার সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া এক ধনী বণিককে আমার মন্দির বিক্রয় করিলাম। আমার পত্নীর ভরণপোষণের জন্য সোপানযুক্ত কূপটি বিক্রয় করি নাই। আমি মনে করিলাম উদ্যানরক্ষকগণ গ্রীষ্মকালে পুষ্পপত্রাদি কূপের মধ্যে রাখিবে ও তাহার আয় হইতে পত্নীর জীবিকা নির্বাহ হইবে। কুড়ি বৎসর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি ও জন্মভূমিতে উপস্থিত

হইয়াছি। অন্বেষণ করিয়া সাধ্বীপত্নীকে পাইলাম। তাহার দেহ মলিন, সে একজনের গৃহে দাসীর কার্য করিতেছে। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কাতরস্বরে নিজবৃত্তান্ত বলিল,—তুমি দেশান্তরে প্রস্থান করিলে আমি কূপের নিকটে উপস্থিত হইলাম। বণিক লাঠির আঘাতে আমাকে তথা হইতে বিতাড়িত করিল। আমার আর অন্য উপায় কি আছে! এই কথা শুনিয়া আমার দুঃখ ও ক্রোধের সীমা রহিল না। আমি প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিলাম। বিচারপতিগণ বিবাদীকে বার বার জয়ী করিলেন। আমি বুদ্ধিহীন বলিয়া আইনের বিষয় জ্ঞাত নহি। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি সোপান-যুক্ত কূপ বিক্রয় করি নাই, আমার কথা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, আমি প্রাণদান করিব। আমি ধনহীন হইয়াছি, আপনার দ্বারে আত্মঘাতী হইব। যদি আপনার পাপের ভয় থাকে, আমার বিবাদ আপনি স্বয়ং মীমাংসা করুন। রাজা তাহার বিবরণ শুনিয়া স্বয়ং ধর্মাসন গ্রহণ করিলেন ও সমস্ত বিচারককে একত্র করিয়া বিবাদ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। বিচারপতিগণ বলিলেন, আমরা বিশেষ বিচার করিয়া ইহাকে পরাজিত করিয়াছি। এই ধূর্ত ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করে নাই; ইহার দণ্ডবিধান হওয়া উচিত; অধিকন্তু এই ব্যক্তি বিক্রয়পত্রে দোষারোপ করিতেছে। নৃপতি স্বয়ং বিক্রয়পত্র পড়িলেন,—সোপান-কূপ সহিত গৃহ বিক্রীত হইল। কিন্তু অন্তরাত্মা অর্থীর জয় বিবেচনা করিল। কথোপকথন সময়ে রাজা বিবাদীর অঙ্গুরীয়ক দেখিবার জন্য গ্রহণ করিলেন। তিনি একজন ভৃত্যকে অভিজ্ঞানসূচক অঙ্গুরীয়ক সহ বণিকের গৃহে পাঠাইয়া মৌখিক কিছু বলিয়া দিলেন। রাজার অনুচর গণনাধ্যক্ষকে অঙ্গুরীয়ক দেখাইয়া যে বৎসর বিক্রয়পত্র লিখিত হইয়াছিল, সেই বৎসরের গণনাপত্রিকা প্রার্থনা করিল। 'বিবাদ নির্ণয়ে ইহার প্রয়োজন আছে' এই কথা বলিলে গণনাপতি অঙ্গুরীয়ক লইয়া তাহাকে ইহা দিল। এই পত্রিকায় লিখিত খরচের মধ্যে রাজা পড়িলেন, 'অধিকরণ লেখককে দশশত দীনার প্রদত্ত হইয়াছে।' লেখকের প্রাপ্য অল্প অর্থের স্থানে বহু অর্থ দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, 'র'কারের স্থানে 'স'কার লিখিত হইয়াছে। সভ্যগণকে পত্র দেখাইয়া লেখককে অভয়দানপূর্বক সত্য কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রীদের প্রার্থনা অনুসারে রাজা অর্থীকে বিক্রীত গৃহ ও সম্পত্তি দান করিলেন ও প্রত্যর্থী বণিককে নির্বাসিত করিলেন।

একদা রাজা দিবাবসানে রাজকার্য সমাপন করিয়া ভোজন করিতে প্রস্তুত হইলে দ্বাররক্ষক অসময় বোধে ভীত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল—এক ব্রাহ্মণ দ্বারে উপস্থিত, আমি তাঁহাকে বলিলাম 'এখন অসময়, রাজার দৈনিক কার্য

সমাপ্ত হইয়াছে, আপনি প্রভাতে আসিবেন।' এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। রাজা ভোজন বন্ধ রাখিয়া ব্রাহ্মণকে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিলে, রাজার প্রশ্নে সে কাতরস্বরে বলিল,—আমি দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া একশত স্বর্ণমুদ্রা উপার্জন করিয়াছিলাম। সুশাসনের সংবাদ পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলাম। আপনার রাজত্বে পথিমধ্যে চোর ডাকাতের উপদ্রব নাই। আমি নির্ভয়ে আসিতেছিলাম। শ্রান্ত হইয়া গতকল্য সন্ধ্যাসময়ে লবণোৎস নামক স্থানে এক উদ্যানে বৃক্ষতলে নির্ভয়ে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। প্রভাতে উঠিবার সময়ে বস্ত্রাঞ্চলস্থিত গ্রন্থিবদ্ধ মুদ্রাগুলি নিকটস্থ তৃণাচ্ছাদিত কূপের মধ্যে পড়িয়া গেল। আমি সমস্ত হারাইয়া বহুক্ষণ বিলাপ করিলাম। কূপমধ্যে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে সকলে নিষেধ করিল। এক সাহসী পুরুষ বলিল, 'যদি আমি তোমার অর্থ উদ্ধার করিতে পারি, তুমি আমায় কি দিবে?' আমি ব্যাকুল হইয়া বলিলাম, তোমার যাহা উচিত বিবেচনা হয় আমাকে দিবে। সেই ব্যক্তি কূপে প্রবেশ করিল ও মুদ্রাগুলি উদ্ধার করিল। আমাকে দুইটি মুদ্রা দিয়া অবশিষ্টগুলি আত্মসাৎ করিল। আমি প্রতিবাদ করিলে উপস্থিত জনগণ আমার নিন্দা করিয়া বলিল, রাজা যশস্করের শাসনে ব্যবহার বাক্যানুযায়ী হইবে। আমি সরলভাবে ভদ্রোচিত বাক্য বলিয়া সর্বস্ব হারাইলাম। আপনি এই দুর্ব্যবস্থার প্রণেতা, আমি আপনার দ্বারে প্রাণত্যাগ করিব। রাজা সেই ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ বলিল, আমি তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিব। পরদিন লবণোৎসবাসী জনগণ আহুত হইলে ব্রাহ্মণ সেই ব্যক্তিকে রাজার সমীপে দেখাইয়া দিল। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলে সে, ব্রাহ্মণ যেরূপ বলিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ বলিল। অনন্তর নরপতি ধর্মাসনে বসিয়া বলিলেন, 'তুমি দুই মুদ্রা ও ব্রাহ্মণ অবশিষ্ট মুদ্রা পাইবে।' যাহারা এই বিষয়ে আপত্তি করিল, নৃপতি তাহাদিগকে বলিলেন, অধর্মদমনকারী ধর্মের গতি অতীব গহন। অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে, ধর্মও সেইরূপ অলক্ষিতে অধর্মকে আক্রমণ করে। 'যাহা দিতে হয় দিবে', এই কথা না বলিয়া ব্রাহ্মণ 'যাহা সঙ্গত হয় দিবে' বলিয়াছে। এই লোভী ব্রাহ্মণ দুইটি কম শতমুদ্রাপ্রাপ্তি ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়াছিল, কিন্তু এই ব্যক্তি দুইটি মাত্র মুদ্রা দিয়াছিল। এইরূপে ধর্মাধর্মের সূক্ষ্ম বিচার করিয়া মহীপতি পুনর্বার সত্যযুগ প্রবর্তিত করিলেন। রাজা অপরকে শাসন করিতেন বটে, কিন্তু পরে স্বয়ং কুমার্গগামী হইয়া হাস্যাস্পদ হইলেন। তিনি চারিজন নগরাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ নরপতি রণেশ্বরের পাদপীঠে অসি

স্থাপন করিয়াও তন্ত্রিগণের বিনাশ সাধন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যু হইলে তিনি এরূপ হর্ষ প্রকাশ করিলেন যে, লোকে মনে করিল—তিনি বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রাণসংহার করিয়াছেন। এক চণ্ডাল তাঁহার অনুগ্রহে মণ্ডলেশ্বরপদ পাইয়াছিল। রাজ্ঞীগণের সহিত তাহার অবৈধ প্রণয় সংঘটিত হইলে রাজা তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। লল্লা নাম্নী গণিকা অন্তঃপুরিকাগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া অনুরক্ত নরপতিকে করতলগত করিল। বাহ্য সৌন্দর্য-শালিনী রমণী উত্তম ও অধমের প্রতি তুল্য ব্যবহার করিয়া থাকে। লল্লা রাজার প্রেমপাত্রী হইয়াও নিশাযোগে চণ্ডাল প্রহরীর সহিত মিলিত হইত। এই চণ্ডাল যুবকের কোন বিশেষ সৌন্দর্য ছিল, অন্যথা রাজপত্নী কেন তাহার বশীভূত হইবে? হয়ত লল্লা চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, অথবা যুবক বশীকরণবিদ্যা জানিত, তাহা না হইলে এমন অসম্ভব সমাগম ঘটিতে পারে না। কিরূপে প্রহরী তাহার সহিত মিলিত হইত কেহ তাহা জানিত না। হাড়ি নামক এক রাজপুরুষ উভয়ের হাব ভাব দেখিয়া গুপ্তপ্রেমের কথা বুঝিতে পারিল। নরপতি চরের সাহায্যে ইহার তথ্য নির্ণয় করিয়া প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান ও কৃষ্ণমৃগচর্ম ধারণ করিলেন। প্রেমমোহিত ভূপতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে হত্যা করিলেন না দেখিয়া অনেকে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। ডোমের উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্যগণের সংস্পর্শে রাজা অশুচি হইলেন। পরজন্মের রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় যশস্কর এক ব্রাহ্মণকে রাজচিহ্ন প্রদান করিলেন। আর্যদেশীয় বিদ্যার্থিগণের জন্য বদান্য নরপতি পৈতৃক ভূমিতে মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বিতস্তাতীরে নানা উপকরণের সহিত পঞ্চান্নটি দেবত্রভূমি উপহার দিলেন। একদা নৃপতি উদর রোগে কাতর হইলেন। তিনি, স্বপুত্র সংগ্রামদেবকে, নিজ ঔরসজাত নয় বলিয়া, রাজ্যদান না করিয়া পিতামহভ্রাতা রামদেবের পুত্র বর্ণটকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ও তাহাকে মন্ত্রী, একাঙ্গ ও সামন্তগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সংগ্রামদেবের অভিষেক হইল না দেখিয়া রাজ্যলিপ্সুগণ নিরাশ হইল। তাহারা মনে করিয়াছিল যে শিশু রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে বেশী কষ্ট হইবে না। বর্ণট এই সময়ে প্রাসাদে বাস করিতেছিল, কিন্তু রাজ্য-দানকারী মুমূর্ষু নৃপতির সংবাদ লইল না। পীড়িত নৃপতি অনুতপ্ত হইলেন ও মন্ত্রিগণের আগ্রহে সংগ্রামদেবকে সিংহাসন দান করিলেন। রাজার আদেশে বর্ণট একরাত্রির জন্য অষ্টস্তম্ভমণ্ডপে স্থাপিত হইল। ইহা বাহির হইতে অর্গলবদ্ধ হইল। প্রভাতে তাহার মুক্তির কথা রহিল। একদিনের রাজা বর্ণটের দেবপ্রসাদ নামে রাজবংশীয় ভৃত্য লজ্জায় বিজয়েশ্বর মন্দিরে অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। সংগ্রামদেবের রাজ্যপ্রাপ্তির পর যশস্কর তীব্র ব্যথায় কাতর হইয়া প্রাণত্যাগের জন্য রাজধানী

ছাড়িয়া স্বীয় মঠে গমন করিলেন। মুমূর্ষু নরপতি প্রাসাদ হইতে মঠে গমন কালে আড়াই হাজার স্বর্ণমুদ্রা বস্ত্রাঞ্চলে বন্ধন করিয়া লইয়াছিলেন; পর্বগুপ্তপ্রমুখ পাঁচজন মন্ত্রী জীবিত রাজার সম্মুখে সেই মুদ্রা আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। রাজার সংজ্ঞা নষ্ট হয় নাই। তিনি দেখিলেন, আত্মীয়গণ বিদ্রোহাচরণে উদ্যত। এইরূপে দুই-তিন দিন অতিবাহিত হইল। রাজ্যাভিলাষী সুহৃদ্, স্বজন, ভৃত্য ও চণ্ডালগণ রাজার বিলম্বে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিল। অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে কেবল ত্রৈলোক্যদেবী পতির সহগামিনী হইলেন।

নৃপতি প্রজাগণের বর্ণাশ্রমধর্ম পালনে তৎপর ছিলেন। চক্রভানু নামে ব্রাহ্মণতাপস অবৈধ আচরণ করিলে নৃপতি শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে তাহার ললাট-দেশ কুক্কুরপদাঙ্কিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের মাতুল বীরনাথ কুপিত হইয়া যোগবলে প্রতিহিংসা সাধন করিয়াছিল। নয় বৎসর রাজত্ব করিয়া যশস্কর ৪০২৪ লৌকিক অব্দের ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাতৃতীয়ায় পরলোক গমন করেন।

সংগ্রামদেব

পর্বগুপ্ত শিশু রাজার পিতামহীকে সিংহাসন দান করিয়া ভূভট প্রভৃতি পাঁচজন মন্ত্রীর সহিত রাজ্য পালন করিতে লাগিল। পর্বগুপ্ত ক্রমশঃ পিতামহী ও অন্যান্যকে হত্যা করিয়া প্রাসাদমধ্যে নিজেই সর্বেসর্বা হইল। সে রাজা ও মন্ত্রী উভয়ের কার্য সম্পাদন করিত। পর্বগুপ্ত স্বহস্তে শিশুরাজাকে পান-ভোজন অর্পণ করিত। একাঙ্গগণের ভয়ে প্রকাশ্যে বালককে বধ করিতে অসমর্থ হইয়া পর্বগুপ্ত অভিচারক্রিয়ার দ্বারা তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। একদা রাত্রিকালে পর্বগুপ্ত দৈববাণী শুনিল, "চৈত্রমাসের প্রথমদিনে এইরাজ্য তোমার ও তোমার বংশধরগণের হইবে। যদি তুমি অন্যথাচরণ কর তোমারও বংশের অবসান হইবে।" ইহাতে সে অভিচার নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া এবং দিনরাত্রি চিন্তা করিয়া সহসা একদিন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রাসাদ অবরুদ্ধ করিল। সপুত্র বিশ্বস্ত মন্ত্রী রামবর্ধন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে পর্বগুপ্ত তাহাদিগকে নিহত করিল ও চণ্ডাল প্রদত্ত পুষ্পমালা সংগ্রামদেবের গলদেশে বন্ধন করিয়া তাহাকে সিংহাসন হইতে পাতিত করিল। অন্যকক্ষে লইয়া গিয়া তাহাকে বধ করিল ও গলদেশে শিলাবন্ধন করিয়া রাত্রিকালে বিতস্তার জলে নিক্ষেপ করিল।

পর্বগুপ্ত

পাপমতি পর্বগুপ্ত ৪০২৪ অব্দের ফাল্গুণ মাসে কৃষ্ণা দশমীতে অসি ও কবচ

ধারণপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করিল। ইহার পিতার নাম সংগ্রামগুপ্ত ও পিতামহের নাম অভিনব। অভিনব লেখকের কার্য করিত। কেহ কেহ তাহার প্রতিকূল আচরণ করিতে পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; কিন্তু এখন তাহারা ভীত হইয়া প্রভাতে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিল। পার্থিব, একাঙ্গ, সামন্ত, মন্ত্রী, কায়স্থ ও তন্ত্রিসৈন্য তাহাকে ভয় করিত, কিন্তু বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইল। একদিন সভাস্থলে সূর্যবংশীয় মদনাদিত্য নামক একাঙ্গের ঢাক অসাবধানতা বশতঃ ভাঙ্গিয়া গেলে ক্রুদ্ধ নরপতি তাহার পরিচ্ছদ হরণ করিয়া অপমানিত করিলেন। সে চুল দাড়ি কামাইয়া তাপস বেশ ধারণ করিল। তাহার স্ত্রী-পুত্র ছিল, তাহার বংশধরগণ অদ্যাপি ত্রিপুরেশ্বরে বাস করিতেছে। নৃপতি পর্বগুপ্ত প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিলেন। পর্বগুপ্ত পাপার্জিত ধনদ্বারা স্কন্দভবন বিহারের নিকটে পর্বগুপ্তেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। যশস্করের মহিষীগণের মধ্যে শুদ্ধমতি এক রাজ্ঞী বংশগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। অনেকদিন হইতেই পর্বগুপ্ত এই দেবীর উপর অনুরাগী হইয়াছিল। সতী সমাগমার্থী নৃপতিকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। "এই যশস্করস্বামীর মন্দির তাঁহার মৃত্যু সময়ে অর্ধনির্মিত হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে; ইহা সম্পূর্ণ হইলে আমি আপনার মনোরথ পূর্ণ করিব।" পতিব্রতা মহিষী এইরূপ উত্তর দিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই দেবমন্দির সম্পূর্ণ হইল। সাধ্বী মহিষী ঘৃতযুক্ত যজ্ঞাগ্নিতে পূর্ণাহুতির সহিত নিজদেহ আহুতি প্রদান করিলেন। পতিব্রতা রাজ্ঞীর উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল ও কামুক নৃপতির উপর নিন্দাবর্ষণ হইল। পর্বগুপ্তের দেহ দুশ্চিন্তায় দিনদিন শুকাইতে লাগিল ও নানা ব্যাধি আক্রমণ করিল। অবশেষে প্রাক্তন পুণ্যের ফলে পবিত্র সুরেশ্বরীক্ষেত্রে তাহার প্রাণত্যাগ হইল। ৪০২৬ লৌকিক অব্দের আষাঢ় মাসে শুক্লাত্রয়োদশীতে পর্বগুপ্ত পাপার্জিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন।

ক্ষেমগুপ্ত

পর্বগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ক্ষেমগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নূতন রাজা সুরাসক্ত ছিলেন। দুর্জনসমাগমে তাঁহার স্বভাব ভয়াবহ হইয়া উঠিল। জিষ্ণুনন্দন বামন ও অন্যান্য বিটগণ মহীপতির হৃদয়ে প্রবেশলাভ করিয়া তাঁহার মনে পিশাচোচিত অশুচিভাবের উদ্রেক করিল। তিনি দুষ্কর্মে তৎপর, পরদারপ্রিয়, পরোপহাসপ্রিয় ছিলেন। তিনি পূজনীয় ব্যক্তির দাড়িতে থুথু ও কর্ণে কটুবাক্য বর্ষণ করিতেন। বেশ্যা, দুষ্ট, মূর্খ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ রাজসভা মনস্বিগণের প্রবেশ-যোগ্য ছিলনা। ভট্ট ফল্গুন যশস্করের সচিব ছিলেন, শেষে এই নৃপতির অনুজীবী

হইল। ভট্টফল্‌গুন ফল্‌গুণস্বামী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি কোনও উপদেশ দিলে রাজা পরোক্ষে তাহাকে উপহাস করিতেন। বৃদ্ধ "রক্ক" বিদ্বেষবশবর্তী হইয়া ও ডামরপতি সংগ্রামকে হত্যা করিবার জন্য দুর্জন সেবিত রাজার সভায় গমন করিল। ডামর সংগ্রামকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিলে সে জয়েন্দ্র বিহারে আশ্রয় লইল। নির্দয় নরপতি বিহার দগ্ধ করিয়া বুদ্ধমূর্তির পিতল ও জীর্ণ মন্দিরের প্রস্তরে ক্ষেমগৌরীশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। মূঢ় রাজা ভাবিলেন যে, দেবমন্দির দ্বারা তাঁহার কীর্তি চিরস্থায়ী হইবে। ক্ষেমগুপ্ত দগ্ধ বিহারের ছত্রিশখানি গ্রাম খশভূপতিকে ভোগের জন্য দান করিলেন; লোহরাদি দুর্গপতি, ইন্দ্রতুল্য রাজা "সিংহরাজ" নিজ কন্যা 'দিদ্দাকে' ক্ষেমগুপ্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজা শাহিদৌহিত্রী দিদ্দার প্রেমাসক্ত হইয়া লজ্জাকর 'দিদ্দাক্ষেম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই রাজ্ঞীর মাতামহ ভীমশাহি ভীমকেশবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দৌবারিক ফল্‌গুন চন্দ্রলেখানাম্নী কন্যা রাজাকে প্রদান করিয়াছিল, সেইজন্য সে দিদ্দার বিদ্বেষভাজন হইয়াছিল। বর্শা নিক্ষেপবিদ্যা অভ্যাসকালে রাজা সকলের হাস্যাস্পদ হইতেন। ডোমগণ জালহস্তে কুকুর ও বনচরগণের সহিত বনে বনে নৃপতির অনুগমন করিত। দামোদর অরণ্যে শৃগাল মৃগয়ায় তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। একদা তিনি কৃষ্ণা চতুর্দশীতে মৃগয়া করিতে করিতে শৃগালীর মুখ হইতে বহির্গত অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলেন। ইহা দেখিয়া রাজা ভীত হইলেন ও প্রাণঘাতী লূতাব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। তিনি প্রাণত্যাগ করিবার জন্য বারাহক্ষেত্রে গমন করিলেন। এই স্থানে তিনি শ্রীকণ্ঠ মঠ ও ক্ষেমমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই স্থান হুষ্কপুরের নিকটবর্তী। ৪০৩৪ লৌকিক অব্দের পৌষমাসে শুক্লানবমীতে নৃপতি দেহত্যাগ করিলেন।

অভিমন্যু

অনন্তর ক্ষেমগুপ্তের পুত্র শিশু অভিমন্যু নিষ্ঠুর রাজ্ঞী দিদ্দার তত্ত্বাবধানে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরের প্রধান রাজপুরুষগণ নির্ভয়ে রাজ্ঞীর শয়নগৃহে গমনাগমন করিত। অভিমন্যুর রাজত্বকালে তুঙ্গেশ্বরের বাজারে সহসা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ইহাতে অসংখ্য গৃহ ভস্মীভূত হইল। ডোমচণ্ডালস্পর্শদূষিত গৃহসকল দগ্ধ করিয়া অগ্নিদেব যেন সমস্ত প্রদেশকে পবিত্র করিল। রাজমাতা দিদ্দা স্ত্রীস্বভাবসুলভ নির্বুদ্ধিতাবশতঃ সকলের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, কিন্তু সদসৎ বিচার করিতে পারিতেন না। স্বামীর জীবিতকালে

রাজ্ঞী ফল্গুনের উপর বিরাগ প্রকাশ করিতেন। অন্যান্য রাজ্ঞীর সহিত সহমৃতা হইতে ইচ্ছা করিলে ফল্গুন দ্বেষ বশতঃ অনুমতি দিয়াছিল। দয়ালু অমাত্য নরবাহন অনুতপ্তা রাজ্ঞী দিদ্দাকে সহমরণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। স্বভাবদুষ্ট রক্ক 'ফল্গুন রাজ্য হরণ করিতে পারে' এই কথা ক্রুদ্ধা রাজ্ঞীকে বুঝাইল। ফল্গুন যখন বুঝিতে পারিল যে দিদ্দা ও অমাত্যগণ তাহার উপর অসন্তুষ্ট ও কুপিত তখন সে ভীত হইল। সে সকলের চক্ষুঃশূল হইয়াছিল, কারণ প্রধান অমাত্য ফল্গুন মন্ত্র, শৌর্য ও উৎসাহাদিগুণে অলংকৃত ছিল। তাঁহার পুত্র কর্দমরাজ ক্ষেমগুপ্তের অস্থি জাহ্নবীতে নিক্ষেপ করিবার জন্য বহু সৈন্য লইয়া গমন করিলে সে শত্রুতা আশঙ্কা করিয়া পুত্রের প্রত্যাগমন পর্যন্ত পর্ণোৎসে অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করিল। সৈন্য ও ধনরত্নের সহিত নগর হইতে বাহির হইলে রক্কের প্ররোচনায় দিদ্দা যষ্টিধারী সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন। অভিমানী ফল্গুন এইরূপে অপমানিত হইয়া বহুসৈন্যের সহিত বারাহক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিল। প্রতাপশালী প্রধান অমাত্য সসৈন্যে সমাগত শুনিয়া আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া দিদ্দা ও মন্ত্রিগণ ভীত হইলেন। ফল্গুন তথায় মৃত নৃপতির জন্য বিলাপ করিয়া বরাহপাদসমীপে অস্ত্র সমর্পণ করিল। শস্ত্রত্যাগ দ্বারা মন্ত্রিবর রাজমাতার ভয় ও বিদ্রোহসম্ভাবনা দূর করিল। ফল্গুন সৈন্যের সহিত পর্ণোৎসে গমন করিলে মন্ত্রিগণ আনন্দিত হইল। পূর্বে পর্বগুপ্ত রাজ্যাভিলাষী হইয়া ছোজ ও ভূভটের সহিত দুই কন্যার বিবাহ দিয়াছিল। ইহারা সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। ইহাদের দুই পুত্র মহিম ও পাটল রাজপুত্রের ন্যায় প্রাসাদে পালিত হইয়াছিল ও একাল পর্যন্ত তথায় ছিল। ইহারা সিংহাসনের আশায় উচ্ছৃঙ্খল হিম্মকাদির সহিত মিলিত হইল। রাজ্ঞী এই দুই বীরপুরুষকে প্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। ইহাতে তাহারা ক্রুদ্ধ হইল। মহিমকে নির্বাসিত করিবার জন্য রাজ্ঞী প্রকাশ্যে তাহার পশ্চাতে যষ্টিধারী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহিম তাহার শ্বশুর শক্তি সেনের গৃহে গিয়াছে শুনিয়া সৈন্যগণ তথায় উপস্থিত হইল। সৈন্যগণ ভদ্রোচিত বাক্যে কর্ণপাত করিল না দেখিয়া শক্তি সেন ভয়বিহ্বল জামাতাকে আশ্রয় দিল। হিম্মক, মুকুল, পরিহাসপুরবাসী এরমন্তক, অমৃতকায় পুত্র বিখ্যাত উদয়গুপ্ত ও ললিতাদিত্যপুরবাসী যশোধরপ্রমুখ ব্যক্তিগণ মহিমের সহিত যোগদান করিল। তাহাদের প্রত্যেকের সৈন্যের পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইল। এই মহাভয়ের সময়ে সবান্ধব নরবাহন রাজ্ঞীর পার্শ্ব পরিত্যাগ করে নাই। শত্রুগণ বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া পদ্মস্বামী মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইল। দিদ্দা আকুল হইয়া শূরমঠে শিশুনৃপতিকে প্রেরণ করিয়া বিপদ্ শান্তির

উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ললিতাদিত্যপুরবাসী ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থদান দ্বারা বশীভূত করিয়া শত্রুমধ্যে ভেদ উৎপাদন করিলেন। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল যে, একজন আক্রান্ত হইলে সকলে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিবে। অতঃপর মহিম ও রাজ্ঞীর মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা অল্পদিনের মধ্যে মহিমের বিনাশসাধন করিয়া রাজ্ঞী স্বীয় প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। একদা কম্পনপতি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বজনগণের সহিত শাহিপতি থক্কনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। কম্পনপতি প্রবল পরাক্রমে পার্বত্য ও নদীবহুল দুর্গমদেশ জয় করিয়া থক্কনকে বন্দী করিল। বশীভূত ভূপতির নিকট কর গ্রহণ করিয়া তাহাকে পুনরায় রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। রক্কপ্রমুখ খলগণ কম্পনপতির বিরুদ্ধে মূঢ়া রাজ্ঞীকে উত্তেজিত করিল। ধূর্তগণ মনের ভাব বুঝিয়া কথা বলে ও ও মনের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহারা নীচ লোক ও স্বৈরিণীর হৃদয় অধিকার করে।

ক্রীতদাসীর সন্তানগণও প্রভুর উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল—থক্কনকে রাজ্যদান করিয়া কম্পনপতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছে ও বিদ্রোহাচরণ করিতেছে। রাজ্ঞী এই মিথ্যাপবাদ সত্য বলিয়া মনে করিলেন। কম্পনপতি জয়লাভ করিয়া স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্তন করিলে দিদ্দা তাহাকে নির্বাসিত করিবার জন্য যষ্টিধারী সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন। এই অপমানের কথা শুনিয়া হিম্মক, ঐরমত্তক ও অন্যান্য সকলে পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইল। রাজ্ঞীর সৈন্যগণ পূর্বের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইল কিন্তু নরবাহন ও তাহার আত্মীয়গণ রাজ্ঞীর পক্ষ অবলম্বন করিল। শুভধর প্রভৃতি কুপিত হইয়া নগরে প্রবেশ করিল। রাজ্ঞী পূর্ববৎ পুত্রকে ভট্টারক মঠে প্রেরণ করিলেন। দৈবমুগ্ধ শত্রুগণ অবরুদ্ধ প্রাসাদমধ্যে পুত্ররহিত দিদ্দাকে সে সময়ে হত্যা করিল না। পরদিন রাজ্ঞীর সৈন্য সমবেত হইলে তিনি তাহাদের সাহায্যে কিছু প্রকৃতিস্থ হইলেন। জয়াভট্টারিকার পার্শ্ব হইতে শূরমঠ পর্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া শত্রুসৈন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিল। রাজসৈন্য ভীত হইয়া রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করিলে একাঙ্গগণ দলবদ্ধ হইয়া সিংহদ্বারে সমবেত হইল। তাহারা একত্র হইয়া শত্রুসৈন্যকে এরূপে আক্রমণ করিল যে, কেহ কেহ পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। এই সময়ে রাজকুলভট্ট যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তাহার বীরত্বে শত্রু-সৈন্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও নিজ সৈন্য আনন্দিত হইল। হিম্মকের খ্যাতি ছিল যে, সে লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করিতে ও শিলাখণ্ড ভাঙ্গিতে পারিত, কিন্তু এই মহাযুদ্ধে হিম্মকের অস্ত্র রাজকুলভট্টের কটিদেশে পতিত হইয়া বর্মের চর্মও স্পর্শ করিতে পারিল না।

হিম্মক নিহত হইল ও রাজসৈন্যগণ যশোধরকে বন্দী করিল। ঐরমন্তক আর কিছুক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া ভগ্নখড়্গহস্তে অশ্ব হইতে পতিত ও বন্দী হইল। রাজ-বান্ধব উদয়গুপ্তকে কেহ বন্দী করিল না, সে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। জয়লাভের পর ক্রুদ্ধা রাজ্ঞী স্বজনগণের সহিত যশোধর শুভধর ও মুকুলের দণ্ডবিধান করিলেন। যে সকল বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী সাতাত্তর অব্দ হইতে ষষ্টি বৎসর কাল গোপাল হইতে অভিমন্যু পর্যন্ত ষোলজন নৃপতির ধনপ্রাণ ও সম্মান হরণ করিয়াছিল, রাজ্ঞী দিদ্দা সেই সকল অমাত্যকে বংশধর ও অনুচরগণের সহিত বিনাশ করিয়া রক্ক প্রভৃতিকে কম্পনাদি পদে নিযুক্ত করিলেন। বিশ্বস্ত মুখ্যমন্ত্রী নরবাহন দেশমধ্যে রাজ্ঞীর আজ্ঞা অপ্রতিহত করিলেন। রাজ্ঞী মন্ত্রিসভামধ্যে তাঁহাকে 'রাজানক' উপাধি প্রদান করিলেন। দিদ্দা সর্বদা নরবাহনের পরামর্শ চাহিতেন ও দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেন। শিবিকাবাহী কুয্যের সিন্ধু ও ভুয্য নামে দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ সিন্ধু পর্বগুপ্তের সময়ে কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিল। রাজ্ঞী দিদ্দার সময়েও তাহার এই পদ ছিল। দুষ্টবুদ্ধি সিন্ধু রাজ্ঞীকে বলিল, নরবাহন সমস্ত রাজশক্তি হরণ করিয়াছে। রাজ্ঞী ইহা সত্য মনে করিলেন। মন্ত্রী একদিন আসিয়া প্রীতিবশতঃ দিদ্দাকে স্বগৃহে ভোজন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। সিন্ধু এই সময় বলিল, আপনি তথায় গমন করিলে নরবাহন আপনাকে অনুচরগণের সহিত বন্দী করিবে। ইহা শুনিয়া রাজ্ঞী ভীতা হইলেন ও কি কর্তব্য সিন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কোন কথা না বলিয়া অলক্ষিতে প্রাসাদে গমন করিলেন ও "আমার স্ত্রীধর্ম (ঋতুবতী) হইয়াছে" বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন। রাজ্ঞীর এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া নরবাহনের প্রীতি কমিয়া গেল। চক্রান্তকারিগণ উভয়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিল। দিদ্দা নরবাহনকে এরূপ উৎপীড়িত করিলেন যে, সে অপমানদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। নিষ্ঠুর কার্যের অনুষ্ঠানে রাজ্ঞীর হৃদয় পাষাণময় হইয়াছিল। তিনি ডামর সংগ্রামের শক্তিশালী পুত্রগণকে বধ করিতে সংকল্প করিলেন। তাহারা ভীত হইয়া স্বদেশ উত্তরঘোষে পলায়ন করিল ও আক্রমণকারী দ্বারপতি কয্যক প্রভৃতিকে নিহত করিল। বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া রাজ্ঞী তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তির সম্মান কোথায়? তাহারা ভীত হইলেও স্থানেশ্বর-প্রমুখ মুখ্য ডামরগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যাগমন করিল ও উৎসাহিত হইল। রক্কের মৃত্যু হইলে রাজ্ঞী ভীত হইয়া বীরবর ফল্গুনকে নিজের কাছে আনাইলেন। ফল্গুন পুনরায় অস্ত্রধারণ করিয়া রাজকার্য দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করা কষ্টকর। রাজপুরী প্রভৃতির বিজেতা ফল্গুন অবশেষে

অসতী বৃদ্ধা রাজ্ঞীর প্রেমলাভ করিয়া স্বীয় মহত্ত্ব প্রদর্শন করিল। রাজ্ঞীর ভ্রাতা উদয়রাজের প্রিয়পাত্র দুষ্টবুদ্ধি জয়গুপ্তের সহিত মিলিত হইয়া অন্যান্য নিষ্ঠুরপ্রকৃতি রাজকর্মচারিগণ পাপপূর্ণ কাশ্মীরদেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। দুশ্চরিত্রা মাতার পাপাচরণে মর্মাহত হইয়া অভিমন্যু ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইল। অভিমন্যু পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু দুঃশীল সমাগম সুশীল নৃপতির প্রাণহরণের কারণ হইয়াছিল। ৪০৪৮ লৌকিক অব্দে কার্তিকমাসের শুক্লা তৃতীয়ায় অভিমন্যু মৃত্যুবরণ করিলেন। অভিমন্যুর পুত্র নন্দিগুপ্ত পিতার সিংহাসন অধিকার করিলেন। দিদ্দা পুত্রশোকে কাতর হইলেন। শোকাতুরা রাজ্ঞী কিছুদিন নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিলেন না। সেইদিন হইতে দিদ্দা ধর্মকর্মদ্বারা যেন পবিত্রতা প্রাপ্ত হইলেন। সিন্ধুভ্রাতা নগরপতি ভুয্য ধর্মাচরণে রাজ্ঞীকে উৎসাহিত করিল। ভুয্যের চেষ্টায় রাজ্ঞী প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলে ও অসদাচরণ ত্যাগ করিলে সকলে তাঁহাকে সম্মান দেখাইতে লাগিল। স্বর্গত পুত্রের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য রাজ্ঞী অভিমন্যুপুর ও অভিমন্যু-স্বামীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি দিদ্দাস্বামী মন্দির, দিদ্দাপুর ও মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই মঠে মধ্যদেশীয়, লাট, শৌড ও উড্রগণ বাস করিত। কঙ্কণবর্ষস্বামীর ধর্মসঞ্চয়ের জন্য তিনি স্বর্ণবর্ষণ করিয়া কঙ্কণপুর প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি শ্বেতপ্রস্তরময় দিদ্দাস্বামীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। দেখিলে মনে হইত যেন ইহা বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা জাহ্নবীর জলে ধৌত হইতেছে। তিনি কাশ্মীরবাসী ও বৈদেশিকগণের থাকিবার জন্য অত্যুচ্চ চতুঃশাল বিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার পিতা সিংহরাজের নামে সিংহস্বামীর মঠ স্থাপন করিলেন। এই মঠে বিদেশী ব্রাহ্মণসকল বাস করিত। তিনি মঠ ও বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ প্রভৃতি ধর্মীয় কর্মদ্বারা সিন্ধু ও বিতস্তার সঙ্গমস্থল পবিত্র করিলেন। প্রবাদ আছে যে তিনি নানাস্থানে চৌষট্টিটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। পঙ্গু রাজ্ঞীর বল্লা নাম্নী দাসীর নামে বল্লা মঠ স্থাপন করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে রাজ্ঞীর শোক প্রশমিত হইল। দুঃশীলা দিদ্দা ভোগোৎসুকা হইয়া পৌত্রের বিনাশের জন্য অভিচারের আশ্রয় লইলেন। ৪০৪৯ লৌকিক অব্দের অগ্রহায়ণমাসে শুক্লা দ্বাদশীতে নন্দিগুপ্ত পরলোক গমন করিলেন। এইরূপে তাহার দ্বিতীয় পৌত্র ত্রিভুবন ৪০৫১ লৌকিক অব্দের অগ্রহায়ণের শুক্লাপঞ্চমীতে নিহত হইলেন। অনন্তর নিষ্ঠুর রাজ্ঞী তাঁহার কনিষ্ঠ পৌত্র ভীমগুপ্তকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এই সময়ে বৃদ্ধ ফল্গুনের মৃত্যু হইল। দিদ্দা তাহার সম্মানে নিষ্ঠুরতা ও দুঃশীলতা চাপিয়া রাখিয়া ছিলেন। নির্লজ্জ দিদ্দা প্রকাশ্যে শত শত অন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। পর্ণোৎসে বদ্ধিবাস নামে এক খশ বাস করিত।

বাণের পুত্র তুঙ্গ তাহার মহিষ চরাইত। এক সময়ে সে তাহার ভ্রাতৃগণের সহিত কাশ্মীরে প্রবেশ করিলে রাজ্ঞী তুঙ্গকে দেখিলেন ও তুঙ্গ তাঁহার মন হরণ করিল। সে বহুবল্লভা দিদ্দার প্রিয়পাত্র হইল। পাপাচারিণী রাজ্ঞী তুঙ্গের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া অসন্তুষ্ট ভুয্যকে বিষপ্রয়োগদ্বারা হত্যা করিলেন। রক্কের পুত্র বেলাবিত্ত দেবকলস ভুয্যের অধিকার প্রাপ্ত হইল। বালক ভীমগুপ্ত চারি পাঁচ বৎসর প্রাসাদে অবস্থান করিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার বুদ্ধিও মার্জ্জিত হইল। সে দেখিল রাজকার্য যথারীতি চলিতেছে না। পিতামহীর চরিত্র নিতান্ত দূষিত। উভয়ের সংস্কার আবশ্যক। স্বভাব নিষ্ঠুর দিদ্দার সন্দেহ তাহার উপর পতিত হইল। অভিমন্যুপত্নী উচ্চবংশজাত এই শিশুকে গোপনে প্রাসাদে আনাইয়া নিজের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। নির্লজ্জা রাজ্ঞী ভীত হইয়া দেবকলসের পরামর্শে ভীমগুপ্তকে বন্দী করিলেন। নন্দিগুপ্ত প্রভৃতির গুপ্ত হত্যা সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ ছিল; কিন্তু কার্যদ্বারা সে সন্দেহ দূরীভূত হইল। নানাপ্রকারে যন্ত্রণা দিয়া ভীমগুপ্তকে হত্যা করিয়া ৪০৫৬ লৌকিক অব্দে দিদ্দা স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাজ্ঞীর অনুরাগবৃদ্ধির সহিত তুঙ্গের পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। সে প্রধান অমাত্যের পদ প্রাপ্ত হইয়া সকলের উপরে উন্নীত হইল। ভ্রাতাগণের সহিত তুঙ্গ যে সকল পূর্বমন্ত্রীর পদচ্যুতির কারণ হইয়াছিল তাহারা বিদ্বেষবশতঃ বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা পরামর্শ করিয়া দিদ্দার ভ্রাতুষ্পুত্র বিগ্রহ-রাজকে সিংহাসন প্রদানের জন্য কাশ্মীরে আনাইল। তিনি নিষ্ঠুর ও উগ্রস্বভাব ছিলেন। বুদ্ধিমান বিগ্রহরাজ রাজ্যমধ্যে বিপ্লব ঘটাইবার জন্য প্রধান প্রধান মঠের ব্রাহ্মণগণকে প্রায়োপবেশনের জন্য অনুরোধ করিলেন। বিদ্রোহী প্রজাগণ তুঙ্গকে হত্যা করিবার জন্য প্রত্যহ অন্বেষণ করিতে লাগিল। দিদ্দা আক্রমণ আশংকা করিয়া রুদ্ধদ্বারগৃহে তুঙ্গকে কিছুদিন রাখিলেন। ধনদানদ্বারা রাজ্ঞী সুমনোমন্তক প্রভৃতিকে বশীভূত করিলে উপবাসের অবসান হইল। অর্থবলে বিপদ নিবারিত হইলে বিগ্রহরাজ ভগ্নশক্তি হইয়া প্রস্থান করিলেন। তুঙ্গ প্রমুখ ব্যক্তিগণ পুনরায় শক্তিলাভ করিয়া বিপ্লবকারী কর্দমরাজ প্রভৃতিকে হত্যা করিল। বিগ্রহরাজের শত্রুতা বাড়িতে লাগিল। তিনি গোপনে দূতদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পুনরায় অনশনব্রত অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ উৎকোচ লাভের আশায় উপবাস করিবার জন্য সমবেত হইলে তুঙ্গ ধনদান করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিল। বিগ্রহরাজের প্রিয় আদিত্য নামে রাজপুরুষ গোপনে তাহাদের মধ্যে ছিল। পলায়নকালে সে নিহত হইল। বৎসরাজ নামক প্রতিহার পলায়নকালে অস্ত্রদ্বারা আহত হইয়া স্যক্কোতক প্রভৃতি

দ্বারা জীবিত অবস্থায় বন্দী হইল। দিদ্দার নিকট উৎকোচগ্রহণকারী সুমনোমন্তকাদি ব্যক্তিগণ শৃঙ্খলিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। ফল্গুনের মৃত্যুতে রাজপুরীরাজ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলে অমাত্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। রাজপুরীরাজ পৃথ্বীপাল গিরিসঙ্কটে আক্রমণ করিয়া কাশ্মীর-সৈন্য ধ্বংস করিল। শিপাটক ও হংসরাজ নামক মন্ত্রিদ্বয় নিহত হইল। বীরশ্রেষ্ঠ তুঙ্গ ভ্রাতৃগণের সহিত অন্যপথে সহসা রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া সমগ্র নগরী অগ্নিদগ্ধ করিল। এই উপায়ে পৃথ্বীপাল পরাজিত হইল ও অন্যান্য মন্ত্রীগণের সেনাসকল গিরিসঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করিল। পৃথ্বীপাল নিরুপায় হইয়া তুঙ্গকে কর প্রদান করিল। এইরূপে তুঙ্গ নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিল। তুঙ্গ নগরে ফিরিয়া আসিয়া সেনাপতির পদ গ্রহণ করিল ও ডামরসমূহকে ধ্বংস করিল। দিদ্দা ভ্রাতা উদয়রাজের পুত্র সংগ্রামরাজকে পরীক্ষা করিয়া নির্ভয়ে যুবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

৪০৭৯ লৌকিক অব্দের ভাদ্রমাসে শুক্লাষ্টমীতে রাজ্ঞী স্বর্গারোহণ করিলে যুবরাজ সংগ্রামরাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। এই রাজ্যের রাজবংশের এই অদ্ভুত তৃতীয় পরিবর্তন। ইহা বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। নাগরাজ যেমন তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসের শক্তি গুপ্ত রাখিয়া মৃণালসদৃশ ফণাসমূহে পৃথিবীকে ধারণ করেন, সেইরূপ নৃপতি সংগ্রামরাজ মৃদুতাদ্বারা দৃঢ়তা আচ্ছন্ন রাখিয়া সমগ্র পৃথিবীর ভার স্বীয় বাহুতে স্থাপন করিলেন।

সপ্তম তরঙ্গ

সকলে মনে করিল রাজ্ঞীর মৃত্যু হইলে তুঙ্গের পতন হইবে, কিন্তু তুঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে উৎপাটিত করিয়া অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিল। এই সময়ে নৃপতির জ্ঞাতি চন্দ্রাকরের মৃত্যু হইল। ইনি শক্তিশালী ও সর্বপ্রকার অধিকারের উপযুক্ত ছিলেন। ভীমতিকা গ্রামবাসী সমৃদ্ধিশালী পুণ্যাকরের বীরপুত্রগণ এই সময়ে পরলোক গমন করিল। যোগ্য মন্ত্রীর অভাবে নৃপতি অনন্যোপায় হইয়া তুঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মুমূর্ষু রাজ্ঞী তুঙ্গ ও সংগ্রামরাজকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন যে তাহারা পরস্পরের অনিষ্ট করিবে না। নৃপতি তুঙ্গের উপর রাজকার্যের ভার অর্পণ করিয়া ভোগপরায়ণ হইলেন। তিনি বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা সম্মানের লাঘব করিলেন। তিনি সাহায্যপ্রার্থী হইয়া প্রেম নামক দিদ্দামঠাধ্যক্ষকে রাজকুমারী লোঠিকাকে সম্প্রদান করিলেন। কোথায় নৃপভোগ্যা রাজকন্যা আর কোথায় দানগ্রহণকারী সামান্য ব্রাহ্মণ! তুঙ্গের ধ্বংসকামী ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণ, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে পরিহাসপুরে একত্রিত করিয়া অনশন ব্রত অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিল। এই বিপ্লব দমন করা নৃপতির পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। কারণ মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণের ঐক্য বায়ু এবং অগ্নির মিলনতুল্য। ব্রাহ্মণ রাজাকেও সিংহাসনচ্যুত করিতে প্রস্তুত ছিল। তাহারা তুঙ্গাদির পদচ্যুতিদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে রাজাকে অনুরোধ করিল। রাজা তুঙ্গ ও জনগণ একমত হইলে কপটবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ আরও কিছু প্রার্থনা করিল। তাহারা বলিল, "এই ব্রাহ্মণ তুঙ্গের পীড়নে তাহার গৃহে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আমরা ইহার অগ্নিসংকার করিব।" ইহারা কূপ হইতে একটি মৃতদেহ উদ্ধার করিয়া তুঙ্গের গৃহাভিমুখে লইয়া যাইতেছিল। ইহাদের অনুষ্ঠিত কেশহোম হইতে উত্থিতা কৃত্যা (অভিচার) কলিকাল প্রভাবে সেই অশুচি ব্রাহ্মণগণের উপরই পতিত হইল। ফলে অকস্মাৎ রাজার পক্ষ হইতে ব্রাহ্মণগণের বিনাশের জন্য তরবারি উন্মুক্ত হইল। ব্রাহ্মণগণ ভয়ে পলায়ন করিয়া মন্ত্রণাদাতা রাজকলশের গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার কুটিলতা প্রকাশিত হইলে সে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিল; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ অন্য দরজা দিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিল। রাজকলশ বিজিত হইলে ব্রাহ্মণ শ্রীধরের সাতপুত্র যুদ্ধে যোগদান করিল। তাহারা যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া মৃত্যুবরণ করিল। যুদ্ধ শেষ হইলে তুঙ্গ রাজকলশকে

শৃঙ্খলিত করিয়া আনাইল। তুঙ্গের অশ্ববাহক ভৃত্যগণ আহত নিরস্ত্র রাজকলশকে কাঁধে করিয়া নাচাইতে নাচাইতে লইয়া চলিল। ভূতিকলশ নামক অপর মন্ত্রিপুত্র রাজকলশের সহিত শূরমঠে গমন করিল। সুগন্ধিসীহ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ দয়াপরবশ হইয়া মুক্তিদান করিলে সপুত্র ভূতিকলশ অপমানিত হইয়া দেশান্তরে গমন করিল। এই দেশবিপ্লব দৈবযোগে তুঙ্গের গৌরবের কারণ হইয়াছিল। অবশেষে অমাত্য গুণদেব রাজাকে প্রসন্ন করিলে ভূতিকলশ গঙ্গাস্নানদ্বারা পবিত্র হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিল এবং রাজসভায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া তুঙ্গকে হত্যা করিবার জন্য গুপ্ত ঘাতক নিযুক্ত করিতে রাজাকে পরামর্শ দিল। তুঙ্গ ইহা জানিতে পারিয়া সমস্ত প্রকাশ করিল। নরপতি সপুত্র ভূতিকলশকে পুনরায় নির্বাসিত করিলেন। চন্দ্রাকরপুত্র মধ্যামন্তক কালক্রমে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে তাহার মৃত্যু হইল। জামাতা প্রেম রাজকন্যার সহিত কিছুকাল সুখে বাস করিয়া পরলোক গমন করিল। গঙ্গ প্রভৃতি নৃপতির প্রিয়পাত্রগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কেবল তুঙ্গ ভ্রাতৃগণের সহিত সুখভোগ করিতে লাগিল। যে সকল ঘটনা তাহার পতনের কারণ হইবে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে দৈবানুগ্রহে তাহাতে তাহার মঙ্গল হইল। তুঙ্গ নীতি অবলম্বন করিয়া প্রজারঞ্জনে তৎপর ছিল। পূর্বের পুণ্যের ক্ষয়ে ক্রমশঃ তাহার অধঃপতন আরম্ভ হইল। তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ সে নীচবংশজাত ভদ্রেশ্বর নামক কায়স্থকে তাহার সহকারিপদে নিযুক্ত করিল। নানাবিধ রাজকার্যের চিন্তায় পরিশ্রান্ত হইয়া তুঙ্গ ইহাকে সহকারী করিল, কিন্তু সে বুঝিলনা যে তাহার সংসর্গে ভাগ্যদেবী অপ্রসন্না হইলেন। উদারচেতা ধার্মিক ধর্মার্ককে পদচ্যুত করিয়া তুঙ্গ ভদ্রেশ্বরকে গৃহকার্যের অধিকার প্রদান করিল। দুর্মতি ভদ্রেশ্বর গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, অনাথ, অতিথি ও রাজকীয় অনুচরগণের বৃত্তি নষ্ট করিল। তুঙ্গ চৈত্রমাসে ভদ্রেশ্বরকে সর্বেসর্বা করিল। আষাঢ় মাসে সুগন্ধিসীহ পরলোক গমন করিল। কর্মপটু ভ্রাতার মৃত্যুতে তুঙ্গ নিতান্ত দুঃখিত হইল এবং নিজেকে অসহায় মনে করিল। অগ্রহায়ণ মাসে রাজা শাহিভূপতি ত্রিলোচনপালের সাহায্যার্থ তুঙ্গকে তথায় প্রেরণ করিলেন। অমাত্য, সামন্ত প্রভৃতিসহ বিরাট সৈন্যদল তাহার অনুগমন করিল। শাহি সপুত্র তুঙ্গকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। পাঁচ ছয় দিন অতীত হইলে ত্রিলোচনপাল দেখিলেন যে তুঙ্গ চরস্থাপন, শস্ত্রাভ্যাস প্রভৃতি আক্রমণোচিত কার্যে মনোনিবেশ করিতেছে না, তখন তিনি গর্বোদ্ধত তুঙ্গকে বলিলেন, যতদিন তুরুষ্কগণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত না হয়, ততদিন আপনারা পর্বতের উপরে আলস্যে কালযাপন করুন। শাহি নৃপতির এই হিতবাক্য তুঙ্গ অহংকার বশে উপেক্ষা করিল ও যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া সৈন্যগণের সহিত

অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর তুঙ্গ অল্পসংখ্যক সেনার সহিত তৌষী নদী উত্তীর্ণ হইয়া হম্মীর প্রেরিত অগ্রগামী সৈন্যগণকে পরাজিত করিল। যুদ্ধতত্ত্বজ্ঞ শাহি জয়োন্মত্ত তুঙ্গকে পূর্ব উপদেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইলেন। কিন্তু যুদ্ধোন্মত্ত তুঙ্গ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। যাহার বিনাশ আসন্ন, উপদেশ তাহার নিকটে নিরর্থক। ছলযুদ্ধ বিশারদ তুরুষ্ক সেনানায়ক ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত সৈন্যের সহিত প্রভাতে আগমন করিলে তুঙ্গের সৈন্যগণ পলায়ন করিল, শাহিসৈন্য কিছুকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিল। শাহিসৈন্য পলায়ন করিলে জয়সিংহ শ্রীবর্ধন ও সংগ্রাম বংশীয় ডামর বিভ্রমার্ক বীরত্ব প্রদর্শন করিল। তিন বীর ঘোরতর যুদ্ধে স্বদেশের খ্যাতি রক্ষা করিয়াছিল। ত্রিলোচনের বীরত্ব অসাধারণ। অসংখ্য শত্রুসৈন্য তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিল না। রাজা অসংখ্য সেনার সহিত একাকী যুদ্ধ করিয়া জয়ের আশা নাই দেখিয়া পলায়ন করিলেন। বিজয়ী হম্মীর ত্রিলোচনের অলৌকিক বীরত্ব স্মরণ করিয়া বিশ্রাম করিতে সাহসী হইলেন না। ত্রিলোচন হস্তিসেনা সংগ্রহ করিয়া জয়লাভের জন্য সচেষ্ট হইলেন। প্রসঙ্গক্রমে শাহিরাজ্যের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এই রাজ্যের নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। শঙ্করবর্মার বৃত্তান্ত বর্ণন সময়ে বিশাল শাহিরাজ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সেই শাহিদেশ, ইহার রাজা, ইহার অমাত্যগণ ও ঐশ্বর্য পরিচ্ছদ কখনও ছিল কিনা সন্দেহ ; তুঙ্গ পরাজিত হইয়া স্বদেশে গমন করিল ও তুরুষ্কগণ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল। ধীর ও সাহসী সংগ্রামরাজ শৃগালতুল্য তুঙ্গের উপর কোপ প্রকাশ করিলেন না। আপনাকে তুঙ্গের অধীন দেখিয়া রাজা ক্ষুব্ধ হইলেন ; পশুও পরাধীনতার দুঃখ অনুভব করে। তুঙ্গের পুত্র কন্দর্পসিংহ ধনবল ও বাহুবলের গর্বে রাজার ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল। ইহাতে নরপতি উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা বিগ্রহরাজ সুযোগ খুঁজিতেছিল। সে তুঙ্গকে হত্যা করিবার জন্য গোপনে রাজাকে পত্র প্রেরণ করিল। চঞ্চলচিত্ত রাজা পূর্ব অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিলেন। কিন্তু বারবার অনুরুদ্ধ হইয়া তদুত্তরে বলিলেন, যদি তাহাকে কোন সময়ে পুত্রের সহিত একাকী পাই, আমরা কি করিতে পারি দেখিব ; যদি অন্যরূপ আক্রমণ করিয়া আমরা কৃতকার্য না হই, সে আমাদিগকে বলপূর্বক হত্যা করিবে। সময়ের প্রতীক্ষার জন্য এইরূপ বলিলেন। এইরূপে ছয়মাস অতীত হইল। একদা নৃপতি তুঙ্গকে আহ্বান করিলেন। তুঙ্গ পূর্বেই দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিল। দৈববিপাকে সে পুত্রের সহিত একাকী গৃহ হইতে প্রস্থান করিল। প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ক্ষণকাল রাজার সম্মুখে অবস্থান করিল ও পরে পাঁচ-ছয় জন

অনুচরের সহিত মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিল। পর্বশর্করপ্রমুখ ব্যক্তিগণ তাহার পশ্চাদ্‌গমন করিল ও রাজাকে কিছু না বলিয়াই তুঙ্গকে অস্ত্রাঘাত করিল। তুঙ্গের অনুচরগণের মধ্যে সিংহরথ প্রশংসার পাত্র। অস্ত্রহীন সিংহরথ আহত তুঙ্গের পৃষ্ঠদেশে নিজের দেহ স্থাপিত করিয়া তাহার পরিত্রাণের চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভয়ে তুঙ্গের শ্বাস রুদ্ধ হইল। তুঙ্গের প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে রাজার দেহে প্রাণের সঞ্চার হইল। রাজসভাসদ্‌ ধর্মনামক ব্রাহ্মণের পুত্র পাপাত্মা পার্থ ও দুর্মতি কঙ্ক তুঙ্গের অনুচর ছিল। তাহারা আত্মরক্ষার্থ মুখে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়া শস্ত্রত্যাগ করিল। চঙ্গ প্রভৃতি তুঙ্গের অন্তরঙ্গ সশস্ত্র মন্ত্রিগণ ভীত হইয়া নীরব থাকিল। তুঙ্গের অনুচরগণ তাহার মৃত্যু সংবাদ না পাইয়া গৃহদাহ ও যুদ্ধাদি করিতে পারে এই আশংকা করিয়া নৃপতি সপুত্র তুঙ্গের মস্তক অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া বহির্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণ সামন্তের পুত্র ভুজঙ্গ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে সংগ্রামরাজ ভয়ে গৃহ হইতে গৃহান্তরে পলায়ন করিলেন। ভুজঙ্গ স্বর্ণদণ্ডদ্বারা রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সভামণ্ডপস্থিত কুড়িজন যোদ্ধাকে হত্যা করিল। কোষাধ্যক্ষ ত্রৈলোক্যরাজ ও কয্যামত্তকের ভ্রাতা বীর অভিনব যুদ্ধে নিহত হইল। তুঙ্গের অনুজীবী ত্রিশজন একাঙ্গ নিহত হইল। পদ্মরাজ যুদ্ধে আহত না হইয়া পলায়ন করিল ও স্বামীর মৃত্যুদুঃখ দূর করিবার জন্য তীর্থবাসী হইল। বীরাভিমানী চন্দ, বিদেশী অর্জুন ও ভীমের হেলাচক্র অস্ত্রত্যাগ করিলে শত্রু কর্তৃক নিহত হইল। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে নৃপতি তুঙ্গের ধনহরণ ও গৃহলুণ্ঠন করিলেন। বিশ্বস্ত তুঙ্গ সপুত্র নিহত হইলে খলগণ রাজসভায় প্রাধান্য লাভ করিল। নৃপতি তুঙ্গভ্রাতা নাগকে কম্পনের অধিপতি করিলেন। গোপন নিন্দাদ্বারা রাজার মন কলুষিত করিয়া কলঙ্কীনাগ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। কন্দর্প সিংহের অসতী পত্নী ক্ষেমা নাগের সহিত মিলিত হইত। সঙ্কট শান্তির চারদিন পরে তুঙ্গের পুত্রবধূ শাহিকুমারী সতী বিম্বা অগ্নিতে দেহত্যাগ করিল। তুঙ্গপত্নী মঞ্জনা পুত্রবধূ ও পৌত্রদ্বয়ের সহিত দীনভাবে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া রাজপুরীতে বাস করিতে লাগিল। কন্দর্প সিংহের অপর পত্নীর নাম মম্মা এবং পুত্রদ্বয়ের নাম বিচিত্র সিংহ ও মাতৃ সিংহ। রাজা পাপাত্মা ভদ্রেশ্বরকে তুঙ্গের স্থানে নিযুক্ত করিলেন। ভদ্রেশ্বর ভূতেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের ধন অপহরণ করিল। পার্থসদৃশ ব্যক্তিও অধিকার প্রাপ্ত হইল। পাপী পার্থ প্রবরেশ মন্দিরের পবিত্র রঙ্গপীঠে হত্যাদি পাপকার্যের অনুষ্ঠান করিল। সিন্ধুপুত্র কৃপণ মতঙ্গ প্রজাপীড়নদ্বারা রাজকোষ বৃদ্ধি করিল। পিষ্টক বিক্রয়-কারিণী গণিকার গর্ভে দেবমুখ নামক লেখকের এক পুত্র হয়। ইহার নাম

চন্দ্রমুখ। এই ব্যক্তি ভূপতির প্রিয়পাত্র হইয়া কোটিমুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছিল। ধনশালী হইয়াও কৃপণ চন্দ্রমুখ উপহাররূপে প্রদত্ত পিষ্টকসকল নিজের সেবকগণের মধ্যে বিক্রয় করিয়া কুলোচিত কার্য সম্পাদন করিত। ধনপ্রাপ্তির পূর্বে তাহার শরীর সুস্থ ও ক্ষুধা প্রবল ছিল, কিন্তু এখন তাহার শরীরে অগ্নিমান্দ্য ও অস্বাস্থ্য প্রবেশ করিল। সে মৃত্যুকালে একটি ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করিল। এককোটির তৃতীয়াংশ রণেশ্বর মন্দিরের জন্য প্রদত্ত হইল। নৃপতি তাহার তিন পুত্র নান, ভোগ ও নন্দিমুখকে তুরুষ্কগণের সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, তাহারা তুঙ্গের ন্যায় পলায়ন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। মন্ত্রিগণ অযোগ্য ও ভূপতি ক্ষমাশীল হইলে দরদ, দিবির ও ডামরসমূহ প্রাধান্য লাভ করিল। রাজকন্যা লোঠিকা স্বীয় নামে লোঠিকামঠ ও মাতার নামে তিলোত্তমা মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভদ্রেশ্বরও পুণ্য বিহার নির্মাণ করিল। সংগ্রামরাজ জলপানের স্থান পর্যন্তও নির্মাণ না করিয়া বিবেকের পরিচয় দিয়াছিলেন, কারণ তিনি বলিতেন যে, এই অর্থ ন্যায়তঃ অর্জিত হইয়াছে। যশোমঙ্গলের কন্যা রাজ্ঞী শ্রীলেখা, স্বামী সামর্থ্যহীন হইলে চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। সুগন্ধিসীহের পত্নী জয়লক্ষ্মীর পুত্র ত্রিভুবন দেবীর নিতান্ত প্রিয় হইল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়াকর জয়াকরগঞ্জাদি গঞ্জ স্থাপন করিয়া রাজকোষের উন্নতি করিল। এই মন্ত্রীও রাজ্ঞীর প্রিয়পাত্র ছিল। সুন্দরী মহিষী অতীব সঞ্চয়প্রিয়া ছিলেন। তিনি ময়গ্রামের গঞ্জ স্থাপন করিলেন ও নৃপতির অনুগ্রহে বহু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। রাজা পুত্র হরিরাজকে অভিষিক্ত করিয়া ৪১০৪ লৌকিক অব্দে আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে পরলোক গমন করিলেন।

হরিরাজ

নৃপতি হরিরাজ আশাপ্রকাশক ও আনন্দদায়ক। তাঁহার আদেশ ছিল অব্যর্থ। পৃথিবী তস্করশূন্য ও রাত্রিতে দোকানগুলির দ্বার রুদ্ধ করা নিষিদ্ধ হইল। এই রাজার রাজত্বকাল অত্যল্পকাল স্থায়ী হইল। এই অল্পসময়ের মধ্যে দেশের অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইল। যশস্বী রাজা বাইশদিন মাত্র প্রজা পালন করিয়া আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমীতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, স্বৈরিণী জননীর ব্যবহারে হরিরাজ অসন্তোষ প্রকাশ করিলে শ্রীলেখা অভিচার দ্বারা পুত্রের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন। অভিষেকের আয়োজন সমাপ্ত হইলে রাজমাতা স্নান করিয়া আসিলেন। এই সময়ে ধাত্রী-পুত্র সাগর একাঙ্গগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজভ্রাতা বালক অনন্তকে রাজ-

পদে অভিষিক্ত করিল। সিংহাসনের মোহে বঞ্চিত হইয়া নীচমনা রাজ্ঞী অপত্যস্নেহ ভুলিয়া গেলেন। বালক রাজার স্থবির পিতৃব্য বিগ্রহরাজ রাজ্য হরণ করিতে আসিয়া স্বীয় বিক্রম প্রদর্শন করিলেন। তিনি লোহর হইতে যাত্রা করিয়া আড়াই দিনের মধ্যে নগরে প্রবেশ করিলেন। পরে লোঠিকা মঠে প্রবেশ করিলে শ্রীলেখা প্রেরিত সেনাগণ মঠে অগ্নি সংযোগ করিয়া সৈন্যসহ বিগ্রহ রাজকে বধ করিল। মহিষী স্বামী ও পুত্রের নামে দুইটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি কিরূপে রাজ্য হস্তগত হইবে এই কথা দিবারাত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন। শৈশব উত্তীর্ণ হইলে নরপতি অতিব্যয়াদি দোষগ্রস্ত হইলেন। রুদ্রপাল প্রমুখ শাহিরাজকুমারগণ তাঁহার অতীব প্রিয়পাত্র হইল। তাহারা এত অধিক পরিমাণে বেতন লইত যে, রাজ্যের সমস্ত রাজস্ব নিঃশেষ হইল। রুদ্রপাল দৈনিক ব্যয়ের জন্য দেড়লক্ষ দীনার পাইত। তথাপি তাহার অর্থাভাব যায় নাই। দিদ্দাপাল নৃপতির নিকট হইতে আশিহাজার দীনার পাইয়া প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিত, তথাপি রাত্রিতে তাহার সুখে নিদ্রা হইত না। রাজার প্রিয়পাত্র বেতাল অনঙ্গপাল সোনার দেবপ্রতিমা ভাঙ্গিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। রুদ্রপাল ধনপ্রাণ অপহরণকারী তস্কর ও চণ্ডালগণের পরিত্রাতা, তাহারা রুদ্রপালের গৃহে আশ্রয় পাইত। কায়স্থগণ রুদ্রপালের প্রিয় ছিল। ত্যহারা প্রজা পীড়ন করিত। কায়স্থশ্রেষ্ঠ উৎপল অন্ধমঠ প্রতিষ্ঠা করিল। রুদ্রপাল রাজার অতীব প্রিয় ছিল। সে জলন্ধর পতি ইন্দুচন্দ্রের সুন্দরী কন্যা আসমতিকে বিবাহ করিল। এই রাজকুমারী ত্রিপুরেশ্বরে স্বীয় নামে মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। নরপতি, রুদ্রপালের পরামর্শে আসমতির কনিষ্ঠা ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। রুদ্রপালের মিত্রতায় ভূপতি দুর্নীতিপরায়ণ হইলেন—যেমন কর্ণের পরামর্শে দুর্যোধন পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই সময়ে বলশালী কম্পনপতি ত্রিভুবন ডামরসৈন্যসহ রাজ্যহরণ করিতে উপস্থিত হইল। সমস্ত সৈন্য ত্রিভুবনের পক্ষ অবলম্বন করিল, কেবল একাঙ্গ ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ রাজার পক্ষ পরিত্যাগ করিল না। বিক্রমশালী অনন্তদেব স্বয়ং ত্রিভুবনকে আক্রমণ করিলেন ও খড়্গদ্বারা তাহার বর্শার আঘাত নিবারণ করিলেন। কবচধারী ত্রিভুবন নৃপতির দৃঢ় প্রহারে পীড়িত হইয়া রক্তবমি করিতে করিতে পলায়ন করিল। অল্পবয়স্ক নৃপতির অসম্ভব বিক্রম দেখিয়া ত্রিভুবন যুদ্ধত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে বিক্রমশালী মহীপতি শমালাবাসী ডামর অভিনবকে পরাজিত করিলেন। তাঁহার খড়্গ রক্তমাংসলিপ্ত হইয়া যষ্টিরূপ ধারণ করিল ও তিনি পৃথিবী কম্পিত করিয়া ভৈরবের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে

বিচরণ করিতে লাগিলেন। নৃপতি একাঙ্গগণের দেহ ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া দয়াপরবশ হইলেন ও এককালীন দানের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি সেবকগণকে ছিয়ানব্বই কোটি দীনার প্রদান করিয়া স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। ত্রিভুবন দীনবেশে প্রত্যাবর্তন করিলে রাজা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আত্মীয় ব্রহ্মরাজকে গঞ্জের অধিপতি নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু রুদ্রপালের সহিত মনোমালিন্য হইলে ব্রহ্মরাজ অসন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিল। তারপর ডামরগণের সহিত মিলিত হইয়া সাতজন ম্লেচ্ছ ভূপালের সহিত দরদ্ নৃপতি আচলমঙ্গলকে কাশ্মীর আক্রমণের জন্য লইয়া আসিল। ইহারা ক্ষীরপৃষ্ঠগ্রামে উপস্থিত হইলে বিক্রমশালী রুদ্রপাল যুদ্ধাভিলাষী হইয়া ইহাদের সম্মুখীন হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে দরদ্পতির মস্তক ছিন্ন হইল ও রুদ্রপালের যশ বর্ধিত হইল। এই যুদ্ধে ম্লেচ্ছরাজগণের কেহ নিহত হইল, কেহ বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইল ও কাশ্মীররাজ হেমরত্নাদি লাভ করিলেন। রুদ্রপাল দরদ্রাজের রক্তস্রাবী মস্তক অনন্তদেবের সমীপে আনয়ন করিল। রুদ্রপাল লুতারোগে প্রাণত্যাগ করিল ও অন্যান্য শাহিরাজকুমারগণ অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পালগণের উপর অন্ধ স্নেহ দূরীভূত হইলে নৃপতি ধর্মপথের পথিক ও রাজ্ঞী সূর্যমতীর নিতান্ত বাধ্য হইলেন। দেবী গৌরীশ্বর মঠ নির্মাণ করিয়া পরে অপর নামানুসারে বিতস্তাতীরে পবিত্র সুভটা মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সদাশিবের মঠ প্রতিষ্ঠা সময়ে মহিষী গো, অশ্ব, হেম ও রত্নাদি দান করিয়া অনেক ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য দূর করিলেন। তিনি স্নেহবশবর্তী হইয়া তাঁহার ভ্রাতা আশাচন্দ্রের নামে মঠ নির্মাণ করিলেন। আশাচন্দ্রের অপর নাম কল্লন। অমরেশ ও বিজয়েশ মঠদ্বয়ের পার্শ্বে ভ্রাতার নামে ও স্বামীর নামে দুই মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজ্ঞী বিজয়েশ্বরে একশত আটটি গ্রাম বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া মহাপুণ্য অর্জন করিলেন। রাজকুমার রাজরাজের মৃত্যু হইলে রাজা ও রাণী প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া সদাশিবের মন্দিরের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হইতে পুরাতন প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পরবর্তী রাজগণ এইস্থানে বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। রাজা অশ্বপ্রিয় ছিলেন বলিয়া অশ্বশালার কর্মচারিগণ জন্মাবধি ঐশ্বর্যশালী রাজার অনুগ্রহে ও দেশ লুণ্ঠন দ্বারা তাঁহার সমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ডল্লক নামক কোনও স্বদেশীয় লোক পরিহাসকুশলতা দ্বারা রাজার প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। সে রাজ-কুমারের ন্যায় ব্যবহার ও প্রজাগণের সর্বস্ব অপহরণ করিত। বিদেশী পদ্মরাজ রাজার তাম্বুল সংগ্রাহক ছিল। নৃপতি তাম্বুলপ্রিয় ছিলেন বলিয়া পদ্মরাজ

তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিল। মালবপতি ভোজ ইহার সাহায্যে কপটেশ্বরে স্বর্ণময় কুণ্ড নির্মাণ করিয়াছিলেন। নৃপতি ভোজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি পাপমোচনকারী তীর্থের জলে সর্বদা মুখ ধৌত করিবেন। পদ্মরাজ জলপূর্ণ কাচের কলস সকল প্রেরণ করিয়া ভোজরাজের নিয়মপালনের সহায়তা করিয়াছিল। এই ব্যক্তি নানা কৌশলে রাজস্ব আত্মসাৎ করিত। সে রাজার উত্তমর্ণ ছিল। রাজমুকুট ও রাজসিংহাসন রাজার নিকট প্রাপ্য অর্থের বন্ধক-রূপে তাহার নিকট রক্ষিত হইয়াছিল। প্রত্যেক মাসে মাসার্ধ দিবসে তাহার গৃহ হইতে এই দুই রাজচিহ্ন সভায় ব্যবহারের জন্য আনীত হইত। দেবী সূর্যমতী নিজ সঞ্চিত অর্থ প্রদান করিয়া এই দুর্ব্যবস্থা দূর করিলেন। অশ্বশালীয় ও ভল্লুকাদির উপদ্রব শান্ত হইলে দেশমধ্যে পুনরায় শান্তি আসিল। অতঃপর রাজ্ঞী স্বয়ং রাজকার্য সম্পন্ন করিতেন, রাজা রাজ্ঞীর আদেশানুসারে কাজ করিতেন। নৃপতির দীর্ঘকালস্থায়ী রাজত্বে তাঁহার অনুগ্রহ এক সেবক হইতে অন্য সেবককে আশ্রয় করিত। এই সময়ে ক্ষেম নামে এক ব্যক্তি মন্ত্রী হইয়া প্রজাগণের আয়ের বারভাগ ও অন্যান্য করস্থাপন করিয়া কোষাগার পূর্ণ করিল। অনন্তর ত্রিগর্তবাসী ব্রাহ্মণ কেশব রাজার মন্ত্রী হইল। এই ব্যক্তিও পরে পদচ্যুত হইয়া দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিয়াছিল। ভূতি নামক এক বৈশ্য গৌরীশ মন্দিরের পালক ছিল। তাহার তিন পুত্র—হলধর, বজ্র ও বরাহ। ইহাদের মধ্যে হলধর কার্যদ্বারা সূর্যমতীকে প্রীত করিয়া প্রধান অমাত্যের পদ প্রাপ্ত হইল। হলধরের বুদ্ধিকৌশলে ক্ষুদ্র রাজগণ বশ্যতা স্বীকার করিল। সপত্নীক রাজা তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন। প্রজাগণের সোনার মূল্য নিরূপণের ভার রাজার উপর ছিল। জ্ঞানী মুখ্যমন্ত্রী এই প্রথা উঠাইয়া দিলেন। কারণ ইহা দ্বারা লোকের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ রাজার গোচরে আসিত। পরবর্তী নৃপতিগণ দণ্ডাদি প্রয়োগ দ্বারা এই অর্থ হস্তগত করিতে পারে। তিনি পরধন ও পরস্ত্রীহরণকারী কতিপয় অশ্বশালীয়কে হত্যা করিয়া প্রজার দুঃখ দূর করিলেন। ক্লেশহরণকারী হলধর সিন্ধু ও বিতস্তার সঙ্গমস্থলে সুবর্ণমণ্ডিত দেবমন্দির ও মঠ নির্মাণ করিয়া এই স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতাগণ লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করিয়া দানকুশলতা ত্যাগ করে নাই। তাঁহার বরাহ নামক ভ্রাতার পুত্র বিম্ব দ্বারাধিপতি ছিল। সে অজস্র দান বর্ষণ করিত। ডামর কুলের অকালমৃত্যুস্বরূপ বিম্ব অল্পসংখ্যক অনুচরের সহিত যুদ্ধ করিয়া বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিল। বিজয়ী নৃপতি অনন্তদেব, চম্পারাজ সালকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অপর ব্যক্তিকে সিংহাসন দান করিলেন। ভূপতি বলপূর্বক পরদেশ আক্রমণ করিয়া বহুবার বিপদগ্রস্ত

হইয়াছিলেন। তুক্কের পুত্র কলশের সহিত যুদ্ধে নরপতির সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত হইলে হলধর বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। উরশা আক্রমণ কালে শত্রুপক্ষ তাঁহার পথ রুদ্ধ করিলে কম্পনপতি পথ সংস্কার করিয়া তাঁহার বাহির হওয়ার উপায় করিলেন। নৃপতি যুদ্ধাসক্ত হইয়া বিদেশে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এদিকে মণ্ডলমধ্যে নানারূপ অত্যাচার হইতে লাগিল। ভদ্রেশ্বরতনয় দ্বারপতি রাজেশ্বর ও অন্যান্য লোক ক্রমরাজ্যের ডামরগণ কর্তৃক নিহত হইল। হলধর সর্বদা রাজ্ঞীর সেবায় তৎপর ছিলেন। ইহাতে তাঁহার অপবাদ হইল। আশাচন্দ্রপ্রমুখ ব্যক্তিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল ও রাজার আদেশে তাঁহার সর্বস্ব হরণ করিল। তাঁহার কারা-মোচন হইলে লক্ষ্মী পুনরায় তাঁহাকে আশ্রয় করিল। হলধর রাজ্ঞীর ব্যবহারে ক্ষণে ক্ষণে কোপ ও অনুগ্রহের লক্ষণ দেখিতে পাইতেন ; সরলচিত্ত নরপতি ক্রমশঃ রাজ্ঞীর নিতান্ত বশীভূত হইলেন। ইহার ফল হইয়াছিল। পুত্র-বাৎসল্যে অন্ধ হইয়া রাজ্ঞী বারংবার অনুরোধ করিলে নৃপতি পুত্র কলশকে রাজ্যদান করিতে উদ্যত হইলেন। হলধরপ্রমুখ প্রাজ্ঞব্যক্তিগণ সিংহাসন ত্যাগের দোষ ও পশ্চাৎ তাপের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিল। তিনি প্রতীহার রণাদিত্যকে অভিষেকের আয়োজন করিতে আদেশ করিলে, সে "আপনাকে পশ্চাৎ অনুতপ্ত হইতে হইবে" এই কথা রাজাকে বলিল। ৪১৩৯ লৌকিক অব্দের কার্তিক মাসে শুক্লা ষষ্ঠীতে ভূপতি পুত্রকে রাজ্য দান করিলেন। রাজসভায় রাজপুত্রগণকে নিবেদিত করিবার সময়ে রাজমাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া রণাদিত্য শিষ্টতা পরিত্যাগ করিয়া রাজার গলদেশে হস্তার্পণ করিল ও নূতন অভিষিক্ত কলশকে বলিল, "দেব, ইনি রাজপুত্র অনন্ত।" নরপতি ক্রুদ্ধ হইয়া রণাদিত্যের দিকে তাকাইলেন ; রণাদিত্য হাস্য করিয়া বলিল, কান্যকুব্জাদির নৃপগণও এইরূপে নিবেদিত হইয়াছেন ; আপনি যখন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আপনার সম্বন্ধে অন্য রীতি কিরূপে অবলম্বিত হইবে? আপনি সর্বদা অনুতাপানলে দগ্ধ হইবেন। দূরদর্শী মন্ত্রিগণের উচিতবাক্য শুনিয়া রাজা উত্তরদানে অক্ষম হইলেন। পরদিন বুদ্ধিমান হলধর নূতন রাজাকে বহু রাজপুরুষপরিবৃত ও পুরাতন রাজাকে অল্পসংখ্যক অনুচরবেষ্টিত দেখিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশপূর্বক অনন্তদেবকে তিরস্কার করিলেন ও পুনর্বার রাজ্য গ্রহণ করিতে যুক্তি দেখাইয়া অনুরোধ করিলেন: আপনি বৃদ্ধবয়সে সুখাভিলাষী হইয়া বালক পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তাহাকে অসুখী করিয়াছেন। ইহাতে কি আপনার লজ্জাবোধ হয় না? আপনি স্বয়ং রাজ্যভার বহন করুন ; আপনার

পুত্রকে যৌবনোচিত সুখভোগে বঞ্চিত করিবেন না। ইহা শুনিয়া নৃপতি পুনর্বার রাজ্যগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। হলধরের কৌশলে কলশদেব বঞ্চিত হইলেন। তিনি পিতামাতার সমক্ষে আহারাদি করিতেন। তিনি নামমাত্র রাজা রহিলেন। রাজসভায়, অস্ত্রপূজায় ও অন্যান্য রাজোচিত অনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়া পুরোহিতের ন্যায় কার্য করিতেন। স্বামীকে অনুরোধ করিয়া রাজ্ঞী পুত্রকে রাজ্যদান করিলেন ও পরে অনুতপ্তা হইয়া পুত্রের উপর স্নেহশূন্যা হইলেন। মহিষী ঈর্ষান্বিতা হইয়া পুত্রবধূগণের বেশভূষাদি ধারণ রাজস্ত্রীজনোচিত উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহাদিগকে দাসীর কার্য করাইতেন, এমন কি তাহাদিগকে গৃহলেপন পর্যন্ত করিতে হইত। একদা পিতৃব্য বিগ্রহরাজের পুত্র ক্ষিতিরাজ নৃপতির সম্মুখে আগমন করিয়া তাঁহার দুঃখের কারণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার পুত্র ভুবনরাজ রাজ্যলোলুপ হইয়া বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে নীলপুরের অধিপতির সহিত মিলিত হইয়া তাহার সৈন্যের সাহায্যে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে। পাপমতি ভুবনরাজ পিতার পূজিত দেববিগ্রহগণের নামে কুকুর সকল আহ্বান করে ও কুকুরের গলায় যজ্ঞোপবীত অর্পণ করিয়াছে। শুদ্ধচিত্ত ক্ষিতিরাজ পত্নীর অমতে সর্বস্বত্যাগী হইয়া মনোদুঃখ দূর করিতে সঙ্কল্প করিলেন। রাজর্ষি ক্ষিতিরাজ রাজ্ঞী রামলেখার গর্ভজাত কলশের দ্বিতীয় পুত্র স্তন্যপায়ী শিশু উৎকর্ষকে সত্বর রাজ্য প্রদান করিলেন ও পণ্ডিতগণের সহিত তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পরম বৈষ্ণব সাধু নৃপতি বহুবৎসর শান্তিসুখ ভোগ করিয়া চক্রধরে বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। তিনি ও ভোজরাজ দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ। উভয়ে বিদ্বান ও কবিকুলের পরম মিত্র ছিলেন।

নরপতি অনন্তদেব তাঁহার শিশুপৌত্রকে তরঙ্গরাজের হস্তে সমর্পণ করিলেন। একাল পর্যন্ত রাজার জ্ঞাতিগণ সমানভাবে রাজসুখ ভোগ করিত, কেহ বিদ্রোহাচরণ করে নাই। ইন্দুরাজের প্রপৌত্র বুদ্ধরাজের পৌত্র ও সিদ্ধরাজের পুত্র, বীরবর মদন-রাজ। মদনরাজের পুত্র জিন্দুরাজ অতীব অহংকারী ছিলেন। নরপতি তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলে তিনি কাশ্মীররাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। জিন্দুরাজ শৌর্যশালী বলিয়া রাজ্ঞী ডামরগণের ভয়ে তাহাকে দেশে আনাইলেন ও মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন। দেগ্রামে শোভ নামে এক কাণা ডামর রাজার উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। জিন্দুরাজ ইহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন। রাজা বিক্রমশালী জিন্দুরাজকে সেনাপতির পদ প্রদান করিলেন ও রাজপুরী প্রভৃতির নৃপগণকে কর দান করিতে বাধ্য করিলেন। নানাপ্রকার ভুলবশতঃ রাজ্য সঙ্কটময় হইল; চক্রধরে হলধরের মৃত্যু হইল। সস্ত্রীক অনন্তদেব তাঁহার উপদেশপ্রার্থী

হইলে মুমূর্ষু হলধর রাজাকে বলিলেন,—বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অন্যদেশ সহসা আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না। বল্লাপুর ও অন্যান্যস্থানে আমি চাতুরী দ্বারা বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। জিন্দুরাজ সর্বোচ্চপদ লাভ করিয়াছে। তাহা হইতে আশংকার কারণ আছে। জয়ানন্দ আপনার ও আপনার পুত্রের মধ্যে ভেদ ঘটাইবে। নৃপতি এই উপদেশ অনুসারে যুক্তিবলে শক্তিশালী জিন্দুরাজকে নিরস্ত্র করিয়া বিজ্জের সাহায্যে তাহাকে বন্দী করিলেন। কালক্রমে দুশ্চরিত্র কলশ সঙ্গিগণের পরামর্শে কুপথে পদার্পণ করিলেন। শাহিবংশজ অহংকারী রাজকুমার চারিজন তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিল। তাহাদের নাম বিজ্জ, পিথ, রাজ ও পাজ। কোষাধ্যক্ষ নাগের পুত্র জয়ানন্দ তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য ও কৌটিল্যের অধ্যাপক ছিল। দ্বিজশ্রেষ্ঠ অমরকণ্ঠ শিবলোকে গমন করিলে কলশদেব তাহার পুত্র প্রমদকণ্ঠের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। স্বভাবতঃ দুষ্টস্বভাব গুরু প্রমদকণ্ঠ কুক্রিয়াভ্যাস শিক্ষা দিত ও গম্য অগম্য বিচার পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিত। তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের সময়ে চতুর ভট্টপাদগণ নির্ভয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করিত ও ভৈরবকেও গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু তাহারা একদা ভয়বশতঃ পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বিড়ালবণিক তাহাদের মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিয়া সুস্থ করিয়াছিল। বণিকের একটি কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল ছিল। সেজন্য তাহাকে সকলে বিড়ালবণিক বলিত। সে এই নামটি মুছিয়া ফেলিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করিল। মূর্খ বণিক রজক ও শিল্পীগণের গুরুপদ লাভ করিয়াছিল। সে তাহার হস্তে বিড়ালের বিষ্ঠা ও হিং লেপন করিয়া ভট্টপাদগণের মস্তকে স্থাপন দ্বারা তাহাদিগকে সুস্থ করিয়াছিল। মেঘাচ্ছন্ন হইলে দিবস যেমন অন্ধকারময় হয় সেইরূপ অন্তঃসারশূন্য গুরুগণ কলশদেবকে পাপাচরণে প্রবর্তিত করিল। চমক নামে বংশীবাদক চারণ ছিল। সে স্ত্রীলোকের ধর্মনাশ করিত। রাত্রিকালে সে অন্যান্য গায়ক ও বাদকের সহিত মিলিত হইয়া রাত্রি জাগরণ করিত। তাহারা অতিভোজন করিত। তাহাদের মুখ হইতে অজীর্ণ মাংসের দুর্গন্ধ বাহির হইত। তাহারা সর্বদাই মদ্যপান করিত। একদা মদ্যপান কালে হলধরের পুত্র কনক চমককে বাঁধিয়া তাহার নাসিকা ছেদন করিল। রাজভৃত্য কৌটুন্য কার্যদ্বারা নৃপতির প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। সে রাজার প্রসাদে মন্ত্রিপদ লাভ করিল ও ঠক্কুর পদবী প্রাপ্ত হইল। পরস্ত্রীগামী রাজা কলশ নিজভগিনী ও কন্যাতে সঙ্গত হইত। সপত্নীক বৃদ্ধ ভূপতি এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া কিছু বলিতেও লজ্জাবোধ করিলেন ও মনের দুঃখ মনে রাখিলেন। লোষ্ট নামে এক নির্বোধ ব্রাহ্মণ ওবনা গ্রামে বাস করিত। ভিক্ষা ও গণনা দ্বারা তাহার জীবিকানির্বাহ হইত।

রাত্রিকালে ভ্রমণ করিতে করিতে গ্রামদেবতা ক্ষেত্রপালের অনুগ্রহে মুষ্টিবদ্ধ বস্তুর জ্ঞানলাভ করিল ও তাহার নাম মুষ্টিলোষ্টক হইল। সে গুরুর কার্য ও দৈবজ্ঞের কার্য এবং কৌট্টিন্য দ্বারা দুশ্চরিত্র রাজার প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। ধার্মিক ভিক্ষুক ব্যোমশিব ভট্টারক মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সর্বদা ব্রত নিয়মাদি পালন করিতেন। অন্ধগায়ক মম্ম অর্চনার সময়ে গান গাহিত। অবন্তিপুরের মদন নামে এক নীচ ব্রাহ্মণ ইহার পথপ্রদর্শক ছিল। মদন তাহাকে পরিত্যাগ করিলে ব্যোমশিব তাহাকে আশ্রয় দিলেন। দুশ্চরিত্র কট বিট ও চাটুকারগণ দ্বারা প্রতারিত হইয়া পাপকে পুণ্য মনে করিত। পত্নীগণের আলিঙ্গনে সুখবোধ না করিয়া পরদারপ্রার্থী রাজা রাত্রিকালে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন। একদা নৃপতি পরদারপ্রার্থী হইয়া পাঁচ-ছয় জন সঙ্গীর সহিত রাত্রিকালে জিন্দুরাজের গৃহে গমন করিলেন। জিন্দুরাজের নষ্টচরিত্রা পুত্রবধূ রাজা কলশকে রাত্রিকালে আসিতে সঙ্কেত করিয়াছিল। দ্বারে প্রবেশ করিলে কুকুরগুলি চীৎকার করিল ও দ্বাররক্ষক চণ্ডালগণ চোর মনে করিয়া অস্ত্রহাতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। ভীত রাজাকে রক্ষিগণ আঘাত করিতে উদ্যত হইলে অনুচরগণ রাজার পিঠের উপর নিজেদের দেহ রাখিয়া রাজাকে রক্ষা করিল। চণ্ডালগণ মুষ্টিপ্রহারাদি প্রদান করিলে অনুচরগণ বলিল, ইনি রাজা কলশদেব, প্রহার করিও না। নিজদোষে নীতির ব্যতিক্রম করিয়া রাজা অস্পৃশ্য ব্যক্তির নিকটও অপমানিত হইলেন। দুঃশীল কলশ প্রাসাদে উপস্থিত হইলে তাঁহার পিতামাতা রাত্রিতেই এই সংবাদ জানিতে পারিলেন। তাঁহারা লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া বহুক্ষণ রোদন করিলেন এবং অপরাধী বলিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা সর্ববিদ্যানিধি হর্ষদেবকে রাজ্যপ্রদান স্থির করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। হর্ষদেব বপ্পিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও পৌত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা প্রভাতে ভূপতি কলশকে আহ্বান করিলে তিনি ভীত হইয়া পিতা হইতে ভয়ের কথা বিজ্জ ও জয়ানন্দকে বলিলেন এবং তাহাদিগের পরামর্শ অনুসারে তিনি জয়ানন্দের হস্তধারণ করিয়া কোনরূপে পিতৃ গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিজ্জ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। প্রবেশমাত্র অনন্তদেব তাঁহার মুখে চপেটাঘাত করিলেন। বিজ্জ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কলশকে ধারণ করিয়া অসিস্পর্শ করিয়া দৃঢ়তার সহিত অনন্তদেবকে বলিল, হে রাজন্, আপনি মানিগণের অগ্রগণ্য; আমি ইঁহার বেতনভোগী ভৃত্য; আমি সশস্ত্র রাজপুত্র হইয়া জীবন থাকিতে এই সঙ্কটে স্বামীকে কিরূপে ত্যাগ করিব? হে মহীপতে, আপনি পিতা, ইনি পুত্র; অন্য সময়ে আমার অনুপস্থিতিতে

ইঁহার সম্বন্ধে যাহা উপযুক্ত মনে করেন, তাহা করিবেন। এইরূপ নরম ও কর্কশবাক্যে সরলচিত্ত রাজাকে মোহিত করিয়া বিজ্জ স্বামীর সহিত তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিল। বিজ্জ অনন্তদেবের সম্মুখে এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া ধীর ব্যক্তিগণ তাঁহার অমানুষিক সাহসের প্রশংসা করিলেন। কোপনা মহিষী মৌনাবলম্বন করিয়া সেই দিন জপে নিমগ্ন রহিলেন। তিনি যদি চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কলশের কারাবাস অথবা সর্বনাশ সাধিত হইত। অনন্তর বিজ্জ ভীত কলশকে তাঁহার পত্নী দিহ্লার গৃহে লইয়া গেল। চতুরা দিহ্লা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রচার করিলেন যে, স্বামীর শিরঃপীড়া হইয়াছে ও তাঁহার মস্তকে তৈলমর্দন করিতে লাগিলেন। তিনি বিজ্জকে দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করিয়া রোগের ছলনা দ্বারা অপরের প্রবেশ নিষেধ করিয়া স্বামীকে গোপনে রাখিলেন। অনন্তর রাজ্ঞী সূর্যমতী জপ শেষ করিয়া রাজাকে তিরস্কার করিলেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তদেব কলশকে বন্ধন করিতে অভিলাষী হইয়া তথায় গমন করিলে বিজ্জ তাঁহাকে একাকী প্রবেশ করিতে বলিল। অনুচরগণের প্রবেশ নিষেধে নরপতি ক্রুদ্ধ হইলেন ও রোষভরে বিজয়ক্ষেত্রের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। সপত্নীক নরপতি পদ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে তত্রস্থ বিশুশাবট্টাদি ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বলিলেন ঃ হে রাজন্, আপনি স্বয়ং রাজ্যত্যাগ করিয়াছেন, এখন কি জন্য অনুতপ্ত হইতেছেন ? সৎ হউক অসৎ হউক কৃতকর্মের অনুশোচনা উচিত নহে। আপনার দুষ্টপুত্রের নিন্দা করা অনুচিত, কারণ আপনার স্মরণ রাখা উচিত যে, আপনিই এই দুরাত্মার হস্তে প্রজাপুঞ্জকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আপনি কুপথগামী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া সুখে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু ধনরাশি ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করা কি সঙ্গত হইয়াছে! অর্থহীন পুরুষ অতীব সামর্থ্যশালী, সদ্বংশজ ও সচ্চরিত্র হইলেও সমাদর প্রাপ্ত হয় না। ইহা শুনিয়া বিবেচক অনন্তদেব প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইত্যবসরে সপত্নীক পুত্র তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর তিনি শ্রীনগরে প্রবেশ করিয়া ভ্রমবশতঃ পরিত্যক্ত ধনরাশি গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে পুনরায় বহির্গত হইলেন। তিনি অশ্ব, অস্ত্র ও বর্মাদি গ্রহণ করিয়া নদীতীরে রাজ্ঞীর জন্য কিছুকাল প্রতীক্ষা করিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ নানারূপ ধনরত্ন নৌকামধ্যে স্থাপন করিলেন। অনুজীবিগণ প্রথমতঃ এই বৃত্তান্ত জানিতে না পারিয়া তাঁহার প্রস্থান সময়ে চুপ করিয়া রহিল ; কিন্তু সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তাহারা রোদন করিতে আরম্ভ করিল। পুরবাসিগণ তাঁহাদের সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ

করিতে লাগিল। হা মাতঃ, হা পিতঃ, আপনারা এইভাবে কোথায় যাইতেছেন ইত্যাদি বলিয়া সকলে বিলাপ করিতে লাগিল। যাইবার সময়ে সর্বদা ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বিজন স্থানেও যেন বারংবার সেইরূপ ধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রিয়স্বজনতুল্য বিজয়েশ্বরের মন্দির দর্শন করিয়া মনের প্রসন্নতা লাভ করিলেন। অনন্তদেব ক্ষীরভূপ প্রভৃতি ডামরগণকে নৌনগরাদি স্ব স্ব স্থানে রক্ষাকার্যে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং শঙ্কাশূন্য হইলেন। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বিজয়েশ্বরে পরমোৎসবে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র, অশ্বারোহী, যোদ্ধা ও ডামরগণ তাঁহার নিকটে বাসস্থান নির্দেশ করিল। ৪১৫৫ লৌকিক অব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীনগর হইতে বহির্গত হইয়া তিনি বিজয়েশ্বরে অবস্থান করিয়া স্বর্গসুখভোগ করিতে লাগিলেন। অনন্তদেব বাহির হইয়া গেলে নৃপতি কলশ ধনশূন্য রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অর্থহীন হইয়াও নিজরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হইলেন ও বিজ্জ প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া মাননীয় ব্যক্তিগণকে অধিকার প্রদান করিলেন। জয়ানন্দ সর্বাধিকার ও বিতস্তাপুরবাসী বরাহদেব দ্বারপতি নিযুক্ত হইলেন। জিন্দুরাজ যখন সেনাপতি ছিলেন তখন বিজয়মিত্র বস্ত্রাধিকারী ছিলেন; এখন ইনি সেনাপতির পদপ্রাপ্ত হইলেন। অন্যান্য ব্যক্তিগকে গুণানুসারে অধিকার প্রদান করিয়াও পিতার সহিত যুদ্ধের উদ্যোগে চিন্তাকুল হইয়া তিনি অর্থ সংগ্রহের উপায় দেখিতে লাগিলেন। জয়ানন্দ পদাতিক সংগ্রহের ইচ্ছায় নিন্দিত বণিকগণের নিকট আগ্রহের সহিত ঋণ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিজ্জাদি রাজপুত্রগণের সহিত বৃদ্ধ নরপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অবন্তিপুরে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের উদ্যোগের কথা শুনিয়া ডামর অশ্বারোহিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সাগ্রহে বৃদ্ধ রাজার পক্ষ অবলম্বন করিল। সমগ্র বিজয়েশ্বর ছত্রচ্ছায়াময় ও শস্ত্রপূর্ণ হইল। অনন্তর সূর্যমতী পুত্রবাৎসল্যের বশবর্তিনী হইয়া ক্রুদ্ধ স্বামীর নিকটে দুইদিন যুদ্ধ বন্ধ রাখিতে প্রার্থনা করিলেন ও রাত্রিকালে বিশ্বস্ত দ্বিজগণের মুখে পুত্রের নিকট গুপ্তসংবাদ প্রেরণ করিলেন।—বৎস, তোমার এই সর্বনাশা বুদ্ধি বিপর্যয় কেন উপস্থিত হইল? ভীম পরাক্রম পিতার সহিত কেন যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ? যাঁহার ভ্রূকুটিতে দরদ্‌রাজাদি নৃপগণ নিহত হইয়াছেন, তুমি পতঙ্গের ন্যায় তাঁহার কোপানলে প্রবেশ করিতে কেন ইচ্ছা করিতেছ? অগ্নি সদৃশ নরপতি অশ্বে আরোহণ করিলে তোমার তৃণতুল্য যোদ্ধাগণকে কে রক্ষা করিবে? তুমি কত সৈন্য, কিরূপ শৌর্য ও কি পরিমাণ ধন লইয়া শক্তিশালিগণের অগ্রগণ্য তোমার পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? দৈবপ্রভাবে পরিত্যক্ত সমগ্র রাজ্য তুমি ভোগ করিতে থাক,

তোমার তীর্থবাসী পিতা তোমার কি অপকার করিয়াছেন? তুমি অর্থশূন্য, অল্পদিনের মধ্যে দারিদ্র্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হইবে। তুমি সৈন্য লইয়া প্রস্থান কর, আমি জীবিত থাকিতে তোমার পিতা হইতে তোমার কোন আশঙ্কা নাই; তুমি অনুনয়দ্বারা তোমার সরলমতি পিতাকে প্রসন্ন কর। পুত্র দূতমুখে মাতৃদেবীর এইরূপ প্রার্থনা গোপনে অবগত হইয়া রাত্রিতেই চতুর্দিক হইতে সমস্ত সৈন্য নিজের নিকটে আনাইলেন। দূতগণ সৈন্যাপসরণের কথা জানাইয়া রাজাকে প্রসন্ন করিল। কিন্তু প্রাতঃকালে মহিষী রাজাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, মহিষী এইরূপে উভয়ের নিন্দা নিবারণ করিলেন; কিন্তু প্রতারকগণের পরামর্শে উভয়ের মন ক্ষণে ক্ষণে বিচলিত হইত। বৃদ্ধ নরপতি বাহ্বালি ও অন্যান্য স্থানে পুত্রের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া সন্তপ্তহৃদয়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন ও প্রগল্‌ভা পত্নীর বাক্যে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। পুত্র পিতৃপক্ষীয়গণের গৃহাদি ধ্বংস করিলেন, কিন্তু পিতা পত্নীর বশীভূত হইয়া পুত্রের অনুচরগণের কোন অপকার করিলেন না। পুত্রের সৈন্যগণ দুর্বল জানিয়া তিনি পুনরায় রাজ্যগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন; কিন্তু জিন্দুরাজের বীরত্বে কিঞ্চিৎ আস্থা প্রদর্শন করিলেন। মহিষী রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া সিংহাসন প্রদানের নিমিত্ত হর্ষদেবকে দূত দ্বারা আহ্বান করিলেন। হর্ষদেব দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া সসৈন্যে পিতামহ ও পিতামহীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সানন্দে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পুত্র তাঁহাদের নিকটে আসিয়াছে দেখিয়া কলশ ভীত হইয়া পিতামাতার অপ্রিয় আচরণের পরিবর্তে তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিতে অভিলাষী হইলেন। ক্রমশঃ অনন্তদেব ও কলশের মধ্যে শত্রুতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কলশ কিছুকাল মাতার মতানুসারে কার্য করিলেন। কলশের আদেশ অনুসারে কম্পনাধীশ খশালা যাইতে অভিলাষী হইলে বৃদ্ধা রাজ্ঞী অনন্তদেবকে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া সেনাপতি সেই পথে যাইতে পারিবেন। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণগণ পিতাপুত্রের অনিষ্টকর বিরোধ দূর করিবার জন্য প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে রাজদম্পতী আড়াইমাস নগরে বাস করিলেন। যখন তাঁহারা শুনিলেন যে জয়ানন্দাদির পরামর্শে কলশ তাঁহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা দুঃখিত হইয়া পুনরায় বিজয়েশ্বরে গমন করিলেন। নৃপতি কলশ পিতার অশ্বসমূহের ঘাস পোড়াইয়া দিলেন এবং বিষ, অস্ত্র ও অগ্নি প্রয়োগদ্বারা তাঁহার পদাতিকগণকে নিহত করিলেন। বিরোধ দিন দিন বর্ধিত হওয়ায় অনন্তদেব প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলে রাজ্ঞী তাহাতে বাধা দিলেন। সেই সময়ে লুড্ডা

নাম্নী এক কৈবর্তজাতীয়া ব্যভিচারিণী রমণী ছিল; কেশহীন থক্কডামর তাহার উপপতি; এই ব্যক্তি লুড্ডার নিতান্ত বশীভূত ছিল। বৃদ্ধ রাজদম্পতী নানারূপ ধর্ম-কর্মদ্বারা মনের দুঃখ দূর করিলেন। তাঁহারা ধনবলে বলীয়ান ছিলেন বলিয়া কুপুত্র কলশ ঈর্ষান্বিত হইয়া রাত্রিকালে তাঁহাদের বাসগৃহে আগুন লাগাইলেন। এই অগ্নি-দাহে সমস্ত বিজয়েশ্বর নগর ও ভূপতির সমস্ত জিনিসপত্র ভস্মীভূত হইল। দুঃখিতা রাজ্ঞী সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে তন্বঙ্গের পুত্রগণ তাঁহাকে প্রজ্বলিত গৃহ হইতে বাহির করিলেন। নষ্টসর্বস্ব রাজা নদী উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে উপস্থিত হইলেন ও পত্নীর সহিত শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। মহিষী প্রাতঃকালে রত্ননির্মিত অক্ষত শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন ও তাহা সত্তরলক্ষ দীনার গ্রহণ করিয়া যাজকগণকে বিক্রয় করিলেন। এই অর্থে তিনি প্রথমতঃ ভৃত্যগণের অন্নবস্ত্র ক্রয় করিয়া পরে দগ্ধগৃহগুলির সংস্কার সাধন করিলেন। নৃপতি ভস্মরাশির তলদেশ হইতে এত অধিক পরিমাণ স্বর্ণলাভ করিলেন যে, তাহা শুনিলে লোকের মনে আজও বিস্ময় জাগে। বৃদ্ধ নৃপতির অর্থবল ছিল, কিন্তু রাজোচিত আদেশের অভাবে তিনি নূতনভাবে নগর নির্মাণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মাতার অনুগ্রহে নূতন রাজা কলশের প্রভাব অপ্রতিহত হইল ও তিনি দুঃসংবাদ দ্বারা পিতাকে সর্বদা পরিতপ্ত করিতে লাগিলেন। পুত্র পিতাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে পর্ণোৎস গমন করিতে দূতমুখে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন ও রাজ্ঞী এই কার্যসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ইহাতে অনন্তদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নির্জনে তন্বঙ্গতনয় থক্কনের সম্মুখে মহিষীকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া বলিলেন, অভিমান, যশ, শৌর্য, রাজ্য, শক্তি, বুদ্ধি ও ধন—হায়, পত্নীর বশবর্তী হইয়া আমি কি না হারাইয়াছি! জনগণ নারী-জাতিকে পুরুষের তুচ্ছ উপকরণ বলিয়া বিবেচনা করে; কিন্তু পরিণামে পুরুষগণ তাহাদের খেলার সামগ্রীতে পরিণত হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতি ক্রিয়াবিশেষদ্বারা স্বামীর সৌন্দর্য, বল, বুদ্ধি, পুরুষত্ব ও প্রাণ হরণ করিয়া থাকে। পুত্রগণ শেষকালের আশ্রয়, এই বৃদ্ধ স্বামীতে আমার প্রয়োজন কি? এইরূপ বিবেচনা করিয়া নারীগণ সন্তানের পোষণ ও স্বামীর শোষণ সাধন করিয়া থাকে। আমি পত্নীর দোষসমূহ এতদিন বিদিত ছিলাম, কিন্তু আমার পদগৌরবের অনুরোধে আমি ইহাকে অপমানিত করি নাই। এই ধৃষ্টা রমণী আমার ইহকালের সুখ বিনাশ করিয়া পরকালের সুখও নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমি দুর্বল ও পক্ককেশ হইয়াছি ও আমার মৃত্যু আসন্ন; বিজয়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া আমার কোথায় যাওয়া উচিত? চন্দ্রশেখরের পাপবিনাশকারী গৃহদ্বারে বাস করিতে আমার একান্ত বাসনা

হইতেছে। পুত্র পিতার ইহলোক ও পরলোকের পরিত্রাণকর্তা। অন্য কাহার এইরূপ পুত্র আছে যে, পিতাকে তীর্থ পরিত্যাগ করিতে বলে ও কুপথে যাইয়া মৃত্যুবরণ করিতে কামনা করে? কলশ অন্যবংশজাত ও রাজ্ঞী কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। সকলের জানা উচিত যে, যে পুত্র আকৃতিতে ও আচারে অসদৃশ, স্বজনবিরোধী ও পিতৃভক্তিহীন, সে জারজ। তিনি সংযমত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল পরে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া এইরূপ বাক্যে রাজ্ঞীর মর্মে আঘাত করিলেন। আত্মীয়ের সম্মুখে পুত্রজন্মের গুহ্য বিবরণ প্রকাশিত হইল দেখিয়া ও পরুষ সম্ভাষণ শুনিয়া মহিষী সমধিক লজ্জিতা হইলেন। অনন্তর মহিষী নীচ রমণীর ন্যায় ক্রুদ্ধা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চিরাভ্যস্ত কর্কশ বাক্যে দৃঢ়তার সহিত পতিকে বলিলেন—এই হৃতরাজ্য, ভিক্ষুক, মূর্খ ও হতভাগ্য রাজা বৃথা বৃদ্ধ হইয়াছে; মূঢ় জানেনা কোথায় কি বলিতে হইবে। হে মূর্খ। আমাকে তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা তোমার বংশের রমণীগণের প্রতি প্রযোজ্য; এখন প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময়; কেন তুমি ইহা করিতেছ না? এই অকর্মণ্য বৃদ্ধকে পুত্র দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়াছে, পত্নীও ইহাকে ত্যাগ করিয়াছে,—এই অপবাদ হইতে আমার ভয় হইতেছে। বংশদোষাদি বৃত্তান্তপূর্ণ তিরস্কারসূচক বাক্যে ব্যথিত হইয়া নৃপতি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। অনন্তর নৃপতির আসনপ্রান্ত হইতে নিঃসৃত রক্তধারা স্পষ্ট দেখা গেল। ইহা দেখিয়া মহিষী ভীত হইলেন ও ক্রন্দন রোদন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, নৃপতি কুপিত হইয়া গুহ্যদেশে ক্ষুরিকাঘাত করিয়াছেন। লজ্জিত হইয়া রাজা ধীরভাবে বলিলেন, "রাজার রক্তাতিসার হইয়াছে বলিয়া বাহিরে প্রকাশ করিবে।" বিশ্বস্ত রাজপুরুষগণ এইরূপ বার্তা প্রচারিত করিল ও বাহিরের লোকে প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিল না। ৪১৫৭ লৌকিকাব্দে কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অনন্তদেব বিজয়েশের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিলেন। কাহারও উপর তাঁহার ক্রোধ ছিল না, তাঁহার উপরও কেহ ক্রোধ প্রকাশ করে নাই; মহামতি নরপতি প্রাণত্যাগ করিয়া সুখ ও শান্তিলাভ করিলেন। সংগ্রামরাজের বংশধর বস্ত্রাবৃত হইয়া অনাথের ন্যায় ভূতলে শয়ন করিলেন, যেন এ জগতে কেহ তাঁহাকে ভালবাসিত না। স্বামী প্রাণপরিত্যাগ করিলে রাজ্ঞী তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিবার নিমিত্ত রাজপুত্র হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত অনুচরবর্গকে তাহাদের প্রাপ্য দৈনিক বেতন প্রদান করিলেন। তাহারা বেতন-গ্রহণ করিলে তিনি পৌত্রের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে বিজয়েশের সম্মুখে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিলেন। পৌত্র রোদন করিতে করিতে মস্তকদ্বারা রাজ্ঞীর পাদস্পর্শ করিলে তিনি তাহাকে কোষবদ্ধ অসি অর্পণ করিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিলেন ও বলিলেন, তোমার পিতাকে বিশ্বাস

করিও না। তিনি পৌত্রের রক্ষার জন্য শত সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করিলেন ও পতির মৃতদেহ শিবিকায় আরোহণ করাইয়া প্রেরণ করিলেন। রাজ্ঞী একরাত্রি ও দিনার্ধ এইরূপে যাপন করিলেন। অনন্তর তিনি বিজয়েশকে প্রণাম করিয়া বাহির করিলেন। তাঁহাদিগকে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া লোকের ক্রন্দন ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইল। যে সকল সামন্ত ভূপতি স্কন্ধে অনন্ত-দেবের বিমান বহন করিতেছিলেন, তাঁহাদের কেশরাশি বায়ুবেগে চালিত হইয়া চামরের শোভা ধারণ করিল। মহিষী সৈন্যগণের শেষ সেবা দর্শন করিয়া দিবাবসানে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন। দুর্বার পুত্রবাৎসল্যের বশে অথবা অন্য কোন কারণে রাজ্ঞী সেই সময়ে পুত্রকে দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। সেই সময়ে কতিপয় লোক নগরের পথে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কলশ কি আসিয়াছে? পুত্র মাতার নিকটে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে বিরোধকারিগণ তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া যাইতে নিষেধ করিল। অনন্তর রাজ্ঞী পুত্রদর্শনের আশা পরিত্যাগ করিয়া বিতস্তার বারি-প্রার্থনা শ্লোক পাঠ করিলেন—"যাহারা বিতস্তার জল পান করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহারা ব্রহ্মবাদিগণের ন্যায় নিঃসন্দেহে মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।" বিতস্তার জল আনা হইলে তিনি তাহা পান করিলেন ও অঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর তিনি পিতাপুত্রের মধ্যে বিবাদসৃষ্টিকারী খলগণকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন,—"যাহারা আমাদের সহিত পুত্রের এইরূপ বিবাদ ঘটাইয়াছে তাহারা অল্পদিনের মধ্যে সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।" দুঃখসন্তপ্তা রাজ্ঞীর শাপে জয়ানন্দ ও জিন্দুরাজ প্রমুখ ব্যক্তিগণ অবিলম্বে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। অতঃপর রাজ্ঞী সহাস্যমুখে প্রজ্বলিত অনলে ঝম্পপ্রদান করিলেন। দাসসমূহের মধ্যে গঙ্গাধর, টক্কিবুদ্ধ ও যানবাহক দণ্ডক এবং দাসীগণের মধ্যে উদ্দা, ও নোনিকা বল্লা তাঁহাদের অনুগমন করিল। বপ্পট ও উপ্তটবংশজাত লানট ক্ষেমট ও ভূপতির প্রিয়পাত্র ছিল; তাহারা বৈরাগ্যগ্রস্ত হইয়া বিজয়েশ্বরে বাস করিতে লাগিল। ভূপতি একষষ্টি বৎসর পরমায়ু অতিক্রম করিয়া পত্নীর সহিত হরগৌরীর সাযুজ্য লাভ করিলেন। অনন্তর তন্বঙ্গরাজের পুত্রগণ অস্থি গ্রহণ করিয়া চতুর্থ দিবসে গঙ্গাভিমুখে প্রস্থান করিল। হর্ষ পিতামহের ধন ও অনুচরগণের সহিত বিজয়েশ্বরে অবস্থান করিয়া পিতার সহিত বিবাদ বাধাইলেন। প্রথম বিরোধে পিতা বিজয়েশ্বরে ছিলেন, এখন পুত্র বিজয়েশ্বরে ও পিতা শ্রীনগরের নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। দরিদ্র কলশ নীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি অনর্থভয়ে অতিব্যয়ী পুত্রের সহিত দূতমুখে সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। তাহারা অতিকষ্টে

হর্ষদেবকে পিতার সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ করিল। নৃপতি পুত্রকে আনয়ন করিতে বিজয়েশ্বরে প্রবেশ করিলে ভস্মীভূত গৃহাদি দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টি ও জনগণের নিন্দাবাক্য শ্রবণে তাঁহার কর্ণ দগ্ধ হইল। তিনি কোশবদ্ধ অসি স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন ও পুত্রের সহিত নগরে প্রবেশ করিলেন এবং হর্ষদেবের ধনরাশি তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রাযুক্ত করিয়া স্থাপন করিলেন। অনন্তর নৃপতির ধর্মে মতি হইল। তিনি সদুপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়া দারিদ্র্য দূর করিলেন। সৈল্যপুরবাসী গৃহস্থ নয়নের পুত্র সুচতুর জয্যক ডামরের পদ লাভ করিয়া ভূমির রাজস্ব ও দূরদেশে খাদ্যদ্রব্যের বাণিজ্যদ্বারা প্রচুর অর্থসংগ্রহ করিল। সে অর্ধক্রোশ পরিমিত ভূমি খনন করিয়া তাহা দীনার রাশিতে পরিপূর্ণ করিল ও তাহার উপর ধান্য বপন করিল। সে ভৃত্যদ্বারা প্রতিরাত্রিতে দীনার স্থাপন করিয়া প্রকাশ ভয়ে অনেককে গোপনে হত্যা করিল। সে ভাঙ্গিত অধিকার করিতে গমন করিলে অকস্মাৎ তাহার অনুচরগণ পলায়ন করিল ও তাহার অশ্ব দ্রাক্ষালতায় আটকাইয়া গেলে জনৈক পদাতিক তাহাকে বধ করিল। ভূতল হইতে তাহার অপর্যাপ্ত ধনরাশি লাভ করিয়া রাজার যাবজ্জীবন দারিদ্র্য দূর হইল। সৌভাগ্যের উদয় হইলে মানুষ বিভিন্ন দিক হইতে সম্পদ লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর প্রজাপুঞ্জের পুণ্যবলে নৃপতি কলশ পিতার ন্যায় তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি বিবেচনার সহিত অর্থের সদ্ব্যয় করিতেন ও সর্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং উচিতমূল্যে রত্নাদি ক্রয় করিতেন। তিনি সময়ের বিভাগ করিয়া পরম সুখে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সেবা করিতেন। তিনি চরদ্বারা স্বকীয় ও বিদেশীয় জনগণের কার্যকলাপ অবগত হইতেন। নিজগৃহের ন্যায় তিনি সমগ্র মণ্ডলের রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। জনপদ মধ্যে কেহ দুঃখী ছিল না। তিনি নিন্দামুক্ত হওয়ার জন্য শত্রুগণকে নির্মূল করিলেন। তাঁহার শাসনে প্রজাগণ সর্বদা আনন্দিত ও সুখী ছিল। তাহারা শত শত বিবাহ, যজ্ঞ, যাত্রা ও মহোৎসবে ব্যাপৃত থাকিত। তন্বঙ্গের চারিপুত্র রাজা ও রাজ্ঞীর অস্থি লইয়া গঙ্গায় গিয়াছিল। প্রত্যাবর্তনকালে পথে কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়; থক্কন প্রভৃতি অপর তিন পুত্র ফিরিয়া আসিলে রাজা কম্পন তাহাদিগকে এবং গুঙ্গের পুত্র মল্ল প্রভৃতিকে উৎকৃষ্ট উপহার দান করিয়া প্রীত করিয়াছিলেন। তিনি পরিণত বয়স্ক হইলেও বিদেশীয়গণের উপদেশ অনুসরণ করিয়া দুঃশীলতা ও নিন্দিত আচার পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বুল্লিয় নামক টক্ক তুরুষ্ক হইতে নানা দেশীয় কন্যাগণকে ক্রয় করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিত। তিনি প্রত্যহ বহুরমণী

উপভোগ করিতেন। তাঁহার কার্যকলাপ দোষে ও গুণে মিশ্রিত ছিল। তিনি ভস্মীভূত বিজয়ক্ষেত্রে নূতন নগর ও মহাদেবের প্রস্তর নির্মিত মন্দির নির্মাণ করিলেন। তিনি বিজয়েশমন্দিরের শিরোদেশে সুউচ্চ স্বর্ণময় ছত্র স্থাপন করিলেন। তিনি ত্রিপুরেশ্বরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। সৎকর্মকুশল নরপতি পাষাণ নির্মিত কলশেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার ছাদে স্বর্ণময় অসংখ্য কলস শোভা পাইতেছিল। কলশেশ্বরের উপরিভাগে স্বর্ণরচিত ছত্র নির্মাণ করিতে অভিলাষী হইলে তুরুষ্কদেশীয় শিল্পী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। 'এই ব্যক্তি তাম্রের উপর স্বর্ণারোপণের কৌশল অবগত ছিল ; সে বলিল যে, ছত্র নির্মাণ করিতে অনেক সোনার দরকার হইবে। কয়েকদিন নৃপতির আতিথ্যসৎকারে অতীত হইলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি অমাত্য নোনক তাহার প্রবঞ্চনা বুঝিতে পারিলেন। সে লজ্জিত হইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিল ; ও অল্পপরিমাণ স্বর্ণে ছত্র নির্মিত হইল। দেবরাজ অপেক্ষা তাঁহার অধিক ঐশ্বর্য ছিল। তিনি অনন্তেশ বাণলিঙ্গ ও অন্যান্য মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজা সহজপালের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সংগ্রামপাল রাজপুরীর সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন। অধিকতর শক্তি-শালী মদনপাল বালক ভূপতির রাজ্য হরণ করিতে উদ্যত হইলেন। সংগ্রাম-পালের ভগিনী ও ঠক্কুর জস্‌সরাজ মদনপালের ভয়ে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া নরপতি কলশের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের সাহায্যের জন্য জয়ানন্দ বিজ্জ ও অন্যান্য বীরগণকে প্রেরণ করিলেন। জয়ানন্দ সংগ্রাম-পালের শত্রুসমূহকে দূরীভূত করিয়া রাজ্যমধ্যে ক্ষমতা লাভ করিলে রাজপুরীর মন্ত্রিবর্গ জয়ানন্দের প্রতি বিদ্বেষ দেখাইতে লাগিলেন। জয়ানন্দকে বিতাড়িত করিবার জন্য তাহারা ভয় দেখাইতে লাগিল, কিন্তু সাহসী জয়ানন্দ ভীত হইলেন না। বিজ্জ রাজপুরবাসিগণের মনে আশংকার উদ্রেক করিয়াছে মনে করিয়া তিনি বিজ্জের উপর কুপিত হইলেন। তাহারা তাঁহাকে ধনদান করিয়া প্রার্থনা করিলে বুদ্ধিমান জয়ানন্দ দেশরক্ষার ছলে তথায় সৈন্যস্থাপন করিয়া বহির্গত হইলেন। এইরূপে রাজপুরী অধিকার করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলে কার্যতত্ত্বজ্ঞ প্রাজ্ঞ ভূপতি জয়ানন্দের উপর সন্তুষ্ট হইলেন। বিজ্জপ্রমুখ ব্যক্তিগণ রাজার ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল, অনন্তর জয়ানন্দ দৈববশে সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। নৃপতি তাঁহার স্বাস্থ্যসংবাদ জানিবার জন্য তাঁহার গৃহে আগমন করিলে জয়ানন্দ প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, গোপনে আমার কিছু বক্তব্য আছে। সকলে বহির্গত হইলে যখন তিনি কিছু বলিলেন না, তখন বিজ্জ তাম্বুলত্যাগের ছলনায় বহির্গত হইল। বিজ্জের বহির্গমনকালে ভূপতি ও বিশ্বাসী জয়ানন্দ

আপনি কেন বাহিরে যাইতেছেন বলিলেও বুদ্ধিমান বিজ্জ বাহিরে দেরি করিতে লাগিল। জয়ানন্দ রাজপুরীর বিবরণ বর্ণনা করিয়া রাজাকে বলিলেন; "রাজপুরী আপনার রাজ্য নহে; বিজ্জ তথায় আধিপত্য লাভ করিয়াছে।" বিজ্জ রাজকার্য নির্বাহসময়ে প্রভূত অর্থ গ্রহণ করিয়াছে, তিনি তাহার গণনা রাজাকে দেখাইলেন। রাজা কুপিত হইয়া প্রাসাদে গমন করিলে ইঙ্গিতজ্ঞ বিজ্জ স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাহার নির্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া নরপতি দাক্ষিণ্যবশবর্তী হইয়া প্রকাশ্যে নিষেধ করিলেন, কিন্তু অন্তরে সন্তুষ্ট হইয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিতে আদেশ দিলেন। বিজ্জ আদেশ পাইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন ও সমস্ত ধনাদির সহিত ভ্রাতৃগণকে অগ্রে প্রেরণ করিয়া ভূপতির নিকট বিদায় লইতে প্রস্থান করিলেন। প্রভু ও ভৃত্যের পরস্পরের ব্যবহার অতীব বিস্ময়জনক; রাজা রাজধর্মের বশীভূত হইয়া প্রিয় সেবকের গমন নিষেধ করিলেন না ও বিজ্জ কুপিত হইলেও প্রিয় স্বামীর সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিলেন না। রাজা উঠিয়া কিছুদূর গমন করিলে বিজ্জ তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিলেন। হলধর যেমন মুমূর্ষু অবস্থায়ও জন্দুরাজের উপর দোষারোপ করিয়াছিল, সেইরূপ জয়ানন্দও বিজ্জের পদচ্যুতি সাধন করিয়াছিল। অমাত্যবর্গ রাজাকে বলিলেন, "বিজ্জ আপনার ধন ব্যতীত রাজ্যের সমস্ত ধন লইয়া গমন করিতেছে; ইহার ধন অপহরণ করা হউক," কিন্তু নৃপতি তদনুসারে কার্য করিলেন না। রাজা বিজ্জকে নিশ্চয়ই নিবারণ করিবেন, এই আশায় রাজা ভিন্ন সকলে বিজ্জের অনুগমন করিল। বলশালী বিজ্জের আক্রমণ আশংকা করিয়া রাজা পাঁচ রাত্রি অনিদ্রায় যাপন করিলেন। বিজ্জ শূরপুর হইতে প্রস্থান করিলে তাঁহার অনুগামিগণ প্রত্যাবর্তন করিল ও রাজা ভয়শূন্য হইয়া স্বীয় আশংকার কথা মন্ত্রিগণের নিকটে প্রকাশ করিলেন। যাহারা পূর্বে বিজ্জের ধন হরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিল, তাহারা ভূপতির নীতিকুশলতার প্রশংসা করিতে লাগিল। নির্দোষ বিজ্জপ্রমুখ ব্যক্তিগণ যে দেশে গমন করিলেন, তথায় রত্নের ন্যায় সমাদৃত হইলেন। বিজ্জের প্রতাপ ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়াছিল; তিনি কলশদেবের চরণোল্লেখপূর্বক শপথ করিয়া তাঁহার প্রতি দেবতার ন্যায় ভক্তি প্রকাশ করিতেন। বিজ্জ প্রভৃতিকে নির্বাসিত করিয়া জয়ানন্দ অল্পদিনের জন্য আধিপত্য লাভ করিলেন ও সূর্যমতীর শাপপ্রভাবে অবিলম্বে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তদেবের বিরোধী জিন্দুরাজ এই সময়ে প্রাণত্যাগ করিয়া নৃপতির অভিশাপ অব্যর্থ প্রতিপাদন করিল। শাপগ্রস্ত বিজ্জ অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত কিছুকাল সম্পদ ভোগ করিয়া গৌড়মণ্ডলে মৃত্যুমুখে

পতিত হইল। বিজ্জের প্রাণত্যাগের পর তাহার ভ্রাতাগণ দীর্ঘকাল কারাগার-বাসের ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিল। মদনপ্রমুখ দুই তিনজন বিরোধকারী সেই সময়ে বিনষ্ট হয় নাই; কিন্তু তাহারা অচিরে যন্ত্রণাময় মৃত্যু প্রাপ্ত হইল। বামন জয়ানন্দের সহকারী ও তাঁহার পুত্রগণের অভিভাবক ছিলেন। রাজা তাঁহাকে সর্বাধিকারীর পদ প্রদান করিলেন। ধনলোভী নরপতি অবন্তিস্বামী ও অন্যান্য মন্দিরের ভোগ্য গ্রামসমূহ হরণ করিয়া কলশগঞ্জ নামক কর্মস্থান স্থাপন করিলেন। মন্ত্রী নোনক অর্থসংগ্রহ বিষয়ে সুনিপুণ ছিলেন। প্রশস্তকলশ-প্রমুখ রাজকলশের পুত্রগণ মন্ত্রিত্বলাভ করিয়া নৃপতির প্রীতিভাজন হইয়াছিল। যে সকল পুত্র যথেচ্ছাচারী, তস্কর ও বিদ্রোহিদলভুক্ত ছিল, নৃপতি তাহাদিগকে অধিকার বঞ্চিত করিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন। মদনপাল রাজপুরীপতিকে পুনরায় আক্রমণ করিলে সেনাপতি বপ্পটকে সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। ভূপতির প্রতাপে সামান্য সেবক কর্তৃক মদনপাল পরাজিত ও শৃংখলিত হইয়া কাশ্মীরে আনীত হইয়াছিল। নৃপতি বরাহদেবের ভ্রাতা বীরবর কন্দর্পকে দ্বারাধিপের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইনি ডামরগণের বিনাশ সাধন করেন। ইনি জিন্দুরাজের নিকট নীতি ও বিক্রম শিক্ষা করিয়াছিলেন; পার্শ্ববর্তী সামন্তনৃপতিগণ ইঁহার শাসন শিরোধার্য করিতেন। ইনি কোপনস্বভাব বশতঃ বারংবার দ্বারপতির পদ পরিত্যাগ করিলে নৃপতি তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া পদ গ্রহণ করাইলেন। নরপতি মদনকে কম্পনের অধিকার প্রদান করিলে তিনি 'বোপ' প্রমুখ শক্তিশালী ডামরসকলকে বিনাশ করিলেন। ভূপতি সেবায় বশীভূত হইয়া বিজয়সিংহকে নগরাধিপের পদ প্রদান করিলেন। ইনি নগর তস্করশূন্য করিলেন। রাজা কন্দর্প ও উদয়সিংহ প্রভৃতিকে একত্র লোহররাজ্যে পাঠাইয়া ভুবনরাজকে বিতাড়িত করিলেন ও নীলপুরপতি কীর্তিরাজের কন্যা ভুবনমতীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। রাজা বিজয়সিংহকে পদচ্যুত করিয়া কার্য শিক্ষার জন্য গুরুপুত্র মল্লকে নগরাধিকারীর পদ প্রদান করিলেন। অনন্তর মল্ল দ্বারপতির পদ লাভ করিয়া পার্শ্ববর্তী নরপতিগণের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিলেন। নিঃসহায় পার্থ উত্তরগোগ্রহণে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, অভিমানী মল্ল উরশা আক্রমণ কালে সেইরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচ ছয়টি অশ্ব লইয়া কৃষ্ণা নদী উত্তরণ পূর্বক অভয়নামক ভূপতির রাজ্য ও অশ্বসকল হরণ করিলেন। এইরূপে নৃপতি পৃথিবী স্বীয়বশে আনয়ন করিলেন। ৪১৬৩ লৌকিকাব্দে আটজন রাজা শ্রীনগরে প্রবেশ করিলেন। স্বর্ধপুরের রাজা কীর্তি, চম্পাপতি আসট, বল্লাপুরের অধিপতি তুক্কপুত্র কলশ, রাজপুরীশ্বর সংগ্রামপাল, লোহরনাথ উৎকর্ষ, উর্বশাপতি মুদ্ধজ,

কান্দেশ্বর গাম্ভীরসীহ ও কাষ্ঠবাট ভূপতি উত্তমরাজ নরপতি কলশদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে শীতকাল ছিল ও বিতস্তার জলরাশি হিমশিলায় পরিণত হইয়াছিল ; নৃপতিগণ পরমসুখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যাহা মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহা তৎক্ষণাৎ বামন কর্তৃক তাঁহাদের সম্মুখে আনীত হইল। এই সময়ে তাঁহার অসাধারণ কার্যকুশলতা প্রকাশিত হইয়াছিল। নৃপতিগণ প্রস্থান করিলে মল্ল পদত্যাগ করিলেন; ভূপতি কন্দর্পকে দ্বারপতির অধিকার প্রদান করিলেন। অভিমানী কন্দর্প নিজ অর্থব্যয়ে স্বাপিক নামক দুর্গ কৌশলে অধিকার করিলেন। নগরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি নৃপতির নিষেধ সত্ত্বেও কোন কারণবশতঃ দুঃখিতমনে পদত্যাগ করিলেন। যখন প্রশস্তকলশ দৌত্যকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি কন্দর্পের গর্বোক্তিতে মর্মাহত হইয়াছিলেন। এখন অভিমান বশবর্তী হইয়া নিজ অর্থব্যয়ে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন ও স্বীয় ভ্রাতা রত্ন-কলশকে কন্দর্পের পদে স্থাপন করিলেন। তিনি অর্থবলে পদলাভ করিলেও কন্দর্পের সমকক্ষ ছিলেন না। অনন্তর মহীপতি ভৃত্যরত্ন কন্দর্পকে শ্রীনগরের অধিকার অতি কষ্টে গ্রহণ করাইলেন। অতি পীড়নে কোন তস্কর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে কন্দর্প দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া অধিকার পরিত্যাগ পূর্বক বিষণ্ণমনে জাহ্নবী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নৃপতি বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়া গতিরোধ করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভুর হস্তে আঘাত করিলেন ও অন্যদেশে গমন করিলেন। রাজা ইহাতে তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। রাজা তাঁহাকে পুনরায় নিজের কাছে আনয়ন করিয়া তাঁহার দর্পচূর্ণ করিলেন, কিন্তু প্রাণনাশ করিলেন না। গুণগ্রাহী নরপতি পুরুষসিংহগণের পদগ্রহণ ও পদত্যাগ ধীরতার সহিত সহ্য করিতেন। তিনি জয়বনের নিকটে নিজনাম অনুসারে উচ্চগৃহযুক্ত নগর স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা মঠ, অগ্রহার, প্রাসাদ, বিশাল গৃহ, স্বচ্ছ জলাশয় ও উপবনসমূহে সুশোভিত হইয়াছিল। ইত্যবসরে পৌরুষশালী কুমার হর্ষ, দুর্লভ গুণরাশিতে ভূষিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি বহুদেশের ভাষায় অভিজ্ঞ ও সকল ভাষায় সুকবি ছিলেন। তিনি সকল বিদ্যার আধার বলিয়া দেশান্তরে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ধন লিপ্সু পিতা দেশান্তর হইতে আগত গুণবান ও শৌর্যশালী জনগণের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিতেন না, ইনি তাঁহাদিগকে বেতন প্রদান করিতেন। দানশীল হর্ষ অপরিমিত ব্যয় করিতেন বলিয়া তাঁহার পিতৃদত্ত বৃত্তিতে ব্যয় নির্বাহ হইত না। এমনকি তিনি একদিন অন্তর একদিন ভোজন করিতেন। তিনি সাধারণ গায়কের ন্যায় সঙ্গীত দ্বারা নৃপতির মনোরঞ্জন করিতেন এবং লব্ধ পারিতোষিকে ভৃত্যগণের ভরণপোষণ করিতেন। একদা তিনি নৃপতির সম্মুখে গান করিতেছিলেন।

সভ্যগণ তাঁহার গান শুনিয়া প্রীতিলাভ করিলেন, কিন্তু নৃপতি শৌচ করিতে বাহিরে গেলেন। বুদ্ধিমান কুমার প্রসঙ্গভঙ্গহেতু অপমান বোধ করিলেন এবং লজ্জা ও ক্রোধে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এই সময়ে নৃপতির ভৃত্য বিশ্‌শাবট্ট নামক বিট কুমারকে যেন পরিহাসচ্ছলে বলিল, "আপনি ইঁহাকে হত্যা করিয়া রাজ্য শাসন করুন।" তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিলে সমীপস্থ ধমট হাস্য করিয়া বলিল, "ইহার বাক্য অসঙ্গত নয়।" নৃপতি সভামধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিয়া সাধুবাদ ও পারিতোষিক দানদ্বারা অভিমানী পুত্রকে সন্তুষ্ট করিলেন। পরদিন হর্ষদেব পিতার পার্শ্বে ভোজন করিয়া স্বগৃহে উপস্থিত হইলে বিশ্‌শাবট্ট তাঁহার সমীপে আসিয়া গোপনে সেই কথাই বলিতে লাগিল। কুমার বারংবার নিষেধ করিলে সে আগ্রহের সহিত নানা উপায় নির্দেশ করিতে লাগিল, ইহাতে তিনি কুপিত হইয়া হস্তদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। গুরুতর আঘাতে নাসিকাপথে রক্ত নির্গত হইতে দেখিয়া রাজকুমার করুণাপরবশ হইলেন। তিনি ভৃত্যদ্বারা রক্ত ধৌত করিয়া বস্ত্র প্রদান করিলেন ও হাস্য করিয়া বলিলেন, "এইরূপ বলার ফল এই"। ধূর্ত বিশ্‌শাবট্ট ধম্মটের সাহায্যে কুমারকে এই কার্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বহুদিন বারবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার অন্তঃকরণে পাপের উদয় হইল ও তিনি অপর লোকের সহিত মন্ত্রণা করিয়া পিতৃহত্যার জন্য সর্বত্র গুপ্তঘাতক স্থাপন করিলেন। ভূপতি অনেকবার তাহাদের করায়ত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু হর্ষদেব স্নেহবশবর্তী হইয়া তাঁহাকে বধ করেন নাই; কিন্তু এই উদ্যম পরিত্যাগও করেন নাই। গুপ্তঘাতকগণ হর্ষদেবের বিশ্বাসভাজন হইলে বিশ্‌শাবট্ট প্রকাশভয়ে এই সংবাদ অচিরে রাজাকে নিবেদন করিল। কুমার এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ভীত হইলেন ও দূতমুখে নিমন্ত্রিত হইয়াও ভোজন করিতে পিতার নিকটে গমন করিলেন না। তাঁহার অনুপস্থিতি দেখিয়া ভূপতির সন্দেহ কাটিয়া গেল ও তিনি মনস্তাপে অনুচরগণের সহিত সেদিন ভোজ করিলেন না। প্রাতঃকালে ভ্রাতার সহিত থক্কন আসিলে নৃপতি তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া দীর্ঘকাল ক্রন্দন করিলেন। ধম্মটের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তিনি থক্কনকে- বলিলেন, ধম্মটকে বন্ধন করিয়া আমার নিকটে আনয়ন কর। তন্বঙ্গের পুত্রদ্বয় ভ্রাতার পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিল, "আমরা এই বিষয়ের কিছু জানিনা। হে রাজন, আপনার অনুগ্রহে আমরা আপনজনের পরিত্রাণধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি, তাদৃশ লোকের আশ্রয়ের জন্য আমাদের গৃহের দ্বার রাত্রিকালেও উন্মুক্ত থাকে। হে রাজন্, অনুজ ধম্মট দোষী বা নির্দোষ হউক, আমাদের প্রাণসংশয় হইলেও আমরা তাহাকে

পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তাহাকে রক্ষা করিলে আমাদের নিশ্চয়ই প্রভুর প্রতি বিদ্রোহাচরণের অপরাধ হইবে ; দেশত্যাগ ভিন্ন আমাদের আর কোন উপায় নাই।" এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে করিতে তাহারা নৃপতির পদতলে মস্তক স্থাপন করিলে তিনি অতিকষ্টে তাহাদিগকে চলিয়া যাওয়ার আদেশ প্রদান করিলেন। পথিমধ্যে কেহ ধম্মটকে হত্যা করিবে আশংকা করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে নিজেদের মধ্যভাগে রাখিলেন এবং সৈন্য ও অশ্বসহ দেশ হইতে বহির্গত হইলেন। তম্বঙ্গের পুত্রগণ প্রস্থান করিলে প্রাসাদ জনশূন্য হইল। ভূপতি পুত্রকে আনাইয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আদিমকাল হইতে এই জগতে সর্বত্র লোকে প্রসিদ্ধ পিতার নামে পুত্রের পরিচয় লাভ করিয়া থাকে ; কিন্তু অত্রিমুনি যেমন পুত্র শশধরের নামে পরিচিত হইয়া থাকেন. সেইরূপ লোকে আমাকে তোমার জনক বলিয়া জানে। তুমি আমার সুপুত্র ও তোমার খ্যাতি সমস্ত দিকে ও দ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তুমি গুণির্গণের অগ্রগণ্য ও প্রথিতযশাঃ, তুমি অসৎপথ কেন অবলম্বন করিয়াছ বল। পিতামহের ও আমার ধনরাশি তোমাকে কেন সমর্পণ করি নাই তাহার কারণ না শুনিয়া তুমি আমার নিন্দা করিতে পার না। অর্থহীন নরপতি স্বজন ও শত্রু কর্তৃক অভিভূত হইয়া থাকে, এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি ধনভাণ্ডার রক্ষা করিতেছি। পুর প্রতিষ্ঠার পর আমি তোমার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বারাণসী অথবা নন্দিক্ষেত্রে গমন করিব। তুমি অচিরে রাজ্য ও ধনের অধীশ্বর হইবে ; তবে কেন অত্যন্ত তৎপরতার সহিত অনার্যের মত কার্য সম্পাদন করিতে অভিলাষী হইয়াছ ? খলগণ তোমার সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিয়াছে তাহা আমি বিশ্বাস করি না ; তুমি প্রকৃত কথা বলিয়া মিথ্যা অপবাদ দূর কর। নৃপতি অপত্যস্নেহের বশবর্তী হইয়া এইরূপ অভিপ্রায়সূচক বাক্য বলিলেন এবং মনে করিলেন যে কুমার স্বীয় দোষ ক্ষালনের জন্য অপরাধ স্বীকার করিবে। হর্ষদেব সাধুবাদ দ্বারা পিতৃবাক্যের প্রশংসা করিয়া ও "আমি বিশ্বস্ত লোকের মুখে প্রকৃত কথা নিবেদন করিব" বলিয়া বহির্গত হইলেন। "আমি অপরের প্ররোচনায় এইরূপ কার্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম"—এই কথা তিনি লজ্জিত হইয়া পিতৃ প্রেরিত দূতকে বলিলেন ও নিজগৃহে গমন করিলেন। রাজা দূতের ম্লান মুখ দেখিয়া শিরে করাঘাত করিলেন, ও "হা পুত্র" বলিয়া কুমারকে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন "যদি হর্ষ নিহত হয় আমি আত্মহত্যা করিব।" নরপতির আদেশ অনুসারে সৈন্যগণ কুমারের গৃহ বেষ্টন করিল। ও তাঁহাকে কর্কশবাক্যে বলিল, রে দুরাচার, তুমি পরিণাম চিন্তা না করিয়া আমাদিগকে এই বিপজ্জনক কার্যে লিপ্ত করিয়াছ ও আমাদিগকে হত্যা

করাইয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? তুমি তোমার পিতাকে রক্ষা করিয়াছ, তোমার পিতা তোমাকে রক্ষা করিবে। আমাদের মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ কর, নচেৎ আমরা তোমাকে বধ করিব; স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সর্বপ্রকার তোমার জীবনের আশা নাই।" এই সময়ে দণ্ডক নামক কুমারের প্রতীহার ব্যাকুল নরপতির সম্মুখে উপস্থিত ছিল। সে এই সংবাদ পাইয়া হর্ষের নিকট গমন করিল। ষড়যন্ত্রকারিগণ তাহাকে নিজেদের লোক মনে করিয়া প্রবেশ করিতে দিলে বুদ্ধিমান দণ্ডক কুমারের নিকটে উপস্থিত হইল ও কপটতা দ্বারা সকলকে মোহিত করিয়া তাঁহাকে বলিল, হে ক্ষত্রিয়পুত্র, দেবগণও বহুবৎসর জীবিত থাকিয়া যথানিয়মে নিয়তির বশবর্তী হইয়া থাকেন। যখন আপনার মৃত্যু আসন্ন ও সুনিশ্চিত যাহার জন্য অস্ত্র ধারণ করিতেছেন, সেই মান রক্ষা করুন। আপনি যুবক, বিদ্বান, খ্যাতনামা ও শৌর্যশালী; যুদ্ধে বিলম্ব করিয়া আপনি কি ফল লাভ করিবেন? এই সকল ব্যক্তি আপনার সহায়ক হইবে, আমি স্বয়ং সকলের অগ্রে থাকিব, বিপদ অথবা বিজয় উভয়ই আপনার গৌরবজনক হইবে। উঠিয়া শীঘ্র নখকেশাদির সংস্কার করুন। এই কথা বলিয়া দণ্ডক ক্ষৌরকর্মের জন্য কুমারকে নাপিতের সহিত অভ্যন্তরস্থ গৃহে প্রেরণ করিলেন। চক্রান্তকারিগণ দণ্ডকের প্রশংসা করিল। প্রতিহার অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আনন্দে কুমারের পশ্চাদ্‌গমন করিয়া গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করিল। অনন্তর সে জানালা দিয়া রাজকীয় সেনানীকে বলিল, "কুমার নিরাপদে আছেন; তোমাদের কর্তব্য সম্পাদন কর।" বিদ্রোহী যোদ্ধাগণ কুমারের গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য তুমুল চীৎকার করিতে করিতে প্রাচীর গৃহাদির উপর আরোহণ করিতে লাগিল। কুমারের গৃহদ্বার সুদৃঢ় ছিল, চক্রান্তকারিগণ তাহা ভাঙ্গিতে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রাজসৈন্য কর্তৃক নিহত হইল। কুটুম্ব বৎসল নৃপতির আদেশে সুরক্ষিত হইয়াও রাজার স্বজন সহজ প্রথমে নিহত হইল। বীর ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণ "তিব্য", সাহসী "রামদেব" ও কর্ণাটবাসী "কেশী" বিপক্ষ সৈন্য কর্তৃক নিহত হইল।

কেহ অস্ত্রত্যাগ করিল, কেহ বা আত্মত্যাগ করিল, এইরূপে পাপিষ্ঠগণ নিধন ও বন্ধনাদি প্রাপ্ত হইল। ৪১৬৪ লৌকিকাব্দে পৌষমাসের শুক্লাষ্টমীতে পিতাপুত্রের মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া ধূর্তব্যক্তিগণ বিপ্লব সংঘটিত করিয়াছিল। সুখে অভ্যস্ত কুমার খলের সংস্পর্শে লঘুতা প্রাপ্ত হইয়া কারাগৃহে বন্দী ও দুঃখে পতিত হইলেন। কুমার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে মানিনী রাজ্ঞী ভুবনমতী কণ্ঠচ্ছেদন দ্বারা আত্মহত্যা করিলেন, কারণ তিনি পিতাপুত্রের প্রতিজ্ঞা সময়ে

মধ্যস্থা ছিলেন। ভূপতি বিশ্বস্ত মন্ত্রিবর্গকে রক্ষিকার্যে নিযুক্ত করিলেন ও অপত্যস্নেহের বশবর্তী হইয়া প্রতিদিন রাজোচিত খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতেন। প্রয়াগ নামক ভৃত্যকে তিনি কুমারের পার্শ্বচর নিযুক্ত করিলেন। নৌনক হর্ষদেব সম্বন্ধে নরপতিকে বলিলেন, "আপনি স্বয়ং অথবা অন্যের দ্বারা কুমারের প্রাণহরণ অথবা দৃষ্টিশক্তি বিনাশ করিবেন।" পশুর ন্যায় রাজার চরিত্রের অবনতি হইয়াছিল ; তিনি লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক রিপুরমণীর ন্যায় পুত্রের কতিপয় পত্নীকে সম্ভোগ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে তুরুরাজের পৌত্রী সুগলা শ্বশুরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া স্বামীর বধসাধনে অভিলাষিণী হইলে নোনক ও সুগলা পরামর্শ করিয়া খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশাইবার জন্য এক পাপিষ্ঠ পাচককে সম্মত করাইল। প্রয়াগ অন্য পাচকের মুখে এই সংবাদ পাইয়াছিল ; সে প্রভুকে প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতে নিষেধ করিল। যখন হর্ষদেব শুনিলেন যে, পরীক্ষার্থ দুইটি কুকুর এই অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তখন তিনি নিজের জীবনে নিরাশ হইলেন। অতঃপর তিনি প্রতিদিন ভোজ্য দ্রব্য স্পর্শ করিয়া পরিত্যাগ করিতেন। তিনি বাহির হইতে প্রয়াগ কর্তৃক আনীত খাদ্য গ্রহণ করিয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। রাজা পাচকগণের মুখে কুমারের খাদ্য ত্যাগের কথা অবগত হইয়া প্রয়াগকে আনাইলেন ও তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রয়াগ কাহারও নাম উল্লেখ না করিয়া সমগ্র বিষমিশ্রণের কথা বর্ণনা করিল ও বলিল যে, কুমার স্বয়ং ইহা বিদিত আছেন। পিতা অন্য পাচকের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু হর্ষদেব শঙ্কান্বিত হইয়া প্রয়াগের দেওয়া দ্রব্য ভিন্ন অন্যদ্রব্য ভোজন করিতেন না। এই সময়ে অকস্মাৎ ভূপতি কলশদেবের বিপর্যয় ঘটিল। তিনি প্রথমতঃ তাম্রস্বামী নামে সূর্যদেবের তাম্রময়ী মূর্তি ও বিহার সমূহ হইতে পিতলের মূর্তিগুলি স্বচ্ছন্দে অপহরণ করিলেন। নিষ্ঠুর নরপতি পুত্রহীন ব্যক্তি-গণের ধন হরণ করিতে লাগিলেন। তিনি অতিসম্ভোগজাত ধাতুদৌর্বল্য রোগে আক্রান্ত হইলেন ; বোধ হয় তিনি কোন শাপের ফলভোগ করিতেছিলেন। শিবমন্দিরে কুম্ভ প্রতিষ্ঠাকালে মহাকালের কুম্ভে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। ঔষধ প্রয়োগদ্বারাও ইহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল না। রক্তক্ষরণের জন্য তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইল ও ক্রমশঃ তিনি শয্যাশায়ী হইয়া অন্তঃপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অগ্নিমান্দ্যাদি ব্যাধির আক্রমণে তাঁহার দেহ দিন দিন শক্তিশূন্য ও মাংসহীন হইয়া পড়িল। তিনি হর্ষদেবকে রাজ্যদান করিতে অভিলাষী হইলেন, কিন্তু অমাত্যগণের অসম্মতি দেখিয়া উৎকর্ষকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত লোহর পর্বত হইতে আনাইলেন। মুমূর্ষু নরপতি উচ্চনীচ সকল ব্যক্তিকে

ধন দান করিলেন, কিন্তু ঈর্ষাবশবর্তী হইয়া অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণকে অর্থাদি প্রদান করিলেন না। "হর্ষকে অর্থ দিয়া দেশান্তরে প্রেরণ করিব" এই কথা বলিয়া তিনি কুমারকে আনাইবার নিমিত্ত মন্ত্রিগণকে আদেশ করিলেন। তাহারা পূর্বের রক্ষিগণকে অপসারিত করিল ও লোহর হইতে আগত ঠক্কুরগণকে রক্ষাকার্যে নিযুক্ত করিয়া হর্ষদেবকে উৎকর্ষের হস্তে সমর্পণ করিল। উৎকর্ষ ক্ষীণাঙ্গ হর্ষদেবকে নাট্যমণ্ডপ হইতে বাহির করিয়া নির্বান্ধব অবস্থায় গৃহে বন্দী করিলেন। দুর্বল নরপতি প্রাণবায়ু নিষ্ক্রান্ত হইবে জানিতে পারিয়া তীর্থক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিবার আশায় সত্বর নগর হইতে প্রস্থান করিলেন। তাম্রস্বামীর উৎপাটনদ্বারা তিনি দেবতার ক্রোধে পতিত হইয়াছেন মনে করিয়া প্রাণরক্ষার্থ সূর্যমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি শিবভক্ত ছিলেন; কিন্তু ভয়ে ব্যাকুল হইয়া মোক্ষপ্রদ বিজয়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন করিলেন। ভূপতি অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে সন্ধ্যাবেলায় শয্যাত্যাগ পূর্বক শিবিকায় আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে নির্গত হইলেন। তিনি নৌকায় অমাত্য ও অন্তঃপুরবাসীর সহিত জলপথে প্রস্থান করিলেন। পরদিন মার্তণ্ডের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত স্বর্ণপ্রতিমা দান করিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত না, তিনি পীড়িত অবস্থায় জ্যেষ্ঠপুত্রকে দেখিতে অভিলাষী হইলে ঔৎসুক্যবশতঃ তাঁহার পীড়া আরও বর্ধিত হইল। বাহিরে গায়কগণের হর্ষরচিত গীত শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র ও জনগণকে অর্থ বিতরণ করিতে প্রার্থনা করিলেন ও উৎকর্ষকে উপদেশ প্রদান করিতে করিতে বাক্‌শক্তি রহিত হইলেন। তিনি অস্পষ্টভাবে বারংবার 'হর্ষ হর্ষ' বলিলে নোনক নৃপতির অভিপ্রায় গোপন করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে দর্পণ ধরিলেন, তিনি ওষ্ঠদংশন ও মস্তক কম্পিত করিয়া হাস্য করিতে করিতে অব্যক্ত বাক্যে দর্পণ অপসারিত করিলেন ও বাক্‌বদ্ধ অবস্থায় আড়াই দিন অতিবাহিত করিলেন। প্রাণবায়ুর নির্গমন আসন্ন হইলে তিনি সংকেত দ্বারা মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিলেন ও তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অমাত্যবর্গ তাঁহাকে মার্তণ্ড সমীপে আনয়ন করিলেন। তিনি ঊনপঞ্চাশ বৎসর জীবিত থাকিয়া ৪১৬৫ লৌকিকাব্দে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। মন্মনিকা প্রমুখ সাতজন বিবাহিতা পত্নী ও জয়মতী নাম্নী উপপত্নী তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। তাঁহার প্রিয়তমা উপপত্নী কয্যা সমস্ত স্ত্রীজাতিকে কলঙ্কিত করিল। ইহা দুঃখের বিষয় যে কয্যা বিজয়ক্ষেত্রে বাস করিয়া গ্রাম্য নিয়োগীর উপপত্নীত্ব স্বীকার করিল। সে ভূপাল ভোগ্য দেহ গ্রামবাসীকে সমর্পণ করিল।

মন্ত্রিবর্গ উৎকর্ষের অভিষেক ব্যাপারে ব্যগ্র থাকিলেন; কৃতজ্ঞ বামন একাকী নরপতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

কুমার বিজয়মল্ল রাজ্ঞী পদ্মশ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি উৎকর্ষের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। পিতা কলশদেব হর্ষকে যে পরিমাণ দৈনিক বেতন দিতেন, তিনি বিজয়মল্লকে সেই পরিমাণ প্রাত্যহিক বৃত্তি দান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি সামন্তগণ ও মন্ত্রিবর্গকে মধ্যস্থ রাখিলেন ও কয্যাপুত্র জয়রাজের বৃত্তি নির্ধারণ করিলেন। অনন্তর নূতন রাজা নগরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তিনি পুরবাসিগণের হৃদয় অধিকার করিতে পারিলেন না। কারণ তাহারা হর্ষদেবের উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল। উৎকর্ষের রাজ্যলাভের দিনটি জনসাধারণের আনন্দপ্রদ হয় নাই। বন্দী হর্ষ সেদিন অনাহারে অবস্থান করিলেন। পরদিন ঠক্কুরগণ শোকাকুল হর্ষদেবকে অনুনয় করিয়া অতিকষ্টে ভোজন করাইলেন। তাহারা তাঁহাকে নিজদেশে রাজ্যপ্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইল; কারণ উৎকর্ষ একাকী দুইরাজ্য শাসন করিবার উপযুক্ত ছিলেন না এইরূপে তিনি তাঁহাদের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলেন। পরদিবস তিনি পিতা মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পাইয়া উপবাসী রহিলেন ও সেইদিন উৎকর্ষের আগমন-বার্তা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অশ্রুপাতদ্বারা পিতার উদ্দেশে অঞ্জলিদান করিলেন, এমন সময়ে উৎকর্ষের দূত আসিয়া তাঁহাকে স্নান করিতে অনুরোধ করিল। উৎকর্ষ তাঁহাকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলে তিনি তাহাদিগকে এই বাক্য বলিয়া বিদায় দিলেন, রাজা আমাকে কারামুক্ত করিয়া নির্বাসিত করুন, আমি অস্ত্রস্পর্শ করিয়া শপথ করিব যে, আমি তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিব না; অন্যথা আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব। উৎকর্ষ মিথ্যা অঙ্গীকার করিয়া দূত প্রেরণ দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন ও শপথ করাইয়া আহার করাইলেন। মুক্তি প্রার্থনা করিলে নৃপতি "কল্য করিব" বলিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন; ইহাতে হর্ষদেবের হৃদয়ে আশংকার উদয় হইল; হর্ষদেব বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত প্রয়াগের হস্তে স্বীয় কর্ণভূষণ স্থাপন করিয়া তাহাকে বিজয়মল্লের নিকটে গোপনে প্রেরণ করিলেন। প্রয়াগ তাঁহাকে বলিল, আপনার অগ্রজ বিপদ্গ্রস্ত হইয়া বলিতেছেন, "উৎকর্ষ রাজা ও তুমি কুমার থাকিতে আমি কারাগারে বন্দিভাবে দুঃখ ভোগ করিতেছি।" বিজয়মল্ল দুঃখিত মনে দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "নীতিবিৎ নরপতি আমার বাক্যে কি এই কার্য করিবেন? তথাপি আপনার মুক্তিলাভের নিমিত্ত যথাশক্তি যত্ন করিব, আপনি সাবধান হইয়া আপনার জীবন রক্ষা করিবেন।" এই কথা বলিয়া তাহাকে প্রস্থান

করিতে অনুমতি দিলেন ও কার্যসিদ্ধির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। উৎকর্ষ রাজ্যলাভের পর যেন দৈবমোহিত হইয়াই রাজকার্যের সুব্যবস্থা সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইলেন। তিনি কন্দর্পপ্রমুখ মন্ত্রিগণকে অধিকার দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে রাজকার্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন না অথবা স্বয়ং কোন কার্য করিতেন না। ধনাদি পরিদর্শন ও তাহার পরিমাণ করণ তাঁহার একমাত্র দৈনিক কার্য ছিল। দূরদর্শী ব্যক্তিগণ বুঝিলেন যে নরপতি অর্থলোভী হইয়াছেন। তিনি পুরোহিতের ন্যায় কৃপণ ও লঘুচেতা ছিলেন বলিয়া প্রজাগণের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। বিজয়মল্ল লুব্ধ নৃপতির নিকট নির্দিষ্ট বৃত্তি না পাইয়া ক্রোধভরে দেশত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য মধ্যস্থগণকে সঙ্গে গমন করিতে প্রার্থনা করিলে তাহারা সজ্জিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিল। তিনি নগর হইতে বহির্গত হইয়া লবণোৎসে এক রাত্রি যাপন করিলেন। তথায় মধ্যস্থ সৈন্যগণ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। "হর্ষ কারাগারে থাকিতে আপনি গমন করিলে নৃপতি সফলকাম হইবেন; অতএব তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত না করিয়া আপনার প্রস্থান উচিত নহে।" তাহারা অস্ত্র তুলিয়া এই কথা বলিলে তিনি নিবৃত্ত হইয়া প্রত্যূষে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কুমার প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কতিপয় ডামর তাঁহার সহায় হইল। অশ্বসেনাপতি মধুরাবট্ট তাহার পুত্র নাগকে বিজয়মল্লের অনুগমনকারী করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত নাগ রাজার পক্ষ ত্যাগ করিল না। সে কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত পদ্মপুরের পথে গমন করিয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইল। পথিমধ্যে দুর্লক্ষণ দেখিয়া সে ধীরে ধীরে আসিতেছিল। তাহার নগরে আসিবার পূর্বেই ক্ষিপ্রকারী কুমার বিজয়মল্ল শুভচিহ্ন দেখিয়া উৎসাহের সহিত সৈন্যগণের শূলাগ্রস্থিত অগ্নি দ্বারা গৃহদাহ করিতে করিতে রাজধানী বেষ্টন করিলেন। মহীপতি উৎকর্ষ যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল, কুমার জয়রাজ বিজয়মল্লের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। সৈন্যগণ বলিল, "হর্ষদেব মুক্তিলাভ করিলে আমরা যাইব" বিজয়মল্ল তাহাদের সাহায্যে হস্তিশালা প্রভৃতিতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন। "দানশীল হর্ষদেব অভিষিক্ত হউন; ধনলোলুপ ও বণিকতুল্য এই দুষ্ট রাজ্যচ্যুত হউন" এই কথা বলিয়া সাধুপুরবাসিগণ গবাক্ষপথে নিক্ষিপ্ত পুষ্পরাশিদ্বারা বন্দী হর্ষদেবকে আচ্ছাদিত করিলেন। এইরূপে কোলাহলে হর্ষদেব ঠক্কুরগণকে পাঠাইয়া রাজার ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণকে নিরপেক্ষভাব গ্রহণ করাইলেন। তিনি কারাগারে শৃংখলিত থাকিয়াও এই কার্য সাধন করিলেন ও বিপদাশংকায় ঠক্কুরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অদ্য আমি মহাসঙ্কটে পতিত হইয়াছি। শীঘ্র আমার বন্ধন মোচন কর;

অন্যথা মহীপতি অবিলম্বে নিশ্চিত আমার অনিষ্ট সাধন করিবেন। তাহারা এইরূপ কথিত হইয়া বারংবার পরামর্শ করিতে লাগিল। এমন সময়ে গৃহের বাহিরে দ্বারদেশে পদাঘাত পতিত হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, দুরাশয়গণ কিরূপ বিদ্রোহাচরণে উদ্যত হইয়াছে? রে ঠক্কুরগণ, শীঘ্র দ্বার উন্মোচন কর। ঠক্কুরগণ ভীত হইলে হর্ষদেব ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক বিপদের কথা চিন্তা না করিয়া স্বয়ং দ্বার উন্মুক্ত করাইলেন। তিনি লোহর হইতে আগত ষোল জন সশস্ত্র ঘাতককে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। হর্ষের মস্তক ছেদন করিয়া প্রদর্শিত হইলে সমস্ত বিপদ দূরীভূত হইবে, নোনক বারংবার এইরূপ বলিলে উৎকর্ষ হর্ষদেবকে হত্যা করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালীর বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, হর্ষকে হত্যা না করিলে সময়ে কার্যবিশেষ সাধিত হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ঘাতকগণকে আদেশ করিলেন যে, তোমার ঠক্কুরগণকে অপসারিত করিয়া হর্ষদেবকে রক্ষা করিবে। এইকারণে তাহারা ঠক্কুরগণকে অপসারিত করিয়া তৎক্ষণাৎ হর্ষকে বধ করে নাই। হর্ষদেব তাহাদের প্রত্যেককে নামোচ্চারণ করিয়া আহ্বান করিলেন এবং সম্মুখে উপবেশন করাইয়া তাম্বুল প্রদান করিলেন। তাহারা ঐরূপ সৎকার লাভ করিয়া লজ্জিত হইল। তাহাদের হাত হইতে অস্ত্র ও মন হইতে হত্যার অভিলাষ দূর হইল। হর্ষদেব তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা লজ্জিতের ন্যায় কেন রহিয়াছ? প্রভুর আদেশ পালন করিয়া ভৃত্যগণ কোনক্রমে দোষগ্রস্ত হইতে পারে না। তথাপি তোমরা একটু বিলম্ব কর, মহা অদ্ভুত ঘটনা দেখিতে পাইবে। আমি যেমন প্রতিটি মুহূর্তের অপেক্ষা করিয়া অবস্থান করিতেছি, সেইরূপ তোমরা পরক্ষণের ঘটনা দর্শনের জন্য প্রতীক্ষা কর। যাহাদের রাজ্যপ্রাপ্তি অদূরবর্তী তাহাদের এইরূপ ভাবান্তর ও জীবিতাশার সংশয় ঘটিয়া থাকে।" এইরূপ কথার শেষে তিনি আত্মচরিতসদৃশ সজ্জনগণের উপাখ্যানসমূহ বর্ণনা করিলেন ও প্রাণবায়ুর সঞ্চারদ্বারা শুভলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। কালক্ষেপণের জন্য তিনি যথোচিত মন্তব্য প্রকাশ দ্বারা রসের আবিষ্কার করিয়া হরিশ্চন্দ্রের চরিত বর্ণনা করিলেন। তিনি নৈপুণ্যের সহিত ঘাতকগণের অনুরঞ্জন, আত্মরক্ষা ও বাহিরের বৃত্তান্ত সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন, কিন্তু কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। ভূপতি উৎকর্ষ হর্ষদেবকে কখন বন্ধনমুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আবার কখন তাঁহার বিনাশের জন্য অনুচরগণকে বারংবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বধের আদেশ দেওয়ার সময়ে দূতগণের সহিত অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয় প্রেরণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ফলে রক্ষিগণ

তাহাদের বাক্যানুসারে কার্যের অনুষ্ঠান করিল না। অনন্তর অভিজ্ঞানের কথা স্মরণ হইলে তিনি দূতগণের পরিশ্রম ব্যর্থ হইল দেখিয়া সত্যতনয় রাজপুত্র শূরকে প্রেরণ করিলেন। অঙ্গুরীয়ক দানকালে তিনি দৈববশে মোহিত হইয়া তাঁহার হস্তে অন্য অঙ্গুরীয় অর্পণ করিলেন। এক অভিজ্ঞানের ভ্রমে অপর অভিজ্ঞান অর্পণ করিয়া উৎকর্ষ আত্মরক্ষার পরিবর্তে বিনাশ লাভ করিলেন। হর্ষদেবের সদ্‌ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া রক্ষিগণ তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী হইল ও উৎকর্ষের আদেশের বিরোধী হইল। শূর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে তাহারা তাহাকে বধার্থী মনে করিয়া শস্ত্র উত্তোলন পূর্বক তাহাতে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহারা তাহার করপুটে অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইল ও তাহার সহিত আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে হর্ষদেবের নিকটে উপস্থিত হইল। তাহারা কুমারের পদতলে মস্তক স্থাপন করিয়া কারাগার হইতে তাঁহার বহির্গমন প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদের বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিজয়মল্ল হর্ষদেবকে নিহত মনে করিয়া অধিকতর পৌরুষ প্রকাশপূর্বক সক্রোধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রাসাদ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে নৃপতির অনুচরগণ "আপনার অগ্রজ জীবিত আছেন" বলিয়া অতিকষ্টে তাঁহাকে নিবারণ করিল। তাঁহার বিশ্বাসের জন্য নৃপতি হর্ষদেবপত্নী সুগলাকে স্বামীর কর্ণভূষণের সহিত বিজয়মল্লের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কুমার বিরত হইলেন ও রাজা হর্ষের বন্ধনমোচন বিপদের প্রতীকার মনে করিলেন। নোনক ও প্রশস্ত কলশপ্রমুখ অমাত্যগণ স্বয়ং গমন করিয়া হর্ষের শৃংখল মোচন করিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিলেন। পৌরগণ-বর্ষিত পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া হর্ষদেব অশ্বারোহণে অমাত্যবর্গের সহিত রণাঙ্গনস্থিত নৃপতি উৎকর্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন। অনুজ উৎকর্ষ অভিনন্দন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বিজয়মল্লকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া আপনি আগমন করুন। অনন্তর যাহা কর্তব্য আমরা করিব।" "তথাস্তু" বলিয়া হর্ষ প্রস্থান করিলে ভূপতি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত স্বর্ণাদি পরিপূর্ণ কোষাগারে প্রবেশ করিলেন। হর্ষদেব বিষম বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া বিজয়মল্ল হর্ষভরে ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া রহিলেন। বিজয়মল্ল তাঁহার পাদবন্দনা করিলে হর্ষদেব তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। উপকৃত ও উপকারকের মধ্যে নানা বিষয়ের কথোপকথন চলিতে লাগিল। জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তি গোপনে বিজয়মল্লকে বলিল, "হর্ষ ও উৎকর্ষকে হত্যা করিয়া আপনি নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করুন।" বিজয়মল্ল এই উপদেশ গ্রহণ

করিলেন না, কিন্তু ইঙ্গিতজ্ঞ হর্ষদেব ইহা বুঝিতে পারিয়া ক্ষণকাল বিস্মিত হইয়া রহিলেন। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ইতস্তত বিচরণপূর্বক আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। হর্ষদেব অশ্বারোহণে ভ্রমণচ্ছলে প্রাণরক্ষা করিতেছেন এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার নিজ পদাতিকগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিল। অনন্তর তিনি বিজয়মল্লের সহিত ক্ষণকাল পরামর্শ করিয়া বিপ্লবের অবসান বিজ্ঞাপন করিতে নৃপতির সমীপে গমন করিলেন। কুমারকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাসাদের নিকটে উপস্থিত হইলে বিজয়সিংহ তাঁহাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "আপনি নির্বোধ, আপনি মৃত্যুর মুখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কিজন্য পুনরায় মরিতে যাইতেছেন? আপনি নিঃশঙ্কমনে সিংহাসনে উপবেশন করুন।" এই কথা বলিলে ভৃত্যগণ কোষাগার হইতে সিংহাসন আনয়ন করিলে হর্ষদেব তৎক্ষণাৎ তাহাতে আরোহণ করিলেন। নির্লজ্জতা দ্বারা স্বীয় প্রতিকূল আচরণ ঢাকিয়া হর্ষপত্নী সুগলা মহাদেবী পদলাভের জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার অভিষেক সংবাদ শুনিয়া সমবেত হইলেন। উৎকর্ষ হর্ষের অভিষেক সংবাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। চতুর বিজয়সিংহ তাঁহাকে সেই মন্দির হইতে বাহির করিয়া অন্যগৃহে লইয়া গেলেন। উৎকর্ষকে রাজ্যচ্যুত হইয়া অল্পসংখ্যক অনুচরের সহিত সভাসীন ভূপতির সম্মুখ দিয়া গমন করিতে দেখা গেল। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলে বিজয়সিংহ বাহিরে রক্ষিগণকে স্থাপন করিলেন ও অনুষ্ঠিত কার্য রাজাকে নিবেদন করিলেন। নৃপতি পূর্বপরিচিত ঠক্কুরগণকে নিজের নিকটে আনাইয়া তদীয় সৈন্যগণকে অগ্রভাগে স্থাপন করিলেন ও বিজয়মল্লের ভয় পরিত্যাগ করিলেন। বিজয়মল্ল অগ্রজের রাজ্যপ্রাপ্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে যাইতেছিলেন; কিন্তু দূতগণ সম্মান প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাসভবনে লইয়া গেল। নীতিজ্ঞ ভূপতি বিজয়মল্লের সৈন্যগণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিজয়মল্লকে নিজের নিকটে আনাইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া 'তুমি আমাকে রাজ্য ও প্রাণদান করিয়া আমার কারাবাসকষ্টের সাফল্য দান করিয়াছ' এই কথা বলিলেন। নূতন নৃপতি কারাবাসোচিত বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর অনুগ্রহে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। উৎকর্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হইয়াছিলেন; তিনি অমাত্যবর্গকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন। নোনক তাঁহাকে কর্কশভাষায় বলিতে লাগিল; হে মহীপতে, প্রাতঃকালে আমরা আপনাকে যে পরামর্শ দিয়াছিলাম, আপনি তদনুসারে কার্য করেন নাই; আপনি নীতিপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, আপনার ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা শ্রবণ করুন। আপনি যে বন্দীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেন, আগামী দিন তিনি আপনাকে

চণ্ডালগণের হস্তে সমর্পণ করিবেন। এই সময়ে মরণ ভিন্ন অন্য উপায় আমাদের কি আছে ? আমরা যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনি অপায় চিন্তা না করিয়া যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলে সমস্তই মুহূর্তমধ্যে বিনষ্ট হইল। ইহা শুনিয়া তিনি উপপত্নী সহজার সহিত অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি সহজাকে 'আমি সন্ধ্যাবন্দনা করিব' বলিয়া কিছুকাল যবনিকার অন্তরালে একাকী অবস্থান করিতে লাগিলেন। অস্ত্রহীন উৎকর্ষ দুঃখিত মনে ছুরিকা গলদেশে স্থাপন করিয়া নাড়ী সকল ছেদন করিলেন। ছুরিকা সশব্দে ভূমিতে পতিত হইলে সহজা ভীত হইয়া দেখিল যে যবনিকার অভ্যন্তর হইতে শোণিত নিঃসৃত হইতেছে। প্রিয়তমের রক্তরূপ গৈরিকস্রাব দ্বারা অঙ্গরাগ কার্য সম্পাদন করিয়া সহজা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণের ন্যায় প্রেমের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিল। পূর্বে বেশ্যা অবস্থায় সে হর্ষদেবের প্রিয়পাত্রী ছিল ; হর্ষদেব কর্তৃক প্রার্থিত হইয়াও সে মরণোদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইল না। চব্বিশ বৎসর বয়সে উৎকর্ষের মৃত্যু হইল। তিনি বাইশ দিন মাত্র রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন, রাত্রি প্রভাত হইলে তাঁহার দাহকার্য সম্পাদিত হইল। লোহার পর্বতস্থিতা তাঁহার পত্নীগণ অবিলম্বে অগ্নিতে তাঁহার অনুগমন করিলেন। নৃপতির অনুচরগণ মন্ত্রিগণকে নিরস্ত্র করিলে নোনক প্রাণত্যাগ করিতে অভিলাষী হইয়া কিছুকাল অস্ত্র পরিত্যাগ করিল না, দেখিয়া দলভুক্ত প্রশস্তকলশ তাহাকে বলিল, "আমরা ভিন্ন অন্য কে রাজার মন্ত্রণাদাতা হইবে ? তিনি শীঘ্র আমাদিগকে মুক্তিদান করিবেন। ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি জীবন বিসর্জন করিবেন না।" এইরূপ বলিয়া তাহাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইল ও স্বয়ং অস্ত্রত্যাগ করিল। নোনক, সিহ্লার, ভট্টার, প্রশস্তকলশ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে শৃংখলিত করিয়া হর্ষদেব তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। হর্ষদেব এই অদ্ভুত রাজবিপর্যয় এইরূপে একদিনের মধ্যে সম্পন্ন করিলেন। আমি এই প্রবন্ধে বহু ভূপতির বিবরণ কোনক্রমে বর্ণনা করিয়াছি ; কিন্তু হর্ষরাজ সম্পর্কীয় আখ্যায়িকা কিরূপে বর্ণনা করিব ? তাঁহার শাসনশক্তি বিশেষস্ফূর্তি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা অপ্রতিহত ছিল না। তিনি যেমন প্রচুর পরিমাণে দান করিতেন, সেইরূপ অনেক সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিলেন। তিনি যেমন দয়ালু ছিলেন, সেইরূপ হিংসাপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার বিবরণ সৎকর্মবহুল বলিয়া অতীব প্রীতিপ্রদ ও পাপময় বলিয়া কলঙ্কপূর্ণ। মর্ত্যেও দেবগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। প্রাজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ দানবগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর করিতে পারেন। তাঁহার কুণ্ডলযুগল সূর্যের প্রতিবিম্ব সদৃশ সমুজ্জ্বল, বিস্তৃত উষ্ণীষ অত্যুচ্চ মুকুটশোভিত, দৃষ্টিপাত প্রসন্ন সিংহের দৃষ্টিতুল্য, বদনমণ্ডল নিম্নগামী শ্মশ্রুরাজিভূষিত। তিনি

বৃষস্কন্ধ, মহাবাহু, শ্যামলোহিতদেহ, বিশালবক্ষ, ক্ষীণকটি মেঘগম্ভীরভাষী। মেঘ যেমন চাতকগণের তৃষ্ণা নিবারণ করে, সেইরূপ তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের কাতর বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিতেন। নানাজনাশ্রিত সিংহদ্বারে নানাদেশের ধনরত্ন রাশীকৃত হইয়াছিল। সংখ্যাতীত প্রধান প্রধান মন্ত্রী ও প্রতিহারগণ স্বর্ণময় শৃংখল ও বলয়ে ভূষিত হইয়া প্রাসাদ মধ্যে ভ্রমণ করিত। তিনি অভিনব রাজপদের শোভা বিস্তার করিয়া গুরুর ন্যায় বিজয়মল্লের মতানুবর্তী ছিলেন। কৃতজ্ঞ মহীপতি তাঁহার বাক্যের বশীভূত ছিলেন বলিয়া তাঁহার সভা রাজার সভার ন্যায় সেবকবৃন্দে সমাকীর্ণ হইত। হর্ষদেব স্বীয় অনুচরগণের প্রতি অনাদরপ্রকাশপূর্বক প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম না করিয়া পিতার মন্ত্রিগণকে অধিকার সমর্পণ করিলেন। তিনি কন্দর্পকে দ্বারপতির, মদনকে কম্পনাধিপের ও বিজয়সিংহপ্রমুখ ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার ক্রোধের উপশম হইলে তিনি প্রশস্তকলশ প্রভৃতিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত করিলেন। অমাত্য নোনক ও ধাত্রেয় ভ্রাতার পূর্বকৃত বহু অপকার স্মরণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে শূলারোপণ করিয়া হত্যা করিলেন। সময়ে সময়ে সঙ্কটপূর্ণ কার্য উপস্থিত হইলে তিনি মহামতি প্রভুভক্ত নোনকের কথা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইতেন। রাজভৃত্যগণ তাহার পত্নীর সম্মুখে বিশ্‌শাবট্টের নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে শূলারোপণ দ্বারা বধ করিল। অনুজসহ সুন্ন অমাত্যগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিল। ইহারা রক্কবংশীয়, ক্ষেমের পৌত্র ও বজ্রের পুত্র। নৃপতির যাত্রাকালে প্রত্যেক সচিব প্রতিপদে দর্শকগণের রাজভ্রম উৎপাদন করিত। তাঁহার অনুজ যাযরাজ প্রতিহারগণের অধ্যক্ষ ও নৃপতির প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ছিলেন। তিনি বিজয়মল্লের সহিত সমভাবে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু খললোকের প্ররোচনায় বিজয়মল্ল তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্জনগণ বলিল, "আপনি জয়লাভ করিয়া কি জন্য অন্য ব্যক্তিকে সিংহাসন প্রদান করিলেন ?" অনন্তর তিনি সিংহাসন লাভের প্রত্যাশায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বধ বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। নির্জন মন্দিরে হত্যা করিতে সংকল্প করিয়া তিনি ছলনা করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ও রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই মন্ত্রণা কর্ণগোচর হইলে নরপতি আক্রমণ আশংকা করিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। সৈন্যগণ প্রস্তুত হইলে বিজয়মল্ল সহসা ভূপতির অশ্বশালায় প্রবেশ করিয়া অশ্বসকল হরণ করিলেন। অশ্বহরণ করিয়া যাইবার সময়ে রাজসৈন্য দৃষ্টিপথে পতিত হইলে বিজয়মল্ল তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ও নগর

হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য ত্বরান্বিত হইলেন। তিনি অশ্বারোহণ করিয়া যাইবার সময়ে অসাধারণ যুদ্ধনৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহাকে ধারণ করিয়া পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে অকাল মেঘ হইতে প্রচুর বারি বর্ষণ হইলে সমস্ত দেশ জলপ্লাবিত হইল ; রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্রে জলধারা ও শরসমূহে আচ্ছাদিত হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহার সৈন্যগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। সপত্নীক রাজপুত্র অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া সিন্ধু ও বিতস্তার সঙ্গমস্থল সন্তরণ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার অশ্ব সিন্ধুনদী উত্তরণ করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। বীরবর বিজয়মল্ল অশ্বে আরোহণ করিয়া শত্রুগণের দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গেলেন ও দরদ্ দেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দ্বার-পতি কন্দর্প সমস্ত পথ বন্ধ করিয়াছিল। তিনি পর্বত লঙ্ঘন করিয়া পর্বত বেষ্টিত দরদ্ নগরে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় দরদ্পতি বিদ্যাধরদেবী কর্তৃক সাদরে অর্চিত হইলেন, ক্রমশঃ তাঁহার কতিপয় অনুচর তাঁহার সহিত মিলিত হইল। ডামরবৃন্দ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ যোগদান করিবে শুনিয়া হর্ষদেব ভীত হইলেন ও উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। দরদ্পুরে শীতকাল যাপন করিয়া তিনি ডামরগণের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন ও মদান্ধ হইয়া চৈত্রমাসে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মানী কুমার বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পথিমধ্যে পটমণ্ডপে বাস করিতেছিলেন ; অকস্মাৎ হিমানীর আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মহীপতি হর্ষরাজের রাজশক্তি কিয়ৎকাল সঙ্কুচিত থাকিয়া পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তৎকালে 'রাজ' শব্দ কাহারও সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইত না, শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ও নিকৃষ্ট বলিয়া অন্যরাজগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত না। হর্ষদেব সাধারণের ব্যবহারের জন্য রাজোচিত বেশ প্রবর্তন করিলেন। দাক্ষিণাত্যের ভঙ্গীসমূহ বিলাসী নৃপতির অতীব প্রিয় ছিল : তিনি কর্ণাটদেশীয় "টঙ্ক" প্রবর্তিত করিলেন। প্রার্থিগণ তাঁহার সাহায্যে অন্যলোকের আশ্রয়দাতা হইয়াছিল। দানশীল নৃপতির অনুগ্রহে গায়কগণ নৃপতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত। বিদ্বান নরপতি পণ্ডিতগণকে রত্নদান করিতেন ও তাঁহাদিগকে শিবিকা, অশ্ব ও ছত্রাদি ব্যবহারের অধিকার প্রদান করিতেন। কবিবর বিহ্লন নৃপতি কলশের শাসন সময়ে কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া কর্ণাটদেশে গমন করেন ; তথায় ভূপতি পর্মাডি তাঁহাকে প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রদান করেন। তিনি সুকবিবান্ধব দানশীল হর্ষদেবের বিবরণ শুনিয়া তাদৃশ সম্মান তুচ্ছ বলিয়া মনে করিলেন। হর্ষদেবের অসাধারণ প্রাসাদসমূহ মেঘস্পর্শী গৃহ ভূষিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিত। তাঁহার নন্দনকাননে কল্পতরু ব্যতীত সমস্ত প্রকার বৃক্ষ

বিদ্যমান ছিল। তিনি নানাবিধ পক্ষী ও প্রাণিপূর্ণ পম্পা সরোবর দিগন্ত পর্যন্ত পরিবর্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, বৃহস্পতি তাহার নাম পর্যন্ত বলিতে অসমর্থ। বিলাসী নরপতি দিবাভাগে দুই প্রহর নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেন ও রাত্রিকালে সভাসীন হইয়া জাগরণ করিতেন। সহস্রদীপ সমুজ্জ্বল সভামণ্ডপে অবস্থান পূর্বক তিনি নৃত্য, গীত ও পণ্ডিতসমাজের আলাপ শ্রবণ করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন। সেই সভায় চন্দ্রাতপ মেঘের তুল্য, দীপাবলী বহ্নিপ্রাকার তুল্য, স্বর্ণদণ্ড সর্পের তুল্য, তরবারিসকল ধূম্রতুল্য, নর্তকীগণ অপ্সরাতুল্য, মন্ত্রিগণ নক্ষত্রতুল্য, গায়কগণ গন্ধর্বতুল্য এবং পণ্ডিতগণ ঋষিতুল্য শোভা প্রাপ্ত হইতেন। ইহা যক্ষরাজ ও যমরাজের নির্দিষ্ট মিলন-স্থল ; দান ও ভয়ের একমাত্র বিহারস্থল। এই সময়ে কাশ্মীর রাজ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য দীনারের বহুল ব্যবহার, কিন্তু তাম্রমুদ্রার প্রচার অতি বিরল ছিল। অর্থিগণের দুঃখ-দূরকারী নরপতি কৃষ্ণাজিন, সবৎসা ধেনু প্রভৃতি দান দ্বারা ব্রাহ্মণগণের দারিদ্র্য দূর করিয়াছিলেন। বসন্তলেখা নাম্নী রাজ্ঞী শাহিবংশীয়া রমণী ছিলেন। তিনি নগরে ও পবিত্র ত্রিপুরেশ্বরে মঠ ও অগ্রহার স্থাপন করেন। নবমন্ত্রিগণ ক্রমঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিল ও তাহারা পুরাতন অমাত্যগণের উপর বিদ্বেষবশবর্তী হইয়া নৃপতির মতিভ্রম সৃষ্টি করিল। ইহা দৈবের লীলা যে, সবল দুর্বল কর্তৃক বঞ্চিত হয়, শক্তিমান ব্যক্তি সামর্থহীন দ্বারা ভ্রমে পতিত হয়। মূর্খ মন্ত্রিগণ সর্বশাস্ত্রবিশারদ লোকপতি হর্ষদেবকে মোহিত করিয়াছিল। স্বর্গগত পিতার রাজধানী নামাঙ্কিত মঠাদি লুণ্ঠন করিলেন। দানশীল নরপতি লোভী পিতার সঞ্চিত অর্থ অপরিমিত ব্যয় দ্বারা নষ্ট করিয়া কলশদেবকে 'পাপসেন' আখ্যা প্রদান করিলেন। মূঢ়চিত্ত নরপতি তিনশত ষাটজন দুশ্চরিত্রা রমণীকে অন্তঃপুর মধ্যে আনয়ন করিলেন। এই সময়ে কোটপদাতিকগণের গূঢ় পরামর্শ অনুসারে ভুবনরাজ লোহর অধিকারের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি দর্পিতপুরে উপস্থিত হইয়া যখন শুনিলেন যে, দ্বারনায়ক কন্দর্প যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়াছেন, তখন তিনি পুনর্বার অদৃশ্য হইলেন। এই সময়ে গর্বিত রাজপুরীপতি সংগ্রামপাল বিশেষ কারণ বশতঃ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কন্দর্প বিদ্রোহী কোটসৈন্যগণের দমন কার্যে ব্যাপৃত হইলে, নৃপতি কুপিত হইয়া দণ্ডনায়ক সুন্নকে রাজপুরী আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। তিনি বিশাল সেনার সহিত লোহর-পথে প্রস্থান করিয়া কোটকচ্ছে অবিবেচনাপূর্বক অর্ধমাস বিলম্ব করিলেন। আষাঢ় মাস আসন্ন দেখিয়া ও বিপক্ষের প্রতাপে ভীত হইয়া তিনি যুদ্ধযাত্রা সম্বন্ধে কোন প্রকার উদ্যম দেখাইলেন না। অনন্তর নরপতি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া নিরুদ্যম

কন্দর্পকে তিরস্কার করিলেন। তিরস্কৃত হইয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, রাজপুরী জয় না করিয়া অন্নগ্রহণ করিবেন না। অতঃপর তিনি উপকরণহীন হইয়াও যুদ্ধযাত্রা করিলেন ; অনাহারে পর্বতের ভিতর দিয়া গমন করিতে করিতে তাঁহার ছয়দিন অতীত হইল। তখনও রাজপুরী এক যোজন দূরে অবস্থিত। তিনি অব্যাহত গতিতে শত্রুসৈন্যের শস্ত্র নিবারণ-পূর্বক নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরীর প্রাসাদের বহির্ভাগে বিপক্ষের বহু সৈন্য নিহত হইলে, শত্রুগণ, তাঁহার শ্বেতছত্র অবলোকন করিয়া তাঁহাকে কন্দর্প বলিয়া মনে করিল। মধ্যাহ্ন সময়ে বলশালী কন্দর্প বিশ-ত্রিশ জন যোদ্ধার সহিত স্বয়ং প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরীর সম্মুখে তাঁহার তিনশত পদাতিক শত্রুপক্ষের ত্রিশ হাজার সৈন্যের গতিরোধ করিল। এই যুদ্ধে দুই শত কাশ্মীরবাসী নিহত হইল। অতঃপর দিবসের এক প্রহর থাকিতে পরাভূত শত্রুসৈন্যগণ কন্দর্পের সহিত যুদ্ধ করিতে সমাগত হইল। অতঃপর তিনি তৈলাক্ত লৌহশর সকল যুদ্ধস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে সৈন্যগণ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল। "ইনি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার অবগত আছেন" এইরূপ আশংকা করিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করিল। যুদ্ধার্থ গমন করিতে উদ্যত হইলে তিনি শুনিলেন, দণ্ডনায়ক উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র দেখিয়া ভয়ে লুকাইয়া রহিয়াছে। দণ্ডনায়ক বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে কন্দর্প বহির্গত হইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। প্রণত রাজপুরীপতির নিকট কর গ্রহণ করিয়া কন্দর্প তিন মাসের মধ্যে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিলেন। মহীপতি প্রত্যুদ্‌গমন দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। কঠিন-হৃদয় আনন্দ পরিহাসপুরের পরিপালক ছিলেন। তিনি প্রভূত উৎকোচ প্রদান করিয়া মন্ত্রিগণকে প্রীত করিয়াছিলেন। রাজা অমাত্যগণের পরামর্শে বামনকে পদচ্যুত করিয়া পাদাগ্র প্রভৃতি পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে দ্বারপতির পদ লাভের জন্য তাঁহার বাসনা হইল ও কন্দর্পবিদ্বেষী সচিবগণ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। নৃপতি তাঁহাদের পরামর্শে কন্দর্পকে মণ্ডলেশ্বরের পদ প্রদান করিয়া বিদ্রোহী শত্রুপূর্ণ লোহররাজ্য রক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। এইরূপে দুষ্ট মন্ত্রিগণ কন্দর্পকে নির্বোধ নৃপতির নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিল। কন্দর্পের প্রতি হর্ষদেবের অনুরাগ বদ্ধমূল ছিল ; কিন্তু তাহা দর্শনাভাবের জন্য কালক্রমে নৃপতির হৃদয় হইতে দূরীভূত হইল। অমাত্যবর্গ নৃপতিকে বলিলেন, কন্দর্প উৎকর্ষের পুত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন ও তাঁহাকে লোহরের অধিপতি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। নৃপতি তাহাদের বাক্য গ্রহণ করিলেন ও কন্দর্পের বধের নিমিত্ত অবিলম্বে সসৈন্য পট্ট ও অসিধর নামক টক্ককে প্রেরণ করিলেন। কন্দর্প

ষড়যন্ত্রের বিবরণ জানিতে পারিলেন ও তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে ক্ষণকালের জন্য নিরাশ ও ভীত হইলেন। পাশাখেলার সময়ে অধিসর সেবকের ন্যায় কন্দর্পের হস্ত মর্দন করিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে তিনি হস্ত বাহির করিয়া এরূপ মর্দন করিলেন যে তাহার হস্ত ত্বকহীন হইল। কন্দর্প দুঃখিত হইয়া বিবেকহীন নরপতির এবং নৃপভক্ত বলিয়া নিজের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি পট্টকে বলিলেন, পরমতানুবর্তী ভূপতি আমার কুটুম্বগণকে আমার নিকটে প্রেরণ করুন ; আমি দুর্গ অর্পণ করিয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিব। বিদ্বেষমুক্ত কন্দর্প আনীত জ্ঞাতিগণের সহিত মিলিত হইয়া পদত্যাগপূর্বক বারাণসীর দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি গয়ায় যাইয়া এক সামন্তকে হত্যা করিয়া অপর সামন্ত নিযুক্ত করিলেন ও তদ্দ্বারা কাশ্মীরীগণের গয়ায় শ্রাদ্ধশুল্ক নিবারণ করিলেন। তিনি দুর্গমপথে সৈন্যসহ দস্যুদলপতিকে বধ করিয়া পথিকদের জন্য পূর্বদিক নিরাপদ করিলেন। তিনি বারাণসীনগরীতে ভীষণ ব্যাঘ্র বধ করিয়াছিলেন ও ধর্মকর্মের জন্য মঠ নির্মাণ করিয়া পূর্বদিক অলংকৃত করিয়াছিলেন। কন্দর্পের নির্বাসনদ্বারা দুষ্ট মন্ত্রিগণের অভীষ্ট-সিদ্ধি হইয়াছিল ; তাহারা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া রাজকার্যের ক্ষতি করিতে লাগিল। কালক্রমে তন্বঙ্গতনয় ধম্মট রাজ্যাভিলাষী হইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ভূপতিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। "এই ব্যক্তি ঈর্ষা অপবাদভাগী হইবে ; কিন্তু সে বেশ্যাপুত্র বলিয়া রাজ্য আমার হস্তগত হইবে" ; দীর্ঘকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া কুটিলমতি ধম্মট ভূপতি হর্ষকে বধ করিবার জন্য জয়রাজকে প্রেরণ করিলেন। জয়রাজ বিলাবগ্রামবাসী কতিপয় ব্যক্তিকে এই হত্যাকার্যে নিযুক্ত করিয়াও অন্তঃপুরচারিণী দুই-তিনজন রমণীকে লিপ্ত করিলেন। এই কার্য সফলপ্রায় হইলে নৃপতি ধম্মটকে দৌত্যকার্যে রাজপুরী প্রেরণ করিলেন। যে সময়ে ধম্মট শুভদিনের অপেক্ষায় সহস্রমঙ্গলগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে জয়রাজ উদ্দেশ্য নষ্ট হইবার ভয়ে ধম্মটের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মণ্ডপমধ্যে গোপনে মন্ত্রণা করিতেছিলেন ; প্রয়াগের অনুচর অল্প ব্যবধানে থাকিয়া সমস্ত শুনিতে পাইল। সে সমস্ত ঘটনা প্রয়াগকে জানাইল। রাজা প্রয়াগের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া ধম্মটের রাজপুরী গমন নিষেধ করিলেন। তিনি বংশনাশভয়ে প্রতীকার বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইলেন না ও সর্বদা ভীত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। জয়রাজ কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা না দেখিয়া বাগ ও পাজ নামক শমালবাসী ডামরদ্বয়কে আনাইয়া নিজের সাহায্যকারী করিলেন। তাঁহার ভৃত্যগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার প্রস্থানের কথা নিবেদন করিলে নৃপতি রাত্রিকালেই চতুর্দিকে রক্ষী নিযুক্ত করিলেন। ধূর্ত ধম্মট "আমি প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত"

কপটতাপূর্বক এইরূপ বলিয়া পূজার নিমিত্ত চতুষ্কমন্দিরে জয়রাজকে আনাইলেন। নৃপতি অর্গলবদ্ধগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন ; জয়রাজ, ধম্মট ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র টুল্লের সহিত সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। প্রয়াগ, ভূপতির আদেশ অনুসারে বহির্ভাগে রক্ষী স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে ধম্মটকে বলিল, "জয়রাজকে বন্দী করুন"। জয়রাজ ধম্মটকে বিশ্বাস করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিবে ও এই আদেশ অনুসারে ধম্মট আপনাকে নির্দোষ বিবেচনা করিবে। যদি যুদ্ধে একের অথবা দুইজনেরই মৃত্যু হয়, তাহাতে আমাদের মঙ্গল হইবে ; আর যদি তাহারা মিলিত হইয়া কার্য করিয়াছে এইরূপ প্রকাশ পায়, তবে তাহাদের বধ সর্ববাদিসম্মত হইবে। বিধাতার অনুগ্রহে পূর্বোক্তরূপ চিন্তা করিয়া প্রাজ্ঞ নরপতি উপযুক্ত উপায় স্থির করিয়াছিলেন। 'রাজা আমার কথা জানিতে পারেন নাই' এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ধম্মট জয়রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া নির্লজ্জের মত তাঁহাকে বলিলেন, "নৃপতি আপনার উপর অপ্রসন্ন হইয়াছেন ; যদি নিশ্চিত আপনার বিদ্রোহ ভাব না থাকে, অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক বিশুদ্ধি প্রমাণ করুন।" অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত জয়রাজ দৈব-মোহিত হইয়া অথবা ধম্মটের উপর বিশ্বাস করিয়া সাধারণ লোকের ন্যায় অস্ত্রত্যাগ করিলেন। তন্বঙ্গের পৌত্র ও অজ্জকের পুত্র টুল্ল জয়রাজের দুর্বলতা দেখিয়া কর্কশ বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, "রে অধম, তুই নৃপতি কলশের ঔরসে ও কয্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিস্ নাই ; যে তোর জন্মদাতা, সে নিশ্চিত কাপুরুষ!" টুল্ল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন ; জয়রাজ তাঁহার বাক্য নিদ্রিত ব্যক্তির উপর শীতল বারি বিবেচনা করিলেন। বিদ্রোহের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি ধীরতা প্রকাশ করিলেন এবং যাতনাক্লিষ্ট হইয়াও ধম্মটের নাম বলিলেন না ; কেবল নিজের নাম উল্লেখ করিলেন। অনন্তর রাত্রিকালে গলদেশে রজ্জুবন্ধনপূর্বক তাহাকে হত্যা করা হইল। প্রতীহার জায্যক তাহার মস্তক ছেদন করিয়া জলে নিক্ষেপ করিল। নরপতি ৪১৭১ লৌকিক অব্দের ভাদ্রমাসে জয়রাজকে বধ করিয়া ধম্মটের প্রাণনাশ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কার্যসিদ্ধির জন্য লোহরবাসী সাহসী বীরবর কলশরাজ নামক ঠক্কুরকে আদেশ করিলেন, "প্রয়াগ দূত প্রেরণ করিলে এই কার্য সম্পাদন করিবে।" প্রয়াগ কার্যসিদ্ধির ভয়ে দূত প্রেরণ না করিয়া ক্রুদ্ধ নৃপতিকে বলিলেন, "মন্ত্রণাপূর্বক কার্য করা হউক।" রাজা পাঁচজন অমাত্যকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলে বামন অর্গলবদ্ধ দ্বারে দেহ স্থাপন করিয়া বলিলেন, মন্ত্রিগণের বহির্গমন ও মন্ত্রণাপ্রকাশের পূর্বে কার্য সম্পাদিত হইলে অমঙ্গলের আশংকা নাই। প্রয়াগ নৃপতির নির্দেশানুসারে দূত প্রেরণ করিলে ঘাতক কলশরাজ পুত্রদ্বয়ের সহিত উপস্থিত হইল। এই সময়ে তন্বঙ্গতনয় দুই-তিনজন

অনুচরের সহিত প্রাসাদমধ্যে তাঁহার শ্যেনপক্ষীকে আতপ দান করিতেছিলেন। সম্মুখে কলশরাজ ও পশ্চাদ্‌ভাগে তাহার দুই পুত্রকে দেখিয়া ধম্মট ভীত হইলে তাঁহার ভৃত্যদ্বয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। ধম্মট আসন ছাড়িয়া কলশরাজকে আঘাত করিবার জন্য অস্ত্রগ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে কলশরাজ বলিল, হে ধম্মট, তুমি কৃপাণ আকর্ষণ করিতে পার কি? ধম্মট কলশরাজকর্তৃক সম্মুখে ও তাহার পুত্রদ্বয় কর্তৃক পশ্চাদ্‌ভাগে আহত হইয়া শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিল। ধম্মট মুমূর্ষু অবস্থায় কলশরাজের জ্যেষ্ঠপুত্রকে আঘাত করিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, অস্ত্রের দোষে সে ব্যক্তি সামান্য আঘাত পাইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ধম্মটের ছুরিকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ও তিনি যথারীতি সশস্ত্র ছিলেন না। তাহারা তাঁহাকে চিৎ করিয়া রাখিয়া দিল এবং নৃপতির আদেশে চণ্ডালগণ কুকুরের ভোজনের জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তন্বঙ্গের পৌত্রদ্বয়—রহ্লন ও সহ্লন পূর্বেই অস্ত্রত্যাগ করিয়াছিলেন; ভূপতি তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। টুল্লপ্রমুখ তন্বঙ্গপৌত্রগণ যুদ্ধ করিতে একান্ত অভিলাষী হইলে, ধূর্ত উদয়সিংহ কপটতাপূর্বক তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা আমার পুত্রস্থানীয়। তোমরা রাজার সমীপে স্বীয় কলঙ্কশূন্যতা প্রমাণ কর।" তাঁহারা ধার্মিক উদয়সিংহের এই কথায় বিশ্বাস করিয়া জীবনের আশায় অস্ত্রত্যাগ করিলেন এবং তাঁহারই উপদেশে প্রাসাদ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। টুল্লের ছত্রধারী বাল্যকাল হইতে তন্বঙ্গপুত্রের অন্নে লালিত পালিত হইয়াছিল; সে হাস্য করিয়া টুল্লকে বলিল, 'রে অধম, তুমি কয্যার গর্ভে...ইত্যাদি পূর্বে বলিয়াছিলে, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ?' তোমারও সেইরূপ সঙ্কট সময় উপস্থিত হইয়াছে; হে মূঢ়, দৃঢ়তার সহিত কার্য সম্পাদনের কালে কেন কাতরতা অবলম্বন করিতেছ? ইহাতে বোধ হইতেছে, উচ্ছিষ্টভোজী আমার পিতা তোমার জন্মদাতা; ও কীর্তিমান বীরবর তোমার পিতা আমার জনক। ইহা বলিয়া মানী ছত্রধর অসিদ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। টুল্লপ্রমুখ ভ্রাতৃগণ রাজার নিকটে গমন করিতে সঙ্কল্প করিলে রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল। ভূপতি করুণা বশবর্তী হইয়া তাহাদিগকে রক্ষণীয় বিবেচনা করিলেন। বিম্বিয়নামা পাপিষ্ঠ টক্ক তাহাদিগকে হত্যা করিতে রাজাকে অনুরোধ করিল ও রাত্রিকালে তাহাদিগকে হত্যা করিল। তন্বঙ্গের চারিপৌত্র টুল্ল, বুল্ল, গুল্ল ও বিজয়রাজ বধ্যভূমিতে নিহত হইল। বয়োবৃদ্ধব্যক্তিগণ অজস্র অশ্রুধারা বিসর্জন করিতে করিতে নিহত ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের অসামান্য সৌন্দর্যের কথা অদ্যাপি বলিয়া থাকেন। বংশনষ্টকারী নরপতি নিজপালিত উৎকর্ষপুত্রদ্বয়ের

মধ্যে জ্যেষ্ঠ ডোম্বকে গোপনে বধ করিলেন। বিজয়মল্লের পুত্র তেজস্বী বালক জয়মল্লকে বধ করিলেন। রাজা জ্ঞাতিহিংসারূপ মহাপাপ আচরণ করিয়া হতবুদ্ধি হইলেন ; ধূর্তগণ তাঁহার উপর অস্বাভাবিক আধিপত্য বিস্তার করিল। বামনের পুত্র ক্ষেম, নৃপতিকে পিতৃদ্বেষী জানিয়া কমলেশ মন্দিরের ছত্রস্থিত সুবর্ণরাশি চুরি করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ভক্ত প্রয়াগ যুক্তিদ্বারা তাঁহার সেই ইচ্ছা দূর করিল। হলধরের পৌত্র রাজাকে প্রীত করিবার জন্য নির্জনে বলিল, কলশেশ্বর সম্বন্ধীয় গ্রাম-হেমাদি অপহরণ করুন। দেবমন্দিরের প্রস্তরদ্বারা আমি আপনার নামে বিতস্তায় একটি সেতু নির্মাণ করিব। 'আমি গগনে চিত্র রচনা করিব, মৃণালতন্তুদ্বারা বস্ত্র বয়ন করিব, স্বপ্নে দেখা স্বর্ণ সংগ্রহ করিব, হিমদ্বারা প্রাচীর নির্মাণ করিব।' জড়মতি নরপতি এইরূপ উক্তি নিতান্ত সত্য বলিয়া বিবেচনা করে। সদ্‌ভৃত্য যেমন রোগী প্রভুর কুপথ্য প্রার্থনায় কর্ণপাত করে না, সেইরূপ প্রয়াগ নৃপতির এইরূপ কার্যে বাধা প্রদান করিল। একদা পরিহাস সময়ে লোষ্টধর রাজাকে বলিলেন, "আপনি একটি বন্দী দেবকে মুক্তি প্রদান করুন।" নৃপতি হাসিয়া ইহা কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, পুরাকালে উদভাণ্ডপুরে ভীমশাহ নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভীম কেশবের মন্দির পারিষদগণের বিরোধহেতু নৃপতি কলশের শাসনকালে দীর্ঘকাল বদ্ধদ্বার ছিল। তাহাদের বিবাদের মীমাংসা হইলে যখন দ্বার উন্মুক্ত করা হইল, তখন দেবমূর্তির রৌপ্য কবচ চোর অপহরণ করিয়াছে দেখা গেল। তদবধি পুনরায় অপহরণভয়ে ধনরত্ন ও পূজার উপকরণাদির সহিত দেবমূর্তি রুদ্ধদারগৃহে পূর্ববৎ বিদ্যমান আছে। দেবতা বন্ধনমুক্ত হইয়া পুষ্পদীপাদি ভোগ গ্রহণ করুন। তাহার অনুরোধে ভূপতি সেইরূপ করিয়া মণি-স্বর্ণাদি পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডার লাভ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যদি শূন্য দেবমন্দিরে এইরূপ ধনলাভ হয়, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দেবালয়সমূহে কিরূপ ধনলাভ হইবে। পরিষদের স্থানীয় সভ্যগণ প্রায়োপবেশন দ্বারা ইহার বিনিময়ে ভার বহন কার্য হইতে মুক্তিলাভের জন্য রাজাকে অনুরোধ করিয়া অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। সৈন্যদের বিভিন্ন শাখার জন্য তিনি অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার ধনলাভের সম্ভাবনায় দেবমন্দির লুণ্ঠনের ইচ্ছা বলবতী হইল। লোভান্ধ নরপতি সমস্ত দেবালয় হইতে পূর্ববর্তী রাজাদের প্রভূত ধনরত্নাদি অপহরণ করিলেন। ধনভাণ্ডার হরণের পর দেব-প্রতিমা হরণের নিমিত্ত তিনি উদয়রাজকে দেবোৎপাটনের নায়ক নিযুক্ত করিলেন। তিনি দেবমূর্তি অপবিত্র করিবার জন্য হস্তপাদহীন নাসিকাশূন্য নগ্ন ভিক্ষুকদ্বারা প্রতিমার মুখে মূত্র ও বিষ্ঠা ত্যাগ করাইতেন। স্বর্ণরৌপ্যাদি নির্মিত দেবপ্রতিমা সকল ময়লাযুক্ত পথে কাষ্ঠখণ্ডের

ন্যায় লুণ্ঠিত হইত। গ্রামে, পুরে অথবা নগরে এমন দেবালয় ছিলনা, যাহার দেবমূর্তি নৃপতি হর্ষদেব হরণ করেন নাই। প্রভাবশালী দুইটি দেবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন, প্রথমটি শ্রীনগরের রণস্বামী, দ্বিতীয়টি পত্তনসমূহের শ্রীমার্তণ্ডদেব। বৃহৎ প্রতিমাসমূহের মধ্যে দুইটি বুদ্ধমূর্তি রক্ষা পাইয়াছিল, একটি পরিহাসপুরে, দ্বিতীয়টি শ্রীনগরে। পরিহাসপুরবাসী কনক নামক গায়ক ও কুশলশ্রী নামে শ্রমণ দানের সময়ে রাজার নিকটে বুদ্ধমূর্তিদ্বয়ের রক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইল। সংসারে ধনার্জনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি প্রভূত ঐশ্বর্য লাভ করিয়াও অর্থলালসায় দুষ্কর্ম হইতে বিরত হয় না। যিনি পিতামহ ও পিতার অর্থ লাভ করিয়াছিলেন, যিনি দেবমন্দিরের প্রচুর ধন অপহরণ করিয়াছিলেন, হা ধিক্! তিনিও প্রজাপীড়নদ্বারা ধন সংগ্রহ করিতে অভিলাষ করিলেন! পাপাত্মা মন্ত্রিবর্গ তাঁহার আজ্ঞামাত্র লইয়া নূতন নূতন কর স্থাপন করিয়া সেই সেই নামানুসারে রাজপুরুষ নিযুক্ত করিল। বয়স্ক মন্ত্রী গৌরক সদাচারনিষ্ঠ হইয়াও নৃপতির আজ্ঞানুসারে অর্থ-নায়কের পদ, সেই সঙ্গে গ্রাম ও দেবমন্দিরের ধনহরণব্রত গ্রহণ করিলেন। সমরস্বামী দেবালয়ের পার্ষদ "হেলক" বিজয়মল্লের বিশ্বাসের পাত্র ও নৃপতির বিদ্বেষভাজন ছিলেন; দ্বিগুণ রাজস্ব দান করিয়া অর্থ-নায়কের পদ লাভ করিলেন ও রাজার নিকটে গমনাগমন দ্বারা ক্রমশঃ মহত্তমের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার নায়ক নিয়োগদ্বারা বহু অর্থ হরণ করিতেন। তিনি অর্থলোভে বিষ্ঠারও-নায়ক নিযুক্ত করিলেন। তরবারির সাহায্যে স্বীয় মূঢ়তা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাঁহার ধনরাশি যেভাবে অর্জিত হইয়াছিল, তাহা অনুরূপভাবেই ব্যয়িত হইয়াছিল। চম্পকের অনুজ কনক গীত শিক্ষার নিমিত্ত হর্ষদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দক্ষতালাভের জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। নৃপতি তাঁহার পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ, একলক্ষ সোনার দীনার দান করিয়া তাঁহাকে অনুগৃহীত করিলেন। কর্ণাটপতি পর্মাণ্ডির চন্দলানাম্নী সুন্দরী পত্নীর চিত্র দেখিয়া হর্ষদেব কামপীড়িত হইলেন। তিনি ধূর্তগণের উত্তেজনায় নির্লজ্জতার সহিত চন্দলাহরণ ও পর্মাণ্ডিকে পরাজিত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। কবিচারণগণ তাঁহাকে স্তুতিচ্ছলে এইরূপে উপহাস করিত;— ভাষাও পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছ; গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া জানিতে পারিতেছি, তোমার হস্তে কর্পূরখণ্ড আছে। যদি ইহা পক্ক হয়, হর্ষভূপতিকে উপহার প্রদান কর আর যদি তাহা না হয়, তবে উহা নারিকেল পাত্রেই রাখিয়া দাও; কারণ অপক্ক কর্পূর রাজা ব্যবহার করেন না। মহাতেজস্বী হর্ষদেব যতদিন কর্ণাট রাজাকে হত্যা না করেন, যতদিন চন্দলার আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ না হন, যতদিন কল্যাণপুরে প্রবেশ ও পিম্মলা দর্শন

না করেন ও যতদিন রাজোদ্যানের ভূমিতলস্থ ধন লাভ না করেন, ততদিন তিনি আর কর্পূর চর্বন করিবেন না। কম্পনাপতি ধূর্ত মদন চন্দলার চিত্রার্পিত আকৃতির প্রতিহারের পদ গ্রহণ করিয়া নৃপতিকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। চিত্রিত চন্দলার বস্ত্রালংকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য মদন নৃপতির নিকট নিয়মিতরূপে নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করিতেন। অপর বিটগণ তাঁহাকে বৃদ্ধা রমণী দেখাইয়া বলিত "আপনার মাতা বপ্পিকা স্বর্গ হইতে আনীতা হইয়াছেন।" অন্যলোকে দাসীগণকে দেবতা বলিয়া তাঁহার সন্নিধানে আনয়ন করিত; তিনি স্বীয় মহত্ত্বত্যাগ ও অর্থ বিতরণ পূর্বক তাহাদের পূজা করিতেন ও সাধারণের নিকট উপহাসাস্পদ হইতেন। ধূর্তগণের শিক্ষা অনুসারে দাসীগণ নৃপতিকে বলিত যে, তাহারা দেবগণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া উপদেশ দান করিতেছে, এইরূপে তাহারা তাঁহার মতিভ্রম উৎপাদন করিত। কোন কোন দাসী সুরতাভিলাষিণী হইলে রাজা তাহাদের অঙ্গস্পর্শ করিয়া স্বীয় সৌভাগ্য নষ্ট করিতেন। মূঢ়মতি নরপতি দীর্ঘায়ু লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলে তাহারা তাঁহাকে শত বৎসর পরমায়ু দান করিত। তিনি ধূর্তগণের প্রার্থনা অনুসারে ধনের ন্যায় পরমায়ুরও ব্যয় করিয়াছিলেন। মন্দবুদ্ধি ভূপতি স্বীয় মূর্খতায় ও দুষ্টমন্ত্রিগণের পরামর্শে এইরূপে দীর্ঘকালের জন্য ঘোর নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রবঞ্চনাময় রাজা মধ্যে তিনি দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াও জীবিতকাল পর্যন্ত ছিদ্রান্বেষী শত্রুগণের করতলগত হন নাই। অনন্তর দুর্নীতিপরায়ণ ভূপতির অন্তঃপুরমধ্যে নারীগণের চরিত্রস্খলন সংঘটিত হইল ও উহা তাঁহার পতন সূচিত করিল। এই সময়ে যুবকযুবতীগণ যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া হর্ষদেবের বিনাশসাধনে যত্নবান হইল। তিনি রুষ্ট হইয়া কতিপয় নারীকে তাহাদের উপপতিগণের সহিত দণ্ডিত করিলেন। ভৃত্যগণ নিজ নিজ পাপাচরণে শঙ্কিত হইয়া নৃপতির অমঙ্গল কামনা করিতে লাগিল ও তাঁহার বিনাশ সাধনের জন্য যত্ন করিতে লাগিল। সকল বিষয়ে তাঁহার দুঃশীলতা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাহা কেবল কলশভূপতির পুত্রেরই সম্ভব হইতে পারে। তিনি যে মাতৃগণের অঙ্কে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন এখন তাঁহাদিগকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া সর্বদা চুম্বনপূর্বক সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি ভগিনীগণের সহিত সঙ্গত হইতেন, পিসীমার কন্যা নাগার দুর্বাক্যে রুষ্ট হইয়া তিনি তাহার সতীত্ব হরণ করিয়া দণ্ডবিধান করিলেন। একদা মন্দবুদ্ধি নরপতি ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত সৈন্যের সহিত রাজপুরী আক্রমণ করিলেন। তিনি পৃথ্বীগিরি দুর্গ দেখিতে পাইয়া তাহা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন ও রাজপুরীতে প্রবেশ না করিয়া দুর্গের পাদদেশে সৈন্যস্থাপন করিলেন। তিনি মাসাধিককাল তথায় অবস্থান করিলে দুর্গরক্ষিগণ অন্নাদির অভাবে কষ্ট পাইতে লাগিল। নৃপতি

সংগ্রামপাল ভীত হইয়া দুর্গরক্ষার জন্য বহু কর ও বহু খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু ভূপতি এই প্রস্তাব অস্বীকার করিয়া দৃঢ়তা প্রদর্শন করিলে সংগ্রামপাল অর্থলোভী দণ্ডনায়ককে উৎকোচদ্বারা বশীভূত করিলেন। হর্ষদেব ফিরিয়া যাইতে অসম্মত হইলে সুন্ন দীর্ঘকাল প্রবাসহেতু অধিক বেতনের জন্য সৈন্যগণকে গুপ্তভাবে উত্তেজিত করিতে লাগিল। রাজার ধনাগার দূরে থাকায় তিনি তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করিতে পারিলেন না। অধিকাংশ সৈন্য নীচ জাতীয় ছিল ; তাহারা ব্যঙ্গপূর্ণ বাক্যে শিবিরে মহাক্ষোভ উৎপাদন করিল। নরপতি ইহার প্রতিবিধান করিতে তৎপর হইলে দণ্ডনায়ক তুরস্কগণের আক্রমণরূপ অন্য এক ভয়াবহ সংবাদ প্রচার করিল। হর্ষদেব ইহা শুনিয়া ভীত হইয়া সৈন্যসহ প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সমস্ত ধন ও খাদ্যাদি পথিমধ্যে পরিত্যক্ত হইল। এই সময় হইতে ক্ষীণপ্রতাপ নরপতির "প্রতাপ চক্রবর্তী" আখ্যা মলিনভাব ধারণ করিল। নৃপতি ম্লানমুখে কন্দর্পের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; কারণ স্বয়ং ভৃত্যবর্গের সহিত উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, কন্দর্প তাহা একাকী সম্পাদন করিয়াছিল। মূর্খ নৃপতি দণ্ডনায়কের প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সে চতুরতা দ্বারা তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিল। তাহার বিদ্রোহের কথা জানিতে পারিয়া রাজা তাহাকে বন্দী করিলেন, কিন্তু তাহার উপর কোপ প্রকাশ না করিয়া অপরাধ অনুসারে দণ্ডবিধান করিলেন। সুন্ন জীবিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া দুর্গমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল এবং ভৃত্য ও বন্ধুবর্গপ্রেরিত বস্ত্র তাম্বূলাদি সংগ্রহ করিল। হর্ষদেব দৈবমোহিত হইয়া বধার্হ দণ্ডনায়ককে আপনার সর্বনাশের নিমিত্ত পুনর্বার পূর্বপদে স্থাপন করিলেন। বিটগণ চাটুবাক্যে নৃপতিকে পুনরায় উত্তেজিত করিতে লাগিল। স্বার্থপরায়ণ 'সহেল' অপহৃত ধন দানের ভয়ে নৃপতিকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিল। দরদ্‌গণের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া লহর দেশান্তর্গত লবণ্যদিগের দুর্গঘাত নামে দুর্গ গ্রহণ করিতে রাজাকে উৎসাহিত করিল। ডামর লক্কনচন্দ্র পূর্বে এই দুর্গের রক্ষক ছিলেন। রাজা অনন্তদেবের আজ্ঞানুসারে দ্বারপতি জনক ইহাকে হত্যা করেন। ডামরপত্নী রাজদ্বারে অনাহারে অবস্থান করিয়া রাজা কলশকে ইহা সমর্পণ করেন ; কিন্তু তিনি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে দরদ্‌পতি ইহা অধিকার করেন। এই দুর্গের সাহায্যে দরদ্‌বৃন্দ কাশ্মীরমণ্ডলমধ্যে অনেক পল্লীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। মন্ত্রী সহেলের পরামর্শে যুদ্ধযাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই স্থানে জলাশয় ছিল না। মদমত্ত সহেল পরদ্বারা এই ছিদ্র জানিতে পারিয়া দুর্গ গ্রহণের জন্য বারবার নৃপতিকে অনুরোধ করিলে তিনি যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দ্বারপতি চম্পক নৃপতির অনুমতি অনুসারে যুদ্ধার্থ

প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে আনন্দ স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে তৎপর হইলেন। ভূপতি আনন্দকে দ্বারাধিপের পদ হইতে অপসারিত করিয়া মণ্ডলেশ্বরের পদ প্রদান করিয়াছিলেন ; তজ্জন্য আনন্দ দ্বারাধিকারিগণের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। আনন্দ কটক্ মধ্যে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিলেও দ্বারপতি চম্পক মধুমতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া সৈন্যদ্বারা দুর্গ বেষ্টন করিল। কাশ্মীরীগণ দরদ্‌-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। শত্রুগণ গণ্ডশৈল নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; তাহারা দুর্গমধ্যে আশ্রয় পাইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে জয় করা অসম্ভব হইয়াছিল। গুঙ্গাত্মজ মল্ল কুমারদ্বয়ের সহিত প্রাজিমঠিকা নামে রণস্থলে অবস্থান করিয়া শত্রুগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। উচ্চল ও সুস্সল নামক বীরপুত্রদ্বয় দৈবজ্ঞোক্ত ভবিষ্যৎ রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় স্ব স্ব মান বর্ধিত করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ কুমার উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন ও সিংহাসনের উপর বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন, তথাপি ভবিতব্যতার মাহাত্মহেতু তিনি যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইলেন। দরদ্‌-যোদ্ধাগণ অনাবৃষ্টি ও ভূপতির প্রতাপে শোষিত হইয়া কোনক্রমে দুর্গরক্ষা করিতেছিল। অনন্তর মহতী বৃষ্টি জলস্থল একাকার করিয়া অনবরত পতিত হইতে লাগিল। বিধি দুর্ভেদ্য হিমরাশি দ্বারা দুর্গশৃঙ্গ আবৃত করিয়া বিপক্ষের প্রতি অনুকূলতা প্রদর্শন করিল। বিধাতা মানবগণকে উত্থান সময়ে পতিত ও পতন সময়ে উত্থিত করিয়া কন্দুকক্রীড়ার ভ্রম উৎপাদন করেন। দুষ্ট মন্ত্রিগণ বৃষ্টিপাতে কাতর হইয়া গৃহের কথা স্মরণ করিতে লাগিল ও পূর্ববৎ সৈন্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইল। রাজা জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সমস্ত সৈন্য খাদ্যভাণ্ডার, ধনাগার, অস্ত্রশস্ত্র ও মূল্যবান বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শত্রুগণ সৈন্যদিগকে অনুসরণ করিলে তাহারা বন্যাপূর্ণ নদীর গ্রাসে পতিত হইল। বিজয়ী দারদ সৈন্যগণ বহুসংখ্যক কাশ্মীর সৈন্য নিহত করিল, বহু সৈন্যকে বন্দী করিল এবং প্লাবনেও বহুসৈন্য নস্ট হইল। মল্লপুত্র উচ্চল একাকী ছোট ভাইয়ের সহিত সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে যত্নবান হইলেন। বীর ভ্রাতৃদ্বয় দারদ সৈন্যদের গতিরোধ করিল। এই সময় হইতে লোকে বিবেচনা করিতে লাগিল যে মানী কুমারযুগল সিংহাসনের উপযুক্ত ও কাপুরুষ নরপতি রাজপদের অযোগ্য। অনন্তর নরপতি শত্রুভয়শূন্য হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। মল্লরাজ্যের পুত্রদ্বয়ের যশোরাশি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সকলে রাজাকে রাবণের সহিত ও কুমারদ্বয়কে রাম-লক্ষ্মণের সহিত তুলনা করিয়া ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনা সূচিত করিত। নির্বোধ নরপতি নির্লজ্জের মত পুনরায় মণ্ডলপীড়ন আরম্ভ করিলেন। মদনের কার্যকুশলতায় প্রীত হইয়া নরপতি তাহাকে কম্পনের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তন করিয়া শুনিলেন যে, মদন প্রকাশ্যে তাঁহার পরাভব ঘোষণা করিতেছে।

ইহাতে তিনি কুপিত হইয়া তাহাকে হত্যা করিতে অভিলাষী হইলেন ও রাজ্ঞীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া দোষারোপ করিলেন। মদন মড়বরাজ্য হইতে প্রত্যাগমন করিলে রাজা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, ইহাতে কম্পনপতি ভীত হইয়া টক্কমন্ত্রী লক্ষ্মীধরের গৃহে গমন করিলেন। তাহার জন্য জনৈক মন্ত্রী রাজাকে প্রীত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভূপতি সপুত্র মদনকে বধ করিলেন। ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে মদন বধ পর্যন্ত সূর্যমতীর শাপ সফলতা লাভ করিয়াছিল। বিক্রমদর্শনে ভীত হইয়া রাজা কলশরাজকে বন্দী করিয়া লক্ষ্মীধরের গৃহে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাকে অপমানিত করিয়া গর্ব খর্ব করিবার জন্য শিক্ষা দিবার ছলে তিনি তাহার শত্রু উদয়কে তাহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। সৌভাগ্যদীপ্ত উদয়কে দেখিয়া কলশরাজ ক্রোধে জনৈক ব্যক্তির অস্ত্র লইয়া অবিলম্বে তাহাকে হত্যা করিলেন। ইহাতে উদয়ের ভৃত্য কুপিত হইয়া তাহাকে ভূপাতিত করিয়া হত্যা করিল। এইরূপে দুর্বুদ্ধি ভূপতির ভৃত্য সকল বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। রাজার অত্যাচারে রাজ্যমধ্যে দুঃখপরম্পরা প্রাদুর্ভূত হইল। তস্করগণ দিবাভাগে মানুষ হত্যা ও রাজগৃহ হইতে স্বর্ণপাত্র অপহরণ করিত। এই সময়ে মড়কের প্রাদুর্ভাব হইল। ৪১৭৫ লৌকিকাব্দে গ্রামসমূহ জলপ্লাবিত হইলে সর্বপ্রকার দ্রব্যের দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এক খারি ধানের মূল্য পাঁচশত দীনার ও এক দীনারে দুইপল দ্রাক্ষারস। নদীর জলে ফুলিয়া মৃতদেহ নদী আচ্ছাদিত করিয়াছিল। নরপতি কায়স্থ রাজপুরুষদ্বারা দণ্ডব্যবস্থা করিয়া প্রজাগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ; গ্রামে ও নগরে সর্বত্র কর স্থাপিত হইল। তিনি কুপিত হইয়া শক্তিশালী ডামরগণকে হত্যা করিবার জন্য মণ্ডলেশ্বর আনন্দকে আদেশ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ মড়বরাজ্যের অন্তর্গত হোলডাবাসী ডামরগণকে বধ করিলেন। তিনি লবণ্যবাসিগণকে হত্যা করিতে লাগিলেন ; এমন কি কোন ব্রাহ্মণও যদি উচ্চভাবে কেশ বিন্যাস করিত অথবা বিকটাকার হইত তাহা হইলে তাহারও অব্যাহতি ছিল না ; তিনি লবণ্যভ্রমে পথিকগণকেও শূলে আরোপণ করিতেন। একদা তিনি এক লবণ্যবাসীর নিষ্ঠুরা রমণীকে শূলে আরোপণ করিলে তদ্দেশীয়গণ ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ম্লেচ্ছভূমিতে গোমাংস ভোজন করিতে লাগিল। তদ্দেশের শাসনকর্তা ভূপতি ভৈরবের নিকটে উপহারস্বরূপ লবণ্যগণের অখণ্ড মুণ্ডমালা প্রেরণ করিলেন। যদি কেহ ডামরমুণ্ড আনিতে পারিত তবে সে রাজদ্বারে বসন ভূষণ প্রাপ্ত হইত। শকুন, বকাদি পক্ষি-সকল তোরণের উপরে ডামরমুণ্ড ভক্ষণ করিবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইত। তিনি এইরূপে মড়বরাজ্য ডামরশূন্য করিয়া ক্রমরাজ্যস্থিত ডামরগণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। তথাকার ডামরগণ সর্বনাশ নিশ্চিত জানিয়া

লৌলাহনামক স্থানে সৈন্য সংগ্রহ করিল। তাহারা সকলে যুদ্ধে যোগদান করিয়া অসংখ্য বিপক্ষ সৈন্য বধ করিল ও দীর্ঘকালের জন্য শাসনকর্তার গতিরোধ করিল। দেবতা, তীর্থ ও ঋষিগণ কর্তৃক পবিত্রীকৃত কাশ্মীর মণ্ডলের বিনাশের নিমিত্ত কোন রাক্ষস হর্ষদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। রাত্রিকালে উল্লাস, দিবসে নিদ্রা, নিষ্ঠুরতা, উদ্দামতা, নীচতা ও যমরাজোচিত কার্যে আসক্তি ইত্যাদি রাক্ষসোচিত ধর্মসমূহ তাঁহার প্রিয় ছিল। অনন্তর মল্লের কনিষ্ঠপুত্র সুস্সল যৌবনোন্মত্ত হইয়া লক্ষ্মীধর-গৃহিণীর হৃদয়েশ্বর হইলেন। এই রমণী প্রতিবেশী রাজকুমারের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়াছিল, বানরাকৃতি পতির প্রতি তাহার প্রেম ছিল না। লক্ষ্মীধর ঈর্ষা ও রোষের বশবর্তী হইয়া ভূপতিকে বলিল, "রাজন্, আপনি অগণ্য জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়াছেন; কিন্তু রাজোচিত গুণসম্পন্ন উদ্ধত উচ্চল সুস্সলকে কেন হত্যা করিতেছেন না?" কিন্তু ভূপতি জ্ঞাতিবধের অনুতাপে পীড়িত ছিলেন, তিনি আর তাহাদের উপর কোপ প্রকাশ করিলেন না। লক্ষ্মীধর স্বয়ং ও অন্যদ্বারা বার বার নৃপতিকে এই কথা বলিলেন; তিনি তাহাদের বীরত্ব চিন্তা করিয়া ভীত হইলেন। অনন্তর তিনি জ্ঞাতিপ্রীতি ভুলিয়া গিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের বধ স্থির করিলেন। থক্কনানাম্নী বারবনিতা নৃপতির এই দুরভিপ্রায় কুমারযুগলকে জানাইল। তাঁহাদের মিত্র দর্শনপাল এই বিষয়ে তাঁহাদের সংশয় দূর করিলে তাঁহারা দুই তিন জন অনুচরের সহিত নিশীথ সময়ে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ৪১৭৬ লৌকিকাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহারা নগর হইতে বহির্গত হইয়া উত্রাসবাসী কোন ডামর সমীপে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বাসঘাতক লাবণ্যপ্রশস্তরাজ স্বীয় অনুজকে স্ববশে আনয়ন করিয়া কুমারদ্বয়কে স্থানান্তরে লইয়া গেল। জ্যেষ্ঠকুমার রাজপুরী গমন করিলেন ও কনিষ্ঠ কালিঞ্জরপতি কহ্লের সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে আর কেহ হর্ষদেবের শাসনে বিশ্বাস স্থাপন করিত না। লক্ষণজ্ঞ নৃপতি অশুভ চিহ্ন দেখিয়া স্বয়ং শঙ্কিত হইলেন। তিনি চক্রধরের মুখে রাজপুরীর অধিপতি সংগ্রাম পালকে উচ্চলের প্রাণবিনাশের প্রার্থনা জানাইলেন ও সেইজন্য ধনদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। মল্লের পুত্র উচ্চল রাজপুরীতে আগমন করিলে সংগ্রামপাল তাঁহার প্রতি বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করেন নাই; কিন্তু হর্ষদেবের আশংকার কারণ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতে লাগিলেন। রাজপুরবাসিগণ স্বভাবতঃ কাশ্মীর রাজ্যের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; প্রভাবশালী শত্রুকে প্রাপ্ত হইয়া তাহারা নানাপ্রকার চক্রান্ত করিতে লাগিল। অনন্তর উচ্চল দুষ্টপ্রকৃতি লোকের সহায়তায় ডামরগণের সহিত সন্ধিবন্ধন করিতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ডামরগণ পূর্বেই নৃপতিকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিল; তাহারা উচ্চলকে কাশ্মীরে আনিবার জন্য

উপহারের সহিত দূত প্রেরণ করিল। সংগ্রামপাল ডামরদূতগণের আগমন দেখিয়া রাজভয় পরিত্যাগ করিলেন ও প্রকাশ্যে উচ্চলের যথোচিত সম্মান করিতে লাগিলেন। উচ্চল কার্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া চিন্তাকুল হইলেন। সংগ্রামপাল কুমারের মস্তকে কর্পূরচূর্ণ করিয়া তিনি নিরাপদ, ইহা প্রদর্শন করিলেন ও তাঁহার প্রস্থান বিষয়ে স্বীয় সম্মতি প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে কলশরাজ নামক সেই দেশীয় মুখ্য ঠক্কুর হর্ষদেবের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিল। সে সংগ্রামপালের নিকটে উপস্থিত হইয়া নির্জনে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "আপনি হর্ষদেবের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া উচ্চলের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন, আপনি কামধেনু পরিত্যাগ করিয়া ছাগলকণ্ঠ গ্রহণে অভিলাষ করিতেছেন। উচ্চল কি কাশ্মীর রাজবংশীয় কুমার? এই দীন ব্যক্তির শক্তি কি? সেই ভূপতির আরাধনা দ্বারা ভীতিশূন্য হউন, উচ্চল রাজগিরিদুর্গে স্থাপিত হউক; নৃপতি ভীত হইয়া আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন ও চিরকালের জন্য আপনার মিত্র হইবেন।" নীচাশয় খশরাজ এইরূপ কথিত হইয়া হর্ষদেবের ভয়ে স্বার্থলোভে তাহাই স্বীকার করিলেন ও তাহাকে বলিলেন; "আমি উদ্যমশীল উচ্চলকে বন্দী করিতে অসমর্থ; আমি ছলনা দ্বারা তাঁহাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিব, আপনি তাঁহাকে বন্ধন করিবেন।" সংগ্রামপাল কলশরাজকে এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন ও উচ্চলকে বলিলেন— "আপনি প্রভাতে কলশরাজের নিকট গমন করিবেন; তিনি এখানে প্রধান মন্ত্রী; তাঁহার সাহায্যে আপনি বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। অনন্তর আমি আপনাকে অনুচরবর্গের সহিত শত্রু বিনাশের নিমিত্ত প্রেরণ করিব।" পরদিন মন্ত্রিগৃহে যাইবার সময়ে তিনি প্রথমতঃ অশুভ লক্ষণ দ্বারা ও পরে বিশ্বাসীলোকের নিকট চক্রান্তের বিষয় অবগত হইলেন। যখন কলশরাজ শুনিলেন যে, গূঢ় পরামর্শ প্রকাশ পাইয়াছে ও উচ্চল খশপতির নিকটে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে সমাগত হইলেন। কলশরাজ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া বীরবর উচ্চল যুদ্ধার্থ স্বীয় ভৃত্যবর্গের সহিত বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে খশভূপতি উচ্চলকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কলশরাজের সহিত তাঁহাকে স্বীয় সভায় আনয়ন করিলেন। কুমার স্বীয় ভৃত্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধকম্পিতাধরে খশসভায় প্রবেশ করিলেন। সূর্যসদৃশ ভীষণাকৃতি ক্রুদ্ধ কুমারের প্রতি রাজা অথবা কলশ-রাজ কেহই দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। সভাস্থল জনশূন্য হইলে খশরাজ কুমারকে প্রবোধবাক্য বলিলেন কিন্তু তেজস্বী মল্লপুত্র কুপিত হইয়া পরুষবাক্য বলিলেন: 'পুরাকালে দার্বাভিসারে ভরদ্বাজবংশীয় নর নামক নরপতি ছিলেন।

তাহার পুত্র নরবাহন ফুল্লের পিতা। ফুল্লের পুত্র সাতবাহন ও সাতবাহনের পুত্র চন্দ; চন্দের পুত্র চন্দুরাজ। ইঁহার দুইপুত্র গোপাল ও সিংহরাজ। সিংহরাজ দিদ্দানাম্নী কন্যাকে ভূপতি ক্ষেমগুপ্তকে সম্প্রদান করেন। পতিপুত্রহীনা দিদ্দা ভ্রাতা উদয়রাজের পুত্র সংগ্রামরাজকে রাজ্য প্রদান করেন। রাজ্ঞীর অপর ভ্রাতা কান্তিরাজের পুত্র জস্সরাজ। অনন্তদেবের পিতা সংগ্রামরাজ। তন্বঙ্গ ও গুঙ্গের পিতা জস্সরাজ। অনন্তদেবের পুত্র কলশরাজ। গুঙ্গের পুত্র মল্লরাজ। কলশের পুত্র হর্ষদেব প্রভৃতি। মল্লরাজের পুত্র আমরা।" যখন বংশ বিবরণ এইরূপ, তখন নির্বোধ ব্যক্তিগণ কিরূপে বলে যে ইনি কি কাশ্মীররাজ-বংশের কুমার? বীরভোগ্যা বসুন্ধরাতে কুলক্রমের কি সার্থকতা আছে? বাহুদ্বয় ব্যতীত বীরের আর সহায় কে আছে? আমার সৌভাগ্যবশতঃ আমার দয়ার পাত্র রাজপুরবাসিগণ আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিতে পারে নাই ও আমি কাশ্মীররাজগণের কুলকলঙ্ক হই নাই। আমার বিক্রম দেখিতে পাইবে— ইহা বলিয়া তিনি একশত পদাতিক সহ বিজয়লাভের জন্য বহির্গত হইলেন। নিহত শশক গ্রহণ করিয়া একব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি এই শুভ লক্ষণ দেখিয়া রিপুরাজলক্ষ্মী করতলগত বিবেচনা করিলেন। বাট্টদেব প্রমুখ নির্বাসিত ডামরগণ পথিমধ্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইল।

সংগ্রামপালের নিকট হইতে দুঃখিত মনে রাজপুরী আগমন করিলে রাজ্ঞীগণ তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। ভোজনান্তে সন্ধ্যাসময়ে তথা হইতে স্বভবনে প্রস্থান সময়ে তিনি কলশরাজের সৈন্যকর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। মহিষীগণ বাহিরে যাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহার গমন নিবারণ করিলেন, কিন্তু লোষ্টাবট্টপ্রমুখ তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধে নিহত হইল। তথাকার প্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যস্থতা দ্বারা যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন। কুমারের সৈন্যসংখ্যা পূর্বেই অল্প ছিল, এখন তাহা অত্যল্প সংখ্যায় পরিণত হইল। তিনি চৈত্রমাসের পূর্ণিমার দিনে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন, বৈশাখের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে তিনি নির্ভয়ে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বাট্টদেবাদিকে বিপ্লব ঘটাইবার জন্য স্ব স্ব পথে প্রস্থান করিতে অনুমতি দান করিয়া স্বয়ং ক্রমরাজ্যের পথে কাশ্মীর প্রবেশ করিতে মনঃস্থ করিলেন। উদয়সীহের মৃত্যুর পর রাজা ক্ষেমজের পুত্র কপিলকে লোহররাজ্যের শাসন-কর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইনি উচ্চলকে রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন। তিনি খড়্গ ও চর্ম ধারণ করিয়া সমগ্র সৈন্যের অগ্রভাগে গমন করিয়া কপিলের সৈন্যগণকে পর্ণোৎসে পলায়ন বিদ্যায় প্রথম শিষ্য করিলেন। নির্ভয়ে অবস্থিত দ্বারপতি সুজ্জককে বন্দী করিয়া অতি শীঘ্র কাশ্মীররাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

রাজদ্বেষী কতিপয় ডামর ও পার্বত্য খাশিকগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হইল। তাঁহার অতর্কিত আগমন শ্রবণ করিয়া হর্ষদেব কম্পিত হইলেন। উচ্চল মণ্ডলপতিকে বধ করিয়া ক্রমরাজ্যে বদ্ধমূল হইবেন এই চিন্তায় নিতান্ত আকুল হইলেন। দণ্ডনায়ক সুন্ন সৈন্যসংগ্রহ করিতে বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া তিনি পট্টকে বহুসংখ্যক নায়কের সহিত প্রেরণ করিলেন। দৈবপ্রভাবে হীনবীর্য অথবা দ্রোহাচরণে অভিলাষী হইয়া আক্রমণের সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া সে পথিমধ্যে বিলম্ব করিতে লাগিল। নৃপতি তিলকরাজপ্রমুখ অন্যান্য যাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন, তাহারাও পট্টের নিকট উপস্থিত হইয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিল না। কাকাদিবংশীয় যোদ্ধাগণ কুমারের পথ রোধ করিলে তিনি হুষ্কপুর পরিত্যাগ করিয়া ক্রমরাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইত্যবসরে ডামরগণ তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া উৎসাহিত হইল ও মণ্ডলপতিকে বিপদগ্রস্ত করিল। তাহারা যশোরাজপ্রমুখ মহাবীরগণকে বধ করিয়া পূর্ব হইতে তাঁহার প্রতাপ হ্রাস করিয়াছিল। অনন্তর মণ্ডলপতি ধীরে ধীরে তারমূলকে গমন করিলে শত্রুসৈন্য উচ্চলের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। বহু সৈন্যের সাহায্যে মণ্ডলপতি পূর্বদিগ্‌বর্তী প্রভঞ্জনের ন্যায় প্রলয় মেঘতুল্য উচ্চলের আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান রহিলেন। জয়লাভের নিমিত্ত উভয় সৈন্যের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। উচ্চলের মাতুল আনন্দ ডামরগণকে একত্রিত করিয়া মড়বরাজ্যে বিদ্রোহের সূত্রপাত করিল। এই বিপ্লবকালে সহস্র সহস্র ডামর নানা দিক হইতে সমাগত হইল। এই সময়ে কায়স্থ সহেল মন্দভাগ্য ভূপতির প্রধান সেনাপতি ও দ্বারাধিপ ছিল। আনন্দের সহিত বারংবার যুদ্ধ করিয়াও সহেল মড়বরাজ্য পরিত্যাগ করে নাই, ইহা সামান্য বিষয় নহে। উচ্চল রণস্থলে অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশপূর্বক অসংখ্য সৈন্যদ্বারা বেষ্টন করিয়া সসৈন্য মণ্ডলেশ্বরকে বন্দী করিলেন। সাধু মণ্ডলপতি এইরূপে বন্দী হইয়াও প্রভুর মঙ্গলচিন্তা করিতে লাগিল; মানী ব্যক্তির প্রভুভক্তি প্রাণান্তেও বিপরীত ভাব ধারণ করে না। এইরূপ সুযোগ আর হইবে না, এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া উচ্চলের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া শীঘ্র নগর প্রবেশের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গমন সময়ে সহেল উচ্চলের অখ্যাতি হইবে বিবেচনা করিয়া সৈন্যদ্বারা গ্রাম নগরাদি লুণ্ঠন করাইলেন। অনন্তর তাঁহাকে পরিহাসপুরে লইয়া গেলেন। চারিদিকে গভীর খাত ও জলবেষ্টিত বলিয়া এইস্থান হইতে বাহিরে যাওয়া খুব কঠিন। মণ্ডলপতি তথায় চতুঃশাল মধ্যে আপনাকে ও উচ্চলকে রাত্রিকালে দগ্ধ করিতে স্বীয় অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন; কিন্তু তাঁহার হিতৈষিগণ আজ্ঞা পালন

করিল না। অনন্তর মণ্ডলপতি নরপতিকে সংবাদ প্রেরণ করিল "আমি উচ্চলকে শৃগালের ন্যায় আপনার অগ্রে আনয়ন করিয়াছি, আপনি আসিয়া ইহাকে বন্দী করুন।" অনন্তর ভূপতি "অদ্য জয় অথবা মৃত্যু নিশ্চিত" বিবেচনা করিয়া সমস্ত সৈন্য লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রাণসংশয় দেখিয়া ঢাক বাদ্যদ্বারা ঘোষণা করিয়া সকলকে মুক্তিদান করিলে পৌরগণ তাঁহার অনুগমন করিল। রাজভৃত্যগণ সুশিক্ষিত অশ্বে আরোহণ করিয়া ভরতসেতুর অগ্রভাগে অবস্থিত শত্রুসৈন্য সংহার করিতে লাগিল। উচ্চলের সৈন্যগণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইলে কতিপয় ধাবনশীল ডামর পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল ও অপর সকলে ক্লান্ত হইয়া রাজবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ত্রিল্লসেন নামক ডামরকে বিহারে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজসৈন্যগণ উচ্চলভ্রমে বিহারে আগুন লাগাইয়া দিল। অভিমানী উচ্চল বিপক্ষের অশ্বারোহী সৈন্যের মধ্যস্থলে দর্শনপালের পিতৃব্য সোমপালের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। জনকচন্দ্রপ্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বিশেষ অনুরোধ করিলে তিনি পরিহাসপুর হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি অশ্বারোহণে বিতস্তা পার হইয়া ডামরগণের সহিত পুনরায় তারমূলকে গমন করিলেন। সামান্য জয়লাভে উন্মত্ত হইয়া হর্ষদেব আনন্দের প্রশংসা করিতে করিতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাজা উচ্চলকে জীবিত জানিয়াও তাঁহার পশ্চাৎ ধাবন করিলেন না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উচ্চল জ্যৈষ্ঠমাসে পলায়িত সৈন্যগণকে পুনরায় সম্মিলিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। দুর্ভিক্ষকালে নিজবাহুমাত্রসহায় অভিমানী উচ্চলের এই উদ্যোগ অতি সুকঠিন হইয়াছিল। উচ্চল দুর্ভিক্ষসময়ে দারিদ্র্যপীড়িত হইয়াও পরিহাসকেশবের মূর্তি রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু হর্ষদেব তাহা উৎপাটিত করিলেন। প্রতিমা উৎপাটিত হইলে রাজার শিরশ্ছেদ কাল পর্যন্ত ধূসর ধূলিরাশি পৃথিবী ও আকাশ আচ্ছাদিত করিয়াছিল। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, পূর্বে এইদেশ দিবাভাগেও অন্ধকারময় ছিল। পরিহাসকেশবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল। এই রৌপ্যময়ী মূর্তি দিব্যালোক বিকিরণ করিত। প্রতিমা উৎপাটিত হইলে দেড়মাসকাল পূর্ববৎ অন্ধকার আবির্ভূত হইয়াছিল। শত্রুর প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইলে রাজা কিছুকাল বিশ্রাম করিতেছিলেন; এমন সময়ে শূরপুরের পথে সুস্সল উপস্থিত হইল। অবনাহে অবস্থানকালে তিনি পিতার তিরস্কারপূর্ণ পত্র পাইলেন। ইহাতে জ্যেষ্ঠ উচ্চলের প্রশংসা ছিল। ইহা পাইয়া তিনি ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ক্ষিতিপতি কহ্লের অশ্বসকল প্রাপ্ত হইয়া হর্ষদেবের প্রতি সম্মান ত্যাগ করিলেন; ইহাই তাঁহার বিলম্বের কারণ। তিনি সেনাপতি মাণিক্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শূরপুরের দ্রঙ্গ হইতে জয়লক্ষ্মী

'ও প্রভূত ধন লাভ করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র সুস্‌সল এই অর্থে সমস্ত যুদ্ধকাল অদ্ভুত ঐশ্বর্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অনন্তর নরপতি উচ্চলসম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া মণ্ডলেশ্বর পট্ট প্রভৃতিকে সুস্‌সলের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিলেন। শৌর্যশালী কুমার শূরপুরে শত্রুসৈন্যগণকে পরাজিত করিলেন। অনেক যোদ্ধা বৈতরণীজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। জয়শ্রী যেন ভীত হইয়া প্রভুদ্রোহী সাহসী দর্শনপালের দেহস্পর্শ করিলেন না। হতাবশিষ্ট রাজ-সৈন্য পলায়ন করিয়া পরদিন সহেল সমীপে উপস্থিত হইল। সহেল সুস্‌সলের আক্রমণ আশংকা করিয়া সেই সমস্ত ভগ্নসৈন্যের সহিত শ্রীনগরে প্রবেশ করিল। পদাতিক ডামরগণ অশ্বারোহী সৈন্যের ভয়ে ভীত হইয়া দুর্গম লহরমার্গে তাঁহাকে পুনরায় আনয়ন করিল। রাজা উদয়রাজকে দ্বারপতির পদে নিযুক্ত করিয়া উচ্চলের সহিত যুদ্ধ করিতে মণ্ডলেশ্বরকে লহরে প্রেরণ করিলেন। আনন্দ পদ্মপুরে উপস্থিত হইলে ভীত মন্ত্রিবর্গের মধ্যে কেহ প্রধান সেনাপতির পদ-গ্রহণ করিতে সাহসী হইল না। অনন্তর মহীপতি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া "আমার কে আছে" বলিলে চন্দ্ররাজ সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। চন্দ্ররাজ জিন্দুরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় বংশ মর্যাদা রক্ষা করিলেন। তিনি সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন ও পদ্মপুর হইতে শত্রুসৈন্য দূরীভূত করিলেন। তিনি ক্রমশঃ দেশ অধিকার করিয়া শ্রাবণমাসের শুক্লা নবমীতে অবন্তিপুরে বিপক্ষ সেনাপতিকে বধ করিলেন। গোবর্ধনধরের নিকটে যুদ্ধকালে বিপক্ষ সেনাপতি সৈন্য সঙ্গে না লইয়া পরিমিত অনুচরের সহিত গান শুনিতে-ছিলেন ; এমন সময়ে শত্রুপক্ষীয় অশ্বারোহী সৈন্যগণ বিতস্তার তীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। মহীপতি চন্দ্ররাজ প্রেরিত মুণ্ড দেখিয়া মনে করিলেন, বিধাতা অনুকূল হইয়াছেন ও পুনরায় জয়লাভের আশা করিতে লাগিলেন। চন্দ্ররাজ বিশেষ উদ্যমের সহিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আঠার ভাগে বিভক্ত সৈন্যের সহিত বিজয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তৃতীয় দিনে মণ্ডলপতির সৈন্যগণ অকাল বৃষ্টিতে কাতর হইয়া লহরে পলায়ন করিল। যোদ্ধাগণ শীতল বায়ুতে কাতর হইয়া ও কর্দমমগ্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ পশুর ন্যায় অসি, বর্ম ও অশ্ব পরিত্যাগ করিল। কোমলহৃদয় উচ্চল মণ্ডলপতিকে রক্ষা করিলেও জনক-চন্দ্রপ্রমুখ ব্যক্তিগণ তাহাকে হত্যা করিল। হর্ষদেবের সেবকগণ ভীরুপ্রকৃতি ও বিশ্বাসঘাতক ছিল। কেবল এই মন্ত্রিবর স্বদেহের বিনিময়ে কীর্তি সঞ্চয় করিয়াছিল।

যে সকল মহিলা প্রভুভক্ত প্রশংসাভাজন পুত্র প্রসব করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার জননী গজ্জা চিতারোহণদ্বারা স্বীয় মাহাত্ম্যের পূজা

করিয়াছিলেন। রাজা তাহাকে বিপৎসংকুল• কার্যে বারংবার প্রেরণ করিলে তাহার মাতা বাৎসল্যবশবর্তিনী হইয়া রাজাকে বলিয়াছিলেন, হে প্রভো, আমার একটিমাত্র পুত্র, যে কার্যে জীবননাশের সম্ভাবনা আছে ইহাকে সে কার্যে পুনঃপুনঃ নিযুক্ত করিবেন না। ভূপতি প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, মাতঃ! সে যেমন আপনার একমাত্র অবলম্বন ও একমাত্র সন্তান, সেইরূপ সে আমারও একমাত্র বিশ্বাসী ভৃত্য। পুত্রের প্রভুভক্তির বিবরণ রাজার মুখে' জানিতে পারিয়া সুশীলা গজ্জা পুত্রের প্রতিষ্ঠার কথা বুঝিতে পারিলেন। এই সময়ে উচ্চল হিরণ্যপুরে উপস্থিত হইলে তথাকার ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়া তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। এই সময়ে মন্ত্রিগণ নৃপতিকে নিতান্ত ভয়-ব্যাকুল দেখিয়া বলিল, "আপনি লোহর পর্বতে গমন করুন ; নূতন ভূপতির প্রতি প্রজাপুঞ্জের উৎকণ্ঠার হ্রাস হইলে তাহারা আপনাকে অচিরে আনয়ন করিবে ; অথবা আপনি স্বয়ং আগমন করিবেন।" ভূপতি বলিলেন, "অন্তঃপুরের মহিলাগণ, ধনভাণ্ডার ও সিংহাসনাদি বহুমূল্য দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া আমি যাইতে সাহস করি না।" তাহারা বলিল, "অশ্বারোহী বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ ধন-ভাণ্ডার ও অন্তঃপুরিকাগণকে অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া লইয়া যাইবে। চণ্ডালীর প্রতি আসক্ত ব্যক্তি যে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছে, তাহাতে অন্যব্যক্তি উপবেশন করিলে কি অপমান হইতে পারে ?" অনন্তর নৃপতি "এইরূপ হউক, আর কি করিতে হইবে বলুন" বলিলে তাহারা পুনরায় তাঁহাকে সম্ভ্রমের সহিত বলিতে লাগিল, "ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন করিয়া পৃথিবীশাসক রাজগণের অবকাশ কোথায় ?" মহীপতি মন্ত্রিগণের নানারূপ উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, মন্ত্রিগণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহাকে সময়োচিত পরুষবাক্যে বলিল, "আপনি উৎকর্ষের ন্যায় এই সংকটে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন, অন্যথা আপনি শত্রুহস্তে নিগৃহীত হইবেন।" নৃপতি বলিলেন, "আমি আত্মহত্যা করিতে অসমর্থ ; এই বিষম বিপদে আপনারা আমাকে বধ করুন।" ক্লৈব্যগ্রস্ত কাপুরুষ প্রভুর এই বাক্য শুনিয়া মন্ত্রিগণ দুঃখিত হইয়া সজলনেত্রে তাঁহাকে পুনরায় বলিতে লাগিল, "যদি আমরা দৈবদুর্বিপাকে বিপদের প্রতীকার করিতে অসমর্থ হই, তাহা হইলে এবংবিধ কার্যে কিরূপে তৎপর হইব ?" ভূপতি পশুতুল্য মন্ত্রিগণকে বৃথা পোষণ করিয়াছিলেন ; কারণ তাহারা ঐরূপ দৈন্যগ্রস্ত প্রভুর দুঃখ দূর করিতে যত্ন করে নাই। তিনি পুনর্বার মনুষ্যাকৃতি পশুগণকে বলিতে লাগিলেন, "আমি জানি, এই শেষকালে আমি মহাত্মাগণের সহিত যে ভাবে রাজ্য পালন করিয়াছি অপর কেহ আর তাহা পারিবে না।

ব্রাহ্মণগণের ওষ্ঠাগ্রে যম ও কুবের অবস্থান করেন, এই খ্যাতি কলিযুগে কেবল আমাকে আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু ইহা পরিতাপের বিষয় যে এই পৃথিবী এতদিন কুলকামিনীর ন্যায় থাকিয়া আমার দোষে গণিকার ন্যায় দুষ্টজনের ভোগ্য বস্তুতে পরিণত হইল। অতঃপর যে কোন ব্যক্তি কেবল চক্রান্ত অবলম্বন দ্বারা এই বিগতপ্রভ রাজ্য অধিকার করিতে আশা করিবে। আমি বিবিধ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়াও প্রজা রক্ষার জন্য কেবল ধনোপার্জনে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম, ইহাই আমার জড়তার কারণ। উচ্চলের বুদ্ধি অঙ্গুলির অগ্রভাগে সংগৃহীত হইতে পারে; সে তাহার কাল দাঁত দেখাইয়া আমার কার্যাবলীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে। আমি আজ অপমান ভয়ে এরূপ ব্যাকুল হইয়াছি, প্রাণের ভয়ে নহে; আমি আত্মসমর্থনের জন্য এইরূপ মৃত্যু কামনা করিতেছি। "যদি তিনি স্বজন কর্তৃক নিহত না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার নিকট হইতে কে রাজ্য হরণ করিতে পারিত?" প্রজাগণের নিকটে আমার এই খ্যাতি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। পুরাকালে নৃপতিগণের অগ্রগণ্য মুক্তাপীড় নামে মহীপতি ছিলেন। একদা শত্রুগণ তাঁহার ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিল। যখন তিনি নানা পথে সৈন্যস্থাপন করিয়া পরিমিত অনুচরবর্গের সহিত উত্তরাপথে গমন করিতেছিলেন, তখন শত্রুগণ দুর্গপথে তাঁহার গতিরোধ করিল। তিনি খাদ্য দ্রব্যাদির অভাব বশতঃ নিরুপায় হইলে শল্য নামক বিপক্ষীয় নরপতি আটলক্ষ অশ্বের সাহায্যে তাঁহাকে বন্দী করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। তিনি সামাদি উপায় নিষ্ফল হইবে বিবেচনা করিয়া কাতর হইলেন ও ভবস্বামি নামক মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রিবর বিপদের প্রতিকার অসাধ্য বিবেচনা করিয়া ও যথাবিহিত উপায় অবলম্বন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া ভূপতিকে বলিলেন, "হে দেব, আপনি অভিলষিত ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু এখন তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া সম্মানরক্ষার্থ যথোচিত উদ্যম আবশ্যক। হে নরপতি, আপনি দণ্ডকালসক নামক অশুভকারী ব্যাধি দ্বারা সহসা আক্রান্ত হইয়াছেন, এইরূপ ভান করুন। বিপদ্‌প্রতিকার সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য তাহা আগামী কল্য নিবেদন করিব, ইহা বলিয়া মহামাত্য তথা হইতে নিজভবনে গমন করিলেন। অনন্তর নরপতি রোগহেতু যেন অধীর হইয়া শয্যায় লুটাইতে লাগিলেন ও কাঁদিতে লাগিলেন। মালিশ, বমন প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাঁহার কপট যন্ত্রণার উপশম হইল না দেখিয়া সকলে তাঁহাকে মুমূর্ষু বিবেচনা করিল। মন্ত্রিবর বলিলেন, প্রভুর মৃত্যু নিশ্চিত। তিনি স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। সচিব

শ্রেষ্ঠ ব্যবহার দ্বারা কঠিন কর্তব্যের বিধান করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া রাজা মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। "আমি এই উৎকট যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ" এই কথা বলিয়া অভিমানী ভূপতি নিজ দেহ অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। "মনীষী নরপতিগণ মন্ত্রীর উপদেশে অথবা নিজ বুদ্ধি দ্বারা দৈব-প্রেরিত কলঙ্কের এইরূপে প্রতিবিধান করিয়া থাকেন।" হর্ষদেব ইহা বলিয়া নীরব হইলে মন্ত্রিগণ বলিলেন যে, বংশরক্ষার্থ কুমার ভোজ লোহরদুর্গে প্রেরিত হউক। রাজপুত্র প্রস্থান নিমিত্ত বাহির হইলে রাজা দণ্ডনায়কের বাক্যে মোহিত হইয়া কুমারকে ফিরাইয়া আনিলেন। বিনাশকাল উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার বুদ্ধি, সাহস, দৃঢ়তা ও ধীরতা হঠাৎ লোপ পাইল।

পূর্বে সৌভাগ্যসময়ে নৃপতির বুদ্ধি ও বীর্যাদি গুণরাশি দেখিয়া লোকে মনে করে যে. তিনি কেন ইন্দ্রকে আক্রমণ করিতেছেন না। ভাগ্যবিপর্যয় সংঘটিত হইলে সেই ভূপতিই পঙ্গু, জড় ও অন্ধের ন্যায় অকর্মণ্য হইয়া থাকেন ও সকলে চিন্তা করে যে এ ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল কেন? ভূপতি বিপক্ষের গতিরোধের জন্য তন্ত্রিসৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা যুদ্ধযাত্রা না করিয়া নগরে অবস্থান পূর্বক তাঁহার নিকট প্রবাসবাসের বৃত্তি প্রার্থনা করিল। কার্ণশ্রাবতী নাম্নী নর্তকীর বংশসম্ভূতা কোন নর্তকী জয়মতী নাম্নী অজ্ঞাতকুলশীল বালিকাকে পোষ্যকন্যা গ্রহণ করে। তরুণী জয়মতী উচ্চলের প্রেমপাত্রী হইয়াছিল ও পরে ধনলোভে মণ্ডলেশ্বরের উপপত্নীত্ব স্বীকার করিয়াছিল। আনন্দের মৃত্যুর পরে নির্লজ্জা গণিকা উচ্চলের নিকট পুনরায় আসিয়া দৈবানুগ্রহে যথাসময়ে প্রধানা মহিষীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজসেবকগণ দলবদ্ধ হইয়া রাজার সম্মুখেও নির্ভয়ে উচ্চল সম্বন্ধে কথোপকথন করিত। নৃপতি মল্লরাজের জ্ঞাতিবর্গের উপর কুপিত হইয়া শ্রীলেখার ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যড্ডমণ্ডলের বিনাশ সাধন করিলেন। তাঁহার পত্নী আনন্দের কন্যা. শ্বশ্রূদেবীর সহিত বাসগৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া সেই আগুনে প্রাণত্যাগ করিল। এই সময়ে শাহিরাজকন্যাগণ ভূপতিকে বলিলেন, অত্যন্ত দাম্ভিক মল্লরাজ মৌনব্রতাদি নিয়মদ্বারা স্বীয় ক্রূরতা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সভ্যগণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিতেছে। সে স্বীয়-পুত্রগণকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে অভিলাষ করিতেছে, সে আমাদের শত্রু। আপনি তাহাকে নির্ভয়ে হত্যা করুন। হর্ষদেব স্বয়ং আক্রমণ করিবার অভিলাষে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। মল্লরাজ প্রাণসংহারকারী নৃপতির ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহাচরণের সময় তাঁহার পুত্রদ্বয় রাজাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, মল্লরাজ সদাচারের অনুরোধে রাজসন্নিধান ত্যাগ করেন নাই। তিনি ভূপতির বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ভাবী

রাজযুগলের সহ্লন প্রমুখ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে মূলধনরূপে প্রদান করিয়া স্বভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। আসন্নমৃত্যু নরপতি মল্লরাজের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তিনি দেবপূজা সময়ে শত্রুগণ কর্তৃক আহূত হইয়া সেই বেশে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। তাঁহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত, হস্তে অক্ষবলয়, অঙ্গুলী কুশাঙ্গুরীয় শোভিত ও ললাট ভস্মভূষিত যেন দ্বিতীয় পরশুরাম সমাগত হইলেন। তাঁহার প্রধান অনুচরবর্গ প্রথমতঃ বহির্গত হইয়া দিব্যাঙ্গনাগণের আলিঙ্গনে প্রথমস্থান অধিকার করিল। রয্যাবট্ট ও বিজয় নামক ব্রাহ্মণদ্বয়, পৌরোগব পাকাধ্যক্ষ কোষ্ঠক ও যোদ্ধা সজ্জক যুদ্ধে নিহত হইল। আহত প্রতিহারী উদয়রাজ ও নিয়োগ-ভাক্ অজ্জক পরমায়ু ছিল বলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। বিরোধী যোদ্ধা-কর্তৃক দ্বার সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ দেখিয়া মল্লরাজ নির্ভয়ে তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। ক্ষণকালমধ্যে বীরবর ধারাল অস্ত্রদ্বারা আহত হইয়া দ্বিতীয় ভীষ্মের ন্যায় বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। আসন্নমৃত্যু নরপতি মল্লের শিরশ্ছেদন করিয়া গর্বভরে মৃতদেহের উপর অশ্বচালনা করিলেন। মল্লপত্নী কুমুদলেখা ও শ্যালিকা বল্লভা স্বগৃহে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন। মল্লের প্রতিভূস্বরূপ যাঁহারা রাজার নিকট ছিলেন, সেই মল্লের পুত্রবধূদ্বয়--সহ্লন ও রহ্লের পত্নী আসমতী ও সহজা অগ্নিতে দেহত্যাগ করিলেন। অন্তঃপুর মহিলাগণের মধ্যে ছয়জন দাসী অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করিল। এই ঘটনা বিতস্তার বামতীরে সংঘটিত হইয়াছিল, নদীর জল মল্লরাজের প্রাসাদের চিতাগ্নির উত্তাপে ও অশ্রুজলে উত্তপ্ত হইয়াছিল। ভাবী ভূপতিদ্বয়ের জননী সদ্‌বংশজাতা নন্দা নদীর অপর পারে অন্তঃপুরের প্রাসাদ হইতে মহানলের ধূম লক্ষ্য করিয়া উত্তর ও দক্ষিণদিক্‌স্থিত কুমারদ্বয়ের সৈন্যদের দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। এই পুণ্যশীলা রমণী ধাত্রী চান্দ্রীর সহিত নিজগৃহে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করিলেন। প্রদীপ্ত অনলে উপবেশন করিবার পূর্বে নন্দা সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া হর্ষদেবকে লক্ষ্য করিয়া এই শাপ প্রদান করিলেন,—"হে বৎসদ্বয়, তোমাদের পিতৃদ্বেষী শত্রুর বংশ সম্বন্ধে অচিরে পরশুরামের ন্যায় আচরণ করিবে।" নৃপতি দর্শনপালকে বধ করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেছিলেন; তাহার পরমায়ু ছিল বলিয়া অতি অদ্ভুত ঘটনাবলীর দ্বারা তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল অথবা বোধহয় রোগভোগের জন্য বর্ষমাত্র রক্ষিত হইয়াছিল। কুমারযুগল ভাদ্রমাসের কৃষ্ণানবমীতে পিতার বধসংবাদ শ্রবণ করিলেন ও তাঁহাদের শোক কোপে পরিণত হইল। অনন্তর পরদিন সুস্‌সল ক্রোধে বহ্নিপূরক গ্রাম পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া বিজয়ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন। চন্দ্ররাজ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে নির্গত হইলে পট্ট, দর্শনপাল প্রভৃতি সসৈন্যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। এইরূপে স্বপক্ষীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও

তিনি অল্পসৈন্যের সাহায্যে শত্রুবৃন্দের বহু সৈন্যের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে অক্ষোটমল্ল ও চাচরবংশোদ্ভব মল্ল নিহত হইল। চন্দ্রসদৃশ ছত্রের জ্যোতিতে ধূলিরাশির অন্ধকার দূরীভূত হইলে চন্দ্ররাজ ও তাহার অনুচর ইন্দ্ররাজ রণস্থলে নিহত হইল। এই বীরের মৃত্যুতে মহীপতি হর্ষদেবের আশা নির্মূল হইল। সুস্‌সল বিজয়েশে উপস্থিত হইলে পট্টপ্রমুখ ব্যক্তিগণ ভয়বশতঃ বিজয়েশের অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিল। লক্ষ্মীধর প্রাণত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলে ডামরগণ তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। অনন্তর সুস্‌সল বিজয়েশ্বর গঞ্জের অগ্রসৌধে আরোহণ করিয়া নীচে ভয়াতুর পশুতুল্য জনগণকে দেখিতে পাইলেন। ধূর্ত সুস্‌সল তাহাদের অভয়দান করিয়া তাহাদের মধ্যে পট্ট ও দর্শনপালকে নিজের নিকটে আনাইলেন। তাহারা লজ্জিত হইয়া বিদেশ গমন প্রার্থনা করিলে বুদ্ধিমান সুস্‌সল তাহা অনুমোদন করিয়া তাহাদের অপরাধ মার্জনা করিলেন। মাংসাদি ভোজন প্রাপ্ত হইয়া ও মধুরবাক্যে সম্ভাষিত হইয়া তাহাদের দেশান্তর প্রস্থানের ঔৎসুক্য সেই দিনই মন্দীভূত হইল। পরদিন সুস্‌সল এক রোমাঞ্চকর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি বিজয়েশ্বর মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া একাকী অসিহস্তে অঙ্গন মধ্যে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে রূঢ়বাক্যে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। তথায় হর্ষরাজের মাতুলপুত্র জাসট ও উমাধর প্রমুখ রাজগণ উপস্থিত ছিল। তিনি তথায় বিজয়েশ্বরকে সাক্ষী করিয়া ও প্রণত ব্যক্তিগণকে অভয়দান করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তিনি পুনরায় সৌধের অগ্রভাগে আরোহণপূর্বক তাহাদিগকে নিরস্ত্র ও রজ্জুবদ্ধ করিয়া ভৃত্যদ্বারা নিজের নিকটে আনাইলেন। পশুপতির হস্তে পশুসমূহ সমর্পণের ন্যায় তিনি তাহাদিগকে ডামরগণের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তথায় তিনদিন যাপন করিলেন। অনন্তর তিনি সুবর্ণসানুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেশান্তর গমনোন্মুখ পট্ট ও দর্শনপালকে বন্ধনমুক্ত করিলেন। পট্ট শূরপুরে গৃহ হইতে আগত পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া বিদেশগমন ভুলিয়া গেল। ঔৎসুক্য প্রকাশদ্বারা বিদ্রোহী দর্শনপাল যে পরিমাণে ঔচিত্যবুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছিল তাহা পট্টের মিত্রতায় নষ্ট হইল। অনন্তর সুস্‌সল স্বয়ং রাজ্যলোলুপ হইয়া অগ্রজের নগরপ্রবেশের প্রতিকূল আচরণ করিতে অভিলাষী হইলেন। তাঁহারা উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বের পৌর্বাপর্য পরিলক্ষিত হইত না। শৌর্যশালী সুস্‌সল দুই তিন দিনের মধ্যে নানা স্থান অধিকার করিয়া রাজপ্রাসাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কলশপুর দগ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলে কুমার ভোজদেব সুস্‌সলের সহিত যুদ্ধ করিতে নির্গত হইলেন। ইঁহার অপর নাম বুপ্প।

হর্ষদেব কুমারগণের দুষ্টতা আশংকা করিয়া কুমারকে সর্বদা ক্ষমতাবিহীন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সময়ে গত্যন্তর না দেখিয়া নৃপতি তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। তিনি অনেক যুদ্ধে যোদ্ধাগণের অগ্রণী হইয়াছিলেন। কুমার ভোজদেব বীরবর সুস্সলকে শৌর্যবীর্যে অতিক্রম করিয়াছিলেন। পিতা কৃতঘ্ন বলিয়া পুত্র নিন্দাভাজন হইতে পারে না। দেবেশ্বরতনয় পাপাত্মা পিথ্ ভূপতির অনুগ্রহে উচ্চপদের অধিকারী হইয়াও শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিল। সুস্সলের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রাজা পিথপুত্র মিল্লকে তাহার অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। নৃপতির অবজ্ঞা দৃষ্টিতে দুঃখিত হইয়া অভিমানী মিল্ল বলিল, "হে রাজন্, অদ্য আমার প্রকৃতি অবগত হইবেন।" অনন্তর বহির্গত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারিদ্বারা অপমান দূর করিল। এই কৃতজ্ঞ ব্যক্তির অন্তরের ভাব জানিতে না পারিয়া ভূপতি যেরূপ দুঃখিত হইয়াছিলেন, সর্বনাশ উপস্থিত হইলেও তাঁহার হৃদয়ে সেরূপ দুঃখের সঞ্চার হইত না। ভোজ সুস্সলের সৈন্যসমূহকে পরাজিত করিলে তিনি রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন ও দুই একবার যাতায়াত করিয়া লবণোৎসে পলায়ন করিলেন। প্রখর সূর্যকিরণে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া ভোজ প্রত্যাবর্তন করিয়া উদ্যানমধ্যে পিতার পার্শ্ববর্তী শয্যায় বারংবার শয়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর উত্তরদিক হইতে এই শব্দ উঠিল, "মল্লের জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিয়াছেন, সেতু কাটিয়া দাও।" পাপিষ্ঠ দণ্ডনায়ক সুন্ন উচ্চলের নিকটে সংবাদ পাঠাইয়াছিল, "যদি 'আপনি অদ্যই শীঘ্র না আসেন, সুস্সল রাজ্য অধিকার করিবে।" উচ্চল দ্রুতগতিতে গমন করিয়া নরেশ্বর-দেবাগ্রবর্তী দেবনায়ককে প্রথমতঃ যুদ্ধে বধ করিলেন। অনন্তর নগরপতি নাগ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিল। নাগের সৈন্যগণ সুশিক্ষিত ছিল বলিয়া নৃপতির আস্থা ছিল ; নাগ সুস্সলের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া উচ্চল হইতে ভয় পাইল না। অল্প সৈন্য লইয়া উচ্চল নগরপতিকে ভয় করিতেছিলেন; কিন্তু নাগ শিরস্ত্রাণ খুলিয়া কুমারকে অভিবাদন করিল। উচ্চল তাহাকে মণ্ডলপতির ন্যায় অবিশ্বাস করিয়া বলিলেন, "তুমি স্বগৃহে গমন কর" ; পাপাত্মা নগরপতি তাহাই করিল। তাহার দ্রোহাচরণের ফল এই জন্মেই দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল ; কারণ তাহাকে মৃত্যুর পূর্বে এই দেশে ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিতে হইয়াছিল। অনন্তর রাজা নদীতীরে গমন করিয়া সেতুর অগ্রভাগে অবস্থিত কৃষ্ণবর্ণ বিকৃতাকার ডামরগণকে দেখিতে পাইলেন। শ্বেতবর্মাবৃত জনকচন্দ্রের দেহ অন্ধকারের মধ্যে শুক্র নক্ষত্রের ন্যায় অতিশয় শোভা ধারণ করিল। রাজা কার্যসিদ্ধির জন্য নৌকাদ্বারা বিশাল সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা দৈববশে শত্রুর মঙ্গলে পর্যবসিত হইল। শাহিকুমারী প্রভৃতি রাজ্ঞীগণ অগ্নিগ্রহণ করিয়া শতদ্বার প্রাসাদের উপরে

প্রাণত্যাগ করিতে আরোহণ করিলেন। নির্বিকার জনগণ সেতুর অগ্রভাগে নৃপতির যুদ্ধ উদাসীনভাবে দেখিতে লাগিল। ভূপতি অগ্নিপ্রবেশ উদ্যতা পত্নীগণকে বারবার নিবারণ করিয়া জয়লাভের আশায় সেতুর অগ্রভাগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর জনকচন্দ্রপ্রমুখ ব্যক্তিগণ সম্মুখস্থিত বর্মাবৃত রাজার যুদ্ধগজকে শরবিদ্ধ করিল। শরাহত হইয়া যুদ্ধহস্তী চীৎকার করিতে লাগিল ও বিমুখ হইয়া পায়ের দ্বারা রাজসৈন্যগণকে দলিত করিতে লাগিল। ইহার ফলে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল। তখন শত্রুগণ সেতু পার হইল ; ভীত নরপতি শত্রু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত শতদ্বার প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যিনি একাকী অবস্থানকালেও উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদহীন থাকিতেন না, এবং ভোজনকালেও যাঁহার মুখ দেখা যাইত না, তাঁহার দেহ ভয়ে ও সূর্যকিরণে ঘর্মাক্ত হইল। তাঁহার স্কন্ধ হইতে বর্ম বার বার খসিয়া পড়িতে লাগিল, তাঁহার হস্ত বল্গা স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইল। কাতর নরপতি তাম্বুল অভাবে শুষ্ক ওষ্ঠাধর পুনঃ পুনঃ ঊর্ধ্বে তুলিয়া অতিকষ্টে জিহ্বাদ্বারা লেহন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু ধূলিপূর্ণ হইল, তিনি কৃশ ও মলিন মুখ উত্তোলন করিয়া প্রাসাদপৃষ্ঠে অবস্থিত পত্নীগণকে দীনমনে অবলোকন করিতেছিলেন ; তিনি প্রাসাদে বহ্নিদানোদ্যত রাজ্ঞীগণকে হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া নিষেধ করিতেছিলেন। জনকচন্দ্র নদী উত্তীর্ণ হইয়া রাজপ্রাসাদের নিকটস্থিত মল্লরাজগৃহে অগ্নিদান করিল। কুমার ভোজ প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া ও রাজ্য হৃত হইল নিশ্চয় করিয়া পলায়ন করিলেন। তিনি অশ্বারোহণে বহির্দেশে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সিংহরাজমঠ সমীপে সেতু উত্তীর্ণ হইয়া পাঁচ-ছয়জন অনুচরের সহিত লোহর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কুমার দৃষ্টিপথের অতীত হইলে রাজা অশ্রুপূর্ণলোচনে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কতিপয় অশ্বারোহীর সহিত প্রাসাদের বাহিরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজভৃত্যগণ রাজমহিষীগণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তরদ্বারা যে ঘরে তাঁহারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন সেই ঘর ভাঙ্গিতে লাগিল। শাহিকুমারীগণ ইহা না জানিয়া ও শত্রু আগমন করিয়াছে মনে করিয়া গৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন। নগরবাসিগণ ও ডামরবর্গ অস্ত্রহাতে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল ও প্রজ্বলিত প্রাসাদ হইতে ধনাদি লুণ্ঠন করিল। তথায় কেহ প্রাণত্যাগ করিল, কেহ বা নিঃস্ব হইল, আবার কেহ অদৃষ্টপূর্ববস্তু লাভ করিয়া আনন্দিত হইল। বর্বর ডামরগণ সুবেশা সুন্দরী রাজকুলনারীগণকে হরণ করিতে লাগিল। বসন্তলেখাপ্রমুখ সতেরজন মহিষী পুত্রবধূগণের সহিত অগ্নিতে দেহত্যাগ করিল ও অপর সকলে প্রস্থান করিল। মহীপতি পদ্মশ্রী নামক পানশালার পার্শ্বে অবস্থান করিয়া উহা দেখিতে

পাইলেন ও শোকাবেগে এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—"প্রজার সন্তাপ হইতে উদ্ভূত অগ্নি রাজার লক্ষ্মী, কুল ও প্রাণ হরণ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না।" উচ্চল শত্রুর সৈন্য বিদ্যমান দেখিয়া প্রাসাদ দাহনপূর্বক ডামরগণের সহিত বিতস্তার অপর পারে প্রস্থান করিলেন। নৃপতি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন, কিন্তু তাঁহার পদাতিক সৈন্যগণ ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আকুল করিতে লাগিল। অনন্তপালপ্রমুখ-রাজপুত্রগণের পরামর্শানুসারে তিনি যতবার যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত হইলেন, দণ্ডনায়ক ততবার তাঁহাকে নিষেধ করিল। চম্পক তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে অথবা লোহর যাইতে উপদেশ দিল। পুত্রের সংবাদ না পাইয়া রাজা ব্যাকুল হইলেন ও চম্পককে ভোজদেবের পদবী অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন। চম্পক দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বলিল,—"হে রাজন্, অল্পকালের মধ্যে কেবল প্রয়াগ আপনার একমাত্র অনুচর হইবে, আপনি আমাকে অন্যস্থানে প্রেরণ করিবেন না।" নৃপতি সজল নয়নে বলিলেন, "তুমি দ্রোহশূন্য, এই সময়ে তুমি কেন আমার বাক্য লঙ্ঘন করিতেছ? আমি পুত্র বিনা দিবাভাগেও অন্ধকার-ময় দেখিতেছি; তুমি তোমার অঙ্কে পালিত ব্যক্তির উপর কোপ প্রকাশ করিও না।" এই সময়ে একটি ঘোটকীর জন্য গর্বিত কুমারের সহিত মন্ত্রীর কলহ সংঘটিত হইয়াছিল। প্রভুর তিরস্কারপূর্ণ বাক্যে মর্মাহত মন্ত্রিবর লজ্জাবনত-মুখে কুমারের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রাতা ও ভৃত্যগণের সহিত পঞ্চাশজন অশ্বারোহীসহ নদীর পরপারে উপস্থিত হইয়া চারিজনমাত্র অনুচর দেখিতে পাইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় ও নাগরাজের পুত্রের অশ্ব নিহত হইলে তাহারা পথের উপর পড়িয়া রহিল। তিনি রাজকুমারের সংবাদ না পাইয়া পথে ভ্রমণ করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে সিন্ধু ও বিতস্তার সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলেন। নৃপতি বিশ্বস্ত কতিপয় লোককে পুত্রের অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। অনেকে এই ছলনায় তাঁহার পার্শ্ব ত্যাগ করিল। দণ্ডনায়ক রাজপুরী প্রভৃতি আক্রমণকালে কোপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভোজদেবের লোহর-প্রস্থান সময়ে দণ্ডনায়ক রাজাকে আপত্তি করিতে বলিয়াছিল; যে সময়ে ভূপতি অন্যত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে সে শত্রুকে নগরে প্রবেশ করিতে দিয়াছিল। এই সর্বনাশকারী রাজপুরুষ এই সময়ে ভূপতিকে যথাবিহিত পথ অবম্বন করিতে নিষেধ করিয়া-ছিল। নৃপতি অধীর হইয়া অবসন্নচিত্তে বহুবিধ মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ত্রৈলোক্য নামে সূত রণোন্মুখ ভূপতির বল্গা গ্রহণ দ্বারা গতিরোধ করিয়া দণ্ডনায়কের প্রশংসা করিতে

করিতে পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "একদা আপনার পিতামহ একাঙ্গও অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, অতএব আমরা সৈন্যসংগ্রহের জন্য অক্ষপটলে গমন করিব : শ্যেনপক্ষী যেমন অন্যান্য বিহঙ্গগণের বিনাশ সাধন করে, সেইরূপ আমরা তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া পদাতিক সৈন্যবহুল শত্রুবৃন্দকে পশ্চাদ্‌ভাগে আক্রমণ করিয়া নিহত করিব।" নৃপতি প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে সমস্ত সৈন্য চতুর্দিকে পলায়ন করিল। তিনি বিতস্তাতীর হইতে সমাগত শেয়ারাজের পুত্রগণকে কুমার ভোজদেবের পাথেয়ের জন্য রত্নমালাদি অর্পণ করিলেন। রাজচিহ্ন আয়ামিকগণের হস্তগত হইলে, নরপতি শ্রীহীন হইলেন। সৈন্যগণ প্রতিপদে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে তিনি অক্ষপটল প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল না। তিনি আশ্রয়লাভের আশায় সায়ংকালে মন্ত্রিগণের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেও কেহ তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিল না। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে অমাত্য কপিলের গৃহে উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রী লোহরদুর্গে অবস্থান করিতেছিল ; মন্ত্রিপত্নী তাঁহাকে তথায় অপেক্ষা করিতে ও নৌকারোহণে দুর্গের দিকে প্রস্থান করিতে বলিল ; কিন্তু দৈবমোহিত হইয়া অমাত্যমন্দিরে প্রবেশ করিলেন না। বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রিপুত্রগণ আর্ত ভূপতির নিকট আত্মপ্রকাশ করে নাই। পূর্বে দুষ্ট অমাত্যগণ তাঁহার দূষিত কার্যকলাপ গোপন রাখিয়াছিল, এখন তিনি নিন্দাবাক্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ং দোষী বুঝিতে পারিলেন। তিনি নিরাশ হইয়া পার্শ্বচর সকলকেও অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন ও নিতান্ত অল্প অনুচরের সহিত প্রদ্যুম্ন পর্বত উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তপাল প্রমুখ তেজস্বী রাজপুত্রগণ প্রতি পদে নৃপতিকে পরিত্যাগ করিল। দণ্ডনায়ক বলিল, "এইস্থানে আমার শ্বশুরালয়, এখানে আপনার রাত্রিযাপনের জন্য স্থান ঠিক করিয়া প্রত্যাগমন করিব" এই বলিয়া প্রস্থান করিল। প্রস্থান সময়ে প্রয়াগ পাথেয় সংগ্রহের নিমিত্ত দণ্ডনায়কের ভ্রাতার নিকটে তাহার অঙ্গভূষণ প্রার্থনা করিল, ইহার পরিবর্তে সে শক্তু (ছাতু) প্রদান করিল। অতঃপর নরপতির একবস্ত্রমাত্র সম্পত্তি ও কেবল প্রয়াগ তাঁহার অনুচর রহিল। তাঁহাদের ভ্রমণকালে এক নারী গৃহমধ্য হইতে তাঁহাদিগকে বলিল, "অগ্রবর্তী স্থান বন্যাস্রোতে ভগ্ন ও অতীব দুর্গম হইয়াছে।" হর্ষদেব বিতস্তাতীরে উপবেশন করিলে প্রয়াগ জয়পুরদুর্গে গমনের জন্য নাবিকগণকে আহ্বান করিল। নৃপতিকে ভীমাদেবের গৃহে লইয়া যাইবার অভিলাষে সে তত্রত্য মন্ত্রিগণের সহিত পূর্বেই পরামর্শ করিয়াছিল। উচ্চল পক্ষীয়

ভীমাদেব বলিয়াছিল, "নৃপতি আমার গৃহে উপস্থিত হইলে আমি তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিব।" নাবিকগণ নৌকা আনয়ন করিলে ধ্বংসোন্মুখ নরপতি আসন্ন বৃষ্টিপাত ভয়ে নৌকায় আরোহণ করিলেন না। নীলাশ্ববাসী ডামর বিম্বের নাম আশ্রয়ার্থী নরপতির স্মরণ হয় নাই। অনন্তর মেঘ হইতে বারিবর্ষণ শুরু হইল। নির্জন স্থান, বৃষ্টিপাত, অন্ধকার ও শত্রুভয়, তাঁহার কি না দুঃখপ্রদ হইয়াছিল? শ্মশানভূমিতে সোমানন্দ নামক সিদ্ধপুরুষ পূজিত সোমেশ্বর দেবের মন্দির আছে। শুংণ নামক ক্ষুদ্র তপস্বীর কুটীরের অঙ্গন-মধ্যে এই দেবমন্দির অবস্থিত ছিল; এই কুটীর বিশাল বৃক্ষাচ্ছাদিত উপবনে পরিবেষ্টিত ছিল। গৌরীশ মন্দিরের নিকটবর্তী এই কুটীরে রাত্রিযাপনের জন্য মুক্ত ভূপতিকে লইয়া গেল। হর্ষদেব মুক্তকে ও প্রয়াগ হর্ষদেবকে অবলম্বন করিয়া মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আলোকে প্রদর্শিত পথে যাইতে লাগিলেন। মুক্ত ও প্রয়াগের মাথায় কোন আবরণ ছিল না। তাহারা ভূপতিকে কোনপ্রকারে কুটীরে আনয়ন করিল। মুক্ত প্রাচীর ডিঙাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার খুলিয়া দিলে নৃপতি তপস্বীশূন্য কুটীরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবার সময় তাঁহার দক্ষিণ চরণ শিলার আঘাত প্রাপ্ত হইল ও রক্ত ঝরিতে লাগিল। এই বিঘ্ন দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্তী। কুটীরের দরজা বন্ধ থাকায় তিনি প্রাঙ্গণে উপবেশন করিয়া ভয়ংকর রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে বসিয়া ও উঠিয়া দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। 'আমি কে? কে আমাকে পরাজিত করিয়াছে? আমি আজ কোথায়? আমার অনুচর কে? আমার কি কর্তব্য?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মুহুর্মুহু কাঁপিতে লাগিলেন। আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি, আমার পত্নীগণ দগ্ধ হইয়াছেন, পুত্র নিরুদ্দেশ, আমি একাকী বন্ধুবিরহিত ও পাথেয়বিহীন হইয়া ভিক্ষুকের অঙ্গনে লুটাইতেছি।" এদিকে কুমার ভোজ শ্রীনগর হইতে বাহির হইয়া অবশিষ্ট দুই তিন জন অশ্বারোহী অনুচরের সহিত হস্তিকর্ণে উপস্থিত হইলেন। তিনি গমন করিতে করিতে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,— "যদি ইন্দ্রও আমার রিপু হয়, আমি পাঁচ-ছয়দিনের মধ্যে পুনর্বার রাজ্যলাভ করিব ইহা সুনিশ্চিত।" নাগেশ্বর নামক ভৃত্য মাতৃগণ প্রদত্ত পাথেয়সহ সমাগত হইবে, এই আশায় তিনি রঙ্গবাটমধ্যে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কুমার শূন্য দেবমন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন, নাগেশ্বর উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া তিনি বাহির হইলেন, কিন্তু নাগেশ্বর নির্ভয়ে তাঁহাকে প্রহার করিল। এই দ্রোহাচরণ সময়ে কুমার ক্ষাত্রধর্ম হইতে বিচ্যুত না হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়জনক। তিনি সিংহের ন্যায় সংগ্রামে শত্রু নিধন পূর্বক শোণিতরূপ অঙ্গরাগে দেহ বিলেপিত করিয়া বীরশয্যা

অলংকৃত করিলেন। তাঁহার মাতুলের পুত্র পদ্মক ও পরাক্রমশালী সেবক খেল এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। রাত্রিকালে উচ্চল রাজ্ঞী সূর্যমতীর মঠে প্রবেশ করিলেন। ভ্রাতা সুস্‌সল রণশ্রান্ত হইয়া লবণোৎস হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভোজের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া ও হর্ষমাত্র অবশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের চিত্ত হইতে শূল উৎখাত হইল। যখন তাঁহারা প্রবাস বিস্মৃত হইলেন ও রাজ্য প্রায়করতলগত হইল তখন প্রাপ্ত-রাজ্য অপ্রাপ্তের ন্যায় বোধ হইল। মুক্ত ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া সেই তাপসকে প্রাতঃকালে আনয়ন করিল। সে নৃপতিকে প্রণাম করিয়া কুটীরদ্বার উন্মোচন করিল। মুক্ত গৃহমধ্যে জল ছিটাইলে ভূপতি মশকাকীর্ণ কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। যাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজগণ সম্মান বোধ করিতেন, তিনি ভীত হইয়া ভিক্ষুকের চাটুকারিত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাহার আলাপ ও আহার এবং ভিক্ষুকোচিত গ্রাম্য, নীচ ও লজ্জাকর বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হইলেন। প্রয়াগ নিজ পরিহিত বস্ত্র বিক্রয় করিয়া খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিবার জন্য তাহাকে দোকানে পাঠাইলেন। এই দুষ্টতাপস শত্রুর ন্যায় নৃপতির দুঃখের কারণ হইয়াছিল। মধ্যাহ্ন সময়ে এক তপস্বিনী ভোজ্যদ্রব্যপূর্ণ ঝুড়ি স্কন্ধে লইয়া দুষ্ট ভিক্ষুকের সহিত তথায় উপস্থিত হইল। যখন রাজা দেখিলেন যে, প্রথমতঃ ভৃত্য ও ভিক্ষুক এবং পরে এই স্ত্রীলোক তাঁহাকে জানিতে পারিয়াছে, তখন তিনি জীবনে হতাশ হইলেন। অত্যধিক দুঃখে বিহ্বল হইয়া তিনি প্রয়াগের অনুরোধে তাহার আনীত খাদ্য স্পর্শ করিলেন মাত্র, গ্রহণ করিলেন না। প্রয়াগ অঙ্গনে দাঁড়াইয়া তাপসীকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে দুষ্টা তাপসী কুমার ভোজদেবের নিধন সংবাদ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিল। প্রয়াগ এই সংবাদ অসত্য বলিলেও রাজা শারীরিক লক্ষণদ্বারা বুঝিলেন যে ইহা সত্য, মিথ্যা নহে। পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া তিনি মনে করিলেন যে, তিনি নীতিবশবর্তী হইয়া কুমারকে বাল্যকালে সংযমের শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনিই ভোজদেবের আজন্মদুঃখের কারণ। রক্ষণীয় বালক নিহত হইল আর আমি বৃদ্ধ হইয়াও অনুচিত আচার দ্বারা জীবন রক্ষা করিতেছি। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা লজ্জিত হইলেন। এইরূপ পুত্রশোকে অবর্ণনীয় দুঃখে বিহ্বল হইয়া তিনি তাপসকুটীরে দ্বিতীয় রাত্রি যাপন করিলেন। প্রয়াগ তাঁহাকে ভগবৎ মঠে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু পুত্রশোকে হতবুদ্ধি নরপতি রাত্রিমধ্যে কোনরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। প্রভাত হইলে প্রয়াগ প্রভুকে ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত দেখিয়া খাদ্যসংগ্রহের জন্য ভিক্ষুককে প্রার্থনা করিল। তাপস বহির্গত হইয়া অল্পক্ষণমধ্যে তাহাদের সম্মুখে অন্নব্যঞ্জনযুক্ত পাত্রদ্বয় স্থাপন করিয়া বলিল,—এক গৃহস্থের যাগোৎসব হইতে আনিয়াছি।

প্রয়াগ ইহা শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, হে রাজন্ স্বামিবিয়োগে প্রজাগণ কিরূপ সুখে আছে দেখুন। রাজা হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কেন মূঢ়ের ন্যায় কথা বলিতেছ? যে মরিয়াছে সে নিজেই মরিয়াছে; তাহার দুঃখে কেহ দুঃখিত হয় না, সকলেই নিজ নিজ সুখাপেক্ষী, কেহ কাহারও জন্য শোক প্রকাশ করে না। আমার অভাবে এই সংসার কিভাবে থাকিবে, একথা কে চিন্তা করিবে? আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রের নিধনবার্তা শুনিয়াও আমি যখন সুস্থভাবে অবস্থান করিতেছি, তখন অন্যের অপরাধ কি?" ইহা বলিয়া রাজা বিরত হইলে প্রয়াগ ভোজ্যপাত্রদ্বয় প্রত্যর্পণ করিয়া খাদ্যদ্রব্য আনয়নের জন্য পুনরায় তাপসকে গোপনে অনুরোধ করিল। ভিক্ষুক বলিল, "বিগত দিনের ব্যয়াবশিষ্ট অর্থ যথেষ্ট নাই, তথাপি আমি চেষ্টা করিব।" অনন্তর সে দুঃখের ভান করিয়া বহির্গত হইল। মনোরথ নামক কোন ব্রাহ্মণ সেই তাপসের বন্ধু ছিল, সে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই নীচ তাপসকে বলিল "আমরা হর্ষদেবের গুপ্ত অবস্থানের কথা উচ্চল ভূপতিকে জানাইয়া প্রচুর ধন লাভ করিব এবং তাহাকে দ্রোহাচরণে সম্মত করিব।" কোন নিন্দনীয় নীচ ভৃত্য তাহার জন্মদাতা। ইল্লারাজ উচ্চলের নিকট এই সংবাদ নিবেদন করিলে তিনি তাহাকেই এই কার্য সম্পাদন করিতে আদেশ করিলেন। প্রয়াগ কর্তৃক বারংবার প্রার্থিত হইয়া ক্ষুধার্ত হর্ষদেব পুত্রশোক সত্ত্বেও ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি দেখিলেন, অস্ত্রধারীগণ কর্তৃক সমগ্র কুটীর বেষ্টিত হইয়াছে এবং অঙ্গনদ্বারের অর্গলমোচনধ্বনি কর্ণগোচর করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার গোপনে অবস্থান প্রকাশিত হইয়াছে; এবং দেখিলেন তাপসাধম যোদ্ধাগণের মধ্যে প্রাঙ্গণে অবস্থান করিয়া মুক্তকে বাহির হইয়া আসিতে আহ্বান করিতেছে। তিনি মুক্তকে বিদায় দিয়া দ্বার খুলিলেন ও নির্ভয়ে নিকটস্থিত ক্ষুদ্র ছুরিকা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর এক নিষ্ঠুর যোদ্ধা অসি হস্তে ভূপতির সন্নিধানে উপস্থিত হইল। নরপতি তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া বধ করিলেন না। এক সৈনিকপুরুষ কুটীরের ছাদ অপসারিত করিয়া গৃহমধ্যে অবতরণ করিতেছিল এবং আর এক ব্যক্তি ছাদের উপর উঠিতেছিল, ভূপতিকে সশস্ত্র দেখিয়া তাহারা ভয়ে মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্য এক সৈনিক ছাদ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিল এবং প্রয়াগের হস্তে ও মস্তকে আঘাত করিয়া রাজাকে আক্রমণ করিল। এই অস্ত্রধারী পুরুষ নৃপতির অস্ত্রাঘাত নিবারণ করিয়া সত্বর তাঁহার বক্ষঃস্থলে দুইবার ছুরিকাঘাত করিল। হর্ষদেব "হে মহেশ্বর" শব্দ দুইবার উচ্চারণ করিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে

পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই যুগে তাঁহার ন্যায় পরাক্রমশালী নরপতি দৃষ্টিগোচর হয় না এবং তাঁহার ন্যায় নিন্দনীয় মৃত্যুও কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না। হয়ত স্বাধীন বিচারশক্তির অভাব তাঁহার একটি দোষ ছিল; কিন্তু তাঁহার এই সর্বনাশ মন্ত্রিগণের সম্পূর্ণ দোষেই সংঘটিত হইয়াছিল।

তিনি ৪১৭৭ লৌকিকাব্দে নিহত হন, এই সময়ে তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর ৮ মাস হইয়াছিল। তিনি কর্কটরাশিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম-কালে গ্রহসকল এইভাবে অবস্থিত ছিল—মঙ্গল ও শনি পঞ্চম স্থানে, বুধ ও বৃহস্পতি ষষ্ঠস্থানে, শুক্র ও সূর্য সপ্তম স্থানে ও চন্দ্র দশমস্থানে। সংহিতাকার বলিয়াছেন যে চন্দ্র, শুক্র ও দুষ্টগ্রহ যথাক্রমে দশম, সপ্তম ও পঞ্চমস্থানে অবস্থান করিলে কৌরবাদির ন্যায় অপরেও কুলান্তক হইবে। এই দেশবাসী লোকসকল অধার্মিক; কারণ তাহারা দস্যুর ন্যায় নৃপতির শিরশ্ছেদন করিয়া শত্রুর নিকটে লইয়া গেল। তাঁহার মস্তক ছেদন কালে সসাগরা ধরা কম্পিত ও বিনামেঘে ভয়ংকর বৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। নরপতি উচ্চল অনুচিত বোধে হর্ষদেবের কর্তিত মুণ্ড অবলোকন করিলেন না, দীর্ঘকাল অশ্রুমোচন করিয়া ইহা অগ্নিসাৎ করিতে আদেশ করিলেন। গৌরক নামক কাষ্ঠব্যবসায়ী বংশ-নাশকারী নৃপতিকে অনাথের ন্যায় উলঙ্গ অবস্থায় ভস্মসাৎ করিল। নৃপতি হর্ষদেবের বিবরণ রামায়ণ অথবা মহাভারতের ন্যায় এবং ইহা সুদীর্ঘ ও বিস্ময়াবহ। মানুষের সৌভাগ্য বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, উহা অতিশয় উন্নতি লাভ করিয়াও পরিণামে দুঃখপ্রদ। বহুসংখ্যক অন্তঃপুরবাসিনী রমণীর মধ্যে কেহ তাঁহার জন্য বিলাপ করিল না; অনুচরগণের মধ্যে কেহ তাঁহার অনুগমন করিল না অথবা তীর্থস্থানে প্রস্থান করিল না। রাজলক্ষ্মী উদয়রাজবংশ পরিত্যাগ করিয়া কান্তিরাজবংশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন; কিন্তু সাতবাহনের বংশ পরিত্যাগ করিলেন না।

এই তরঙ্গে উদয়রাজবংশসম্ভূত ছয়জন নৃপতির রাজত্বকাল বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহারা তিনদিন কম আটানব্বই বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

অষ্টম তরঙ্গ

যেমনমন্থনের পূর্বে সমুদ্রে অমৃত ও গরল দৃষ্টিগোচর হয় নাই, সেইরূপ নবীন ভূপতি স্বীয় ক্রোধ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। বাত ও অবগ্রহরূপ সহোদর ও ডামরগণ মেঘরূপ নৃপতির প্রাদুর্ভাব প্রতিহত করিয়া উন্মত্তভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যৌবনমদমত্ত ভ্রাতা বাৎসল্যপ্রবণ নৃপতির কষ্টদায়ক হইলেন। গজারূঢ় সুস্‌সলদেব কোশমুক্ত অসি হস্তে প্রজাগণের ধন হরণ করিতে লাগিলেন। তিনি অগ্নিদ্বারা ডামরগণকে হত্যা করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলে ধর্মভীরু নরপতি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু ভূপতি বড়ই বিপন্ন হইলেন। মন্ত্রী ও সামন্তগণ দস্যু, ভ্রাতা রাজসিংহাসনের অভিলাষী ও প্রজাগণ নির্ধন। তিনি ভ্রাতাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোহরাধীন অন্যরাজ্যে প্রেরণ করিলেন। সুস্‌সল, হস্তী, অশ্ব পদাতিক, অস্ত্রশস্ত্র ও ধনরাশি লইয়া মন্ত্রিগণের সহিত যাত্রা করিলেন। রাজা স্নেহাধিক্যবশতঃ আপত্তি করিলেন না। কোট্টভৃত্যগণ প্রবেশে বাধা দিতে পারে আশংকা করিয়া সুস্‌সল উৎকর্ষের পুত্র প্রতাপকে সঙ্গে লইলেন এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আমি এই রাজকুমারকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব, আমি ইহার প্রতিহারী হইয়া থাকিব। অন্যপ্রদেশের রাজগণ প্রণত হইয়া তাহার সেবকের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। তাহার অনুচরবর্গের পথ সাতদিন রুদ্ধ করা হইলে কনক নামক গায়ক সুযোগ দেখিয়া তথা হইতে দেশান্তরে গমন করিল। তাহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইলে সে বারাণসী ধামে দেহত্যাগ করিল। হর্ষরাজের ভৃত্যগণের মধ্যে কেবল কনক স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল। সুধী উচ্চল ডামরগণের পূর্বসেবা স্মরণ করিয়া দাক্ষিণ্যবশতঃ তাহাদিগকে উচ্চপদ প্রদান করিলেন। জনকচন্দ্র এরূপ উদ্ধতভাবে ব্যবহার করিতে লাগিল যে, রাজা অথবা ডামরগণের কোন প্রতিপত্তি রহিল না। হর্ষপুত্র ভোজের মহিষী উরসাপতি নৃপতি অভয়ের কন্যা রাজ্ঞী বিভামতী এক পুত্র প্রসব করেন। ইহার পূর্বে দুই তিনটি পুত্রের বাল্যকালে মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া গুরুগণ নবকুমারকে অসভ্য ভিক্ষাচার নামে অভিহিত করিলেন। রাজা শত্রুর বংশধর দুই বৎসর বয়স্ক বালককে জনকচন্দ্রের উপদেশ অনুসারে রক্ষা করিলেন ও লালন পালনের জন্য রাজ্ঞীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। যখন রাজা দেখিলেন যে জনকচন্দ্র বালকের

নামে স্বয়ং রাজদণ্ড গ্রহণের অভিলাষী হইয়াছেন, তখন তিনি কূটনীতি অবলম্বন করিলেন। ডামরগণ জনকচন্দ্রের উন্নতিতে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহার শত্রুতাচরণ করিবে ও জনকচন্দ্র আশাতীত সম্মান সদ্ব্যবহার করিতে পারে, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি জনকচন্দ্রকে দ্বারাধিকার পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব এইরূপ প্রবল হইল যে, উভয়পক্ষের অনুচরগণ সেতুপৃষ্ঠে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল।

মন্ত্রিগণের নিষেধবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া রাজা উপরের চিলেকোঠায় যাইয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ডামরগণ উত্তেজিত হইয়া সহসা ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যখন সেতুপথে যুদ্ধ চলিতেছিল তখন জনকচন্দ্রের সেনাগণ রাজাকে লক্ষ্য করিয়া শরবর্ষণ আরম্ভ করিল। অনুচরগণ জোর করিয়া রাজাকে গৃহমধ্যে লইয়া গেল এবং দ্বার বন্ধ করিল। জনকচন্দ্র ও ভীমাদেব স্ব স্ব জনগণের সহিত চিলেকোঠায় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তুমুল সংগ্রামে ভীমাদেবের অনুচর কালপাশের পুত্র অর্জুন জনকচন্দ্রের অঙ্কে ছুরিকাঘাত করিল। জনকচন্দ্র ক্রোধে যে গৃহে রাজা ছিলেন, তাহার দ্বারে পদাঘাত করিল। তাহার মনে ধারণা হইল যে, রাজা এই বিশ্বাসঘাতকতার মূল, দরজা ভাঙ্গিল না দেখিয়া স্নানকুণ্ডে প্রবেশ করিল ও ভীমাদেব তাহাকে হত্যা করিবার জন্য অসিহস্তে ধাবিত হইল। ভীমাদেবের গৃহগণৎকার স্তম্ভের পশ্চাদ্‌ভাগে লুক্কায়িত ছিল। সে ইহা দেখিয়া অসিদ্বারা জনকচন্দ্রের দেহ দ্বিখণ্ডিত করিল, জনকচন্দ্রের গগ্‌গ ও সড্ড নামক পলায়নপর ভ্রাতৃদ্বয়কে আঘাত করিল। হর্ষের মৃত্যুর তিন পক্ষ পরে তাহার মৃত্যু হয়। রাজা অন্তরে আনন্দিত হইলেন কিন্তু প্রকাশ্যে কৃত্রিম শোক ও কোপ প্রকাশ করিলেন। ভীমাদেব পলায়ন করিল। গগ্‌গ রাজার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিল। রাজা ক্ষত উপশমের জন্য গগ্‌গকে লোহরে পাঠাইলেন ও ভীত ডামরগণকে স্ব স্ব রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। রাজা জয়েচ্ছু হইয়া ক্রমরাজ্যের ডামরগণকে অশ্বারোহিসৈন্যদল ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। অনন্তর মড়বরাজ্যে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহী কলিয়প্রমুখ ডামরগণকে শূলে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিলেন। তিনি বলবান রাজা ইল্লারাজকে সেনাগণের সহিত সহসা আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন। রাজা গগ্‌গকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। রাজা প্রজারঞ্জনেচ্ছু শত্রুর নাম শুনিতে পারিতেন না ; কিন্তু গগ্‌গ অপরাধ করিলেও বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না। সিংহাসনে আরোহণের সময়ে ভীমাদেবদত্ত দুইটি মঙ্গলপ্রদ উপদেশ তাঁহার স্মৃতিপথে সর্বদা জাগরূক থাকিত। উহার একটি উপদেশ অনুসারে তিনি প্রত্যহ প্রভাতে

সভায় উপস্থিত হইয়া সায়ংকাল পর্যন্ত প্রজাগণের বার্তা শ্রবণ করিতেন। অপর উপদেশ অনুসারে উদ্যমশীল ভূপতি যদি অর্ধরাত্রেও শত্রুশব্দ শুনিতেন তৎক্ষণাৎ শত্রুদমনের জন্য যাত্রা করিতেন। নৃপগণের মধ্যে ধীর ও জ্ঞানী উচ্চলের চরিত্রে কলঙ্কের লেশমাত্র ছিল না। এমন কি তাঁহার অর্থ-লোভও ছিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে কেহ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তিনি আত্মহত্যা করিবেন। দুঃখিত ব্যক্তির বিলাপধ্বনিতে মহানুভব মহীপতির হৃদয় দ্রবীভূত হইত। এমনকি তিনি আত্মনিগ্রহ করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। যদি কোন রাজপুরুষের দোষে কোনও প্রজার অনিষ্ট হইত তবে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার দণ্ডবিধান করিতেন। নরপতি সর্বদা প্রজাগণের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন বলিয়া তাহারা বলশালী ছিল ও রাজপুরুষগণ তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারিত না। নৃপতি ছদ্মবেশে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেন ও প্রজাগণের নিকট নিজ দোষের কথা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিতেন। প্রার্থিগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ মধুরভাষী জনপ্রিয় মহীপতি বিশ্রাম সময়েও প্রার্থী পরিবেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহার সেবকগণ আন্তরিক অনুরাগের সহিত কার্য সম্পাদন করিত ও তাহারা রাত্রিকালেও তিনচারিবার রাজার দর্শন পাইত। নগরবাসিগণের বিপদের সংবাদ পাইলে সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিয়া পিতার ন্যায় তাহাদের দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর হইতেন। প্রজাবৎসল নরপতি দুর্ভিক্ষের সূচনায় নিজের সঞ্চিত শস্যরাশি অল্পমূল্যে জনগণকে বিক্রয় করিয়া দুর্ভিক্ষের উপশম করিতেন। দয়ালু নরপতি তস্করগণকে কোষরক্ষকপদে নিযুক্ত করিয়া অসাধু চৌর্যবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতেন। কে সাহায্যপ্রার্থী ও কোন্ প্রদেশে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি চরের মুখে সমস্ত সংবাদ লইতেন। লোকস্থিতির জন্য দণ্ডনীয় ব্যক্তির অর্থদণ্ড বিধান করিতেন। কিন্তু পাপভয়ে সে অর্থ স্পর্শ করিতেন না, তাহা দ্বারা কোন সৎকর্ম সম্পাদন করিতেন। যদি কোন প্রার্থীকে একটি বস্তু দান করিতে প্রতিশ্রুত হইতেন, তাহাকে তাহার সহস্রগুণ প্রদান করিতেন। দেবরাজ যেরূপ গ্রহযোগে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন, রাজাও তদ্রূপ শিবরাত্রি ও অন্যান্য উৎসব সময়ে প্রভূত ধন দান করিতেন। তিনি নৃপতি হর্ষ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাম্বূল বিতরণ করিতেন ও তাঁহার সময়ে উৎসবাদি সমধিক আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হইত। যখন তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার কোষাগার শূন্য ছিল ; কিন্তু তাঁহার বদান্যতা দেখিয়া কুবেরও বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত কাশ্মীরদেশবাসী ছিলেন, কিন্তু গৃহাদি নির্মাণ ও অশ্বক্রয়দ্বারা অর্থ নষ্ট করেন নাই। ব্রাহ্মণগণ

তাঁহার নিকট রাজোচিত ভোজন পাইতেন, রোগগ্রস্ত হইলে ঔষধ পাইতেন এবং বৃত্তিহীন ব্যক্তিসকল জীবিকার উপযোগী অর্থ পাইত। শ্রাদ্ধ সময়ে, গ্রহণকালে ও ধূমকেতু প্রভৃতি অশুভ শান্তির সময়ে ব্রাহ্মণগণকে, গো, অশ্ব ও সুবর্ণ দান করিতেন। নন্দিক্ষেত্র নামক নগর উৎপাত বহ্নির দ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছিল। তিনি এই নগর পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুন্দর করিয়া নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ধার্মিক নৃপতি চক্রধর, যোগেশ ও স্বয়ম্ভূদেবের মন্দিরের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। হর্ষদেব কর্তৃক অপহৃত পরিহাসকেশবের মূর্তি পরিহাসপুরে পুনর্বার স্থাপিত হইল। নির্লোভ মহীপতি ত্রিভুবনস্বামীর মন্দির হর্ষকর্তৃক অপহৃত "শুকাবলী" দ্বারা ভূষিত করিলেন। নূতন রাজসিংহাসন নির্মিত হইল। এই সিংহাসন জয়াপীড়ের আনীত ও হর্ষদেবের পদচ্যুতির সময়ে দগ্ধ হইয়াছিল।

সাধারণ বংশজাতা রাজ্ঞী জয়মতী নৃপতির প্রেমপাত্রী হইয়া অর্ধসিংহাসনভাগিনী হইয়াছিলেন ও দেবীশব্দ নিষ্কলঙ্ক রাখিয়াছিলেন। তিনি দয়ালুতা, মাধুর্য, দানশীলতা, সাধুজনপ্রিয়তা, নীতিপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্গুণে অলংকৃতা ছিলেন। দরিদ্র ও বিপন্ন ব্যক্তিগণকে সর্বদা সাহায্য করিতেন। নৃপতি সর্বদা এই পুরাতন শ্লোক আবৃত্তি করিতেন,—"রাজপুরুষগণ জিঘাংসু, পাপাশয়, পরধনহরণকারী ও রাক্ষসপ্রকৃতির। তাহাদের হস্ত হইতে প্রজারক্ষণ নৃপতির প্রধান কর্তব্য কর্ম।" এই পৌরাণিক উপদেশ অনুসারে কায়স্থগণকে নির্মূল করিলেন। রাজপুরুষগণও প্রজানাশকারী ব্যাধিবিশেষ বলিয়া অভিহিত হয়। যে ব্যক্তি দুষ্ট কায়স্থকে উচ্চপদ প্রদান করে, কায়স্থ বেতালের ন্যায় অবলীলাক্রমে তাহার সর্বনাশ করিয়া থাকে। মহারাজ মহত্তম সহেল প্রভৃতিকে কার্য হইতে অপসৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। উপহাসাস্পদ করিবার জন্য সস্ত্রীক ভূতভিক্ষকে চারণবেশ ধারণ করিতে বাধ্য করিলেন। সে ডোমজাতীয় সেনার ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। নৃপতির রাজত্বকালে দুরাত্মা কায়স্থগণ নানাভাবে নিগৃহীত ও দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইল। তাহারা পূর্ববর্তী নৃপতিগণকে অসন্তুষ্ট প্রজাগণের সহিত মিলন, প্রভূত অর্থদান ও বহুমূল্য ভোজ্য উপহার দ্বারা প্রতারিত করিত, কিন্তু নৃপতি উচ্চলকে সেরূপ মোহিত করিতে পারে নাই। বুদ্ধিমান নরপতি কায়স্থগণকে সাধু অধ্যক্ষগণের সাহায্যে স্ববশে আনয়ন করিলেন। "হে মহারাজ, ভূতেশ নগর অগ্নিদগ্ধ হইলে আপনার আদেশ অনুসারে ইহা পুনরায় পূর্বসমৃদ্ধি ও শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে। কায়স্থ রাজার স্বজন, কষ্টকর রাজবিধি, দুষ্টমন্ত্রী ও প্রায়োবেশনরূপ পঞ্চানলদগ্ধ আপনার রাজধানীর সুখ-সমৃদ্ধির বিধান করুন।" শিবরাত্রির উৎসব সময়ে শিবরথ নামক এক ব্যক্তিকে

পূর্বোক্ত শ্লোক পাঠ করিতে শুনিয়া রাজা তাহাকে সর্বাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন। ব্যবহারে অনভিজ্ঞ হইলেও কিছুকালের জন্য তিনি সাধুগণকে সত্যযুগের লোকস্থিতি দেখাইয়াছিলেন। উচ্চল জাতিস্মরের ন্যায় রাজ্যলাভের পূর্বে অঙ্গীকৃত সদসৎ প্রতিজ্ঞা সকল ভুলিয়া যান নাই। শত্রু মিত্রের এবং মিত্র শত্রুর পরিচয় দিলে তিনি তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হইতেন। এক বণিক ও ব্যবহারীর মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে বিচারপতিগণ তাহার মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইলেন, কিন্তু নৃপতি তাহার প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিলেন। এক ধনী ব্যক্তি এক বণিকের নিকট এক লক্ষ মুদ্রা বন্ধুভাবে গচ্ছিত রাখিয়াছিল। তাহার প্রয়োজন অনুসারে মধ্যে মধ্যে বণিকের নিকট মুদ্রা লইত। বিশ বৎসর পরে সে বণিকের নিকট অবশিষ্ট মুদ্রা প্রার্থনা করিল। দুষ্ট বণিক গচ্ছিত অর্থ আত্মসাতের অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার ছলনা দ্বারা তাহার অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে সমধিক বিলম্ব করিল। শ্রেষ্ঠী প্রাণান্তেও শঠতা ত্যাগ করিতে পারে না। বিবাদকালে তাহার হাস্য ও সখ্য প্রদর্শন দেখিয়া মনে হয়, ইহার অন্তঃকরণে কপটতার লেশমাত্র নাই। নানারূপ ছলচাতুরী শেষ হইলে বণিক ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করিয়া আমানতকারীকে গণনাপত্রিকা দেখাইয়া বলিল, সেতুপারের আতর প্রদান জন্য ছয় শত মুদ্রা লইয়াছে। পাদুকা ও কশা (চাবুক) সংস্কারের জন্য একশত মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। পায়ে ফোড়া হওয়ার জন্য দাসী পঞ্চাশ টাকার ঘৃত ক্রয় করিয়াছে। মাটির ভাণ্ডসকল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কুম্ভকারপত্নী রোদন করিতেছিল দেখিয়া তুমি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে তিনশত টাকা দিয়াছিলে। তুমি ভাল করিয়া দেখ, ভূর্জপত্রে লিখিত আছে। একশত মুদ্রা দিয়া বিড়াল ছানার জন্য মূষিক ও মৎস্য ক্রয় করিয়াছ। শ্রাদ্ধপক্ষে স্নানের জন্য শালিচূর্ণ, ঘৃত ও মধু এবং পায়ে প্রলেপের জন্য ননীর মূল্য সাতশত মুদ্রা। তোমার শিশুপুত্রের কাসি হইলে সে আদা ও মধু লইয়াছিল। যাহার কথা ভাল করিয়া ফোটে নাই, সেই বালক কি বলিবে? শতমুদ্রামাত্র লিখিত হইয়াছে। মুদ্ধপটু প্রতারক যাচককে তিনশত মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলে। গুরুদেবের জন্য আনীত ধূপ, শন্দামূল ও পলাণ্ডুর মূল্য দুই কিংবা একশতমুদ্রা হইবে। এইরূপে বণিক এই সকল গৃহীত দ্রব্যের মূল্য একত্র করিয়া গচ্ছিত মুদ্রা হইতে বিয়োগ করিল এবং সুদের পরিমাণ গণনা করিল। গৃহীত মুদ্রার সমষ্টি ও তাহার সুদ একত্র করিয়া চোখ বুজিয়া মৃদুস্বরে বলিল, তোমার গচ্ছিত ধন পুনর্গ্রহণ করিয়া আমার দায় উদ্ধার কর। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিয়া তোমাকে যে ঋণদান করিয়াছি তাহা তুমি বৃদ্ধির সহিত আমাকে সরলভাবে প্রত্যর্পণ করিবে। উকিল প্রথমতঃ বণিকের বাক্য

ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়া সুস্থির হইল ; কিন্তু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিল যে, বণিকের বাক্য মধুমাখা ক্ষুরের ন্যায়। ন্যাসকারী চাতুরী দ্বারা সর্বস্বহরণ-প্রয়াসী অনার্য নিষ্ঠুর বণিককে ধর্মাধিকরণে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। বিচারপতিগণও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। এই অমীমাংসিত বিবাদ রাজার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি নিম্নলিখিতভাবে বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি বণিককে বলিলেন, যদি গচ্ছিত মুদ্রার মধ্যে কিছু থাকে, তাহা আমাকে দেখাইলে আমি বিচার করিতে পারি। মুদ্রা প্রদর্শিত হইলে নৃপতি মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজগণ কি ভাবী উত্তরাধিকারিগণের নামে "টঙ্ক" প্রস্তুত করিয়া থাকেন? এরূপ না হইলে কলশনৃপতির সময়ে গচ্ছিত মুদ্রায় আমার নাম কিরূপে অঙ্কিত হইল? ইহা হইতে বোধ হইতেছে যে, বণিক রক্ষিত মুদ্রার ব্যবহার করিয়াছে ও বাদী বণিকের নিকট সময়ে সময়ে ধন গ্রহণ করিয়াছে ; বণিক হইতে গৃহীত মুদ্রা ও তাহার বৃদ্ধি বাদীর দেয় ও নিক্ষিপ্ত লক্ষ মুদ্রার সুদ বণিকের দেয়, মূলধন সম্বন্ধে বক্তব্য কি? আমরা দয়ালু বলিয়া এইরূপ মীমাংসা করিলাম ; কিন্তু এই বণিক কঠোর ব্যবহারের উপযুক্ত।

ভ্রান্তিবশতঃ বিবাদ উপস্থিত হইলে সদয় ব্যবহার বিধেয়, কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্বক বঞ্চনা করিতে উদ্যত হইলে কঠোর শাসন আবশ্যক। যেরূপ শেল মর্মস্থানে বিদ্ধ হইলে বিশেষ বিবেচনার সহিত উদ্ধার করিতে হয়, সেইরূপ রাজা চিন্তাযোগ্য বিষয়ে সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া ধৈর্য অবলম্বন করিতেন। মনস্বী নৃপতি মনুর ন্যায় প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, তাঁহার যশোরাশি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। রাজচন্দ্র উচ্চল মাৎসর্যগ্রস্ত হইয়া আত্মসংযম বিস্মৃত হইলেন ও দোষযুক্ত কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ তাহাতে ভীত হইল। বুদ্ধি, ধৈর্য, শৌর্য, ঔদার্য ও তারুণ্য তাঁহার চক্ষুঃশূল স্বরূপ হইল ; অসংখ্য লোকের মান ও প্রাণ নষ্ট হইল। মানী জনগণ তাঁহার কঠোর বাক্যে রুষ্ট হইয়া উচিত প্রত্যুত্তর দিয়া তাঁহাকে অপমানিত করিত। এই মানবজগতে এরূপ ব্যক্তি বিরল, যাহার শরীর, বংশ অথবা চরিত্র নির্দোষ। স্বয়ং ব্রহ্মার উৎপত্তি পদ্ম হইতে, তাঁহার কপিলবর্ণ। তাঁহার শিরশ্ছেদন হইতে দোষ অনুমিত হয় ও তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা যখন গুরুতর দোষে কলঙ্কিত হইয়াছেন তখন নির্দোষ বলিয়া কে অহঙ্কার প্রকাশ করিতে পারে? রাজা ইহা বিচার না করিয়া অনুজীবিগণের বংশ, চরিত্র ও দেহের দোষ সম্বন্ধে প্রত্যহ সমালোচনা করিতেন। যুদ্ধপ্রিয় নরপতি পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ উৎপাদন করিয়া বহুসংখ্যক বীরপুরুষকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিনষ্ট করিলেন। ইন্দ্রোৎসব সময়ে ও অন্যান্য পর্ব

উপলক্ষে দ্বন্দ্বযুদ্ধকারী সৈনিকগণকে পুরস্কার প্রদান করিতেন। এমন উৎসব ছিলনা যাহাতে প্রাসাদ অঙ্গনে রক্তপাত হয় নাই ও বিলাপধ্বনি উঠে নাই। উচ্চবংশীয় সৈনিকগণ আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে রাজার অঙ্গনে উপস্থিত হইত ও বিকলাঙ্গ হইয়া স্বজনদ্বারা গৃহে আনীত হইত। নৃপতি নিহত সৈনিকগণকে দেখিয়া ব্যথিত না হইয়া আনন্দিত হইতেন। প্রাসাদ হইতে স্বামী জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে পত্নী একদিন লাভ মনে করিত ; কারণ প্রত্যাগমন সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ থাকিত। রাজা দম্ভের সহিত বলিতেন, "আমার ইচ্ছানুসারে সমস্ত কার্য করিবে" এবং প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া সামান্য ভৃত্যগণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিতেন। ঈর্ষাপরায়ণ নৃপতি উন্নীত ব্যক্তিগণকে পদচ্যুত করিয়া অপমানিত করিতেন। সেনাপতি দঙ্ক নৃপতির কোপে ভীত হইয়া বিষলাটায় পলায়ন করিলেন ও তথায় খশগণকর্তৃক নিহত হইলেন। দ্বারাধীশ রক্কের বিপুল ঐশ্বর্য দেখিয়া তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। সেনাপতি মাণিক্য সহসা একদিন দৌবারিক কর্তৃক নিবারিত হইয়া দুঃখিত মনে বিজয়ক্ষেত্রে ব্রত গ্রহণ করিলেন। কাকবংশজ তিলক প্রমুখ বীরগণ মৃদুস্বভাবহেতু রাজার অসন্তোষভাজন হন নাই। ভোগসেন সেবাদ্বারা রাজাকে প্রীত করিয়া প্রধান বিচারপতির পদ পাইয়াছিল। ইন্দ্রদ্বাদশী উপলক্ষে ভোগসেনের ভীষণ বিক্রম দেখিয়া শক্তিশালী সৈন্যের নায়ক গগ্‌গচন্দ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তির ন্যায় তথা হইতে পলায়ন করিল। সাধারণ সৈনিক, সড্ডের নন্দন রড্ড, ছুড্ড ও ব্যড্ড মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইল। বিজয়সিংহের পুত্র তিলক ও জনক সেবা দ্বারা বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়াছিল ও অমাত্যশ্রেণীর অন্তর্গত হইয়াছিল। যম, ঐল, অভয় বাণ প্রভৃতি দ্বারনায়কের সংখ্যা ছিল না। ইহাদের সম্পদ বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। কন্দর্প রাজার অসহিষ্ণুতা দেখিয়া প্রদত্ত অধিকার গ্রহণ করিলেন না। নূতন নৃপতির রাজত্বে সমস্তই নূতন, কি সভার আচার, কি সংলাপ, কি ব্যবহার, কি অন্য কোন বিষয়। সর্বসম্পৎপূর্ণ সুস্‌সল রাজ্যহরণের আশায় ভ্রাতাকে সহসা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। অগ্রজ উচ্চল সংবাদ পাইলেন যে, সুস্‌সল বরাহাবর্ত নামক স্থান অতিক্রম করিয়াছে। নৃপতি উচ্চল অবিলম্বে বাহির হইয়া সুস্‌সলকে পরাজিত করিলেন। সুস্‌সল পলায়ন করিলে তাহার পরিত্যক্ত নানা উপকরণ ও তাম্বুলরাশি হইতে তাহার আয়োজনের অনুমান করা হয়। নৃপতি পরদিবস তথা হইতে যাত্রা করিবার পূর্বে শুনিলেন যে সুস্‌সল প্রত্যাগমন করিয়াছেন। গগ্‌গচন্দ্র রাজার আদেশে বহু সৈন্যসহ গমন করিয়া সুস্‌সল নৃপতির সৈন্য বিনাশ করিল। সহদেব ও যুধিষ্ঠির নামক রাজপুত্রদ্বয় প্রভুর অনুগ্রহ-ঋণ প্রাণদানদ্বারা পরিশোধ করিল। সুস্‌সলের ব্যূহ হইতে

পলায়মান উত্তম অশ্বসকল গগ্‌গ ধরিয়া ফেলিল। যখন রাজা শুনিলেন যে, সুস্‌সল শল্যপুরের পথে সৈন্য লইয়া ক্রমরাজ্য অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, তখন তিনি সত্বর তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অগ্রজকে সযত্নে অনুসরণ করিতে দেখিয়া সুস্‌সল অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ দারদ্দেশে উপস্থিত হইলেন। রাজা উচ্চল, লোষ্টক নামক ডামর সুস্‌সলের গতিরোধ করে নাই বলিয়া তাহাকে বধ করিলেন ও পরে নগর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নরপতি ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ সুস্‌সলের অনুপস্থিতে লোহরগিরি আক্রমণ করিলেন না। শ্রীমান সুস্‌সলভূপতি রাজা বিজয়পালের কন্যা মেঘমঞ্জরীর পাণিগ্রহণ করেন। মেঘমঞ্জরী কালিঞ্জর পতির দৌহিত্রী। পিতার মৃত্যু হইলে কন্যা মেঘমঞ্জরী অপুত্রক মাতামহের প্রাসাদে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাব দেখিয়া বিরোধিগণ ও শত্রুগণের শক্তি ছিল না যে, তাহাদের লোহরের বালকের অপকার করে। সুধীর সুস্‌সলদেব দুর্গমপথে নির্গত হইয়া বহুমাস অতীত হইলে গিরিসঙ্কট দিয়া স্বরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এই বিপদ উত্তীর্ণ হইলে সুধীর উচ্চল নরপতির অন্যান্য সামান্য বিপদ উৎপত্তির পরেই বিনষ্ট হইল। ভীমাদেব কলশদেবের পুত্র ভোজকে বশীভূত করিয়া উচ্চলের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার সাহায্যার্থ দরদ্‌রাজ জগদ্দলকে আনাইলেন। হর্ষরাজের উপপত্নীপুত্র সলূহ ও দর্শনপালের ভ্রাতা সঞ্জপাল সুস্‌সলের সাহায্যকারী হইয়াছিল। নীতিজ্ঞ নরপতি সামনীতি দ্বারা দরদীশ্বরকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিয়াছিলেন। দরদ্‌রাজ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সলূহ তাহার অনুগমন করিল। ভোজ গোপনে স্বদেশে গমন করিল ও সঞ্জপাল সুস্‌সলের অনুজীবিতা স্বীকার করিল। শত্রুর নিকট অর্থগ্রহণ করিয়া ভোজের ভৃত্যগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ভোজকে দেখাইয়া দিল। নৃপতি তাহাকে তস্করোচিত দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন, ডামরগণের সহিত রাজা দুইরাজ্য লালসায় দেবেশ্বরপুত্র পিথককে আক্রমণ করিলে সে পলায়ন করিল। বিচারবিহীন মূর্খ-ব্যক্তিগণ ইতরপ্রাণীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করে ও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। এক সুচতুর পাচক প্রচার করিতে লাগিল যে, সে মল্লপুত্র রামল। বিপ্লবপ্রিয় পার্শ্ববর্তী রাজন্যগণ দানমানাদি দ্বারা তাহাকে উৎসাহিত করিল। গ্রীষ্মকালে উত্তাপপীড়িত হইয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিলে রাজপুরুষগণ তাহার নামধাম অবগত হইয়া তাহার নাসিকা ছেদন করিল। এই ব্যক্তি সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সকলে আমোদিত হইল। মানবগণ নীতি-কুটিলতার আশ্রয়ে উন্নতির জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকে। কেহই দৈবের প্রতিকূলাচরণ করিতে পারে না। পলায়ন করিয়া মানুষ ভবিতব্যতার হাত হইতে অব্যাহতি পায় না। যাহার পরমায়ু যতদিন বিধাতাকর্তৃক নির্দিষ্ট

হইয়াছে ততদিন সে তাহা ভোগ করিবে। ঘাতকগণ ভূপতির আদেশ অনুসারে ভিক্ষাচরকে জয়মতীর গৃহ হইতে রাত্রিকালে বাহির করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। তথায় গলদেশে শিলাখণ্ড বাঁধিয়া তাহাকে বিতস্তা নদীতে নিক্ষেপ করিল। সে ভাসিতে ভাসিতে অবিলম্বে তটদেশে সংলগ্ন হইল। দৈবযোগে এক দয়ালু ব্রাহ্মণ তাহার বক্ষ স্পন্দমান দেখিয়া তাহাকে তীরে উঠাইল। অল্পক্ষণমধ্যে ভিক্ষাচর সংজ্ঞালাভ করিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে জ্ঞাতি আসমতীর হস্তে সমর্পণ করিল। শাহি-কুমারীগণ আসমতীকে সম্মানসূচক দিদ্দা শব্দে সম্বোধন করিত। এই সুচতুরা রমণী তাহাকে দক্ষিণাপথে লইয়া গেল। মালবপতি নরবর্মা বালকের ইতিবৃত্ত অবগত হইয়া বালককে পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন এবং শস্ত্রবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শী করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, জয়মতী স্বয়ং ভিক্ষাচরকে রক্ষা করিয়াছিলেন ও তাহার পরিবর্তে তাহার সমবয়স্ক একটি বালক ঘাতকের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। রাজা বিদেশাগত দূতমুখে এই সংবাদ পাইয়া অবধি এই রাজ্ঞীর উপর হতাদর হইলেন। সুধীর নরপতি এই কথা প্রকাশ না করিয়া ভিক্ষাচরের কাশ্মীর প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য প্রবেশ পথস্থিত রাজগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। বিবেকবিহীন ব্যক্তি পত্নীর চরিত্রে সন্দেহ ও শত্রুতার আশংকা প্রকাশ করিয়া স্বয়ং অন্যান্য মনুষ্যকে আহ্বান করে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভিক্ষাচর নিহত হইলে তাহার মত অন্য একটি বালককে ভিক্ষাচর বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল। ইহা সত্য অথবা মিথ্যা হউক ভিক্ষাচর এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল যে, দৈবও তাহা লঘু করিতে পারিল না। এই সময়ে নৃপতি সুস্সলের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। যেন বিপদগ্রস্ত জগতের উদ্ধারের জন্য তাহার আবির্ভাব হইয়াছে। এই নবকুমারের জন্মদিন হইতে রাজা সর্বত্র জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম জয়সিংহ রাখিলেন। নবকুমারের কুঙ্কুমবর্ণচরণে চিহ্নদর্শন করিয়া নরপতি উচ্চল ভ্রাতার উপর কোপ পরিত্যাগ করিলেন। কুমারের পদচিহ্ন পিতা ও পিতৃব্যের শত্রুভাব দূর করিয়া উভয় রাজ্যের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিল। নৃপতি উচ্চল স্বর্গীয় পিতার সুকৃত-সিদ্ধির জন্য পিতার বাসস্থানে পিতার নামে মঠ স্থাপন করিলেন। দানশীল নৃপতি মঠোৎসর্গ সময়ে কল্পবৃক্ষের ন্যায় অর্থিগণকে গো, ভূমি, সুবর্ণ ও বস্ত্র দান করিলেন। দূরদেশস্থ মহারাজগণ উচ্চল নৃপতির প্রেরিত মূল্যবান উপহার পাইয়া বিস্মিত হইলেন। রাজ্ঞী জয়মতী পতির অনুগ্রহে লব্ধ অর্থ সৎকার্যে ব্যয় করিতে অভিলাষিণী হইয়া মঠ ও বিহার নির্মাণ করিলেন। এই মঠ "নবমঠ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। একদা নৃপতি ক্রমরাজ্যে অবস্থানকালে স্বয়ম্ভু অগ্নি

দেখিতে বর্হণচক্র নামক গিরিগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কম্বলেশ্বর গ্রামের পথে যাইতে যাইতে অস্ত্রধারী স্থানীয় চণ্ডাল দস্যুগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। রাজার অনুচরসংখ্যা অত্যল্প দেখিয়া তাহারা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু রাজার সাহসিকতা দেখিয়া প্রহার করিতে প্রস্তুত হইল না। ভূপতি পথ হারাইয়া কতিপয় অনুচরের সহিত গহন গিরিগুহায় রাত্রিযাপন করিলেন। সে সময়ে "রাজা নাই" এই দুঃসহ সংবাদ সৈন্যমধ্যে সর্বত্র প্রচারিত হইল। এই দুঃসংবাদ সৈন্য হইতে নিঃসৃত হইয়া রাজধানীতে ভীষণমূর্তিতে প্রকাশিত হইল। বীর কামদেবের বংশজ, রড্ডাদির সহোদর, ছুড্ড তখন নগরাধিপ ছিল। সে আন্দোলন নিবৃত্ত করিয়া ভ্রাতাদের সহিত প্রাসাদ মধ্যস্থ অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া অতঃপর কি কর্তব্য তাহা চিন্তা করিতে লাগিল। কে রাজা হইবেন?—এই প্রশ্নের মীমাংসা উপস্থিত হইলে সড্ডনামক কুটিলমতি কায়স্থ তাহাদিগকে বলিল, আপনারা নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এখন স্বয়ং রাজত্ব করুন, আপনারা মিত্র স্বজন ও ভ্রাতৃগণের সাহায্য পাইবেন, আপনাদিগকে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না। তাহার বাক্য শুনিয়া রাজ্যলোলুপ পাপাত্মাগণ সত্বর সিংহাসনে আরোহণ করিতে উদ্যত হইল। তাহারা যশস্করদেবের বংশধর বলিয়া তাহাদের সকলের অন্তঃকরণে রাজপদপ্রাপ্তির আশা সঞ্চারিত হইল। লবট ভারিকের কুলোৎপন্ন অধম সড্ডের নিকট এই কু-পদ্ধতি সাধু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু সড্ড ক্রূরতা অবলম্বন করিল। সে রাজগৃহ হইতে স্বর্ণভৃঙ্গার অপহরণ করিলে তাহার উপর সন্দেহ হইল, কিন্তু তাহার চাতুরীবশতঃ কেহ তাহাকে অপরাধী বলিতে পারিল না। সে উষ্ণীষবিহীন হইয়া অসি ও শরাসন হস্তে গর্বভরে সকলকে উপহাস করিতে করিতে রাজপুত্রের ন্যায় ভ্রমণ করিত ও ত্রিভুবনকে তুচ্ছ বোধ করিত। সে ইতস্ততঃ অঙ্গুলিসঞ্চালন করিত ও সিংহাসন-প্রাপ্তির কথা ভাবিত। তাহার এই চিন্তার ফল বিষময় হইয়াছিল। তাহার কথায় রাজ্যলোলুপ ছুড্ডপ্রমুখ ব্যক্তিগণ নৃপতির জীবিত সংবাদ পাইয়া নিরাশ হইল। কিন্তু এই দুরাশা তাহাদের হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক ছিল। সময়ক্রমে রাজা তাহাদের উপর হতাদর হইলেন ও তাহাদিগকে উচ্চপদ হইতে অপসারিত করিয়া নিম্নপদে নিযুক্ত করিলেন। রুক্ষভাষী নরপতি সর্বদা তাহাদের উপর মর্মস্পর্শী বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেন। কায়স্থকুলের যমস্বরূপ মহীপতি সড্ডকে গঞ্জেশ বৃহৎগঞ্জাধীশপদে স্থাপিত করিয়া পরে পদচ্যুত করিলেন। সড্ডের দুর্ব্যবহারে পীড়িত গণৎকার ধনভাণ্ডার অপহরণের বিষয় রাজাকে জানাইল। রাজা কুপিত হইয়া তাহাদের পদ হরণ করিয়া কুটিল সড্ড, রড্ড, ছুড্ড প্রভৃতিকে পূর্ব

পরামর্শ অনুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন। তাহারা রাজাকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দুষ্টবুদ্ধি হংসরথাদির সহিত মিলিত হইল ও সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু নিজেদের অনৈক্য থাকাতে তাহারা আশানুরূপ সুযোগ লাভ করে নাই। নৃপতি পূর্বে সাধারণ প্রণয়ীর ন্যায় রাজ্ঞী জয়মতীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেন, যাহার বিরহ তিনি ক্ষণকালের জন্য সহ্য করিতে পারিতেন না, দুই বৎসর কাল তাঁহার সহিত আর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিলেন না, ইহাতে তাঁহার স্বভাবের বৈপরীত্য ও বিনাশচিহ্ন অনুমিত হইত। কেহ কেহ ভিক্ষাচরের রক্ষণকে ইহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন, আবার অপরে বলেন যে, প্রেম বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল। অনন্তর বর্তুলপতির কন্যা বিজ্জলা ভূপতি উচ্চলের প্রেমের অধিকারিণী হইলেন। রাজা সংগ্রামপাল স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার পুত্র সোমপাল পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিল। চক্রান্তকারিগণ সোমপালের জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বিদ্বেষবশতঃ রাজ্যপ্রদান করে নাই শুনিয়া নরেন্দ্র কুপিত হইলেন। কিন্তু পরে কোন কারণে স্বীয় দুহিতাকে সোমপালের হস্তে সমর্পণ করিলেন। প্রজাপ্রিয় নরপতি বহু অর্থব্যয়ে বিবাহোৎসব সম্পাদন করিলেন। তিনি তন্ত্রিগণকে সামান্য অপরাধে পদচ্যুত করিলেন, কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণদিগকে শাস্তি প্রদান করিলেন না। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বারপতি ভোগসেনকে অধিকার হইতে অপসারিত করিলেন। ইহাতে ভোগসেন প্রতিহিংসাপরায়ণ হইল। বিক্রমশালী ভোগসেন পূর্বে ডামরগণকে পরাজিত করিয়া সুস্সল নৃপতিকে জয় করিবার জন্য লোহরে গমন করিয়াছিল। নৃপতি বাৎসল্য বশবর্তী হইয়া ভোগসেনকে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ করিলেন, ইহাতে সে রাজাকে অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহাতে রাজা কুপিত হইলেন। বীরবর ভোগসেন রাজার পরম মিত্র ছিল।* রাজা তাহার অপমান করিলে রড্ড, ছুড্ড ও অন্যান্য সকলে ভোগসেনকে স্বদলভুক্ত করিয়া লইল। রাজা অপমানিত, দুরাশাগ্রস্ত, পদচ্যুত ব্যক্তিগণকে নির্বাসিত করিলেন না। কুটিলমতি সড্ড তাহাদিগকে বলিল যে, তাহারা সরলপ্রকৃতি বীরবর ভোগসেনকে বিশ্বাস করিয়া গর্হিত কার্য করিয়াছে; আমরা প্রাণপণ করিয়া অদ্যই রাজাকে হত্যা করিব, অন্যথা সরল ভোগসেন ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া দিবে। ভোগসেন নৃপতিকে গোপনে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। রাজা প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তুমি কি বলিতে বাসনা করিয়াছ? আমি তোমাকে দ্বারাধিকার প্রদান করিব না। এইরূপে অপমানিত হইয়া ভোগসেন বিদ্রোহী পক্ষ অবলম্বন করিল। প্রহরী তন্ত্রিগণ পালা অনুসারে উপস্থিত হইয়া সশস্ত্র সৈনিকসহ প্রাসাদ অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহারা কতিপয় চণ্ডালকে

মণ্ডপমধ্যে লইয়া গেল ও তাহাদিগকে এই সঙ্কেত বলিয়া দিল আমরা অদ্য রাত্রিতে যাহাকে আঘাত করিব, তোমরাও তাহাকে আঘাত করিবে। রাজার ভোজনের পর, তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া রাজার সেবকগণকে স্থানান্তরিত করিল। রাজা রাজ্ঞী বিজ্জলার শয্যাগৃহে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। প্রদীপ প্রজ্বলিত হইল। রাজা কতিপয় অনুচরসহ মধ্যম মণ্ডপে উপস্থিত হইলে সড্ড মণ্ডপদ্বার বন্ধ করিল এবং রাজার অনুগামিগণকে প্রবেশ করিতে দিল না। অবিলম্বে সম্মুখের দরজা বন্ধ হইল, বিদ্রোহিগণ উঠিয়া রাজাকে বেষ্টন করিল। একজন কিছু নিবেদন করিবার ছলনায় সম্মুখভাগে বসিয়া পড়িল; দিম্নপুত্র তেজ, নৃপতির কেশাকর্ষণপূর্বক অস্ত্রাঘাত করিল, অস্ত্র সকল রাজার অঙ্গে প্রবিষ্ট হইল। নরপতি 'দ্রোহ' 'দ্রোহ' বলিয়া কেশ মোচন করিলেন ও বন্ধনরজ্জু দন্তদ্বারা ছিন্ন করিলেন। নৃপতি আক্রান্ত হইলেন দেখিয়া সৃজনাকর নামক পার্শ্বচর ভৃত্য পলায়ন করিল। নৃপতি সিংহগর্জনে তেজকে এরূপ আঘাত করিলেন যে, সে মর্মস্থানে আঘাত পাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। পৃষ্ঠদেশে আঘাতকারী রড্ডকে প্রহার করিলেন ও মহাশব্দে ব্যড্ডকে আঘাত করিলেন। বর্মপরিহিত একজন অস্ত্রধারী এরূপ আহত হইল যে, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। রাজা অবসর পাইয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু মণ্ডপদ্বার প্রহরিগণ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল ও রাজা বলিয়া জানিতে পারে নাই। অন্তদ্বারে গমন সময়ে ছুড্ড "কোথায় যাইতেছ" বলিয়া গতিরোধ করিল ও অস্ত্রাঘাত করিল। রাজা দ্বারপ্রান্তে দেখিলেন ভোগসেন বিমুখ হইয়া তুলিকাদ্বারা ভিত্তিতে অংকন করিতেছে। তিনি দৌড়াইতে লাগিলেন ও ভোগসেনকে বলিলেন, "তুমি উহা দেখিতেছ কেন ?" সে লজ্জিত হইয়া অস্পষ্টভাষায় কিছু বলিল। নিরস্ত্র বয্যাবট্ট লৌহময় প্রদীপদ্বারা যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। চম্পারাজপুত্র সোমপাল. তাহার আক্রমণকারিগণকে হত্যা করিয়া তাহাদের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। শূরপালের পৌত্র, রাজকের অপত্য অজ্জক কুক্কুরের ন্যায় পলায়ন করিল। নরপতি গবাক্ষে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলে চণ্ডালগণ তাঁহার জানুদেশ ছেদন করিল ও তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। শৃঙ্গার নামক বিশ্বস্ত কায়স্থ ভৃত্য নিজ শরীর দ্বারা রাজাকে আবৃত করিলে শত্রুগণ তাহাকে প্রহারে জর্জরিত করিয়া স্থানান্তরিত করিল। রাজা উঠিবার চেষ্টা করিলে শত্রুগণের খড়্গ তাঁহার উপর পতিত হইল। নরাধম সড্ড "ধূর্তরাজা হয়ত মৃত্যুর ভান করিয়া পড়িয়া আছে" ইহা ভাবিয়া নিজেই রাজার শিরশ্ছেদ করিল। "যাহাকে পদচ্যুত করিয়াছ সেই আমি এই" এই কথা বলিয়া আঙ্গুল কাটিয়া

রত্নমণ্ডিত অঙ্গুরী খুলিয়া লইল। ভূপতিত নৃপতিকে দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি নিদ্রিত আছেন। জনগণের প্রতি কঠোর ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তেজস্বী নরপতি মৃত্যুকালে স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সেবক শৃরট দ্রোহের উল্লেখ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়াছিল; ভোগসেন কুপিত হইয়া তাহাকে বধ করিল। রাজার প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে শত্রুগণ তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল ও ছত্রধারিগণ অগ্নিসংকারের জন্য নগ্ন নরপতিকে ভিক্ষুকের ন্যায় লইয়া গেল। নগরের বাহিরে শ্মশানভূমিতে অগ্নিসংস্কার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হইল। তাঁহার হত্যা ও অগ্নিসংস্কার কেহ দেখিল না ও জানিল না, তিনি সহসা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। মহীপতি চারি হাজার একশত সাতাশী লৌকিক অব্দে পৌষমাসে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে একচল্লিশ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিলেন। অসিবর্মধারী রক্তাক্তদেহ রড্ড সিংহাসনে আরোহণ করিল। বোধ হইল যেন শ্মশানভূমিস্থিত বেতাল শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়াছে। রড্ড সিংহাসনে আরোহণ করিয়াও অবিলম্বেই যুদ্ধার্থ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিল, তাহার স্বজনগণ ও অনুচর সকল যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়া মৃত্যু বরণ করিল। রড্ড খড়্গ ও ঢাল হস্তে প্রাসাদ অঙ্গনে বহু বিপক্ষ সেনা হত্যা করিল। সে অনেক সৈন্য বিনাশ করিয়া নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইল। রাজদ্রোহে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গগ্‌গ মৃত রড্ডের উপর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিল; পুরবাসিগণ শিলা ও ভস্ম বর্ষণ করিয়া দিদ্দামঠের নিকটে ব্যড্ডকে প্রহার করিয়া ময়লা জলে ফেলিয়া দিল। তাহারা রাজদ্রোহিগণকে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে লাগিল ও তাহাদের গায়ে থুথু ফেলিয়া তাহাদের দুষ্কার্যের প্রতিফল প্রদান করিল। হংসরথপ্রমুখ ব্যক্তি কিছুকালের জন্য মরণাধিক দুঃখ ভোগ করিবার জন্য পলায়ন করিয়া সড্ডের নিকটে গমন করিল। অহংকারী ভোগসেন ভাবিয়াছিল তাহার অনুজের মৃত্যুর পরে গগ্‌গ পরাজিত হইয়াছে কিন্তু অবশেষে এই সর্বনাশকর বিবরণ শ্রবণ করিল। সে ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সে ভীত হইয়া স্বীয় অনুচরবর্গের সহিত কোথায় প্রস্থান করিল। গগ্‌গচন্দ্র কেবল নিজ ভুজবলে বিদ্রোহীদের নায়কগণকে নিহত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। প্রবল প্রতাপ গগ্‌গচন্দ্রের যেরূপ শৌর্য ও সাহসিকতা ছিল, তাহা ইতিহাসেও দেখা যায়না। গগ্‌গ কর্তব্য সম্পাদন দ্বারা ক্রোধ শান্ত করিয়া সিংহাসনে নিজ দেহ নিক্ষেপ করিয়া নিহত স্বামীর জন্য দীর্ঘকাল বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার রোদন সময়ে পৌরগণ ভয়শূন্য হইয়া প্রজাবৎসল ভূপতির জন্য ক্রন্দন করিবার অবসর প্রাপ্ত হইল। কপটস্বভাবা জয়মতী জীবনরক্ষার অভিলাষে দয়াসঞ্চারের নিমিত্ত

গগ্‌গকে সমস্ত ধন দান করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ, আমার ব্যবস্থা কর"। সাত্ত্বিকপ্রকৃতি গগ্‌গ বিবেচনা করিয়া তাঁহার চিতা প্রস্তুত করাইলেন। শিবিকারূঢ়া জয়মতী পথিমধ্যে বিলম্ব করিতেছিলেন; বিজ্জলা তাঁহার অগ্রে গমন করিয়া চিতারোহণ করিলেন। জয়মতীর চিতারোহণ সময়ে লুণ্ঠকগণ তাঁহার দেহ হইতে অলংকার অপহরণ করিতে লাগিল ও তাহাতে তিনি আঘাত পাইলেন। রাজ্ঞীদ্বয়কে ভস্মীভূতা হইতে দেখিয়া সকলে বিলাপ করিতে লাগিল। সর্বসাধারণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও গগ্‌গ সিংহাসনে উপবেশন করে নাই, ইহা দ্বারা সে তাহার চরিত্রের পবিত্রতা প্রদর্শন করিয়াছে। উচ্চলদেবের শিশুপুত্রকে কাহারও ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অভিষেক সম্পাদন মানসে গগ্‌গ উপযুক্ত লোকের অন্বেষণ করিতে লাগিল। রাজ্ঞী শ্বেতার গর্ভে মল্লরাজের তিনপুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে মধ্যম পুত্র পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল; জ্যেষ্ঠ সহ্লন ও কনিষ্ঠ লোঠন শঙ্খরাজের অন্বেষণে ভীত হইয়া নবমঠে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সহ্লন

নির্লজ্জ ষড়যন্ত্রকারী তন্ত্রিগণ, অশ্বারোহী সৈন্যসকল ও সচিববর্গ পরাজিত বিদ্রোহিগণকে পরিত্যাগপূর্বক একত্র সমবেত হইয়া জ্যেষ্ঠ সহ্লনকে আনয়ন করিলে গগ্‌গ রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত অন্যলোক দেখিতে না পাইয়া সত্বর তাহার অভিষেককার্য সম্পাদন করিল। দেড়দিন অতীত হইলে সুস্‌সল নরপতি লোহরকোটে ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। গগ্‌গ প্রেরিত দূত ভূতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। ইহাতে তাঁহার সন্দেহ দূর হইল ও তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। এই দূতের নিকট তিনি ভ্রাতৃবধ ও স্বীয় আহ্বান সংবাদ পাইলেন, কিন্তু সহ্লনের অভিষেক সংবাদ পাইলেন না। শত্রুদমন কার্য সহজসাধ্য নয়, বিবেচনা করিয়া গগ্‌গ গৃহ হইতে বহির্গমন কালে এই দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। রোদন করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া সুস্‌সলদেব সূর্যোদয়ে অসম্পূর্ণ সৈন্যসহ কাশ্মীরের দিকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গগ্‌গ প্রেরিত দ্বিতীয় দূতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল। দূত তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বলিল, আপনি নিশ্চিত আসিবেন না; অতি শীঘ্র বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছে, আপনার অনুপস্থিতিহেতু আপনার অনুজ সহ্লন রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন; আপনার আগমনের প্রয়োজন কি? গগ্‌গ প্রেরিত সংবাদ শ্রবণ করিয়া নরপতি সুস্‌সল ক্রোধে অধীর হইলেন ও

সৈন্যগণকে হাস্য করিয়া বলিলেন, "এই রাজ্য আমাদের পৈতৃক নহে ; যদি তাহাই হয় তাহা হইলে অনুজভ্রাতা উত্তরাধিকারী হইবে, বস্তুতঃ আমি ও আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাহুবলে এই রাজ্য লাভ করিয়াছি। আমরা নিজেরাই উপার্জন করিয়াছি, কেহ আমাদিগকে ইহা প্রদান করে নাই ; পূর্বে যে উপায়ে রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহা কি নষ্ট হইয়াছে ?" ইহা বলিয়া তিনি অনবরত অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং গগ্গকে বশীভূত করিবার জন্য তাহার নিকটে অনেক দূত প্রেরণ করিলেন। তিনি যখন কাষ্ঠবাটে উপস্থিত হইলেন, তখন সহলনের হিতাকাঙ্ক্ষী গগ্গচন্দ্র সসৈন্যে নির্গত হইয়া হুষ্কপুরে আগমন করিল। রাত্রি হইলে সুস্সল প্রেরিত দূতগণ গগ্গের নিকটে যাতায়াত করিতে লাগিল ; তাহারা বলিল যদিও গগ্গ সাম-নীতি স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে দ্রোহী বলিয়া মনে হয়। তথাপি সুস্সলদেব কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া সন্নিকটস্থ "হিতহিত" নামক ধাত্রেয় ভ্রাতাকে গগ্গের নিকটে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে দৈবমোহিত ভোগসেন বিম্ববনবাসী খশকগণকে মধ্যস্থ করিয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইল। সে অশ্বারোহী কর্ণভূতিকে রাজার নিকটে প্রেরণ করিল এবং গগ্গকে পরাজিত করিবে বলিয়া তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। নৃপতি বিশ্বাসঘাতক ভোগসেনের বিনাশের জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সকলে বলিল যে, তিনি অপেক্ষা করিয়া অন্যায় করিতেছেন। এদিকে গগ্গও দূতমুখে তাঁহাকে এইরূপ বলিয়া তিরস্কার করিল,—"আপনার পার্শ্বে দ্রোহিগণ বিচরণ করিতেছে, আমি কিরূপে আপনাকে আশ্রয় করিব ?" রাত্রি-কালে অন্ধকারে ভোগসেনের পলায়নের আশংকা করিয়া সুস্সলদেব রাত্রির অবসানে অনুচরসহ ভোগসেনকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিলেন। কর্ণভূতি রণাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করিল, তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তেজঃসেনও বীরত্বে কম ছিলেন না। তেজঃসেন ও অশ্বপতি লবরাজের পুত্র মরিচ নৃপতির আদেশ অনুসারে শূলে আরোপিত হইয়াছিল। ভূপতি যথাশক্তি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন ; কিন্তু তাঁহার সৈন্যসংখ্যা এত অল্প ছিল যে, তথায় তাঁহার অবস্থান সন্দেহজনক হইয়াছিল। নরপতি সজ্জপালকে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দিবাশেষে অশ্বারোহী সৈন্যসহ রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইল। ইহার আগমনে নৃপতির সৈন্যসংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে বর্ধিত হইল। অনন্তর গগ্গের সেনাপতি সূযাশ্ব বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত তথায় আগমন করিলে বিশ্বস্ত অনুচরগণ ইহাদিগকে দ্রোহী বিবেচনা করিয়া গর্বিত ভূপতিকে অতিকষ্টে বর্ম পরিধান করাইয়া অশ্বে আরোহণ করাইল। অনন্তর শত্রুসৈন্য হইতে অবিরত

শরবর্ষণ হইতে লাগিল। সৈন্যসমূহ হত, আহত ও বিচ্ছিন্ন হইলে অসমসাহসিক সুস্‌সলদেব শত্রুমধ্য হইতে একাকী নির্গত হইয়া বেগে পলায়ন করিলেন। অনন্তর তিনি অশ্ব লইয়া দোদুল্যমান সেতু অতিক্রম করিলেন। সজ্জপাল প্রমুখ দুই-তিনজন তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা প্রতিপদে বিরোধী-গণকে বাধাপ্রদান করিতে লাগিল। বীরবর সুস্‌সলদেব বিশ-ত্রিশ জন অনুচরের সহিত বীরানক নামক খশদের আবাসস্থলে উপস্থিত হইলে শত্রুপক্ষ তাঁহার অনুসরণ হইতে বিরত হইল। এইস্থানে উপবাসী ও বস্ত্রহীন কতিপয় ভৃত্যের সহিত অবস্থান সময়ে তিনি নির্ভয়ে খশগণকে আক্রমণ করিয়া দণ্ডবিধান করিলেন। ক্রমশঃ তুষারপাতহেতু দুর্লঙ্ঘ্য গিরিসঙ্কটে দৈবযোগে রক্ষা পাইয়া তিনি লোহরে উপস্থিত হইলেন। প্রতিপদে মৃত্যু সম্ভাবনা থাকিলেও পরমায়ু ছিল বলিয়া তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। তথাপি তিনি কাশ্মীর রাজ্যলাভের চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন। ক্রুদ্ধ গগ্‌গ হতভাগ্য হিতহিতের হাত-পা বাঁধিয়া তাহাকে দ্বারসেতু হইতে বিতস্তার জলে নিক্ষেপ করিল। তাহার নিক্ষেপকালে তাহার ভৃত্য ক্ষেম স্বয়ং নদীমধ্যে নিজের দেহ নিক্ষেপ করিয়া এই অধঃপতন দ্বারা উচ্চপদ লাভ করিল। সহ্লনরাজকে রাজ্যপ্রদান ও তাঁহার শত্রু বিনাশ করিয়া গগ্‌গচন্দ্র তাঁহার উপর বিশেষ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। এই নৃপতির মধ্যে কিছুরই আধিক্য দৃষ্টিগোচর হয় নাই,—না মন্ত্র, না বিক্রম, না কুটিলতা, না সারল্য, না বদান্যতা, না ধন-লালসা। তাঁহার রাজত্বকালে তস্করগণ মধ্যাহ্নকালে তাঁহার প্রাসাদবাসী জনগণের ধন অপহরণ করিত। অদ্য সহ্লন যে রমণীর নিকট গমন করিতেন, পরদিন লোঠন তাহার সহিত মিলিত হইতেন; এইরূপে তাঁহারা উভয়ে সাধারণভাবে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। রাজা লোঠনের শ্বশুর উজ্জসূহকে দ্বারপতির পদে নিযুক্ত করিলেন। কুটিল নরপতি গগ্‌গের আজ্ঞায় তদীয় শত্রু নীলাশ্ববাসী ডামর বিম্বের গলদেশে পাষাণ বাঁধিয়া বিতস্তায় নিক্ষেপ করাইয়াছিলেন। রাজানুগ্রাহক গগ্‌গ বিষাক্ত ভোজ্য প্রদান করিয়া হালাহবাসী শত্রুস্থানীয় অনেক ডামরের বিনাশ সাধন করিল। রাজা অকিঞ্চিৎকর ছিলেন বলিয়া কি বাহ্য, কি অভ্যন্তর, কি সামান্য, কি পদস্থ সকলেরই জীবন ও মরণ গগ্‌গের অধীন ছিল। একদা গগ্‌গ লহর রাজার নিকট আগমন করিলে শ্রীনগরবাসী সমস্ত লোক ভয়ে আকুল হইল। এই সময়ে এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইল যে, কুপিত গগ্‌গচন্দ্র নৃপতির সেবক-গণকে নৌকামধ্যে শূলে আরোপণ করিয়া হত্যা করিবে। এই নিদারুণ সংবাদে গর্ভিণীর গর্ভপাত হইল ও সমস্ত লোক ভয়ে দুই-তিন দিন পর্যন্ত জ্বর অনুভব করিতে লাগিল। অনন্তর তিলকসিংহপ্রমুখ ব্যক্তিগণ রাজাদেশের অপেক্ষা না

করিয়া সহসা সাহসিকতার সহিত গগ্গের বাসভবন আক্রমণ করিল। সমস্ত লোক উত্তেজিত হইয়া অস্ত্রহস্তে ধাবিত হইল। কিন্তু গগ্গ ব্যাকুল না হইয়া তাহাদের অভ্যর্থনা জানাইল। নির্লজ্জ দিল্‌হ ভট্টারক ও লক্কক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ গগ্গের বাসভবনের নিকটবর্তী রাজপথে ভ্রমণ করিতেছিল; নৃপতি ইহাদিগকে নিষেধ করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি আক্রমণকারিগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য অনুজ লোঠনকে পাঠাইলেন। গগ্গের সৈন্যসকল মন্দিরপথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, লোঠন গৃহ দগ্ধ অথবা অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। লোঠিকা মঠের অধ্যক্ষ ধানুষ্ক কেশব শরবর্ষণ-দ্বারা গগ্‌গের সৈন্যবৃন্দের পীড়া উৎপাদন করিতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে অনুচরসহ গগ্‌গ অশ্বারোহণ করিয়া বহির্গত হইল। সে ত্রিপুরেশ্বর হইতে অসুস্থ উজস্‌হকে বন্ধন করিয়া লহরে লইয়া গেল। পরদিন সে "এই দীনের প্রয়োজন কি?" বলিয়া তাহাকে মুক্তিদান করিল। সে নৃপতি সহ্লনকে সিংহাসনচ্যুত করে নাই, কারণ সুস্‌সলও তাহার শত্রুস্থানীয়। অতঃপর নগরবাসিগণ গগ্‌গের আগমন আশংকায় ভীত হইয়া গৃহাদি বারবার অর্গলবদ্ধ করিতে লাগিল। মহীপতি সহ্লন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া গগ্‌গের সহিত সৌহার্দ স্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তজ্জন্য মহত্তম সহেল লহরে দৌত্যকার্য করিতেছিলেন। তাহার প্ররোচনায় গগ্‌গ নৃপতিকে কন্যাদান করিতে অঙ্গীকার করিল; কিন্তু গগ্‌গের অনুচরগণ ঐরূপ অপদার্থ নৃপতির সহিত বিবাহ সম্বন্ধ অনুমোদন করে নাই। অনন্তর গগ্‌গ সুস্‌সলদেবের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন, কিন্তু প্রার্থিত হইয়া সহ্লনের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন না। এইরূপে রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল; এমন সময়ে সহ্লনদেব চর কর্তৃক আনীত সড্ড, হংসরথ ও নোনরথকে বধ করিলেন। নৃপতি ভোগসেনের পত্নী মল্লাকে মৃতপতির অনুগমনে অনুমতি প্রদান করিয়া সাধু কার্য করিয়াছিলেন। স্বীয় দুর্বলতা বুঝিয়াও তিনি শংকিত হইলেন এবং এই সময়ে দিহ্লভট্টারককে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিলেন। পাপিষ্ঠ ভূপতি গুপ্ত দণ্ডদ্বারা তাহাকে হত্যা করিলেন। তাহার ভগিনী কাপুরুষতার জন্য তাহার নিন্দা করিয়া মানিনী রমণীর ন্যায় অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল অল্পদিনস্থায়ী হইলেও নিতান্ত ভীতিপ্রদ ও দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। সুস্‌সল গগ্‌গের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াও তাহাকে সম্পূর্ণ-রূপে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি কাশ্মীর গমনোন্মুখ হইয়া অগ্রে সজ্জপালকে প্রেরণ করিলেন। ভূপতি সহ্লন লক্ককে প্রচুর অর্থের সহিত দ্বারপতির পদে নিযুক্ত করিলেন। গগ্‌গ লক্ককের পূর্ব আক্রমণ স্মরণ করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিয়া বরাহমূলের সহিত

তাহাদিগকে লুণ্ঠন করিল। সে পলায়ন করিলে তাহার সৈন্যগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সেনানায়ক অদৃশ্য হইলে রূপ্প, ছুড্ড প্রমুখ সাহসী পুরুষগণ ভূপৃষ্ঠ অলংকৃত করিয়াছিল। নিরাশ্রয় লক্কক সজ্জপালের আগমনে ভয়শূন্য হইয়া ভূপতি সুস্‌সলের নিকটে উপস্থিত হইল। সজ্জপাল শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া অগ্রসর হইলে ভূপতি সুস্‌সল সম্মিলিত পৌরবর্গ ও ডামরসমূহের উত্তেজনায় নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। সহ্লনকে "আপনার পক্ষে সুস্‌সল নৃপতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিব" বলিয়া সহেলক সুস্‌সলদেবের নিকটে উপস্থিত হইল। সহ্লনরাজ ব্যতীত সকলে সুস্‌সলদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিল। অনন্তর গগ্‌গপত্নী ছুড্ডা সম্প্রদানের জন্য কন্যাদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে আসিল। তিনি জ্যেষ্ঠা রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ ও কনিষ্ঠা গুণ-লেখাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিলেন। সজ্জপাল অনুজের সহিত সহ্লনরাজকে বেষ্টন করিলে সুস্‌সলদেব রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। শত্রুপক্ষীয় কোন লোক তাঁহার সম্মুখে একটি দরজা ফেলিয়া দিল, কিন্তু ইহা তাঁহাকে আঘাত করিতে না পারিয়া ব্যর্থ হইল। শত্রুপক্ষ অবরুদ্ধ প্রাসাদমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলে সুস্‌সলের সৈন্যবৃন্দ গগ্‌গের আক্রমণ-ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। গগ্‌গ কন্যা সম্প্রদান করিলেও সুস্‌সলসৈন্য তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই, তাহারা অপেক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল ও সামান্য শব্দেও শঙ্কিত হইতে লাগিল। সৈন্যগণ ভীতিবিহ্বল, নৃপতি সুস্‌সল স্নেহবশতঃ শত্রুসমন্বিত দুর্ভেদ্য প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করিতে পারিতেছেন না, সন্ধ্যা প্রায় সমাগত, এমন সময়ে সজ্জপাল পাথরের সাহায্যে জানালার কপাট ভাঙ্গিয়া দরজা খুলিয়া প্রাঙ্গণস্থিত শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শত্রুপক্ষীয় বহুসৈন্যের মধ্যে সজ্জপালের প্রবেশ অগ্নিমুখে পতঙ্গবৃত্তি বিবেচনা করিয়া পদাতিক লক্কক তাহার অনুগমন করিল। এই যোদ্ধা তাঁহার তুল্য ছিল, দরদ আক্রমণ কালেও কাষ্ঠবাটের তুমুল সংগ্রামে সে উপস্থিত ছিল। লক্কক মঠাধ্যক্ষ কেশব সজ্জপালের অনুগমন করিতে লাগিল। তাহারা মণ্ডপ অতিক্রম করিয়া আঘাত দ্বারা কোনরূপে প্রাঙ্গণদ্বার খুলিয়া ফেলিলে সুধীর রাজা সুস্‌সলদেব স্বয়ং প্রবেশ করিলেন। অঙ্গনমধ্যে উভয় পক্ষের সৈন্যের যুদ্ধ সমানভাবে চলিতে লাগিল এবং বহু যোদ্ধা তথায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সহ্লনরাজের অমাত্য পতঙ্গগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ অজ্জক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইল। গঞ্জাধিকারী কায়স্থ রুদ্র এই যুদ্ধে দেহত্যাগ করিয়া প্রভুর প্রসাদ সফল করিয়াছিল। সুস্‌সলের সিংহাসন আরোহণের পূর্বে যখন তিনি অঙ্গনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন "সুস্‌সলের জয়" শব্দে ঢাকের বাদ্য শ্রুতিগোচর

হইতেছিল। সহ্লন ও লোঠন যেরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন মল্লরাজবংশের অন্য কোন ব্যক্তি সেরূপ অপমানিত হন নাই। সুস্‌সল অশ্বারূঢ় কবচধারী ভ্রাতৃদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া "তোমরা বালক" এই কথা বলিয়া ধূর্ততার সহিত তাহাদিগকে অস্ত্রত্যাগ করাইলেন। অন্য মণ্ডপে বন্দিদ্বয়ের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া রাজ্যলাভের পর সুস্‌সল নরপতি আস্থানমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তিনদিন কম চারিমাস রাজ্যপালন করিয়া সহ্লন নৃপতি ৪১৮৮ লৌকিকাব্দে বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে বন্ধনপ্রাপ্ত হইলেন।

সুস্‌সল

সুস্‌সল সিংহাসনে আরোহণ করিলে সমস্ত লোক ক্ষোভ ত্যাগ করিল। তিনি বিদ্রোহাশঙ্কায় সর্বদা উন্মুক্ত তরবারি হস্তে অবস্থান করিতেন। নীতিনিষ্ঠ নরপতি ভ্রাতৃদ্রোহিগণের সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের বংশ উচ্ছেদ করিলেন, এমন কি শিশুগণও রক্ষা পাইল না। জনগণের দুর্জনতার পরিচয় পাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি কখনও মৃদুতা প্রকাশ করিতেন না ; তবে কার্যানুরোধে বাহ্য মৃদুতা প্রদর্শন করিতেন। তিনি কালজ্ঞান সম্পন্ন, যথা সময়ে দানশীল, প্রগল্‌ভ, প্রতিভাবান, ইঙ্গিতজ্ঞ ও দূরদর্শী ছিলেন ; এই সকল গুণে অন্য কেহ তাঁহার সমান ছিল না। তাঁহার স্বভাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ছিল ; তথাপি তাঁহার মধ্যে কোন কোন দোষ অথবা গুণ কম, অধিক অথবা সমান লক্ষিত হইত। তিনি বেশ-ভূষাদি বিষয়ে অনুচিত ঈর্ষা দেখাইতেন না ; কিন্তু মর্যাদালঙ্ঘনভয়ে ভৃত্যগণের অতিবৃদ্ধি সহ্য করিতেন না। তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধাদি প্রবর্তন দ্বারা মানিগণের বধসাধনে বিমুখ ছিলেন ; যদি ভুলবশতঃ এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত, তাহাতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন। জ্যেষ্ঠের রূঢ়বাক্য অতীব দুঃসহ ছিল ; অনুজের বচন প্রণয়পূর্ণ এবং দণ্ডও পীড়ামুক্ত। অর্থলোলুপ সুস্‌সল নরপতি প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন ; তিনি দেশকালাদি অনুসারে দান করিতেন বলিয়া তাঁহার ব্যয়বাহুল্য ঘটিত না। তিনি নূতন কার্য ও বহুঅশ্বপ্রিয় ছিলেন বলিয়া শিল্পীগণ ও বিদেশীয় অশ্ববিক্রেতাগণের দারিদ্র্যদুঃখ দূরীভূত হইয়াছিল। বিষম বিপৎপাত সময়ে তিনি তাহার প্রতিকার মানসে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার ন্যায় অন্য কোন নরপতি অধিক সমারোহের সহিত ইন্দ্রদ্বাদশী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন নাই ; এই সময়ে তিনি বহু উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি উপহার প্রদান করিতেন। পূর্বে উচ্চল নৃপতি যেমন সুলভদর্শন ও সেবকপ্রিয় ছিলেন, সুস্‌সল নৃপতি সাধারণতঃ সেইরূপ সুলভদর্শন ছিলেন না। অন্য কেহ উচ্চলের ন্যায় অশ্বারোহণপ্রিয় ছিল না, এবং এই বিষয়ে সুস্‌সলের ন্যায়

কাহারও দক্ষতা খ্যাতিলাভ করে নাই। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে উচ্চলদেব তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিতেন; কিন্তু সুস্‌সলদেবের রাজত্বকালে দুর্ভিক্ষ স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। নৃপতি ক্রুদ্ধ হইয়া সহস্রমঙ্গলকে নির্বাসিত করিলেন; উচ্চলপুত্রের পালক গগ্‌গচন্দ্র ইহাকে সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সহস্রমঙ্গলের নির্বাসনসময়ে তাহার পুত্র প্রাস উৎকোচ দ্বারা ডামরগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এই সময়ে গগ্‌গচন্দ্র সুস্‌সল কর্তৃক প্রার্থিত হইয়াও উচ্চলের শিশুপুত্রকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ না করিয়া প্রতিকূল আচরণ করিয়াছিলেন। দাবানল যেমন তৃণরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ গগ্‌গ নৃপতিপ্রেরিত অসংখ্য সৈন্যের বিনাশ সাধন করিল। গগ্‌গের শ্যালক বিজয় বিদ্রোহী নৃপসৈন্যগণকে দুর্দশাগ্রস্ত করিল। রাজ্যলাভের পর একমাস ও কয়দিন মাত্র অতীত হইলে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, সুধীর নরপতির মন ইহাতে ব্যাকুল হয় নাই। সুরেশ্বরী তীর্থ, অমরেশ ক্ষেত্র এবং বিতস্তা ও সিন্ধুর সঙ্গমস্থল গগ্‌গকর্তৃক রাজসৈন্যের পরাজয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল। এই তুমুল সংগ্রামে মন্ত্রিদ্বয় শৃঙ্গার ও কপিল এবং কর্ণ ও শূদ্রকনামক সহোদর তন্ত্রিদ্বয় নিহত হইয়াছিল। ভূপতির মাতুলপুত্র সেনাপতি কম্পনেশ্বর হর্ষমিত্র বিজয়কর্তৃক বিজয়েশ্বরে পরাজিত ও সৈন্যহারা হইয়াছিল। উচ্চবংশজাত মঙ্গলরাজের পুত্র তিলহ এবং ত্রিব্বাকর প্রমুখ তন্ত্রিগণ মানবলীলা সংবরণ করিল। রাজসৈন্যের মধ্যে সজ্জপাল বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, কারণ বহু সৈন্যসমন্বিত গগ্‌গচন্দ্র অল্পসৈন্যসম্পন্ন সজ্জপালকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই। সুধীর নরপতি লক্ককাদি বীরপুরুষকে প্রেরণ করিয়া ভগ্ন সৈন্যগণকে বিজয়ক্ষেত্রে একত্রিত করিলেন এবং গগ্‌গের বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি গগ্‌গের সহিত যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাগণের রাশীকৃত মৃতদেহ একত্র করিয়া পরদিন অসংখ্য চিতাগ্নিতে দাহ করিলেন। গগ্‌গ বলশালী ভূপতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিজ ভবন অগ্নিসাৎ করিল এবং ধীরে ধীরে হলাহা অভিমুখে প্রস্থান করিল। গগ্‌গচন্দ্র রত্নবর্ষা নামক গিরিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহার অশ্বসমূহ অপহৃত হইল ও অনুচরগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অনন্তর ভূপতি দূর হইতে তাহাকে অবরুদ্ধ করিলেন। সজ্জপাল পর্বতে আরোহণ করিয়া গগ্‌গকে বেষ্টন করিলে গগ্‌গ উচ্চলপুত্রকে সমর্পণ করিয়া ভূপতির চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজা গগ্‌গের বিপক্ষে কর্ণকোষ্টোর পুত্র মল্লকোষ্টকে শাসনাধীন করিলে গগ্‌গচন্দ্র তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিল। বিজয়াদি বীরগণ পরাজিত ও বিদ্রোহ উপশমিত হইলে নরপতি গগ্‌গের বশ্যতা গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে শ্রীনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তিনি লোহরে গমন করিয়া সল্‌হন ও লোঠনকে তথায় বন্দী অবস্থায়

রাখিলেন এবং কহ্লন ও সোমপাল প্রভৃতি রাজগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া আনন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পুনর্বার কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি গগ্‌গের সেবালাভের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মহীপতি নিদাঘ সূর্যের ন্যায় ছিলেন ; কিন্তু মহাদেবী ও কুমার জয়সিংহ বৃক্ষচ্ছায়া ও বনানিলের ন্যায় আনন্দদায়ক ছিলেন। বৃহট্টিক্ক ও সূক্ষ্মটিক্ক নামক দেবসরসবাসী বিজয়বংশীয় ডামরদ্বয় সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। গগ্‌গের সহিত সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মহীপতি বিজয়ের সহিত সদ্‌ব্যবহার করিলেন ; কিন্তু সদাচার পরিত্যাগ করিয়া টিক্কদ্বয়কে লগুড়ধারী দ্বারা প্রহার করাইলেন। অনন্তর তাহারা ও তাহাদের অনুচরগণ তরবারি আকর্ষণ করিয়া মহাপতির বিপুল সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ভোগদেব নামক চণ্ডাল নৃপতিকে ছুরিকাঘাত করিল এবং সাহসী গজ্জক পশ্চাৎভাগে অস্ত্রপ্রহার করিল ; তাঁহার পরমায়ু ছিল বলিয়া শত্রুর প্রহার ব্যর্থ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বাহন তুরগী প্রাণ পরিত্যাগ করিল। বৃহট্টিক্ক ও ভোগদেবপ্রমুখ ব্যক্তিগণ রাজসৈন্যকর্তৃক নিহত হইল ; সূক্ষ্মটিক্ক পলায়ন করিয়া ভাবী বিদ্রোহের কারণরূপে বিদ্যমান রহিল। বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত গজ্জক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শূলে আরোপিত হইল। গগ্‌গের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের পর এইরূপে নৃপতির জীবন সংশয় হইয়াছিল। পরের উন্নতিতে অসহিষ্ণু ভূপাল পূর্বসেবা বিস্মৃত হইয়া সজ্জপাল প্রভৃতিকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন। কাকবংশীয়গণের আত্মীয় যশোরাজ নৃপতি কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া সহস্রমঙ্গলের সহিত মিলিত হইল। সমৃদ্ধিশালী সহস্রমঙ্গল তাহাকে ও নির্বাসিত অন্যান্য ব্যক্তিগণকে আশ্রয় প্রদান করিল এবং এইরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া নৃপতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে অভিলাষী হইল। তাহার পুত্র প্রাস "কান্দ" মার্গে কাশ্মীর প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু রাজসৈন্যকর্তৃক যশোরাজকে আহত হইতে দেখিয়া ভয়ে প্রত্যাবর্তন করিল। এই অভিনব অনর্থের সূত্রপাত সময়ে পার্শ্ববর্তী নৃপতিবর্গ চম্পাপতি জাসট, বল্লাপুরাধিপ বজ্রধর, বর্তুলেশ্বর রাজা সহজপাল এবং ত্রিগর্ত ও বল্লাপুরের যুবরাজদ্বয় বহ্ল ও আনন্দরাজ একত্র মিলিত হইলেন এবং প্রস্থানকালে সন্ধিস্থাপন করিয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে ইঁহারা ভিক্ষাচরের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। পূর্বে আসমতী মালব-পতি নরবর্মার নিকট হইতে ভিক্ষাচরকে আনাইয়াছিলেন এবং তিনি কুমারকে পথ খরচের জন্য সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। জাসট পূর্বসম্বন্ধ হেতু স্নেহের বশবর্তী হইয়া ভিক্ষাচরের যথোচিত সৎকার করিল। কুমার অন্যান্য নৃপতি কর্তৃক সম্মানিত হইয়া বল্লাপুরে আগমন করিলেন। নির্বাসিত বিম্বপ্রমুখ ব্যক্তিগণ

তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার খ্যাতি বর্ধিত করিল। ইহাতে সহস্রমঙ্গলের প্রতিষ্ঠা কমিয়া গেল। 'ইনি হর্ষদেবের পৌত্র ইহাদের কি অধিকার আছে?' এইরূপ বাক্য বলিয়া জনসাধারণ সহস্রমঙ্গলাদিকে পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। রাজপুত্র "দর্যক" নির্বাসিত হইয়া আত্মীয়স্নেহ মোহে কৃতজ্ঞতা পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইল। ইহার পিতা কুমারপাল ভিক্ষাচরের পিতার মাতুল। ইনি সুস্সলদেব কর্তৃক পুত্রের ন্যায় পালিত হইয়াছিলেন। বল্লাপুরপতি "পদ্মক" যুবরাজ ও জাসটের পরামর্শে ভিক্ষাচরকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তদ্দেশীয় ঠক্কুর "গয়পাল" অনেক ভূপতির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে পিতামহের সিংহাসনে স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছিল। নৃপতি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল হইলেন; এদিকে গয়পালের স্বজনগণ তাহাকে হত্যা করিল। এইরূপে মুখ্য ব্যক্তিগণের বিনাশে ভিক্ষাচর অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে রাজ্ঞী আসমতীর মৃত্যু হইল; ধনরাশি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং তাঁহার শ্বশুরও তাঁহার উপর হতাদর হইলেন। অনন্তর তিনি চারি-পাঁচ বৎসর জাসটের গৃহে অবস্থান করিলেন এবং অতিকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রভাগাতীরবাসী ঠক্কুর দেঙ্গপাল বপ্পিকা নাম্নী নিজ কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিজের নিকটে আনাইলেন। এইস্থানে কুমার কিছুকাল নির্ভয়ে পরমসুখে বাস করিলেন। অনন্তর সহস্রতনয় সাহসিক "প্রাস" উন্মত্তভাবে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া নরপতিকে কুপিত করিয়াছিল। সে বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া "সিদ্ধপথ" পথে কাশ্মীর প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইলে তাহার দুর্মতি ভৃত্যগণ তাহাকে বন্ধন করিয়া ভূপতির নিকট সমর্পণ করিল। এইরূপ বিভ্রাটের সময়ে সজ্জপালের সাধুতা প্রকাশিত হইয়াছিল; সে যদিও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তথাপি বিদ্রোহবিমুখ হইয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিল। যশোরাজ শৌর্যের জন্য অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। অনন্তর রাজা "সহ্লোদি" মহত্তমগণকে পদচ্যুত করিয়া "গৌরক" নামক কায়স্থকে সর্বাধিকারে নিযুক্ত করিলেন। সে বিজয়েশ্বরস্থিত কোন তাপসের আত্মীয় ছিল; নৃপতি যে সময়ে লোহরে অবস্থান করিতেন, এই ব্যক্তি সেই সময়ে সেবাদ্বারা তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। পূর্ববর্তী কায়স্থ রাজপুরুষগণকে দূরীভূত করিয়া নরপতি তাহাকে প্রধান অমাত্যের পদ প্রদান করিলে, সে শাসন প্রণালী পরিবর্তিত করিল। সে অনেক কর্মস্থান হইতে রাজপুরুষগণের বৃত্তি সংগ্রহ নিষেধ করিয়া সর্বদা প্রভুর কোষাগার পূর্ণ রাখিত। বাহ্যিক মৃদুতাবশতঃ এই পাপিষ্ঠের ক্রূরতা সাধারণের বোধগম্য হয় নাই। সে ভূপতির কোষাগারে

পূর্বসঞ্চয়নাশকারী দূষিত বিত্ত স্থাপন করিয়াছিল। রাজকীয় ধনরাশি অসদুপায়ে অর্জিত অর্থসম্পর্কে দূষিত হইয়া তস্কর অথবা শত্রুগণের ভোগ্যবস্তু হইয়া থাকে। ভূমিপতি লোভপরবশ হইয়া অহরহঃ বহু অর্থ সঞ্চয় ও তাহা লোহরের গিরিদুর্গে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। বট্ট ও পঞ্জক প্রভৃতি রাজপুরুষগণ কাশ্মীরমণ্ডল সারহীন করিল। উচ্চল নরপতির মৃত্যুর পর নিয়োগিগণ পুনরায় জনগণের উপর পীড়ন আরম্ভ করিল। প্রশস্তকলশের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র কনক অবিচ্ছিন্ন সত্র স্থাপন দ্বারা অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণ নানাদিক হইতে এই স্থানে আসিয়া স্ব স্ব দুঃখ দূর করিত। উচ্চলদেবের মৃত্যুকালে যাহাদের স্বরূপ পরীক্ষিত হইয়াছিল, মহীপতি মোহিত হইয়া তাহাদিগকে অধিকার প্রদান করিলেন। "তিলকসিংহ" দ্বারপতির পদে ও তাহার সহোদর ভ্রাতা, একচক্ষু 'জনক' রাজস্থানে নিযুক্ত হইল। দ্বারাধিপ উরশা আক্রমণ করিয়া সেইদেশের অধিপতিকে নৃপতির প্রবলপ্রতাপ সাহায্যে পরাজিত করিয়া করগ্রহণ করিল। ভূপতি কাকবংশীয় তিলককে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করিলেন। তিলক শত্রুগণের হৃদয়ে কম্প উৎপাদন করিয়াছিল। সজ্জক নৃপতির প্রবলপ্রতাপ সাহায্যে শত্রুগণকে পরাজিত করিল। ধীমান "অট্টমেলক" কাকবংশীয় রাজগণের সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিল, সে তাহাদের সহায়তায় সুস্সলের নিকট পরিচিত হইয়া মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইল। নৃপতি অহংকার পরিত্যাগ করিয়া গুণানুসারে ক্ষুদ্র ও প্রধান মন্ত্রিসকল নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর তিনি শাশুড়ী, পত্নী ও নিজের নামে বিতস্তাতীরে উন্নত তিনটি মন্দির নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বদান্য নরপতি দিদ্দা-বিহার পুনরায় নির্মাণ করিলেন। কোন সময়ে তিনি "অট্টলিকা" পুরীতে গমন করিলে "কল্‌হাদি" বিশ্বস্ত অনুচরগণ গগ্‌গের উচ্ছেদ সাধনের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। গগ্‌গনন্দন কল্যাণচন্দ্র মৃগয়াদি সময়ে অসম্মানসূচক ব্যবহার দ্বারা তাহাদের অসূয়া উৎপাদন করিয়াছিল। তাহারা বলিল গগ্‌গ অত্যধিক শক্তিশালী হইয়াছে, তাহার নিগ্রহ আবশ্যক। তাহারা এইরূপ ভেদকারক পরামর্শ দ্বারা নৃপতির মনে বিকার উৎপাদন করিল। গগ্‌গ কোন রাজা ও এক ভৃত্যের নিকট অবগত হইলেন যে, সুস্সলদেব তাহাকে লোহরে বন্দী করিয়া রাখিবেন। এই সংবাদে গগ্‌গ শঙ্কিত হইয়া পুত্রের সহিত স্বদেশে পলায়ন করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে ভূপতিও স্বরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসবশতঃ রাজা ও গগ্‌গের মধ্যে ভেদ দেখা দিলে চক্রান্তকারিগণ উভয়ের নিকট গমনাগমন দ্বারা শত্রুতা বর্ধিত করিল। নৃপতি স্নেহের বশবর্তী হইয়া গগ্‌গের শ্যালক বিজয়কে নিজের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিলেন, কিন্তু পরে

অনুতপ্ত হইলেন। তিনি গগ্‌গের শত্রু মল্লকোষ্টকে পূর্বে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এই সময়ে তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিলেন। কুপিত নৃপতি তাহাকে অপর ডামরগণের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া বলশালী করিলেন। রাজসৈন্য যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলে গগ্‌গচন্দ্র পূর্ববৎ অমরেশ্বরে যোদ্ধ্‌গণের বিনাশ সাধন করিল। রাজার পক্ষের "শমালাবাসী" ডামর "পৃথ্বীহর" অতিশয় বীরত্বদ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। গগ্‌গ কর্তৃক পরাজিত দ্বারপতি তিলকসিংহ পলায়ন করিয়া সকলের উপহাসের পাত্র হইয়াছিল। অবশিষ্ট আহত যোদ্ধ্‌গণ আত্মসমর্পণ করিলে গগ্‌গ করুণাবশতঃ তাহাদিগকে রক্ষা করিল। অসংখ্য চিতাগ্নিতে নিহত সৈনিকগণের দেহ ভস্মীভূত হইল। অনন্তর রাজা গগ্‌গের বাসভবন দগ্ধ করিয়া সসৈন্যে উপস্থিত হইলে গগ্‌গ লহর পরিত্যাগ করিয়া 'ধুডাবন' পর্বতে প্রস্থান করিল। পর্বতের পাদদেশস্থিত ভূপতির সৈন্যগণের সহিত গগ্‌গ অনবরত যুদ্ধ করিতে লাগিল, এবং প্রতিরাত্রে কূটযুদ্ধ দ্বারা রাজসৈন্যগণকে প্রপীড়িত করিয়া রণস্থলে প্রধান প্রধান তন্ত্রিগণকে বধ করিল। স্বয়ং রাজা যুদ্ধার্থী, সৈন্যসংখ্যা অতি অল্প ও ফাল্গুনমাস হিমপাতে ভীষণ, ইহা দেখিয়াও সাহসী গগ্‌গের ধৈর্যচ্যুতি হইল না। কাকবংশীয় সেনাপতি "তিলক" গগ্‌গকে গিরিশৃঙ্গে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। গগ্‌গ তিলক কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া পত্নী ও কন্যাকে নৃপতির নিকটে প্রেরণ করিলে তিনি প্রকাশ্যে প্রসন্ন হইয়া অনুগ্রহ প্রদর্শনদ্বারা কোপ প্রচ্ছন্ন রাখিলেন। সন্ধিবন্ধনের পর নৃপতি ক্রোধ লুক্কায়িত রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং মল্লকোষ্টকের শক্তিহ্রাস না করিয়া তাহার ক্ষমতা বর্ধিত করিলেন। নৃপতি অসন্তুষ্ট হইলে গগ্‌গ লহরে দুই-তিন মাস অবস্থান করিয়া মল্লকোষ্টের অসহনীয় স্পর্ধা সহ্য করিতে লাগিল। এই সময়ে নৃপতি গোপনে তাহার সৈন্যদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিয়া কর্ণপ্রমুখ সেবকগণকে স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন; গগ্‌গ নীচ দায়াদগণের সহিত সমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিত হইল এবং তাহাদের পরামর্শে পুত্র ও পত্নীর সহিত রাজার নিকটে গমন করিল। একদা নৃপতি স্নানসময়ে স্নান ঘাটের উপর বসিয়া পার্শ্বস্থিত গগ্‌গকে কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন এবং তাহাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইলেন। রাজার প্রিয়পাত্র দুষ্ট ব্যক্তিগণ তাহার বাহুদ্বয় বন্ধন করিল। এই সময়ে কল্যাণচন্দ্রপ্রমুখ ব্যক্তিগণ শ্রীসংগ্রামমঠের নিকটস্থিত গৃহে অবস্থান করিতেছিল। নৃপতি স্বয়ং প্রাঙ্গণমধ্যে প্রবেশ করিলে ইহারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইল। গগ্‌গপুত্র বিদেহ নৃপতির প্রবোধবাক্য ও পিতা জীবিত আছেন শুনিয়া অনিচ্ছায় অস্ত্রসমর্পণ করিল। গগ্‌গ পুত্র ও পত্নীর সহিত রাজভবনে বন্দিভাবে অবস্থান করিতেছিল। ভূপতি দাক্ষিণ্যবশতঃ তাহাদিগকে রাজোচিত

ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতেন। গগ্‌গপুত্র স্বীয় গৃহ হইতে পলায়ন করিলে কর্ণ তাহা দেখিতে পাইয়া তাহাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করিল। দরদরাজ মণিধর নৃপতির দর্শনমানসে আগমন করিলে রাজা যখন তাহার নিকটে গমন করেন, সেই সময়ে তিনি ভৃত্যদ্বারা গগ্‌গকে কারারুদ্ধ করিলেন। দুই-তিন মাস কারাবাসের পরে একদা রাত্রিকালে গগ্‌গচন্দ্র পুত্রত্রয়ের সহিত ফাঁসিতে নিহত হইল। গগ্‌গ পূর্বে বিম্বপ্রমুখ ব্যক্তিগণের প্রাণনাশ করিয়াছিল, রাজভৃত্যগণ সপুত্র গগ্‌গকে সেইরূপে গলদেশে প্রস্তর বন্ধন করিয়া জলে নিক্ষেপ করিল। নৃপতি ৪১৯৪ লৌকিক অব্দে গগ্‌গকে বধ করিলেন; কিন্তু নূতন বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় তিনি দুঃখে পতিত হইলেন। কালিঞ্জরাধীশ 'কলহ' ও প্রধানা মহিষীর মাতা 'মল্ল' দেবীর মৃত্যু হইলে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। এই সময়ে "সোমপাল" বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা "প্রতাপপালকে" হত্যা করিলে তাহার সহোদর "নাগপাল" ঘাতক মন্ত্রীকে বধ করিয়া ভয়ে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া সুস্‌সল নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। নরপতি এই কারণে কুপিত হইলেন এবং সোমপালের বশ্যতা ও বন্ধুত্ব গ্রহণ না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। সোমপাল নৃপতির সন্তোষ বিধানের অন্য উপায় না দেখিয়া তাঁহার শত্রু "ভিক্ষাচরকে" বল্লাপুর হইতে আনাইলেন। ভিক্ষাচরের আগমন সংবাদ শুনিয়া তিনি ক্রোধে অধীর হইলেন এবং রাজপুরী আক্রমণের নিমিত্ত প্রবল পরাক্রমের সহিত বহির্গত হইলেন। সোমপাল পলায়ন করিলে তিনি নাগপালকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং তথায় সাত মাস বাস করিয়া শত্রুগণকে সন্ত্রস্ত করিলেন। ইন্দ্রতুল্য নরপতি "বজ্রধরাদি" রাজগণের সেবা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ অনুগৃহীত করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ "চন্দ্রভাগাদি" নদীতীরে চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং শত্রুপক্ষ তাহাদের দিকে তাকাইতেও পারিল না। প্রধান সেনাপতি তিলক অগ্রগামী হইল এবং ডামর "পৃথ্বীহর" পথরক্ষায় নিযুক্ত হইল। ধার্মিক নরপতি শত্রুরাজ্যে ব্রহ্মপুরী ও দেবমন্দির সমূহ রক্ষা করিলেন। এই সময়ে বিশ্বস্ত "সুজনবর্ধন" দূরস্থ "গৌরকের" উপর নৃপতির ক্রোধ উৎপাদন করিল। ভূপতি রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত তাহাকে দেশে রাখিয়া আসিয়াছিলেন: কিন্তু নিন্দাবাক্যে তাঁহার মন কলুষিত হইল এবং তিনি বিশ্বাস করিলেন যে "গৌরক" সমস্ত অর্থ অপহরণ করিতেছে। এই সূত্রে তিনি নগরাধিপ জনককে কটুবাক্য বলিলে তাহার ভ্রাতা তিলকসিংহের মন বিচলিত হইল। ইহাতে ভূপতি কুপিত হইলেন এবং তিলকসিংহকে পদচ্যুত করিয়া পর্ণোৎসবাসী 'অনন্ত'-নন্দন 'আনন্দ'কে দ্বারাধিপ নিযুক্ত করিলেন।

নরপতি ৪১৯৫ লৌকিক অব্দের বৈশাখ মাসে স্বমণ্ডলে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং নাগপালও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার অনুগমন করিল। নরপতি ব্যয়সঙ্কোচ ও প্রজাবৃন্দের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। তিনি 'গৌরক'কে কর্মচ্যুত ও তাহার আশ্রিত কর্মচারিগণের দণ্ডবিধান করিলে মন্ত্রিবর্গ তাঁহার উপর বিদ্বেষভাব অবলম্বন করিল। শাসনপ্রণালীর আকস্মিক পরিবর্তনবশতঃ ও নূতন মন্ত্রিবর্গের বিচক্ষণতার অভাবে তাঁহার ধনহানি হইতে লাগিল। তিনি স্বর্ণময় ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া সুমেরু পর্বততুল্য স্বর্ণরাশি লোহরদুর্গে প্রেরণ করিলেন। গগ্‌গের অনুচরগণের দণ্ডবিধানের নিমিত্ত তিনি গগ্‌গের মন্ত্রী "গজ্জক"কে লহরে দণ্ডাধিকারী নিযুক্ত করিলেন। গগ্‌গের অনুচরগণ দণ্ডভীত হইয়া মল্লকোষ্টের আশ্রয়গ্রহণ করিলে সে কুপিত হইয়া কপটতা দ্বারা বিশ্বস্ত গজ্জকের বিনাশ সাধন করিল। লহরে বিপ্লব উপস্থিত হইলে নরপতি মল্লকোষ্টের বৈমাত্রেয় অগ্রজ অর্জুনকে বন্দী করিলেন; অর্জুন এই সময়ে নৃপতির নিকটে অবস্থান করিতেছিল। তিনি "বিদ্দকের" ভ্রাতা ও তাহার আত্মীয় সড্ডচন্দ্র পুত্র "হস্তকে" বন্দী করিয়া বিদ্দককে বশীভূত করিলেন; তিনি পূর্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া নীতি লঙ্ঘনদ্বারা সপুত্র সূর্য ও আনন্দচন্দ্রাদি ব্যক্তিগণকে বন্ধন করিলেন। অনন্তর তিনি লহরে উপস্থিত হইলে মল্লকোষ্ট পলায়ন করিল ও নরপতি কুপিত হইয়া অর্জুন কোষ্টকে শূলে চড়াইয়া বধ করিলেন। তিনি তথায় সৈন্যস্থাপন করিয়া নগরে প্রত্যাবর্তন করিলে ডামরবৃন্দ বিশ্বাসঘাতক ভূপতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। "পৃথ্বীহরের" পূর্বসেবা ভুলিয়া গিয়া তিনি তাহার উপর কুপিত হইলেন এবং তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিবার জন্য প্রধান সেনাপতিপ্রমুখ মন্ত্রিবর্গকে আদেশ করিলেন। পৃথ্বীহর কোনরূপে পলায়ন করিয়া জয়ন্তীদেশবাসী আত্মীয় "ক্ষীরের" গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বিদ্রোহিগণ দিবাভাগে অবন্তিপুরাদি ও অন্যান্য নগরমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল, শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে বাধা দিতে সমর্থ হইল না। রাজার এইরূপ কার্য প্রজাগণের সর্বনাশকর হইয়াছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৃদ্ধ "ক্ষীর" পৃথ্বীহরের সহিত "শমাঙ্গাসায়" আঠারজন ডামরকে মিলিত করিল। নৃপতি সন্ত্রস্ত হইয়া বিজয়েশ্বরে গমন করিলেন এবং ডামরগণের দমনের নিমিত্ত প্রধান সেনাপতি তিলককে প্রেরণ করিলেন। তিলক সংগ্রামে তাহাদিগকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরীভূত করিল। ডামরগণকে পরাজিত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে নৃপতি তিলকের এই সম্মান প্রাপ্তির সময়ে তাহাকে স্বীয় সন্নিধানে আসিতে না দিয়া অপমানিত করিলেন। নৃপতি নগরে প্রত্যাগত হইলে তিলক অসম্মানিত হইয়া স্বামীর কার্যে নিরুদ্যম ও দুঃখিত হইল এবং নিজ ভবনে অবস্থান করিতে

লাগিল। ক্রমশঃ নৃপতি রাজকার্য পরিদর্শনে অমনোযোগী হইলেন। ডামরগণ রাজকীয় শস্যরাশি নষ্ট করিতে লাগিল। বিপ্রগণ আতঙ্কে উত্তেজিত হইয়া প্রায়োপবেশনে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া রাজার ভীষণ দুর্নাম সৃষ্টি করিল। মহামারীতে অশ্ব ও উষ্ট্রের নিধন সংঘটিত হইতে লাগিল। অনন্তর ৪১৯৬ লৌকিক অব্দের প্রারম্ভে ডামরগণ আক্রমণোদ্যত হইল। বলশালী বিজয় 'টিক্ক' ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে মিলিত করিয়া রাজসৈন্য আক্রমণ করিল। সেনাপতি প্রভুর দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়া কার্যে অমনোযোগী হইল এবং ভূপতি কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া অনিচ্ছায় অতি কষ্টে নিষ্ক্রান্ত হইল। "মল্লকোষ্ঠ" লহরে আধিপত্য লাভ করিলে রাজা বৈশাখ মাসে "থল্যোরক" নামক গ্রামে গমন করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ রাত্রিকালে শত্রুভয়ে সন্ত্রস্ত হইল এবং দুঃস্বপ্নদর্শনের ন্যায় অত্যন্ত দুঃখ বোধ করিল। সুস্সলদেব কেবল বাহুর সাহায্যে শক্তিশালিগণের অগ্রগণ্য হর্ষনৃপতিকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি পরশুরামের ন্যায় বহুবার পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিক্রমসূচক ঘটনাবলীর গণনা ছিল না। কালপ্রভাবে তাঁহার পরাক্রম সংকুচিত হইলে তিনি হৃতবল হইলেন এবং জয়লক্ষ্মীর অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলেন। অনন্তর তিনি পলায়ন করিলে হাড়িগ্রামস্থিত পৃথ্বীহর বীরবর সজ্জককে সহসা আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। প্রতাপশালী পৃথ্বীহর পলায়মান সজ্জকের অনুসরণ করিতে করিতে শ্রীনগরের সন্নিকটে আগমন করিয়া নাগমঠ দগ্ধ করিল। সে অন্যান্য নিষ্ঠুর ডামরগণের সহিত রাজা ও রাজভৃত্যগণের অশ্বসমূহ চারণভূমি হইতে অপহরণ করিতে লাগিল। নৃপতি কুপিত হইয়া নিষ্ঠুর আচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি ডামরকে হত্যা করিয়া ভোজ্যবস্তুর ন্যায় শবের পৃষ্ঠে পদ্মের ডাঁটা স্থাপন করিয়া তাহা পৃথ্বীহরের নিকটে প্রেরণ করিলেন। তিনি এইরূপ অবস্থায় 'বিদ্ধকের' নিকটে তাহার ভ্রাতা 'হম্বকে' ও অন্যান্য ডামরগণের সন্নিকটে তাহাদের ভ্রাতা ও পুত্রসকলকে প্রেরণ করিলেন। তিনি "সিফিন্না" গ্রামবাসী জয়কের মাতার নাসা ও কর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে পুত্রের পার্শ্বে প্রেরণ করিলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শ্রীনগরে সপুত্র "সূর্যককে" শূলে আরোপণ করিলেন এবং বধ্য ও অবধ্য বহুলোকের প্রাণসংহার করিলেন। এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারে সমস্ত রাজপুরুষ শঙ্কিত হইয়া তাঁহার উপর বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিল। যে দুর্নীতিমার্গ অনুসরণ করিয়া হর্ষনৃপতি সিংহাসন হারাইয়াছিলেন, সুস্সলদেব পূর্বে তাহার নিন্দা করিতেন। সম্প্রতি রাজকার্যে তিনি তাহাই অবলম্বন করিলেন। বিজয় হর্ষদেবের পৌত্র ভিক্ষাচরকে 'বিষলাটা' মার্গে নিজের নিকটে আনাইয়াছিলেন। দেবসরসে প্রবেশের প্রাক্কালে বিজয় প্রধান

সেনাপতিকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। বিজয়ী তিলক তাহাকে চিনিতে পারিয়া হত্যা করিল এবং তাহার মস্তক ছেদন করিয়া নৃপতির নিকটে প্রেরণ করিল। অকৃতজ্ঞ নরপতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার এই অত্যদ্ভুত কর্মের প্রশংসা অথবা তাহার সংকার করিলেন না। তিনি অবজ্ঞার সহিত তাহাকে লিখিলেন, "শুভ্রনামা সেনাপতি উহাকে হত্যা করিয়াছে, তোমার অহংকার কিসের?" তিলক নৃপতির কৃতঘ্নতা উপলব্ধি করিয়া বিদ্রোহোন্মুখ হইল। মল্লকোষ্ঠ ভিক্ষাচরকে পুনর্বার আনয়ন করিতে অভিলাষী হইয়া বিষলাটায় তাঁহার সমীপে স্বীয় সৈন্য প্রেরণ করিল। দ্রোহপরায়ণ প্রধান সেনাপতি ভিক্ষাচরের আগমন সংবাদ নিবেদন করিলে নরপতি রুষ্ট হইয়া তাহাকে নিষেধসূচক এই আদেশ প্রদান করিলেন,—"যেমন কেহ অশ্বে আরোহণ করিয়া পুরোগামী শৃগালকে বধ করে, সেইরূপ আমি ইহাকে হত্যা করিব, ইহাকে পথিমধ্যে বাধা দিওনা।" দ্রোহী তিলক রাজার মুখে এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ডামরগণের সাহায্যে শৈলমার্গে ভিক্ষাচরকে আনয়ন করিল। অনন্তর ভিক্ষাচরের খ্যাতিবর্ধক ও ভূপতির ভীতিপ্রদ জনগণের 'কানাকানি' নানাস্থানে শ্রুতিগোচর হইল। "তিনি অসংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করেন না; তিনি এক শরে দশশিলা ভেদ করিতে পারেন এবং ক্লান্ত না হইয়া শতযোজন যাতায়াত করিতে সমর্থ।" বৃদ্ধগণও ভিক্ষাচরের ঐরূপ মাহাত্ম্য বর্ণন দ্বারা সকল লোককে কৌতূহলী করিয়াছিল। যাহাদের রাজকার্যের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাহারাও ভিক্ষাচর সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতে লাগিল; যেন তাহারা অর্ধরাজ্যের অধিকারী হইবে। ভিক্ষাচরের আগমন সংবাদ প্রচারিত হইলে জনগণ কম্পিত ও নৃপতি চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। অনন্তর অতুলবিক্রম পৃথ্বীহর বৃক্ষাচ্ছাদিত গিরিগহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রাজসৈন্যের বিনাশ সাধন করিল। অনন্ত ও কাকবংশীয় আনন্দ নামক দ্বারপতিদ্বয় এবং তিলকসিংহ—এই অমাত্যত্রয় তথা হইতে পলায়ন করিল। বিজয় জ্যৈষ্ঠমাসে নিহত হইয়াছিল, এবং আষাঢ় মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে ভূপতি পরাভূত হইয়া বিবশ হইলেন। রাজা নানারূপ অশুভ লক্ষণ দ্বারা বিপদ্ আসন্ন বিবেচনা করিয়া যথোচিত উপায় অবলম্বন করিলেন। বিচারকুশল নরপতি আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে রাজ্ঞী, কুমার ও অন্যান্য কুটুম্বগণকে লোহরদুর্গে প্রেরণ করিলেন। অনুগমন সময়ে লোষ্ঠ ও কতিপয় ব্রাহ্মণ ভগ্ন সেতু হইতে পতিত হইয়া বিতস্তার জলে প্রাণত্যাগ করিল। এই দুর্লক্ষণ দেখিয়া তিনি দুঃখিত মনে হুষ্কপুরের নিকটবর্তী স্থানপর্যন্ত অনুগমন করিলেন এবং দুই-তিন দিনের মধ্যে নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নরপতি পুত্র ও পত্নীবিরহিত হইয়া ভাবান্তর প্রাপ্ত হইলেন। যদিও তিনি অন্তরে অশান্তি অনুভব

করিতেছিলেন, তথাপি ইহা তাঁহার অভ্যুদয়ের কারণ হইয়াছিল। শ্রাবণমাসে লহরবাসী সৈন্যগণ ভিক্ষাচরকে আনয়ন করিয়া মড়বরাজ্যবাসী ডামরবৃন্দের হস্তে সমর্পণ করিল। ডামরগণ সসৈন্যে তাঁহাকে লহরে লইয়া গেল। মল্লকোষ্টপ্রমুখ ব্যক্তিগণ পদস্থ ডামরবৃন্দের যথোচিত সৎকার করিয়া কম্পনপতিকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে স্বদেশে প্রেরণ করিল। শত্রুগণ চতুর্দিক হইতে আক্রমণোদ্যত হইলে ভূপাত বহুব্যয়ে পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমরোন্মুখ সেনানায়কগণ বর্মাবৃত ঘোটকসমূহকে নগরের প্রত্যেকপথে ব্যায়াম শিক্ষা করাইতে লাগিল। ভিক্ষাচরের ময়গ্রামে অবস্থানকালে লহরসৈন্যগণ অমরেশ্বরবাসী রাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। হিরণ্যপুরের নিকটবর্তী স্থানে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিনায়কদেবপ্রমুখ রাজসেনাপতিগণ নিহত হইল। পৃথ্বীহর ক্ষিপ্তিকানাম্নী নদীর তীরবর্তী রাজপ্রাসাদের নিকটে যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য বীরবরের বিনাশ সাধন করিল। তিলকের বিজয়েশ্বরে অবস্থানকালে খড়্গাবী ও হোলডাবাসী ডামরগণ বিশাল জলাশয়ের তটদেশে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহারা নগর অবরোধ করিয়া গভীর গর্জনপূর্বক পৌরবৃন্দের গৃহসকল অগ্নিসাৎ ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল। বিপ্লবহেতু রাজপথসমূহ প্রতিদিন অনবরত শৃংখলাবিহীন হইয়াছিল,—কোথাও বা আহত সৈনিকগণ প্রত্যাগত হইতেছে, কোন স্থানে নিহত যোদ্ধাগণের আত্মীয়বর্গ বিলাপ করিতেছে। শত্রুগণ বিশেষ উদ্যমের সহিত প্রত্যহ প্রত্যুষে আক্রমণ করিতে লাগিল। প্রতিদিন মনে হইত "অদ্য রাজা নিশ্চিত পরাজিত হইবেন।" সুস্‌সলদেব অপেক্ষা কে অধিকতর বীর পুরুষ ছিল? তিনি রাজ্যের দুর্দশা দেখিয়াও ধৈর্যচ্যুত হন নাই। তিনি আহত সৈনিকগণের ক্ষতস্থানে বস্ত্রবন্ধন, শল্যোদ্ধার ও যথোচিত ধনদান প্রভৃতি কার্যে সর্বদা ব্যাপৃত ছিলেন। সৈন্যগণের প্রবাস বেতন, প্রীতিদান এবং ঔষধে তাঁহার অপর্যাপ্ত অর্থ ব্যয়িত হইল। প্রত্যহ হাজার হাজার অশ্ব ও যোদ্ধা প্রাণত্যাগ করিল। লহরবাসী মল্লকোষ্টাদি বিদ্রোহিবর্গ অশ্ববহুল রাজসৈন্যদ্বারা আক্রান্ত হইয়া উৎসাহশূন্য হইল। তাহা মন্ত্রিগণের পরামর্শে ভিক্ষাচরকে সঙ্কীর্ণপথে সুরেশ্বরী ক্ষেত্রে লইয়া গেল। তাহাদের ধনুর্ধারী সৈন্য অধিক সংখ্যক থাকায় জলাশয় মধ্যস্থ স্বল্পপরিসর সেতুর উপর যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিল ও অশ্বারোহী সৈন্যের ভয় ত্যাগ করিল। বিদ্রোহী কম্পনপতি বিজয়েশ্বরে অবস্থান করিয়া যুদ্ধে উৎসাহ প্রদর্শন না করিয়া ডামরগণের শক্তি বর্ধিত করিল। 'আমি প্রস্থান করিলে লবণ্যবাসিগণ আমার অসামর্থ্য জানিতে পারিবে না এবং পৃষ্ঠদেশে আক্রমণ করিয়া বিপদগ্রস্ত করিতে পারিবে না' এইরূপ বিবেচনা করিয়া কম্পনাধীশ যুদ্ধযাত্রা করিল।

অনন্তর অজ্জরাজ বিজয়েশ্বরে সমাগত হইলে কম্পনপতি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অজ্জরাজের সৈন্যাভিমুখে অগ্রসর হইল। কম্পনপতি আড়াইশত সৈন্য নিহত করিয়া বিজয়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিল। ডামরগণ ভীত হইয়া পথিমধ্যে তাহার অনুসরণ করিল না ; তাহারা ভয়ে পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ডামররাজ্য ত্যাগ করিয়া কম্পনপতি নগরে প্রবেশ করিলে বিপদবিহ্বল ভূপতি তাহার সম্বর্ধনা করিলেন। কিন্তু কম্পনপতি রাজার পূর্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাঁহাকে উপহাস করিল। অন্যান্য অমাত্যগণের ন্যায় সে শিবিরে গমন করিল, কিন্তু সংগ্রামে বিশেষ কোন উৎসাহ না দেখাইয়া সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর ডামরগণ মড়বরাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া যুদ্ধদ্বারা মহাসরিতের তটদেশ অধিকার করিল। যিনি পূর্বে অসংখ্য নৃপতির রাজ্য অতিক্রম করিয়াছিলেন, নগর-রক্ষাই এখন তাঁহার বাহুবলের প্রধান উদ্দেশ্যে পরিণত হইল। দ্বারপতি রাজপুত্রগণের সহিত অমরক্ষেত্রে ও রাজস্থানীয় মন্ত্রিবর্গ রাজপ্রাসাদ সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহারা প্রভূত প্রবাসবেতন গ্রহণ করিল, কিন্তু কোথাও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল না। শত্রুসৈন্য পর্যায়ক্রমে জয়-পরাজয় লাভ করিল, কিন্তু পৃথ্বীহরও সর্বত্র বিজয় লাভ করিয়াছিল। সে মদমত্ত বেতালের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া নৃপতি-বাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশ সাধন করিল। ইচ্ছটি বংশোদ্ভূত যুবক উদয় পৃথ্বীহরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে আঘাত করিল ও তাহার হস্ত হইতে অস্ত্রহরণ করিল। নগরের উপকণ্ঠে যুদ্ধ চলিতেছিল, কিন্তু অসাবধানতা বশতঃ স্ত্রীলোক, বালক ও অন্যান্য লোক শরাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপ ভয়ংকর লোকক্ষয় হইতে থাকিলে নৃপতি কি কারণে উৎসাহহীন হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন না। ভূপতি শত্রুবেষ্টিত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইলে সোমপাল অবসর বুঝিয়া অট্টালিকা লুণ্ঠন ও দগ্ধ করিল। এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াও তিনি অবিচলিত ছিলেন। কিন্তু রাজানবাটিকাবাসী ব্রাহ্মণগণ অসন্তুষ্ট হইয়া হিতসাধনচ্ছলে অহিতকর অনশনব্রত অবলম্বন করিল। তাহারা বলিল, "আপনার মন্ত্রিগণ যুদ্ধে উদাসীন, তাহাদের ধনসম্পদ গ্রহণ করিয়া লোহর পর্বতে প্রেরণ করুন, অন্যথা এই বিপদ্ স্থায়ী হইলে শত্রুগৃহীত পক্বপ্রায় শারদশস্য কে আমাদিগকে প্রদান করিবে ?" নৃপতি সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া যে ঔদাসীন্যের প্রতীকার করেন নাই, তাহা ব্রাহ্মণগণকর্তৃক প্রদর্শিত হইলে মন্ত্রিগণ শঙ্কিত হইল। এই সকল দুষ্ট ব্রাহ্মণ বিশেষ পীড়াপীড়ি দ্বারা রাজার কার্যে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিল। রাজপুরুষগণ ও উগ্রপ্রকৃতি তীর্থবাসী পুরোহিতগণ শত্রুসৈন্যের ন্যায় ভূপতির পার্শ্বে শক্তিসঞ্চয় করিতে লাগিল। তাহাদিগকে শান্ত রাখিবার নিমিত্ত যে ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল তাহাতে দেশমধ্যে বিভ্রাট

ও লুণ্ঠনের আধিক্য উপস্থিত হইল। রাজা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে তাহারা বিপদ্গ্রস্ত ভূপতিকে নানারূপ অপ্রিয়বাক্য বলিল। স্বর্ণরাশি উৎকোচরূপে দান করিয়া তিনি প্রধান চক্রান্তকারীগণকে বশীভূত করিয়া কোনরূপে অনশন নিবারণ করিলেন। বর্ণসোমবংশীয় ভিক্ষুসেনানী বিজয় বলপূর্বক নগরে প্রবেশ করিলে রাজার অশ্বারোহী সৈন্যগণ তাহাকে বধ করিল। লবণ্যগণ মধ্যে পৃথ্বীহরের প্রতাপ কিছু খর্ব হইলে সে ভেদাভিলাষী ভূপতির সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পৃথ্বীহর ভূপতির সহিত সন্ধি করিতে অভিলাষী হইলে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ বিপ্লবের অবসান হইল, মনে করিল। ভূপতি পৃথ্বীহরকে নাগমঠে আনিবার জন্য তিনজন বিশ্বস্ত অমাত্য প্রেরণ করিলেন, পৃথ্বীহর বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্বক তাহাদিগকে হত্যা করিল। তাহাদের পার্শ্বে তিলকসিংহের তিনজন অনুচর নিহত হইয়াছিল। এই অত্যাচার সংবাদ শ্রবণ করিয়া সমস্ত লোক অসন্তুষ্ট হইল এবং রাজপ্রাসাদ ভূপতির নিন্দায় পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর নরপতি বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণকেও কর্তব্যোপদেশ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই বিষম অবস্থায় সমস্ত লোক আনন্দ অনুভব করিল এবং হাসিতে লাগিল। তাঁহার অনুচরবর্গ ক্রমশঃ শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিল। কম্পনপতি তিলকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিম্ব বিপক্ষের পক্ষে গমন করিয়া তা.. .দের প্রদত্ত দ্বারকার্য গ্রহণ করিল। জনকসিংহ গোপনে ভিক্ষাচরের নিকটে অনবরত দূত প্রেরণ করিয়া তাহার সহিত স্বীয় ভ্রাতৃতনয়ার বিবাহ স্থির করিল। প্রতিদিন অশ্বারোহী সৈন্যগণ অশ্ব, অসি ও বর্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাচরের নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল। যাহারা দিবাভাগে রাজার নিকটে অবস্থান করিত, তাহারা রাত্রিকালে নির্লজ্জভাবে ভিক্ষাচরের সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হইত। ডামরবৃন্দ শারদশস্য হরণ করিলে সমস্ত লোক ধনজন ত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহারা বৃথা মনে করিল যে, সুস্সল নরপতি প্রস্থান করিলে ভিক্ষাচর এই দেশ স্বর্ণের দ্বারা পূর্ণ করিবে। জনগণ রাজার পক্ষের বিজয়ে ঘাড় বাঁকাইত, কিন্তু ভিক্ষাচরের জয়লাভে আনন্দে অধীর হইত। অবিশ্বস্ত নরপতি স্বজনগণকে দ্রোহাভিলাষী বিবেচনা করিয়া অবস্থান অথবা পলায়নে নিজ জীবন নিরাপদ বিবেচনা করেন নাই। এই দুরবস্থায় তিনি যোদ্ধগণকে ধনরত্ন পরিচ্ছদাদি বিতরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা দান গ্রহণ করিয়া প্রশংসার পরিবর্তে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। জনগণ নির্ভয়ে বলিতে লাগিল "ইহার বিনাশ নিশ্চিত"; তিনি এই কথা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন। তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহার উপস্থিত আদেশ পালন করিয়া বিলাস ও গর্বের সহিত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিত। যে সময়ে ডামরগণ আত্মভেদবশতঃ প্রস্থান করিতে মনস্থ করিতেছিল সেই সময়ে নৃপতির সৈন্যসকল তাঁহাকে বিষম বিপদে পাতিত করিল। তাহারা অসিহস্তে রাজপ্রাসাদের দ্বার রোধ করিয়া প্রবাসবৃত্তিলাভের জন্য সর্বত্র অনশনব্রত অবলম্বন করিল। নৃপতি তাহাদিগকে ধনদান করিলে তাহারা অনুরাগ প্রকাশের পরিবর্তে তাঁহাকে অপমানিত করিতে অভিলাষী হইল, কারণ তাহারা মনে করিল, ইনি ধনকুবের—ইনি আরও অধিক দিতে পারেন। অনশতব্রতাবলম্বী মন্দিরবাসী পুরোহিতগণ সুবর্ণভাণ্ডাদি ধন চূর্ণ করিয়া বিতরণ করিতে তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছিল। অতঃপর বালকবৃদ্ধসহ শ্রীনগরের সমস্ত লোক ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল ভাব ধারণ করিত, নৃপতি ইহার প্রতিকার সাধনে অসমর্থ হইলেন। একদা প্রাতঃকালে স্বীয় সৈন্যগণ প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ করিলে তিনি দেখিলেন, সমস্ত শ্রীনগর কোলাহলময় হইয়াছে। অনন্তর তিনি এই ক্ষোভ উপশমের নিমিত্ত নগরাধিপ জনককে পুরভ্রমণের আদেশ প্রদান করিয়া প্রস্থানের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি দান মানদ্বারা শস্ত্রধারিগণকে কোনরূপে শান্ত করিয়া ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অন্তঃপুরিকাগণের সহিত প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। অশ্বারূঢ় নরপতির অঙ্গন হইতে বহির্গমনের পূর্বেই তস্করগণ রাজধানীর অভ্যন্তরে লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে সৈন্যগণের মধ্যে কেহ কেহ রোদন করিতে লাগিল, কেহ বা বিলাপ করিতে লাগিল, আবার কেহ কেহ তাঁহার ভৃত্যগণের গৃহাদি লুণ্ঠন করিল। ভূপতি লজ্জা, ক্রোধ ও ভয়ে ব্যাকুল হইয়া প্রস্থান করিলে পাঁচ-ছয় হাজার সৈন্য তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। তাঁহার অনুচরগণ অশ্বাদি গ্রহণ করিয়া প্রতিপদে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল; অনন্তর তিনি রাত্রিকালে অল্পসৈন্যের সহিত প্রতাপপুরে উপস্থিত হইলেন। তিলক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি স্বজনের ন্যায় তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং দুঃখাভিভূত হইয়া দীর্ঘকাল অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। "এরূপ করিলে তিলক দ্রোহাচরণ করিবে না" এই মনে করিয়া তিনি পরদিবস অবিলম্বে তাঁহার হুষ্কপুরভবনে স্বয়ং গমন করিলেন। স্নানাদি সমাপনের পর জয়োৎসুক রাজা ক্রমরাজ্যে প্রবেশ করিয়া তিলকের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইলেন। তিলক যুদ্ধাভিলাষী কল্যাণবাড়াদি ডামরগণকে গোপনে আনাইয়া তাঁহাকে সংকল্পভ্রষ্ট করিল। তিলক এই উপায়দ্বারা তাঁহাকে স্বীয় গৃহ হইতে বিতাড়িত করিলে তিনি পথরোধকারী দস্যুগণকে সুবর্ণ-প্রদান দ্বারা বশীভূত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভৃত্যবর্গ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া

তিনি দান ও বিক্রমদ্বারা তস্করগণকে নিবারণপূর্বক পথে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরমায়ু ছিল বলিয়া তিনি রক্ষা পাইলেন। তিনি শত্রুদগ্ধ অট্টালিকা দেখিয়া লোহর পর্বতে আরোহণ করিলেন, তাঁহার সৈন্যগণ দুঃখিত হইয়া নিঃশব্দে গমন করিতে লাগিল। তিনি নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া স্বীয় পরিবার-বর্গের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন; তিনি শয্যায় শরীর এলাইয়া দিয়া দিবরাত্রি দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি দিবাভাগেও দীপালোকিত আভ্যন্তর গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন না। অসীম ধনশালী নরপতি দয়াপরবশ হইয়া অর্থদান দ্বারা অনুগামিবৃন্দকে ধনিক করিয়াছিলেন, কারণ তিনি বুঝিতেন যে, তাহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছে। তিনি প্রস্থান করিলে কাশ্মীর রাজ্যে অমাত্যবর্গ পুরাতন প্রাসাদের সম্মুখবর্তীস্থানে সসৈন্যে মিলিত হইল। নগরাধিপ জনকসিংহ, মন্ত্রী, অশ্বারোহী, সামন্ত, তন্ত্রী ও পৌরজনের সম্মতি অনুসারে তাহাদের নায়ক হইয়াছিল। রাজাহীন নগরে শত্রুগণ দুর্বল ব্যক্তিগণকে বধ করিল, কাহারও ধনাদি অপহরণ করিল ও গৃহাদি অগ্নিদগ্ধ করিল। ভিক্ষাচর পরদিবস নগরে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রতিপদে অশ্বের গতিরোধ করিয়া সামন্তবৃন্দের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণের তুমুল শব্দে চারিদিক মুখরিত হইল। ধাত্রী যেমন শিশুর পার্শ্বে অবস্থান করে, সেইরূপ মল্লকোষ্ট অপ্রগলভ ভিক্ষাচরের সর্বকার্যে উপদেষ্টা হইয়াছিল। "ইনি আপনার পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন, আপনি ইহার অঙ্কে পালিত হইয়াছেন, ইনি রাজ্যের মূলস্বরূপ" ইত্যাদি বাক্যে মল্লকোষ্ট প্রত্যেককে নির্দেশ করিত। ভিক্ষাচর কন্যালাভের নিমিত্ত প্রথমতঃ জনকসিংহের গৃহে গমন করিলেন এবং রাজলক্ষ্মীলাভের জন্য পরে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রনষ্ট রাজবংশের পুনরুদ্ধার সাধন করিলে স্ত্রীলোকগণ গর্ভস্থ শিশুর উপর আস্থা স্থাপন করিয়া হাস্যাস্পদ হয় না। ভিক্ষাচরের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিয়া উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণ চিত্রস্থ শত্রু দেখিয়া ভীত হইলে উপহাসভাজন হইবে না। ধনকুবের সুস্সলদেবের অবশিষ্ট অর্থ নূতন ভূপতির বিলাসে ব্যয়িত হইতে লাগিল। রাজা, ডামরগণ, লুণ্ঠনকারী সকল ও মন্ত্রিবৃন্দ অনিয়ন্ত্রিতভাবে অশ্ব, বর্ম ও খড়্গাদি ভাগ করিয়া লইল। গহ্বরবাসী দস্যুগণ শ্রীনগরে স্বর্গসুখের আস্বাদপ্রাপ্ত হইল। ভূপতি গ্রামীণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সভামণ্ডপে শোভাপ্রাপ্ত হন নাই। ভিক্ষাচরের অভাবনীয় রাজ্যলাভ দেখিয়া ডামরগণ আর এক কথা প্রচার করিল যে, তিনি অবতার বিশেষ। জনকসিংহ ভ্রাতুষ্পুত্রী সম্প্রদানের পর কম্পনপতি তিলক তাঁহাকে স্বীয় কন্যা সমর্পণ করিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল।

রাজলক্ষ্মী সর্বাধিকারী বিম্বের আশ্রয় গ্রহণ করিল, ভূপতি ভিক্ষাচর কেবলমাত্র রাজশব্দের আধার হইল। বিম্বের ক্ষমতা গণিকার অধীন ও আচার ব্যবহার নীচজনোচিত হইলেও সে সৎ ও অসতের পার্থক্য বুঝিত। দর্যকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জ্যেষ্ঠপাল আশ্চর্য শৌর্যের আধার বলিয়া নৃপতির বিশ্বাসভাজন হইয়াছিল। রাজা মূঢ়, মন্ত্রিবর্গ প্রমত্ত, ডামরগণ উগ্রপ্রকৃতির; এই রাজত্ব নবীন হইলেও উত্থানকালে ইহার পতন সূচিত হইয়াছিল। নব নব কামিনী ও উৎকৃষ্টভোজ্যবস্তুপ্রিয় ভিক্ষাচর সুখানুভবে মোহিত হইয়া কর্তব্য কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেন না। রাজোচিত দৃঢ়তা ও সতর্কতার অভাবে প্রিয়পাত্রগণ সকল বিষয়ে তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিল। অমাত্যগণ যাহা বলিত তিনি তাহাই বলিতেন, তিনি অন্তঃসারশূন্য ছিলেন। নীচ মন্ত্রিবর্গ মূঢ় ভিক্ষাচরকে স্বস্বগৃহে লইয়া গিয়া ভোজন করাইত এবং কৌশলে তাঁহার ধন হরণ করিত। নিতম্বিনী বিম্বপত্নী বিম্বের গৃহে অনুরক্ত নরপতির সম্মুখীন হইয়া ভোজ্যমুষ্টি গ্রহণ করিত। তাঁহাকে নানারূপ ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গীদ্বারা প্রলুব্ধ করিত। পৃথ্বীহর ও মল্লকোষ্ঠ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছিল, সময়ে সময়ে তাহারা কলহ করিয়া প্রাসাদ কম্পিত করিত। রাজা স্বয়ং তাহাদের গৃহে গমন করিয়া উভয়ের পুত্রকন্যার বিবাহ সম্পাদন করাইলেন, কিন্তু তাহারা স্ব স্ব শক্তিদম্ভে বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। অনন্তর নৃপতি স্বয়ং পৃথ্বীহরের বংশে বিবাহ করিলে মল্লকোষ্ঠ জাতক্রোধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। উদাসীন নরপতি দ্রোহী ও দুষ্টবুদ্ধিবহুল সেবকাধীন হইয়া সমস্ত কার্যে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিলেন এবং নিন্দাভজন হইলেন। রাজ্যমধ্যে ডামরবৃন্দের আধিপত্য স্থাপিত হইলে নানারূপ বিপদ সংঘটিত হইতে লাগিল। এমনকি ব্রাহ্মণীগণও চণ্ডালহস্তে ধর্ষিতা হইলেন। এই সময়ে কাশ্মীরমণ্ডল অরাজক বা বহুরাজক হইলে সমস্ত ব্যবহারপদ্ধতি সুস্পষ্টরূপে শৃঙ্খলাবিহীন হইল। ভিক্ষাচরের রাজত্বকালে পুরাতন দীনার অপ্রচলিত হইল। নূতন আশি দীনারে পুরাতন একশত দীনার বিক্রীত হইত। অনন্তর রাজা উন্মত্ত হইয়া সুস্‌সলদেবকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে বিম্বকে রাজপুরীমার্গে লোহরে প্রেরণ করিলেন। বিম্ব সোমপালের সহিত মিলিত হইয়া সাহায্যের জন্য 'সল্ল'র সহিত মিত্রতা করিয়া তুরস্কসৈন্য আনয়ন করিল। প্রত্যেক তুরস্কসৈন্য জাল দেখাইয়া সগর্বে বলিল, এই জালদ্বারা বন্ধন করিয়া সুস্‌সলকে আকর্ষণ করিব। বিম্ব প্রস্থান করিলে মূঢ় ভিক্ষাচর সকলপ্রকার অকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। বিম্বের নির্লজ্জ পত্নী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া যাইতে আসিত এবং ভোগ ও সম্ভোগ দ্বারা তাঁহার পরিতোষ সাধন করিত। যাহার পতন আসন্ন, তাহার অপবাদভীতি কোথায়? ক্রমশঃ তাঁহার আধিপত্য নষ্ট হইতে লাগিল

এবং কালক্রমে তাঁহার ধনরাশি ব্যয়িত হইলে আহারপ্রাপ্তিও সুকঠিন হইয়া পড়িল।

যে সুস্‌সলদেব পূর্বে ঐরূপ লোভ নিষ্ঠুরতাদি দোষদুষ্ট বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন, তিনি এখন প্রশংসাভাজন হইলেন। যে প্রজাপুঞ্জ বিদ্বেষবশবর্তী হইয়া তাঁহার ধনমানাদি বিনাশ করিয়াছিল, তাহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার আগমন আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। পশুসদৃশ নীচ ব্যক্তিগণ বিনা কারণে ক্ষণকাল মধ্যে অনুকূল ও ক্ষণমাত্রমধ্যে প্রতিকূল হয়। মল্লকোষ্ট ও জনকপ্রমুখ ব্যক্তিগণ দূত প্রেরণদ্বারা ত্যক্তরাজ্য সুস্‌সল ভূপতিকে বিজয়োদ্যমের নিমিত্ত অনুরোধ করিল। টিক্কের লোকেরা অক্ষোসুর মঠ লুণ্ঠন করিলে তথাকার ব্রাহ্মণগণ রাজার উদ্দেশে অনশনব্রত অবলম্বন করিল। ইহারা এবং অন্যান্য মঠবাসী ব্রাহ্মণগণ বিজয়েশ্বরে সমবেত হইলে রাজানবাটিকাবাসী বিপ্রগণ অনশনব্রতী হইয়া নগরে প্রবেশ করিল। ভূপতির দূতগণ তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলে তাহারা গর্বপূর্ণ বাক্যে বলিল, "লম্বকূর্চ" ভিন্ন আমাদের গতি নাই। তাহারা সুস্‌সল ভূপতিকে অবজ্ঞার সহিত "লম্বকূর্চ" উপাধিদ্বারা নির্দেশ করিয়া তাঁহাকে খেলার পুতুল বিবেচনা করিয়াছিল। পারিষদবৃন্দ ও পৌরগণ নৃপতি হইতে আক্রমণ আশংকা করিয়া ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল এবং বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। সমগ্র নগর জনকসিংহের বশীভূত ছিল, তাহার মতেই সকলে সুস্‌সলদেবের আনয়নের জন্য প্রস্তুত ছিল। মঠের ব্রাহ্মণগণের ব্রতভঙ্গের উদ্দেশ্যে ভূপতি প্রথমতঃ বিজয়ক্ষেত্রে গমন করিলেন কিন্তু তিনি অকৃতকার্য হইলেন। তাহাদের মধ্য হইতে তিলক, রাজাকে বলিল, ডামরগণকে বধ করুন, কিন্তু তাহার উপদেশ তিনি গ্রহণ করিলেন না। পৃথ্বীহর প্রমুখ লাবণ্যগণ রাজার মুখে এই বাক্য শুনিয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিল, কিন্তু তিলককে ভয় করিতে লাগিল। মহীপতি অসন্তুষ্ট হইয়া প্রয়াগের ভাগিনেয় ক্ষত্তালক্ষ্মককে বন্দী করিতে অভিলাষী হইলে সে সুস্‌সলদেবের সমীপে গমন করিল। অনন্তর নৃপতি নগরে প্রবেশপূর্বক সমস্ত লোক একত্র করিয়া অকারণ অসন্তুষ্ট পৌরগণের সভা আহ্বান করিলেন। তাঁহার উক্তি যুক্তিযুক্ত হইলেও শঠবুদ্ধি পুরবাসিগণ তাঁহার কথা শুনিলনা। এই সময়ে সোমপাল বিম্ব ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ লোহরস্থিত সুস্‌সল ভূপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পর্ণোৎসে আগমন করিল। কহ্লবংশীয় কালিঞ্জরপতি রাজা পদ্মরথ মৈত্রী স্মরণ করিয়া সুস্‌সল সমীপে আগমন করিল। অনন্তর বৈশাখমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে মানী রাজা সুস্‌সল বলবান-বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সুস্‌সলদেব প্রবল পরাক্রমের সহিত তুরুস্কগণকে পরাস্ত করিলেন। তিনি যুদ্ধে সোমপালের মাতুলকে কবলিত করিলেন। তিনি অল্প সৈন্যশালী হইয়াও শত্রুগণকে বিধ্বস্ত করিলেন। কাশ্মীর-

বাসিগণ এক স্বামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও পরাজিত হইয়া অপর প্রভুকে কলঙ্কিত করিল। সোমপাল তুরুস্কগণের সহিত প্রস্থান করিলে নির্লজ্জ কাশ্মীরিগণ বিম্বকে পরিত্যাগ করিয়া সুস্সলদেবের পক্ষ অবলম্বন করিল। নরপতি দুই-তিন দিনের মধ্যে সমাগত পৌর ও ডামরগণের সহিত পুনরায় কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সহদেবপুত্র কহ্লন ক্রমরাজ্যস্থিত ডামরগণের সহিত নৃপতির অগ্রগামী হইল। বিম্ব ভিক্ষাচরকে পরিত্যাগ করিয়া সুস্সলদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিল। জনকসিংহের দলভুক্ত অন্যান্য মন্ত্রী ও তন্ত্রিগণ লজ্জাত্যাগ করিয়া সুস্সলদেবের নিকট গমন করিল। কাণ্ডিলেত্র নামক গ্রামবাসী সুলক্ষণ যোদ্ধা, পরিত্যক্ত ভাঙ্গিল প্রদেশে বাস করিত। সে সুস্সল সমীপগামী জনগণকে পথ দিয়াছিল বলিয়া তাহার দণ্ডবিধানের জন্য ভিক্ষাচর পৃথ্বীহরের সহিত প্রস্থান করিলেন। তাহাকে পরাজিত করিয়া তিনি কুপিত হইয়া জনকসিংহকে বধ করিতে অভিলাষী হইলেন ; কারণ তিনি জনকসিংহের বৃত্তান্ত পূর্বেই অবগত ছিলেন। এই সময়ে জনকসিংহ নগরে অবস্থান করিতেছিল। সে সমস্ত পৌর, অশ্বারোহী ও তন্ত্রিগণকে সমবেত করিয়া ভিক্ষুর বিপক্ষতা অবলম্বন করিল। জনকসিংহ রাজ্য অধিকার করিয়াছে মনে করিয়া ভিক্ষাচর পৃথ্বীহরের সহিত দ্রুতপদে শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জনকসিংহ সন্ধিপ্রস্তাবসত্ত্বেও সদাশিব মন্দিরের সম্মুখবর্তী সেতুর উপরে ভিক্ষু ভূপতির সৈন্যের সহিত সদর্পে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। পৃথ্বীহর ভ্রাতুষ্পুত্র অলকের সহিত অন্য সেতুতে নদী উত্তীর্ণ হইয়া বিপক্ষ সৈন্যের বিনাশ সাধন করিল। তন্ত্রী, অশ্বারোহী ও পৌরগণ পলায়ন করিলে জনকসিংহ সবান্ধবে রাত্রিকালে লহরে পলায়ন করিল। প্রাতঃকালে ভিক্ষু ও পৃথ্বীহর তাহার অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলে আবদ্ধ অশ্বারোহী ও অন্যান্য সৈন্যগণ পুনরায় তাঁহাকে আশ্রয় করিল। ব্রাহ্মণগণ তাড়াতাড়ি দেবপ্রতিমাসকল গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। যাহারা শূন্য দেবস্থান রক্ষা করিতেছিল, তাহারা "ব্রতত্যাগ করিয়াছি" বলিলে ভিক্ষাচর তাহাদিগকে পীড়িত করিলেন না। জনকসিংহ পলায়ন করিলে ভিক্ষু ভূপতি বিপক্ষের অনুচরগণের গৃহভঙ্গাদির অনুষ্ঠান করিতে মনঃস্থ করিলেন। সুস্সল ও সিম্বপ্রমুখ ব্যক্তিগণ অসংখ্য সৈন্যের সহিত সমবেত হইয়া তিলক প্রভৃতিকে হুষ্কপুরে পরাজিত করিল। সুস্সলদেব সসৈন্যে উপস্থিত মল্লকোষ্ঠ ও জনক প্রভৃতি এবং বহু সেনা সমন্বিত অন্যান্য সামন্তের সহিত মিলিত হইয়া লহরমার্গে প্রবেশপূর্বক দুই-তিন দিনের মধ্যে কাশ্মীরমণ্ডল আক্রমণ করিলেন এবং বিপক্ষের অলক্ষিতে নগর সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল দীর্ঘশ্মশ্রুবেষ্টিত, ভ্রূকুটিযুক্ত, ক্রোধকম্পিত তারকাযুক্ত ; তিনি অশ্বারোহিপ্রমুখ বিদ্রোহী সৈন্যগণকে

তর্জন করিতে লাগিলেন এবং অপর ভগ্ন সৈন্যগণকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তীব্র আতপে তাঁহার দেহ শ্যামবর্ণ ধারণ করিল এবং তিনি ভীষণ যমের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন। তিনি পূর্ব উপকারী পুরবাসিগণের প্রতি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি খড়্গ উন্মুক্ত করিয়া অশ্বারোহী সৈন্যের মধ্যদেশে অশ্বারোহণ করিয়া শ্রীনগরে প্রবেশ করিলেন। সৈন্যগণের উদ্দাম সিংহনাদ ও ভেরীসমূহের ঝংকারে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইল। তিনি ছয়মাস বারদিন অনুপস্থিতির পরে ৪১৯৭ লৌকিক অব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় শ্রীনগরে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি প্রাসাদে প্রবেশ না করিয়া পলায়নকারী ভিক্ষাচরকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; এবং ক্ষিপ্তিকাতীরে তাঁহাকে লবণ্যগণের সহিত দেখিতে পাইলেন। শত্রুপক্ষ নদীতটে উপস্থিত হইলে ভিক্ষাচর পৃথ্বীহরের সহিত পলায়ন করিয়াছিলেন ; এবং পথিমধ্যে অন্য লবণ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ভিক্ষাচর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে সুসূসলদেব পৃথ্বীহরের জ্ঞাতি অস্ত্রাহত সিংহকে বন্দী করিয়া রাজধানী প্রবেশ করিলেন। ভিক্ষাচর পৃথ্বীহরাদির সহিত কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া সোমপালের রাজ্যস্থিত পুষ্পাণনাড় গ্রামে গমন করিলেন। ভিক্ষাচরের প্রস্থানের পর রাজা ডামরগণকে বশীভূত করিয়া বট্টের পুত্র মল্লকে থেরী ও হর্ষমিত্রকে কম্পনের অধিকার প্রদান করিলেন। তিনি পূর্বশত্রুগণের অপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে কোনও অনুগ্রহ করেন নাই। সুসূসলদেব বিদ্বেষবশতঃ ভিক্ষু সম্বন্ধীয় গন্ধ পর্যন্ত সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সিংহাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া ভৃত্যগণকে দান করিলেন। ডামরগণ অন্যায়োপার্জিত সম্পত্তি ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া এবং কুপিত নরপতি হইতে ভীত হইয়া বিপ্লবোদ্যম ত্যাগ করিল না। ভিক্ষাচর রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সুহৃদ্ সোমপালের রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন এবং দান ও মানাদি প্রয়োগদ্বারা পুনরায় শক্তিসম্পন্ন হইলেন। বিম্ব সাহায্যপ্রার্থী হইয়া বিস্ময়ের নিকটে গমন করিলে বিরোধিগণ যখন বিস্ময়কে বন্দী করিল তখন সে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেহত্যাগ করিল। ভিক্ষাচর বিম্বকে হারাইয়া দুর্নাম ভাজন হইয়াছিল এবং লজ্জাত্যাগ করিয়া বিম্বপত্নীকে উপপত্নীভাবে গ্রহণ করিল। পরাক্রমশালী পৃথ্বীহর স্বল্প সৈন্যের সহিত শূরপুর আক্রমণ করিয়া বট্টের পুত্রকে পরাজিত করিলে সে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। তাহার পলায়নের পর পৃথ্বীহর ভিক্ষাচরকে পুনরায় আনাইয়া ডামরগণকে নিজের অধীনে আনিবার অভিপ্রায়ে মড়বরাজ্যে প্রবেশ করিল। তথায় সেই দেশবাসী মঙ্খ ও জয্যপ্রমুখ ডামরগণকে বশীভূত করিয়া কম্পনপতিকে পরাজিত করিবার জন্য বিজয়ক্ষেত্রে গমন করিল। বিজয়ক্ষেত্র ও উহার নিকটবর্তী গ্রাম ও নগরবাসী ব্যক্তিগণ ভীত

হইয়া চক্রধর মন্দিরে প্রবেশ করিল। তাহারা স্ত্রীলোক, বালক, পশু ও ধনধান্যে এবং যোদ্ধাগণ অশ্ব ও অস্ত্রে এই স্থান পূর্ণ করিল। ভিক্ষাচরের অগণিত সৈন্য জনগণকে লুণ্ঠন করিতে অভিলাষী হইয়া তাহাদের অনুগমন করিয়া বেষ্টন করিল। দেবমন্দির দৃঢ় প্রাচীর ও দরজা দ্বারা সুরক্ষিত। শত্রুপক্ষ অঙ্গনমধ্যস্থ জনগণকে বধ অথবা বন্দী করিতে অসমর্থ হইল। জনকরাজ নামক পাপিষ্ঠ ডামর মন্দির মধ্যস্থ স্বীয় শত্রু কর্পূরকে দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া নির্বুদ্ধিতার সহিত মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করিল এবং নিষ্ঠুরভাবে অসংখ্য জীবের প্রাণসংহার করিল। চারিদিকে প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া প্রাণিগণের মধ্যে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। অশ্বসকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া জনগণকে নিহত করিল। আকাশমণ্ডল ধূমরাশিতে আচ্ছাদিত হইল। আকাশপথ পক্ষিকুলের শাবক শোকের ক্রন্দনে এবং পৃথিবীতল দহ্যমান মানবের বিলাপধ্বনিতে মুখরিত হইল। রোরুদ্যমানা রমণীগণ ভ্রাতা, ভর্তা, পিতা ও পুত্রদিগকে আলিঙ্গন করিয়া ভয়নিমীলিত লোচনে অনলে ভস্মীভূত হইল। যে সকল সাহসী ব্যক্তি ভিতর হইতে বাহির হইল, নিষ্ঠুর ডামরগণ তাহাদিগকে বধ করিল। ভিতরে সকলে মৃত্যু বরণ করিলে এবং বাহিরে ঘাতকগণ তৃপ্ত হইলে ক্ষণকালমধ্যে সেই স্থান নীরব হইল। এইরূপ ঘোর অগ্নিকাণ্ড চক্রধরে দুইবার ঘটিয়াছিল, প্রথমবার সুশ্রবার কোপে, দ্বিতীয়বার দস্যুগণের বিপ্লবে। প্রলয়কালের ন্যায় প্রাণিবর্গের এইরূপ বিনাশ ত্রিপুরদাহে অথবা খাণ্ডব দাহনে সংঘটিত হইয়াছিল। ভিক্ষু শ্রাবণমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে এই কুকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া সৌভাগ্য ও রাজলক্ষ্মী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তৎকালে গৃহস্থগণ সপরিবারে দগ্ধ হওয়ায় সহস্র সহস্র পুরের ও গ্রামের গৃহসকল শূন্য হইয়াছিল। মঙ্খ নামক ডামর কাপালিকের ন্যায় শব অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত অর্থে প্রীতিলাভ করিয়াছিল। অনন্তর ভিক্ষাচর বিজয়ক্ষেত্রে গমন করিয়া পাপিষ্ঠ নাগেশ্বরকে যাতনা দিয়া বধ করিলেন। পৃথ্বীহর বিজয়েশের অঙ্গনমধ্যে হর্ষমিত্রের গৃহিণীকে দেখিতে পাইল, হর্ষমিত্র পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। সুস্সল নৃপতি নিজেকে এইরূপ প্রজাসংহারক হত্যাকাণ্ডের কারণ বিবেচনা করিয়া নিজেকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। জনকরাজ অত্যধিক পাপহেতু নরকযন্ত্রণা ভোগের নিমিত্ত অবিলম্বে অবন্তিপুরে মৃত্যু বরণ করিল। অনন্তর নরপতি সিম্বকে কম্পনাধিপতি নিযুক্ত করিয়া ডামরবৃন্দকে বিজয়ক্ষেত্র এবং অন্যান্য স্থান হইতে বিতাড়িত করিলেন। পৃথ্বীহর মড়ঠরাজ্য ত্যাগ করিয়া শমালায় গমন করিল ; কিন্তু তথায় মল্লকোষ্ঠ কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কিছু মৃতদেহ বিতস্তায় নিক্ষিপ্ত হইল এবং

অবশিষ্ট বহুসংখ্যক শব চক্রধরের অঙ্গনে ভস্মীভূত হইল। অনন্তর মৃহ্লন ক্রমরাজ্যে কল্যাণবাড়াদিকে পরাজিত করিলে অনন্তনন্দন আনন্দ দ্বারাধিপ নিযুক্ত হইল। পরাক্রমশালী পৃথ্বীহর শূলে মৃতসিংহের দেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল; পথিমধ্যে ক্ষিপ্তিকাতটে জনকসিংহাদির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এই দেশে ভাদ্রমাসে নির্দিষ্ট একদিন আছে, সেদিন মৃতব্যক্তির অস্থি তীর্থে প্রেরিত হয়। সেই সময়ে চতুর্দিক স্ত্রীলোকের বিলাপধ্বনিতে মুখরিত হইয়া থাকে। পৃথ্বীহরের সহিত যুদ্ধে হত বীরগণের আত্মীয়া রমণীগণের রোদনশব্দ প্রতিদিন নগর মধ্যে শ্রুত হইত। অনন্তর রাজা আশ্বিনমাসে শমালা যাত্রা করিলেন, কিন্তু শত্রুগণ তাঁহাকে মনীমূষগ্রামে যুদ্ধে পরাজিত করিল। অনবরত যুদ্ধাভ্যাসবশতঃ ভিক্ষাচর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বীরগণের অগ্রণী হইয়া এইস্থানে সর্বপ্রথম বিক্রম প্রদর্শন করিলেন। সুস্‌সল নৃপতির সৈন্যমধ্যে তুক্ক প্রভৃতি মুখ্য ব্যক্তিগণ বৃষ্টিপাতে বিবশ হইয়া ভিক্ষাচর এবং পৃথ্বীহরাদির হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইল। বহুবর্ষব্যাপী এই যুদ্ধে ভিক্ষাচর ও পৃথ্বীহরের দুইটি অভিজ্ঞ ঘোটকী ছিল; একটির নাম কাদম্বরী ও অপরটির নাম পতাকা। প্রথমার বর্ণ পীত ও দ্বিতীয়ার বর্ণ পাণ্ডুর। এই যুদ্ধে অনেক অশ্ব বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ইহারা রক্ষা পাইয়াছিল এবং কখনও ক্লান্তিবোধ করে নাই। ভিক্ষাচর সকল সময়ে সাহস ও ধৈর্যপ্রদর্শনপূর্বক যুক্তিযুক্তবাক্যে স্বীয় অনুচরগণকে বলিতেন,—'আমি রাজ্যলাভের জন্য যত্ন করিতেছি না, আমি পূর্বপুরুষগণের গুরুতর কলঙ্ক ক্ষালন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছি।' ভিক্ষাচরের পৌরুষের উৎকর্ষে আশঙ্কিত হইয়া ডামরগণ তাঁহার প্রতিপক্ষের বিনাশ সাধন করিল না। রাজ্যলাভের পূর্বে নৃপবর্গের ব্যবহার পর্যালোচনা করিয়া রাজকুমারগণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া থাকেন। তিনি পিতা অথবা পিতামহের কার্যাবলী অবলোকন করেন নাই; সুতরাং তিনি প্রথমতঃ রাজ্যলাভ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লবণ্যগণের কুটিলতা অবগত হইয়াও তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, শত্রু নিহত হইলে তিনি রাজ্যলাভ করিবেন এই আশায় তিনি নিশ্চিন্তভাবে দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন। সুস্‌সলদেব ডামরদস্যুগণের এইভাব নিজের হিতকর মনে করিলেন এবং জয়েচ্ছু হইয়া নীতি ও বিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বপক্ষীয়গণের পূর্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া যুদ্ধে তাহাদের রক্ষাকার্যে যত্ন করিতেন না, তাহারাও তাঁহাকে বিশ্বাস করিত না; এই জন্য তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই। এইরূপে বিভিন্নমতাবলম্বী পক্ষ-প্রতিপক্ষের উপেক্ষায় নিখিল রাষ্ট্রের অবস্থা শোচনীয় হইল। একদা সুস্‌সলদেব অসময়ে হিমপাতহেতু বিবশ বিপক্ষসৈন্যকে পরাজিত করিলেন। ভিক্ষাচর ও পৃথ্বীহর পুনরায় পুষ্পাণনাড়ে প্রস্থান করিলেন।

অন্যান্য লাবণ্যগণ করপ্রদানপূর্বক বশ্যতা স্বীকার করিল। কম্পনপতি বীরবর সিম্ব ডামরগণকে পরাজিত করিয়া সমগ্র মড়বরাজ্য বিপ্লবশূন্য করিল। বিপক্ষদমন দ্বারা কিছু পরিমাণে শান্তিলাভ করিয়া ভূপতি স্বপক্ষীয়গণের পূর্বশক্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজা হত্যা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, এই সংবাদ উহ্লনের মুখে অবগত হইয়া মল্লকোষ্ঠ পলায়ন করিলে ভূপতি কুপিত হইয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন। অনন্তর তিনি অনন্তের পুত্র আনন্দকে বন্দী করিয়া সিন্ধুদেশীয় রাজবংশজ প্রজ্জিকে দ্বারাধিকারে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর তিনি বিজয়ক্ষেত্রে গমন করিয়া সিম্বের সহিত নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বিশ্বস্ত সিম্বকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। নৃপতি ক্রোধান্বিত হইয়া হতবুদ্ধি হইলেন এবং সিংহ ও থক্কনসিংহ নামক অনুজদ্বয়ের সহিত সিম্বকে শূলে চড়াইয়া হত্যা করিলেন। শ্রীবককে কম্পনাধিকারে ও জনকসিংহকে বন্দী করিয়া প্রজ্জির সহোদর সুজ্জিকে স্বাজস্থানে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর বৈদেশিকগণ তাঁহার বিশ্বাসভাজন ও অমাত্য হইয়াছিল এবং স্বাদেশিকগণের মধ্যে যাহারা তাঁহার সঙ্গে লোহর গমন করিয়াছিল, তাহারা মন্ত্রিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর সকলে আশঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার বিপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজধানীতে প্রতিশতে মাত্র একজন তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। বিপ্লবের উপশম হইলে তিনি পুনরায় এরূপ অনর্থ উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, তাহার সমাধান এবং শান্তি অসম্ভব হইয়াছিল। অনন্তর ৪১৯৭ লৌকিক অব্দের মাঘ মাসে ভিক্ষাচর, পৃথ্বীহর ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ মল্লকোষ্ঠ প্রভৃতি কর্তৃক আহুত হইয়া শূরপুরপথে পুনরায় সমাগত হইলেন। "এইস্থান বিতস্তাপরিখাবেষ্টিত বলিয়া রিপুর অগম্য" এইরূপ মনে করিয়া রাজা সুস্সল রাজধানী পরিত্যাগপূর্বক নবমঠে গমন করিলেন। ৪১৯৮ লৌকিক অব্দের চৈত্রমাসে ডামরগণ যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলে মল্লকোষ্ঠ প্রথমতঃ আক্রমণ করিল। সে নগরমধ্যে অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্তঃপুরিকাগণ ভীতিবিহ্বল হইয়া প্রাসাদ হইতে দেখিতে লাগিল। ভিক্ষাচর ক্ষিপ্তিকাতলে সৈন্য শিবির স্থাপন করিলেন। ডামরগণ জ্বালানি, কাঠের জন্য ভূপতির উদ্যান হইতে বৃক্ষরাজি কাটিতে লাগিল এবং অশ্বসমূহের জন্য অশ্বশালা হইতে তৃণরাশি গ্রহণ করিল। পৃথ্বীহর মড়বরাজ্যবাসী দস্যুগণকে সমবেত করিয়া বিজয়ক্ষেত্রে সৈন্যসন্নিবেশ করিতেছিল, এমন সময়ে ভূপতি প্রজ্জিপ্রমুখ ব্যক্তিগণকে মল্লকোষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং বৈশাখ মাসে সাহসের সহিত পৃথ্বীহরকে আক্রমণ করিলেন। এই আকস্মিক আক্রমণে তাহারা আহত ও ভীত হইল এবং সেতু

লঙ্ঘনপূর্বক কোনপ্রকারে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। প্রজ্জি মল্লকোষ্টের সহিত সংগ্রামে ব্যাপৃত হইলে পৃথ্বীহরের ছোটভাই মনুজেশ্বর সুজ্জিকে পরাজিত করিয়া শ্রীনগরে প্রবেশ করিল। সেতুচ্ছেদ নিবন্ধন বিতস্তার অপরপারে গমন করিতে অসমর্থ হইল এবং নিকটবর্তী তীরস্থিত গৃহাদি অগ্নিসাৎ করিয়া ক্ষিপ্তিকা অভিমুখে প্রস্থান করিল। লবণ্যগণ নগর অধিকার করিয়াছে মনে করিয়া সুস্সলদেব বিজয়ক্ষেত্র হইতে সৈন্য উঠাইয়া বিহ্বলচিত্তে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শত্রুভয়ে ভীত পলায়মান সৈন্যগণের পাদভরে গম্ভীরানদীর সেতু ভগ্ন হইল। বহুসংখ্যক সৈন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠীতে সলিলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। নৃপতি হাত তুলিয়া সৈনিকগণের গমন নিবারণ করিতেছিলেন, তাহারা ভীত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে পতিত হইলে তিনি নদীর মধ্যে পতিত হইলেন। সাঁতার-না-জানা সৈন্যগণ তাঁহাকে ধরিতে গেলে তিনি বারংবার জলমগ্ন হইলেন এবং সন্তরণকারিগণের অস্ত্রে ক্ষতদেহ হইয়া কোনরূপে নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি সামন্তসমন্বিত পরপারস্থিত সৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র সৈন্যের এক সহস্রাংশের সহিত যাত্রা করিলেন। সাহসিক নরপতি অত্যল্প অনুচরের সহিত নগরে প্রবেশ করিয়া মল্লকোষ্টাদির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বিজয়ের জননী সিল্লা পতিপরিত্যক্ত বাহিনী বিজয়েশ্বর হইতে দেবসরসে লইয়া গেল। পৃথ্বীহর তাহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল, ঠিক সেই স্থানের অধিকার প্রাপ্ত হইল এবং রাজসৈন্য চতুর্দিকে পলায়ন করিল। সমস্ত সৈন্য পলায়ন করিলে ব্যায়ামবিদ্যাবিৎ ব্রাহ্মণ কল্যাণরাজ সম্মুখসমরে নিধনপ্রাপ্ত হইল। পৃথ্বীহর অমাত্য, সামন্ত ও ডামরবহুল সুস্সল সৈন্য হইতে বহুসংখ্যক সৈনিককে বন্দী করিল। সে বিতস্তা পর্যন্ত পলায়িত যোদ্ধাগণের অনুসরণ করিল এবং ব্রাহ্মণ ওজানন্দাদিকে শূলে আরোপণ করিয়া বধ করিল। জনক ও শ্রীবকপ্রমুখ মন্ত্রিগণ এবং কতিপয় রাজপুত্র পর্বত লঙ্ঘনপূর্বক বিষলাটায় উপস্থিত হইয়া খশগণের আশ্রয় গ্রহণ করিল; পৃথ্বীহর এইরূপে জয়লাভ করিয়া ডামরবর্গকে সমবেত করিল এবং জয়েচ্ছু হইয়া ভিক্ষাচরের সহিত নগরের নিকটে উপস্থিত হইল। পুনর্বার নগর অবরুদ্ধ হইলে পূর্বের ন্যায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল, চতুর্দিকে অশ্ব ও মনুষ্য নিহত হইল। পৃথ্বীহর স্বয়ং মড়বরাজ্যের সৈন্যের নায়ক হইল এবং মনে করিল, এই পথে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ অনায়াসসাধ্য হইবে। সামন্তকুলোদ্ভূত কাশ্মীর দেশীয় বীরগণের সহিত মিলিত হইয়া ডামরগণ দুর্জয় হইয়াছিল। ভিক্ষাচরের পক্ষে কাকবংশীয় শোভকাদি এবং রত্নপ্রমুখ প্রসিদ্ধ সহস্র সহস্র কাশ্মীরিগণ যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। পৃথ্বীহর স্বীয় সৈন্যগণের তুমুল বাদ্যধ্বনি শুনিয়া কৌতূহলবশে সমস্ত বাদ্যভাণ্ড গণনা করিল। অসংখ্য তূর্যাদি ব্যতীত চণ্ডালগৃহীত বার শত দুন্দুভি বাদিত

হইতেছিল। ঐরূপ সৈন্য বিনাশ সত্ত্বেও সুস্‌সলদেব বিশ অথবা ত্রিশজন রাজ-পুত্র ও পরিমিত স্বদেশীয় অনুচরের সাহায্যে শত্রুগণকে বাধা প্রদান করিলেন। ইচ্ছটিবংশজাত উদয় ও ধন্যক নামক রাজন্যদ্বয়, চম্পাপতি উদয়, বল্লাপুরাধীশ ব্রহ্মজজ্জল, হরিহরবাসী মলূহন হংসগণের অগ্রণী ওজ, ক্ষত্রিকা-ভিজ্জিকা নিবাসী সব্যরাজ প্রভৃতি, ভাবুকবংশীয় বিড়ালপুত্র নীলাদি, রামপাল ও তাহার পুত্র যুবক সহজিক,- ইহারা এবং অন্যান্য কুলোৎপন্ন বীরগণ তুমুল সংগ্রামসুখের অভিলাষী হইয়া নগর অবরোধকারী শত্রুগণের গতিরোধ করিল। মহীপতির পুত্রতুল্য রিল্‌হ্লন এবং বিজয়প্রমুখ অশ্বারোহিগণ রণক্ষেত্রে সকলের অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। উদ্যমশীল নরপতি স্বয়ং বর্মস্থানীয় হইয়া নিজবাহুতুল্য রণকুশল সুজ্জি ও প্রজ্জিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি মণ্ডলের রাজস্ব তাহাদের সহিত সাধারণভাবে গ্রহণ করিতেন। এই উপায়ে তিনি সেই মহাবিপদেও সম্যক শাসনভার বহনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভাগিক, শরদ্‌ভাসী, মুমুর্নি, মুঙ্গট, কলশপ্রমুখ নৃপপক্ষীয় যোদ্ধৃগণ শত্রুদমনে নিপুণতা প্রদর্শন করিল। টক্কপতি লবরাজের পুত্র কমলিয় যুদ্ধে রাজার অগ্রে অবস্থান করিত। জয়শলী কমলিয়ের আক্রমণ অশ্বারোহিগণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইল। তাহার অনুজ সঙ্গিক ও ভ্রাতুষ্পুত্র পৃথ্বীপাল তাহার পার্শ্বরক্ষক হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি এইরূপ ভৃত্যরত্ন ও বহুমূল্য অশ্বসমূহের সাহায্যে জয়লাভ করিলেন। একদা ডামরগণ নির্দিষ্ট সংকেত অনুসারে যুগপৎ আক্রমণের অভিপ্রায়ে মহাসরিৎ উত্তরণপূর্বক নগরে উপস্থিত হইল। নৃপতি নগরের স্থানে স্থানে সৈন্যস্থাপন করিয়াছিলেন; তিনি পরিমিত অশ্বারোহিগণের সহিত শত্রুগণকে আক্রমণ করিলেন। ডামরসৈন্য নৃপতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিল। কাকবংশজ আনন্দ লোষ্টশাহি ও অনলপ্রমুখ বিখ্যাত ডামরগণ রাজসৈন্যকর্তৃক নিহত হইল। নৃপতির চণ্ডাল-তুল্য অনুচরবৃন্দ ভূপতিত বহুসংখ্যক ডামরকে আঘাত করিতে করিতে নিষ্ঠুর নরপতি সমীপে লইয়া গিয়া হত্যা করিল। ভিক্ষাচরপক্ষীয় অপর যোদ্ধাগণ ভীত হইয়া গোপ পর্বতে আরোহণ করিলে শত্রুসৈন্য তাহাদিগকে বেষ্টন করিল এবং তাহাদের মৃত্যু আসন্ন হইল। অভিমানী ভিক্ষু দুর্গম পথে অশ্বারোহী সৈন্য চালনা করিলেন। পৃথ্বীহর গ্রীবাদেশে শরাহত হইয়া অপর দুই-তিনজন বীর-পুরুষের সহিত অতিকষ্টে ভিক্ষাচরের পার্শ্বদেশে গমন করিতে লাগিল। অশ্বারোহী সৈন্যগণ শত্রুসৈন্য প্রতিহত করিয়া গোপগিরি পরিত্যাগপূর্বক অন্যপর্বতে আরোহণ করিল। রাজবাহিনীর বামদিকে মল্লকোষ্টের অশ্ব ও পদাতিক সংকুল কটক চতুর্দিকে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। নৃপসৈন্য শত্রুসমূহের অনুসরণে ব্যাপৃত

ছিল, সুস্‌সলদেব স্বীয় সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে সকলে মনে করিল, তিনি নিশ্চিত নিহত হইয়াছেন। তিনি এই আকস্মিক আক্রমণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইতেছিলেন, এমন সময়ে অনুজসহ প্রজ্জি রণাঙ্গনে সমাগত হইল।

আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে এই অপূর্ব মহান্ অশ্বারোহিসমবায় সংঘটিত হইয়াছিল। সুজ্জি ও প্রজ্জি মল্লকোষ্ঠকে পরাজিত করিল। এই সংগ্রাম-বহুলকালে এই দিবসের ন্যায় আর যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। লহরসৈন্যের বিলম্বে আগমনহেতু বিদ্রোহিগণ তাহাদের সহিত মিলিত হইতে পারে নাই। এই সঙ্কট দিনে ভূমিপতি ও ভিক্ষাচর পরস্পরের শক্তি পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। অনন্তর পৃথ্বীহর মড়বরাজ্যবাসিগণকে তথায় যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং ক্ষিপ্তিকাতীরে গমন করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। মহীপতি শত্রুদমনে অভিলাষী হইয়া দেশান্তর হইতে সমাগত যশোরাজকে মণ্ডলেশ পদ প্রদান করিলেন। যশোরাজকে রণস্থলে দেখিয়া লবণ্যগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। রাজা তাহাকে গৌরবসূচক কুঙ্কুম-লেপিত ছত্র ও অশ্বাদি প্রদান করিলেন এবং সকলে তাহাকে ভূপতির ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিল। নৃপতি গগ্‌গচন্দ্রের জীবিতপুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পঞ্চচন্দ্রকে মল্লকোষ্ঠের গতিরোধের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। বালক পঞ্চচন্দ্র মাতা ছুড্ডার তত্ত্বাবধানে ছিল, সে ক্রমশঃ পৈতৃক অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কিছু পরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। রাজা যশোরাজের সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল ডামরকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার পক্ষ অবলম্বন করিল এবং অন্যান্য সকলে পলায়ন করিল। অনন্তর পৃথ্বীহর ভিক্ষাচরের সহিত স্বীয় আবাসস্থলে প্রত্যাগমন করিল এবং ভূপতি মল্লকোষ্ঠের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অমরেশ্বরে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে মল্লকোষ্ঠ তস্করদ্বারা নিশাকালে সদাশিবের নিকটবর্তী শূন্য প্রাসাদে অগ্নি প্রদান করাইল। প্রজ্জি ও সুজ্জিপ্রমুখ বীরগণ বারংবার যুদ্ধার্থ সমাগত পৃথ্বীহরের সহিত ক্ষিপ্তিকাতটে পুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এই লবণ্য বারংবার নগরের গৃহসমূহে অগ্নি প্রদান করিয়া উত্তমবিতস্তাতীর আবাসশূন্য করিয়াছিল। নৃপতি নানাস্থানে প্রাণসংশয়কারী যুদ্ধ করিয়া বহু সৈন্যসহ লহর আক্রমণ করিলেন। সেতুশূন্য সিন্ধু পার হওয়ার সময়ে কন্দরাজাদি তাঁহার অনুচরবর্গ জলে ডুবিয়া মৃত্যুবরণ করিল। মল্লকোষ্ঠ রাজা কর্তৃক নিবারিত হইয়া দরদ্‌দেশে প্রস্থান করিল; এবং ছুড্ডা লহর মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিল। অনন্তর লবণ্য জয্যক, জনক ও শ্রীবক প্রভৃতিকে বিষলাটা হইতে নৃপতি সন্নিধানে আনয়ন করিল।

রাজা লহরের কার্যে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিয়া শরৎকালে যশোরাজের সঙ্গে শমালা গমন করিলেন। সজ্জের আত্মজ ডোম্ব পৃথ্বীহরের ভয়ে ভগ্ন সৈন্যগণকে মনীমুযে রক্ষা করিতে গিয়া সংগ্রামে নিহত হইল। নৃপতি সুবর্ণসানূরগ্রাম ও শূরপুর প্রভৃতি স্থানে বারংবার যুদ্ধ করিয়া পর্যায়ক্রমে জয় ও পরাজয় লাভ করিলেন। শ্রীবক পৃথ্বাহরাদি কর্তৃক শ্রীকল্যাণপুরে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে নাগবট্ট প্রভৃতি যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। গগ্‌গপত্নীর জীবন নাশের জন্য পৃথ্বীহর পৌষমাসে সুবর্ণসানূর হইতে দেবসরসবাঁসী টিক্ককে প্রেরণ করিল। সে নিজের এবং রাজকীয় সৈন্যের সাহায্যে শত্রুগণকে পরাজিত করিল। কিন্তু টিক্ক অকস্মাৎ তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিল। এই নিষ্ঠুর পাপিষ্ঠ দ্বিতীয়বার স্ত্রীহত্যা করিল। পশুতুল্য লহরবাসিগণ আক্রান্তা অবলা স্বামিনীকে পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিয়া পুনরায় অস্ত্রধারণ করিল। পূর্বে মড়বরাজ্যে কিছু পরিমাণে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তথায় পুনর্বার বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছে অবগত হইয়া রাজা বিজয়েশ্বরে গমন করিলেন। তিনি অশ্লীল ও পরুষ বাক্য দ্বারা যশোরাজের গৌরবের লাঘব করিলে সে তাঁহার প্রতি বিরাগযুক্ত হইল। এই দুর্জন বিশাল সৈন্যের সহিত অবন্তিপুর হইতে প্রস্থান করিয়া শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিল। যশোরাজ শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিলে মহীপতি বিহ্বল হইয়া বিজয়ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি মাঘমাসে পলায়ন করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। কাশ্মীরবাসী কোন লোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি প্রজ্জির ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিলেন। প্রজ্জি স্বীয় বিক্রম, বদান্যতা, নীতি ইত্যাদি গুণরাজিদ্বারা রুদ্রপালাদি পূর্ববর্তী রাজপুত্রগণের খ্যাতি ম্লান করিয়াছিল। বিমলকীর্তিযুক্ত প্রজ্জি কালমাহাত্ম্যে লুপ্তপ্রায় দুর্দশাগ্রস্ত শস্ত্র ও শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা এই দেশে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল। যশোরাজ ভিক্ষাচরের সহিত মন্ত্রণাকালে বলিল, ডামরগণ আপনার বিক্রমে শঙ্কিত হইয়া আপনাকে রাজ্য দান করিতে অভিলাষী নহে ; আমরা পুনর্বার বিপ্লব ঘটাইয়া রাজধানীস্থিত সৈন্যের সাহায্যে রাজ্য অধিকার করিব অথবা দেশান্তরে প্রস্থান করিব। এই সময়ে মল্লকোষ্ঠ ছুড্ডার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া দরদ্‌পুর হইতে আগমনপূর্বক স্বীয় বাসস্থানে প্রবেশ করিল। অনন্তর ৪১৯৯ লৌকিক অব্দ উপস্থিত হইল। এই বৎসর নিদারুণ সর্বজীবনাশক হইয়াছিল। বসন্তকালে ডামরবর্গ পূর্বের ন্যায় স্ব স্ব পথে আগমন করিয়া শ্রীনগরে নরপতিকে অবরুদ্ধ করিল। সুস্‌সলদেব পুনর্বার দিবানিশি অসংখ্য যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। ডামরগণ দাহ, লুণ্ঠন ও সংগ্রামে নৈপুণ্য প্রদর্শন

দ্বারা পূর্ববর্তী বিপ্লবসমূহকে অতিক্রম করিল। ভিক্ষাচর, যশোরাজ ও পৃথ্বীহর প্রভৃতি নগরে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইয়া বিশাল জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হইল। কতিপয় দিবস সংগ্রামে অতিবাহিত হইলে যশোরাজ বিপক্ষভ্রমে নিজ সৈন্য কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইল। যশোরাজ সুস্‌সলদেবের অশ্বারোহী কষ্যপুত্র বিজয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছিল ; তাহার উদ্দাম শূলধারী সৈন্যগণ প্রতারিত হইয়া শত্রুভ্রমে তাহাকে শূলাঘাতে বধ করিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যশোরাজ ভিক্ষাচরকে রাজ্যপ্রদান করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে, এই ভয়ে ডামরবর্গ তাহাকে বধ করিয়াছিল। সে যেমন দ্রোহাচরণদ্বারা বিশ্বস্ত স্বামীকে বঞ্চিত করিয়াছিল, সেইরূপ সে নিজে বিশ্বস্তভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। পৃথ্বীহর ডামরগণকে নানাস্থানে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং ক্ষিপ্তিকাতটে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। রাজধানীস্থিত ভিক্ষুপক্ষীয় যোদ্ধাগণ অসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিল। এই সময়ে প্রতিদিন অগ্নিকাণ্ড ও মহাবীরনিপাতাদি উপদ্রবে পরিস্থিতি নিতান্ত ভয়াবহ হইয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ডামরগণ কষ্টিল নামক স্থানে এক গৃহে অগ্নি প্রদান করিল। মুহূর্তমধ্যে এই অগ্নি অবাধে সমগ্র নগরে বিস্তার লাভ করিল। এই সময়ে দৃষ্টিগোচর হইল যে, মক্ষিকাস্বামীর মন্দির হইতে উত্থিত ধূম্ররাশি গজযূথের ন্যায় বৃহৎ সেতুর উপর পতিত হইতেছে। অনন্তর সহসা ইন্দ্রদেবীভবন বিহারে অগ্নি বিস্তার লাভ করিল, তৎক্ষণাৎ সমগ্র নগর অগ্নিশিখাময় দৃষ্ট হইল। ধূমের অন্ধকারে আচ্ছন্ন গৃহসমূহ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার আলোকে যেন চির অদর্শনের নিমিত্ত ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বিতস্তার দুইতীরে গৃহসকল প্রজ্বলিত হইতেছিল। মঠ, মন্দির, গৃহ ও অট্টালিকাবর্জিত নগর ক্ষণকাল মধ্যে দগ্ধ অরণ্যে পরিণত হইল। সমগ্র নগর মধ্যে কেবল একটি বৃহৎ বুদ্ধবিগ্রহ অবশিষ্ট রহিল। সৈন্যসকল দগ্ধগৃহ রক্ষা করিতে প্রস্থান করিলে ভূপতির সন্নিধানে মাত্র শতসংখ্যক যোদ্ধা অবস্থান করিতে লাগিল। নৃপতি সেতুভঙ্গ হেতু বিতস্তার অপর পারে যাইতে অসমর্থ হইলে শত্রুগণ এই ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া হত্যার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। নগরদাহ, স্বীয় দুর্দশা ও প্রজাবিনাশচিন্তা করিয়া বৈরাগ্য-গ্রস্ত নরপতি আসন্ন মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিলেন। নৃপতি প্রস্থানোদ্যত হইয়া কমলিয়ের সম্মুখীন হইলে সে অন্যের ইঙ্গিতে তাঁহাকে পলায়নপর বিবেচনা করিয়া বলিল, "হে দেব, আপনি কোথায় যান ?" নরপতি অশ্ব থামাইয়া তাহাকে বলিলেন, "তোমার অভিমানী পিতামহ রাজা ভিজ্জা হম্বীর সংগ্রামে স্বদেশের জন্য যাহা করিয়াছিলেন অদ্য আমি তাহা করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমি ও আমার

ভ্রাতা কি কার্য সাধন করিয়াছিলাম, তাহা হর্ষদেব পলায়নকালে অবলোকন করিয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া তিনি উর্ধ্বে বল্গা নিক্ষেপ করিলেন এবং করযুগল-দ্বারা অস্ত্র উত্তোলন করিলেন। নবরাজপুত্র কমলিয় বল্গা গ্রহণ দ্বারা রাজার অশ্বের গতিরোধ করিয়া বলিল, ভৃত্য বর্তমান থাকিতে ভূপতির অগ্রে গমন অনুচিত। এই সঙ্কট সময়ে পৃথ্বীপাল একাকী রাজার নিকটে আসিল। নরপতি তাহার বংশমর্যাদার প্রশংসা করিলেন এবং বিবেচনা করিলেন যে, সে সেবাদ্বারা প্রত্যুপকার করিতে উদ্যত হইয়া রাজলব্ধ অনুগ্রহের মূল্য প্রদান করিয়াছে। অতঃপর শত্রুগণ তিন ব্যূহে থাকিয়া বাণবর্ষণ করিতে থাকিলে রাজপক্ষীয় দুর্বার অশ্বারোহিগণ বামপার্শ্ব দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে রাজাও অশ্বচালনা করিলেন। সেই অবস্থায়ও অল্পসৈন্যযুক্ত নরপতি একাকী বহুসংখ্যক শত্রুকে বিতাড়িত করিলেন। শত্রুপক্ষীয়-অশ্বারোহিগণ স্বীয় ব্যূহদ্বারা রুদ্ধবেগ হইয়া অশ্বগণের গতিরোধকারী পদাতিক সৈন্যের উপর পতিত হইল এবং তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। তিনি রিপুকুলের বিনাশ সাধন করিয়া দিবাবসানে বাষ্পাকুলনেত্রে নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। নৃপতি অপরাজিত হইলেও রমণীয় নগরের বিনাশ হেতু শত্রুবিজয়ের আশা ও জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিলেন। অগ্নিতে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ভস্মীভূত হইলে সমগ্র রাজ্যে সহসা ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। দীর্ঘকালব্যাপী বিপ্লবে তাহাদের সঞ্চয় নিঃশেষিত হইয়াছিল, গৃহ দগ্ধ হইল ; বাহিরে ডামরগণ পথরোধ করিয়া বলপ্রকাশপূর্বক শস্যগ্রহণ করিতে লাগিল। নৃপতি বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে সামন্তগণ রাজভাণ্ডার হইতে অর্থ না পাইয়া এই দুর্ভিক্ষের সময়ে অচিরে বিনাশ-প্রাপ্ত হইল। বুভুক্ষু জনগণ অন্নাভিলাষী হইয়া পূর্বের অগ্নিকাণ্ডে রক্ষাপ্রাপ্ত গৃহসমূহে প্রতিদিন অগ্নি প্রদান করিতে লাগিল। ক্ষুধার্ত জনগণ অতিকষ্টে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদের শীর্ণ দীর্ঘ দেহ সূর্যকিরণে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া দগ্ধ স্থাণুর ন্যায় বোধ হইল। অতঃপর এক মিথ্যা কথা প্রচারিত হইল যে, পৃথ্বীহর এই সময়ের অবিশ্রান্ত যুদ্ধে কোন স্থানে বাণাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সে গুরুতর প্রহারে কাতর হইলে তাহার অনুচর তাহাকে গুপ্তভাবে রাখিয়াছিল ; রাজা তাহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং প্রবল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাদেবী মেঘমঞ্জরী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, ইনি রাজার প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন এবং ইঁহার সৌভাগ্য ভূপতির আশ্রয় হইয়াছিল। রাজা দেখিলেন সমস্ত লোক নিরানন্দ এবং জীবনযাত্রা বিষয়ে উদাসীন, তিনি তাঁহার জীবনে ও রাজ্যে কোন প্রয়োজন দেখিতে পাইলেন না। রাজ্ঞী স্বামীর বিপদের সংবাদে নিতান্ত কৃশ হইয়াছিলেন। তিনি ঔৎসুক্যের

সহিত কাশ্মীর অভিমুখে ফুল্লপুরের নিকটে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমতঃ রাজা তাঁহার দর্শনলাভের আশায় ছিলেন ; পরে এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া অত্যধিক দুঃখে বিহ্বল হইলেন। রাজ্ঞীর পরিজনবর্গের মধ্যে চারিজন প্রধানা দাসী তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। তেজনামক পাচক তাহার সম্মুখে দেবীর মৃত্যু সংঘটিত না হইলেও, পরদিন আসিয়া চিতার সমীপস্থিত শিলাখণ্ডে নিজ মস্তক ভগ্ন করিয়া নদীতে নিমগ্ন হইল। শত্রুগণ রাজাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া তাঁহার শোকবিস্মৃতির কারণ এবং কার্যবশে তাঁহার উপকারী হইল। অনন্তর তিনি বৈরাগ্যগ্রস্ত হইয়া রাজ্যভার অর্পণের নিমিত্ত কুমারকে লোহর পর্বত হইতে আনয়ন করিলেন। তিনি প্রজ্জির ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিককে লোহরে মণ্ডলেশ্বর নিযুক্ত করিয়া ধনভাণ্ডার ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। নৃপতি পূর্বেই বরাহমূলে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সমাগত প্রিয় পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ ও শোক প্রকাশ করিলেন। রাজকুমার তিন বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পিতার দুঃখ দর্শন করিয়া অন্তরে দুঃখিত হইলেন। রাজকুমার দুঃখে অবনত হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তাঁহার পিতা আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বাষ্পগদ্‌গদস্বরে সমস্ত রাজনীতি বর্ণনা করিলেন,—হে বীরবর, তোমার পিতা ও পিতৃব্য যে ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রান্ত হইয়াছেন, তোমার উপর সেই ভার অর্পিত হইল, তুমি তাহা বহন করিতে থাক। দৈব-মোহিত হইয়া রাজা কুমারকে রাজচিহ্ন মাত্র প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাকে অধিকার প্রদান করিলেন না। রাজপুত্র অভিষিক্ত হইবামাত্র নগরের অবরোধ, অনাবৃষ্টি, ব্যাধি ও চৌর্যাদি উপদ্রবের উপশম হইল। দেবী বসুন্ধরা শস্যসম্পন্না হইলেন এবং যথাসময়ে শ্রাবণমাসে দুর্ভিক্ষ অন্তর্হিত হইল। এই সময়ে জয়সিংহদেব শত্রু ধ্বংস করিতে লাগিলেন, খলব্যক্তিগণ পিতার সমীপে তাঁহাকে দ্রোহী বলিয়া সূচিত করিল। নৃপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বিচার না করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার নিমিত্ত কয্যপুত্র বিজয়কে প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু কুমার পূর্বেই ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। বিজয় কুমারের নিকটে উপস্থিত না হইয়া রাজার আদেশ প্রতিপালন করিল। কুমার মনস্তাপহেতু ভোজন না করিয়া পরদিন পিতার বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত তাহার সহিত পিতার নিকটে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। সাবধানী কুমারকে দোষী সপ্রমাণ করা অসম্ভব হইবে মনে করিয়া রাজা অমাত্যদ্বারা তাঁহাকে মিথ্যা বাক্যে প্রসন্ন করিয়া পথ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। কিন্তু তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন, অতর্কিত

ভাবে প্রবেশপূর্বক কুমারকে বন্দী করিয়া কারাগারে স্থাপন করিব। স্থানক নামক এক খলপাল সাহু নামক গ্রামের শেষসীমায় বাস করিত। উৎপল নামে তাহার এক পুত্র ছিল। উৎপল শৈশবে পশুপালন করিত, বয়স হইলে ডামরবালকগণের সহিত অস্ত্রগ্রহণ করিল ও ক্রমশঃ টিক্কের আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। সে প্রথম বৎসর হইতে টিক্কের দৌত্যকার্য গ্রহণ করিয়া শত্রু-বিচ্ছেদ অভিলাষী রাজার বিশ্বাস-ভাজন হইয়াছিল। ভূপতি উৎপলকে ঐশ্বর্য ও উচ্চপদ দান অঙ্গীকার করিয়া টিক্কের আবাসে প্রথমতঃ ভিক্ষাচর ও পরে টিক্ককে হত্যা করিতে তাহাকে বলিলেন। সে এই কার্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলে নৃপতি বহুমূল্য দ্রব্য দান করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিলেন এবং গঞ্জপতির পদে নিযুক্ত করিলেন। উৎপল ভোগলালসা ও প্রভুদ্রোহের চিন্তায় দোলায়মান চিত্ত—'এই কার্য করা উচিত কি অনুচিত' স্থির করিতে সমর্থ হইল না। এই সময়ে উৎপলপত্নী এক সন্তান প্রসব করিল। ভূপতি স্বীয় কার্য সিদ্ধির জন্য পিতার ন্যায় তৎকালোচিত দ্রব্যাদি প্রেরণ করিলেন। উৎপলপত্নী এইরূপ অত্যধিক আদরে সন্দিগ্ধা হইয়া স্বামীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উৎপল তাহাকে সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিল। 'প্রভুর দ্রোহ আচরণ করিও না, কারণ তাহা হইলে সুস্‌সলদেব তোমাকে দ্রোহী বিবেচনা করিয়া হত্যা করিবে। বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া রাজাকে বধ কর, ইহা শ্রেয়স্কর হইবে ; কারণ ইহাতে তোমার স্বামী তাঁহার পুত্র ও কুটুম্ব প্রভৃত ধন প্রাপ্ত হইবে।' পত্নীর পরামর্শ অনুসারে উৎপল পূর্বসংকল্প পরিবর্তনপূর্বক টিক্ককে এই বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া কার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল। দ্রোহাভিলাষী উৎপল যাতায়াত করিতে লাগিলে রাজা দৈবমোহিত হইয়া তাহাকে পুত্রের ন্যায় বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। রাজা ও প্রজ্জি টিক্ককে উৎপীড়িত করিলে, উৎপল তাহাকে বশ্যতা স্বীকার করাইল। অনন্তর নৃপতি কার্তিকমাসে বিজিত দেবসরস ত্যাগ করিয়া খেরীদেশস্থিত বাষ্ট্রক গ্রামে গমন করিলেন। তিনি কল্যাণপুরের নিকটবর্তী স্থানে ভিক্ষাচর ও কোষ্ঠেশ্বরপ্রমুখ মহাবীরগণকে যুদ্ধে লজ্জা প্রদান করিলেন। সুজ্জি কাকবংশজ শূরচর শোভককে ভিক্ষাচরাদির মধ্যস্থল হইতে জীবিতাবস্থায় গ্রহণ করিয়া বন্দী করিল। ভূপতি ভবকপুত্র বিজয়কে পরাজিত করিয়া তাহার কল্যাণপুরস্থিত গৃহ দগ্ধ করিলেন। বড়োসক ভস্মীভূত হইলে ভিক্ষাচর আশ্রয়হীন হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং শমালার অন্তর্গত কাকরুহ গ্রামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভবকের পুত্র বিজয়ের কনিষ্ঠভ্রাতা ভয়ে ভূপতির আশ্রয়গ্রহণ করিলে রাজা কুপিত হইয়া তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা বহু-সৈন্যসমন্বিত রিল্হনকে শূরপুরে স্থাপন করিয়া রাজপুরীর আক্রমণভীতি উৎপাদন

করিয়াছিলেন। মহীপতি এইরূপ প্রচণ্ড ব্যবহারদ্বারা ভয়ংকর ডামরগণের বিনাশ-সাধন করিলে শত্রুজয় বিষয়ে তাঁহার কর্তব্য অল্প অবশিষ্ট ছিল। ভিক্ষাচর ও লবণ্যগণ শক্তিক্ষয়হেতু বলবান বিপক্ষের ভয়ে বিদেশ গমনে অভিলাষী হইল। নৃপতি সোমপালের কুটিলতা স্মরণ করিয়া এবং 'শীতের অবসানে রাজপুরীকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করিব' স্থির করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। স্বদেশে বিপ্লব প্রায় শান্ত হইয়া আসিলে মহীপতির মনে হইল যে, তিনি সমুদ্র পর্যন্ত পরাজিত করিলেন। বিপ্লব-বিনাশিত জনগণের মধ্যে প্রতিশতকে এক একজন অবশিষ্ট ছিল, তাহারা তাঁহার রাজত্বকালের এক এক বৎসরকে এক একটি দীর্ঘযুগ মনে করিল। তাঁহার রাজত্বকাল অসুখ, ত্রাস, দারিদ্র্য ও প্রিয়জনের বিনাশ প্রভৃতি বিপদে পরিতাপ-গ্রস্ত হইয়াছিল। টিক্কাদি উৎপলকে বলিল যে, রাজা ও সুজ্জি উভয়ের মধ্যে একজনকে হত্যা করিলে তুমি তুল্যরূপ ফল লাভ করিবে। সুজ্জি তাহাকে বিশ্বাস করিত না, সে ভূপতিকে হত্যা করিতে অভিলাষী হইয়া নানাস্থানে সজ্জিত হইয়াছিল, কিন্তু সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। অঙ্গীকার পালনে বিলম্ব হইলে ভূপতি কুপিত হইলেন, তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত উৎপল দেবসরস হইতে স্বীয় পুত্রকে আনয়ন করিল এবং প্রশস্ত রাজাদিকে আনাইয়া রাজাকে বলিল, "ইহাদের দ্বারা আমার কার্য সাধিত হইবে।" একদা উৎপল তাহার সৈন্য হইতে তিন চারিশত সাহসী কার্যক্ষম পদাতিক নির্বাচিত করিয়া তাহাদের সঙ্গে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। ঘাতক উৎপল সর্বদা নৃপতির সন্নিধানে অবস্থান করিয়া সময়ের অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু হায়, ভূপতি প্রিয় খাদ্যাদি দান করিয়া তাহাকে প্রীত করিতেছিলেন। মুন্দুরাবক্রবর্তী নামে অশ্ব অসুস্থ হইলে নরপতি ইহার আরোগ্যের নিমিত্ত প্রতীহার লক্ষক ও কয্যপুত্র বিজয় প্রভৃতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণকে স্বীয় পার্শ্ব হইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে তাঁহার নিকটে অল্পসংখ্যক অনুচর বিদ্যমান ছিল। লক্ষকের পুত্র শৃঙ্গার বিশ্বস্তব্যক্তি বলিয়া কথিত উৎপলের অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া ইহা রাজাকে জানাইল। রাজা অবজ্ঞার সহিত বলিলেন "ইহা মিথ্যা" এবং তাহাকে অঙ্গুলিদ্বারা নির্দেশ করিয়া সম্মুখস্থিত উৎপল প্রভৃতিকে এইরূপ বলিলেন,—হে উৎপল, এই দ্রোহিপুত্রের ইচ্ছা নয় যে, তোমার সম্পর্কে আমার মঙ্গল হয়; সে অন্যের প্রেরণায় অথবা স্বয়ং তোমাকে দোষী বলিতেছে।" তাহারা ধৃষ্টতার দ্বারা ভয় ও বিকার গোপন করিয়া হাসিমুখে বলিল, "আমাদের বক্তব্য মহারাজ বলিতেছেন।" তাহারা চলিয়া গেলে তিনি ভীত হইয়া দৌবারিকদ্বারা দুই-তিন জন স্থির মুখ্য যোদ্ধাকে নিজ সন্নিধানে আহ্বান করিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করিলেন এবং চিন্তাকুল হইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন, তিনি নৃত্য-গীতাদি দর্শনে সুখলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি স্বজনগণকেও বৈদেশিক মনে করিতে লাগিলেন। ভীত উৎপলাদি সকল সময়ে সতর্ক হইয়া কোনরূপে দুই দিন অতিবাহিত করিল। অনন্তর তৃতীয় দিনে ভূপতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া প্রার্থিগণকে বলিলেন, "আপনারা আহার করিতে গৃহে গমন করুন।" অনন্তর দেবার্চনা পর্যন্ত দৈনিক কর্ম সমাপ্ত করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে দূতদ্বারা উৎপলকে নির্জনে আহ্বান করিলেন। প্রাসাদ জনহীন বলিয়া কার্যসিদ্ধি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া উৎপল ভীতমনে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার অনুচরগণ দৌবারিক কর্তৃক দ্বারদেশে নিরুদ্ধ হইল। নৃপতি উৎপলের ভ্রাতা ব্যাঘ্রের প্রবেশ ও অপর সকলের বাহিরে অবস্থান আদেশ করিলেন। কোন কোন বিশ্বস্ত ভৃত্য বিলম্ব করিলে তিনি কুপিত হইয়া এই সত্য বাক্য বলিলেন, "যে দ্রোহী সে এই স্থানে থাকুক"। তিনি তাম্বূলবাহী বিদ্বান প্রৌঢ় রাহিলকে তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতে বলিলেন। অঘদেব ও তিষ্টবৈশ্য নামক টক্কের দূতদ্বয় ঘটনাক্রমে তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারা উৎপলের চক্রান্তের কথা জানিত না। এই সময়ে উৎপল আত্মরক্ষার্থে বাড়োৎবাসী সুখরাজ নামক ভিক্ষাচরের অনুচরকে সসৈন্যে নিকটে স্থাপন করিয়া রাজাকে বলিল, "এই ব্যক্তি প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া সেই কার্য সাধনের জন্য গমন করিবে।" নৃপতি এইভাবে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে উৎপল প্রশস্তরাজের প্রয়োজন আছে, এই কথা নৃপতিকে বলিয়া তাহাকে পার্শ্বদেশে প্রবেশ করাইল। সে প্রবেশ করিয়া বাহিরের ঘর নির্জন দেখিল এবং অলক্ষিতে দ্বার বন্ধ করিল। নরপতি শীতহেতু সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া ও ক্ষুদ্র অসি স্থাপন করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিয়া ব্যাঘ্র উৎপলকে বলিল, এইরূপ সময় আর উপস্থিত হইবে না ; আপনার অভিলাষ নৃপতিকে বলুন। উৎপল এই সংকেতে ব্যগ্র হইয়া ভূপতির চরণে প্রণামচ্ছলে তাঁহার সম্মুখে আসিল এবং আসন হইতে অসি গ্রহণ করিল। উৎপল সেই অস্ত্রদ্বারা ভূপতির বামপার্শ্বে প্রথমতঃ প্রহার করিল, অনন্তর প্রশস্তরাজ মস্তকে আঘাত করিল। তৎপর ব্যাঘ্র তাঁহার বক্ষোদেশে প্রহার করিল ; এবং ইহারা দুইজনে বারংবার আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু উৎপল দ্বিতীয়বার আঘাত করিল না। রাহিল চীৎকার করিতে ইচ্ছা করিয়া জানালার নিকটে অগ্রসর হইলে ব্যাঘ্র তাহাকে পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিল। রাহিল দুই তিন দণ্ড জীবিত ছিল। "রাজা উৎপলকে হত্যা করিয়াছেন" এই সংবাদে রাজসৈন্য উৎপলের বহিঃস্থিত জনগণকে হত্যা করিতে লাগিল। উৎপল তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য রক্তমাখা স্বীয়

শস্ত্র ও শরীর জানালা হইতে দেখাইয়া বলিল, "আমি রাজাকে হত্যা করিয়াছি, তাঁহার সৈন্যগণকে ছাড়িয়া দিব না।" রাজভৃত্যগণ এই দুঃসংবাদ শুনিয়া ভয়ে কোথায় পলায়ন করিল; বিদ্রোহিগণ উল্লাসে অঙ্গনমধ্যে প্রবেশ করিল। নৃপতির বহু অনুচর টিক্কাদি কর্তৃক নিহত হইল। ভাবুকবংশজ সহজপাল ঘাতকগণ কর্তৃক নিহত হইল। ঘাতকগণকে অক্ষতদেহে গ্রামান্তরে গমনোন্মুখ দেখিয়াও রাজসৈন্যগণ কিছুই করিতে সাহস করিল না। নৃপতি অন্তিম সময়ে রক্তপাতে কম্পিত হইয়া অধর দন্তদ্বারা দংশন করিয়া যেন মানসিক অনুতাপ প্রকাশ করিতেছিলেন। "আমি কিরূপ প্রতারিত হইয়াছি" এই চিন্তায় তাঁহার চক্ষুদ্বয় নিশ্চল হইয়াছিল, জীবনের অবসানেও উহা সেইরূপ অবস্থায় ছিল। তিনি নগ্নাবস্থায় ভূতলে পতিত ছিলেন। রাজার প্রিয়পাত্র রাজবংশীয় স্থূলকায় ব্যক্তিগণ নৃপতিকে এই অবস্থায় দেখিয়াও কোন উচিত কর্ম করিল না, বরং তাহারা মৃত রাজাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "নির্জনতার ফল ভোগ কর"। তাহারা তাঁহাকে অগ্নি সংকার করিতে লইয়া যায় নাই, তাহারা স্ব স্ব প্রাণরক্ষার্থ অশ্বে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিল এবং রাজ-সৈন্য গ্রামে গ্রামে গমন করিলে ডামরগণ তাহাদিগকে লুণ্ঠন করিল। যুদ্ধবিৎ ব্রাহ্মণ লবরাজ ও যশোরাজ এবং রাজা কান্দ, এই তিনজন বীরোচিত ব্যবহার করিয়া নিহত হইল। উৎপল প্রভৃতির নিকট হইতে রাজসৈন্য পলায়িত দেখিয়া প্রবেশপূর্বক ভূপতির মস্তক ছেদন করিয়া লইয়া গেল। তিনি চারি হাজার দুইশত তিন লৌকিক অব্দের ফাল্গুন মাসে অমাবস্যা তিথিতে নিহত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি পঞ্চান্ন বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন।

জয়সিংহদেব

কুমার জয়সিংহ যখন বিলাস শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন তাঁহার ধাত্রীর পুত্র প্রেম এই দুঃসংবাদ তাঁহাকে জানাইল। প্রথমতঃ শোকবশতঃ তাঁহার স্মৃতি লুপ্ত হইল; অনন্তর বিলম্বে চেতনা লাভ করিয়া তিনি সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিতে লাগিলেন, এবং দুঃখাবেগে ধৈর্যচ্যুত হইয়া কখনও উচ্চৈঃস্বরে এবং কখনও বা অস্ফুটবাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন।— "হে মহারাজ, আপনি আমার নিমিত্ত রাজ্য কণ্টকশূন্য করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু কেন আপনি অধমজনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন? হে তাত, মৃত্যুকালে শস্ত্রহীন অবস্থায় আপনি বৈরনির্যাতনের জন্য শত্রুকুলের প্রতি যে দৃষ্টি করিয়া-ছিলো, তাহারা তাহাতেই সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনার বৈরনির্যাতনদ্বারা আপনার স্বর্গীয় পিতা ও ভ্রাতার ক্রোধ শান্তিলাভ করিয়াছে; সম্প্রতি আপনি

কোপে কষ্ট পাইতেছেন। হে নৃপ, আপনার ক্রোধ শোকের বিষয়; আমি প্রতিশোধ লইব, যদি সেইজন্য ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিতে হয়, তাহাতেও আমি দুঃখ প্রকাশ করিব না। বাৎসল্যে পুলকিত ও হাস্যযুক্ত এবং স্নিগ্ধবাক্য-মধুর আপনার যে মুখ পূর্বে দর্শন করিয়াছিলাম, এখন তাহা যেন আমার সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হইতেছে।" তিনি এইরূপে বিলাপ করিতেছিলেন, কিন্তু গাম্ভীর্যহেতু তাঁহার বিকার লক্ষিত হয় নাই, এমন সময়ে তিনি লজ্জা, শোক ও ভয়ে নির্বাক পিতৃমন্ত্রিবর্গকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। তিনি ক্রোধবশে যাহা বলিতে ইচ্ছা করিলেন, দাক্ষিণ্যবশবর্তী হইয়া তাহা বলিলেন না; তথাপি তিনি অপমানসূচক কর্কশ বাক্যে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পিতৃদেব সদ্‌বংশ দেখিয়া আপনাদের সৎকার করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনারা উহার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমার পিতৃব্য নিহত হইলে উচ্ছিষ্টভোজিগণ যাহা করিয়াছিল, হা ধিক্, আপনারা মানী হইয়াও তাহা সম্পাদন করেন নাই।" তিনি এইরূপে তাহাদিগকে তিরস্কার করিলে দুই-তিনজন অমাত্য তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিল। রাত্রির অবসানে ভিক্ষাচর হইতে ভয়ের কথা উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলিল যে, কাশ্মীর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সত্বর লোহরে প্রস্থান কর্তব্য। অন্যান্য ধীর ব্যক্তিগণ লোহরস্থিত গগ্‌গপুত্র পঞ্চচন্দ্রের সাহায্যে রাজ্য উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিতে উপদেশ প্রদান করিল। সুস্‌সলদেবের অবিদ্যমানে ভিক্ষাচরের স্বগৃহে গমনের ন্যায় নগরমধ্যে প্রবেশ বিষয়ে কেহ বিরুদ্ধাচরণ করিবে বলিয়া কাহারও বিশ্বাস ছিল না। তাদৃশ মন্ত্রিগণের তাঁহার উপর নির্ভরতা নাই, দেখিয়া তিনি অন্তরে ব্যথিত হইলেন এবং বলিলেন, "যাহা বিধের তাহা কল্য দেখিতে পাইবেন।" তিনি কোষাগার প্রভৃতি স্থানের রক্ষাকার্যের জন্য রক্ষিবর্গ স্থাপন করিলেন। নরপতি মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি জীবিত থাকিতে পিতৃদেব দ্বারহীন, অন্ধকারময় গৃহমধ্যে অনাথের ন্যায় মৃত অবস্থায় বর্তমান আছেন। এই অসহ্য দুঃখ দূরীভূত না করিয়া আমি কিরূপে গোষ্ঠীমধ্যে মানধন্য পুরুষগণের মুখ দেখিতে সমর্থ হইব? শত্রুকবলিত প্রদেশ হইতে সেনানায়কগণ তুষারাবৃত দুর্গমপথে কিরূপে আগমন করিবে? তিনি তীব্র দুঃখে বিহ্বল ও ভীতিগ্রস্ত হইয়া নানা বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে সেই ভয়ংকর রাত্রি কোনরূপে অতিক্রম করিলেন। তিনি পৌরগণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য প্রাতঃকালে পলায়িত সৈন্যের অন্বেষণে অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অনন্তর তুষারবর্ষণদ্বারা পথসকল পরিপূর্ণ হইল। প্রেরিত অশ্বারোহী সৈন্যগণ

রাজসৈন্যের সন্ধান না পাইয়া বৃথা পরিশ্রান্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে ভূপতি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া এই আদেশ প্রচার করিলেন—"যে যাহা হরণ করিয়াছে তাহা আমি অধুনা পরিত্যাগ করিলাম এবং শত্রুপক্ষাশ্রয়ী অপরাধিগণকে অভয়দান করিলাম।" ইহাতে পুরবাসিগণ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল এবং তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিল। তিনি পূর্ববর্তী ভূপতিগণের ব্যবহারের বিপরীত আচরণ করিলেন এবং এই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা দ্বারা সদ্যঃ সুফল প্রাপ্ত হইলেন। লক্ষক জনগণকে প্রিয়বাক্যে সম্বোধন করিতে জানিত এবং প্রীতি-উপহার প্রদানের রীতি অবগত ছিল, সে প্রভুর নিকটে মুখ্যমন্ত্রীর পদবী প্রাপ্ত হইল। প্রাজ্ঞ রাজা এইরূপে নীতি অনুসারে রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপন করিতেছিলেন; মধ্যাহ্ন সময়ে ভিক্ষাচর নগরে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইয়া সমাগত হইল। এই সময়ে তাঁহার পৌর, ডামর, অশ্বারোহী ও লুণ্ঠনকারী-পরিপূর্ণ অদৃষ্টপূর্ব সৈন্য-সম্মিলন দৃষ্টিগোচর হইল। শত্রুর নিধনবার্তা শ্রবণে ভিক্ষাচর রাজ্যলাভের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া গমন করিলে কাকপুত্র তিলক তাঁহাকে এইরূপ বলিল, "হে রাজন্, সকলের বিদ্বেষভাজন সুস্সলদেব দৈববশে নিহত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গুণবান পুত্রকে প্রজাবর্গ কেন পরিত্যাগ করিবে? পুর-প্রবেশের নিমিত্ত একদিনের জন্য কেন আপনি অতীব আগ্রহী হইয়াছেন? আসুন আমরা বিরোধিগণের পথরোধ করিতে পদ্মপুর গমন করি। নষ্টসৈন্য সুজ্জিপ্রমুখ প্রধান যোদ্ধাগণ যদি সমাগত হয় তাহারা নিহত হইবে অথবা অস্ত্র ও অশ্বের সহিত রুদ্ধগতি হইবে। অনন্তর দুই-তিন দিনের পর স্বয়ং নাগরিকগণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া আপনি শস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক নিশ্চিত নগরে প্রবেশ লাভ করিবেন।" ভিক্ষাচর ও কোষ্ঠেশ্বরাদি তাহার বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হাস্যমুখে বলিল, 'বৃদ্ধজনের মন্ত্রণায়' প্রয়োজন নাই। ভিক্ষাচরের নিজ জনগণ রাজ্য হস্তগত বিবেচনা করিয়া এবং নানাবিধ শাসনপত্র প্রার্থনা করিয়া তাঁহার গমনে বিলম্ব উৎপাদন করিল। এইজন্য, অত্যধিক হিমপাতে তাঁহার সমস্ত সৈন্য কাতর হইল এবং তিনি সেই সময়ে নগরের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন। এই অবসর লাভ করিয়া গগ্‌গপুত্র পঞ্চচন্দ্র সসৈন্যে সৈন্যহীন জয়সিংহ নরপতির সন্নিধানে সমাগত হইল। অনন্তর বীরবর পঞ্চচন্দ্র রাজপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইল। ইহারা নিহত-প্রভু-পরিত্যাগের কলঙ্ক মোচন করিতে অভিলাষী হইয়াছিল। ভিক্ষাচরের সৈনিকগণ এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণ প্রত্যক্ষ করিয়া যেমন যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তেমনি তাহারা নিজ যোদ্ধাগণকে নিহত হইতে দেখিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে চারিদিকে পলায়ন করিল। ভিক্ষাচর ও পৃথ্বীহরাদি প্রধান সেনানায়কগণ

পলায়মান নিজ সৈন্যসমূহকে স্থির রাখিতে পারিলেন না এবং তাঁহারা ভীতিগ্রস্ত হইলেন। নৃপতির অনুচরবর্গ যদি পলায়মান বিপক্ষ সৈন্যকে দূর পর্যন্ত অনুসরণ করিত, তাহা হইলে তাহাদের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিত না। অবশেষে তাহারা পলায়ন করিলে বিধাতা নূতন ভূপতির প্রভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত নগরের প্রতি অনুকূল হইলেন। লোকে একরূপ চিন্তা করিল, দৈববশে অন্যরূপ সংঘটিত হইল। সুজ্জি সঙ্কটপূর্ণ নানাস্থান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া দিবাশেষে সমাগত হইল। সে মেধাচক্রপুরে নৃপতির হত্যাসংবাদ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রণা করিল, এবং রাত্রিকালে যাত্রা না করিয়া তথায় অবস্থান করিল। সুজ্জি শূরপুরাদি স্থানস্থিত রিহ্লনপ্রমুখ সৈন্যনায়কগণের সহিত অবাধে নগরে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইয়া তাহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সুজ্জি প্রত্যূষে প্রস্থান করিলে অনুসরণকারী ডামরগণ তাহাকে চতুর্দিকে আক্রমণ করিতে লাগিল এবং সে মুহূর্তমাত্র বিশ্রাম করিতে পারিল না। সে বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীলোক প্রভৃতি সহযাত্রিগণকে সম্মুখে রাখিয়া গমন করিতে লাগিল। সে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে কিছুক্ষণের জন্য তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। খড়ূবীদেশবাসী ভীষণ ডামরগণ আগমনকারী সুজ্জিকে অবরুদ্ধ করিয়া নিহত করিবার নিমিত্ত পদ্মপুরের নিকট অবস্থান করিতে লাগিল। এই সময়ে শ্রীবক বহুসৈন্যসহ "খেরীতলালশ" গ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া এই পথে তথায় উপস্থিত হইল। ডামরগণ তাহাকে সুজ্জি মনে করিয়া তাহার সৈন্যগণকে বধ ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে মেরু ও সজ্জন নামক অশ্বারোহী যোদ্ধাদ্বয় মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং বট্টপুত্র মল্ল আহত হইয়া কয়েকদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। এই সময়ে উদীপপুরবাল নামক স্থান বন্যায় দুর্গম হইয়াছিল। শ্রীবক অবরুদ্ধ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে পদ্মপুরের বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত হইলে একটি বাণ তাহার গলদেশে বিদ্ধ হইল। তাহাতে তাহাকে বিবশ দেখিয়া সে যে সুজ্জি নয় কিন্তু শ্রীবক, ইহা জানিতে পারিয়া ডামরগণ লুণ্ঠন করিয়া পূর্ব বন্ধুত্বের অনুরোধে শ্রীবককে পরিত্যাগ করিল। তাহারা শ্রীবকের সৈন্যদের লুণ্ঠিত দ্রব্যসংগ্রহে তৎপর হইলে ও কেহ কেহ প্রস্থান করিলে সুজ্জির গন্তব্যপথ নিরুপদ্রব হইল। সুজ্জি সৈনিকগণের সহিত নিঃশব্দে পদ্মপুর অতিক্রম করিয়া "উদীপশ্বভ্র" সমীপে উপস্থিত হইলে ডামরগণ তাহাকে জানিতে পারিল, সুজ্জি পদাতিকগণের অস্ত্রশস্ত্রাদি অপহরণের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া জলময়ভূমি উত্তীর্ণ হইয়া অশ্ব সঞ্চরণযোগ্য স্থানে উপস্থিত হইল। অনন্তর শত্রুভয় দূরীভূত হইলে

সুজ্জি ভ্রূভঙ্গ, তর্জনীচালন ও রুক্ষবাক্যে বিরোধিগণকে দূর হইতে ভয় দেখাইতে লাগিল। তাহারা ভীত হইয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে সুজ্জি দ্রুতপদে নগরে প্রবেশপূর্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে নৃপতির সন্নিধানে উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠভ্রাতৃতুল্য সুজ্জি সমাগত হইলে নৃপতি দুঃখতপ্ত বাষ্পবারির সহিত শত্রু-আক্রমণ-ভয় ত্যাগ করিলেন। অনন্তপুত্র মহত্তম আনন্দ সেইদিন পথিমধ্যে লোচনোড্ডারক গ্রামে ডামরগণ কর্তৃক নিহত হইল। সুজ্জির ভাস নামক ভৃত্য লোকপুণ্য হইতে পলায়ন করিল এবং শ্রান্ত হইয়া অবন্তিপুরে অবন্তি-স্বামীর অঙ্গনে প্রবেশ করিল। হোলড়াবাসী ডামরগণ কুপিত হইয়া তাহাকে ও ক্ষেমানন্দকে এই স্থানে অবরুদ্ধ করিল। কুলরাজবংশজ সেনানী ইন্দুরাজ ধ্যানোড্ডারে টিক্ক কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া কপটতাপূর্বক তাহার সহিত মিলিত হইল। পিঙ্গদেব প্রভৃতি অপর সেনানায়কগণ ডামরগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রমরাজ্য পরিত্যাগ করিল। বস্ত্র ও পাদুকাহীন বহু সৈন্য ক্ষুধার্ত হইয়া পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। এই সময়ে নগরে যাইবার পথে মৃতদেহ ব্যতীত আর কিছু দেখা যাইতেছিল না। অনন্তর ধন্য স্বীয় সৈন্য পরিত্যাগপূর্বক বনগ্রামস্থিত ভিক্ষাচরের সৈন্যদল হইতে নিক্রান্ত হইয়া জয়সিংহদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিল। নৃপতি ভিক্ষাচরের অনুচরগণকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতেছেন, শ্রবণ করিয়া সমস্ত সৈনিক নগরাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইল। ভিক্ষাচরের প্রতাপ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে সুস্সলদেবের রাজ্ঞীচতুষ্টয় সহমৃতা হইবার নিমিত্ত প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। আক্রমণভয়ে ও হিমপাতে বিহ্বল হইয়া জনগণ তাঁহাদিগকে দূরবর্তী শ্মশানভূমিতে লইয়া যাইতে অসমর্থ হইল। তাহারা প্রাসাদের অদূরে স্কন্দভবনের নিকটে রাজ্ঞীগণকে সত্বর চিতানলে স্থাপন করিল। চম্পাদেশজাতা রাজ্ঞী দেবলেখা ভগিনী তরললেখার সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। বল্লাপুরবংশীয়া গুণোজ্জলা জজ্জলা এবং গগ্গকন্যা রাজলক্ষ্মী অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন। ডামরগণ নিজ প্রভুর রাজ্য অপ্রাপ্তি বিবেচনা করিয়া নূতন ভূপতিকে "হিমরাজ" নাম প্রদান করিল। অনন্তর সুস্সলের ছিন্নমস্তক ভিক্ষাচরের নিকটে আনীত হইলে তিনি অত্যধিক ক্রোধাগ্নিদীপ্ত দৃষ্টিপাতদ্বারা ইহা যেন দগ্ধ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোষ্টেশ্বর এবং জ্যেষ্ঠপাল প্রভৃতি মৃত ভূপতির মস্তকের অগ্নিসংকার করিতে উদ্যত হইলে শত্রুতাবশতঃ তিনি ইহাতে নিষেধ করিলেন। শীতের অবসানে তিনি যুদ্ধাভিলাষী হইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং অনুচরগণের ঔদাসীন্য দেখিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম পৃথ্বীহর বর্তমান থাকিলে বলপ্রকাশপূর্বক রাজ্য উদ্ধার করিব অথবা

দায়াদ (উত্তরাধিকারী) নিহত হইলে কাশ্মীরের অধিপতি হইব। কিন্তু দৈব-বশতঃ ইহা অন্যরূপ সংঘটিত হইয়াছে ; কারণ যদিও শত্রু নিহত হইয়াছে তথাপি আমার রাজ্যপ্রাপ্তির আশা নির্মূল হইয়াছে। ভোগমাত্রের উপযোগী রাজ্যে আমার প্রয়োজন কি? যিনি আমার পূর্বপুরুষগণের মুণ্ড ভূতলে নিপাতিত করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহার মুণ্ড আমার সিংহদ্বারে লুণ্ঠিত হইতেছে। যিনি দশমাস কাল আমার পূর্ববর্তিগণের সুখ বিনষ্ট করিয়াছিলেন আমি তাঁহাকে দশ বৎসর বিবিধ দুঃখ প্রদান করিয়াছি। আমি এইরূপে আমার কর্তব্য সাধন করিয়া মনস্তাপ শান্ত করিয়াছি, অতঃপর সুখে অবস্থান করিয়া জীবনের শেষভাগ সার্থক করিব।" এইরূপ বলিয়া তিনি টিক্কের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং টিক তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি প্রীত হইয়া তাহাকে স্বর্ণনির্মিত ঘটী ও শ্বেতছত্র প্রদান করিলেন। টিক্কের বিশ্বাসপূর্ণবাক্যে আশা পুনরায় তাঁহাকে অধিকার করিল ; তিনি শীতার্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—লবণ্যগণ অত্যন্ত অনুচিত ব্যবহার করিতে অভিলাষী হইয়া রক্ষি-স্থাপনপূর্বক মৃত ভূপতির কলেবর রক্ষা করিয়াছে। বিপক্ষদলের নগরবাসী সজ্জক নামক যোদ্ধা কৃতজ্ঞতাবশতঃ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—অন্তিম-সময়ে প্রভুর শরীরের এইরূপ দশা হইল কেন? দেবতাধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তির বাক্য হইতে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচারিত হইল যে, ৪১১৪ লৌকিক অব্দ হইতে সুস্‌সলদেব ভূতাবেশবশতঃ মোহিত হইয়া প্রজাবিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে সকলের বিশ্বাস হইল যে, সুস্‌সলদেবের হত্যার ন্যায় ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। যে ব্যক্তি সুস্‌সলদেবের মুণ্ড ছেদন ও বহন করিয়াছিল, সে নিদ্রিত অবস্থায় মৃত দৃষ্ট হইল এবং ইহাদ্বারা জনশ্রুতির সত্যতা সপ্রমাণ হইয়াছিল। অনন্তর ভিক্ষাচর কাপুরুষোচিত আচরণদ্বারা স্বীয় ক্রোধস্বভাব প্রকাশের নিমিত্ত শত্রুর মুণ্ড রাজপুরীতে প্রেরণ করিল। উচ্চলের কন্যা সৌভাগ্যলেখা পিতৃব্যের মুণ্ড বহনকারিগণকে নিজ অনুচরদ্বারা হত্যা করিতে ইচ্ছা করিলেন। এইরূপে রাজপুরী আকুল হইলে সেই মুণ্ড দূরস্থিত রাজপুরীপতি সোমপালের সমীপে অচিরে আনীত হইল। মদমত্ত খশপ্রভুর অবস্থা পশুর ন্যায় শোচনীয়, তিনি অপর-কর্তৃক চালিত হইতেন। তাঁহার সভ্যগণ উচিত-অনুচিত নানাবিধ কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিল। নাগপাল ভ্রাতার সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি উপকারীর অবশিষ্ট মুণ্ডের অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। দূরদর্শিগণ কাশ্মীর হইতে পরাভব আশংকা করিয়া বলিল, আপনার প্রভুর মুণ্ডের সংকার সর্বপ্রকারে কর্তব্য। অনন্তর শত্রুগণ গোপালপুরে কালাগুরু ও চন্দন-

কাষ্ঠের অনলে তাঁহার মুণ্ডের অগ্নিসংকার করিল। যেমন তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি ও রাজ্যচ্যুতি বারংবার সংঘটিত হইয়াছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন তাঁহার বহুবার জয় ও পরাজয় হইয়াছিল এবং যেমন তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী নানাপ্রকার দুঃখ ও বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার মৃত্যুকালও অতি অদ্ভুত হইয়াছিল। অনন্তর টিক্কাদি অবন্তিপুরপথে নগরাভিমুখে যাত্রা করিয়া পূর্বে অবরুদ্ধ ভাস প্রভৃতিকে হত্যা করিবার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইল না। জনগণ প্রস্তরময় বিশাল প্রাচীরদ্বারা রক্ষিত দেবগৃহের অঙ্গনমধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা প্রস্থান করিল। এইরূপে তাহারা বিলম্ব করিলে ধীমান নরপতি সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া খড়ূরীবাসী ডামরগণকে উৎকোচদান করিয়া বশীভূত করিলেন। তিনি ভাস প্রভৃতির উদ্ধারের নিমিত্ত পঞ্চচন্দ্রাদির সহিত সুজ্জিকে সত্বর প্রেরণ করিলেন। তাহাদের অবন্তিপুরে উপস্থিতিব পূর্বেই টিক্কাদি, কয্যের পুত্র বিজয়প্রমুখ অগ্রগামী সৈন্য দেখিয়া পলায়ন করিল। ভাস প্রভৃতি দেবমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া শত্রুপক্ষীয় ভগ্ন সৈন্যগণের বিনাশ সাধন করিয়া সুজ্জির সমীপে আগমন করিল। কম্পনপতি নগরে প্রবেশ করিলে ইন্দুরাজ টিক্ককে পরিত্যাগ করিয়া অনুচরগণের সহিত সমাগত হইল। ভূপতি চিত্ররথ শ্রীবক ও ভাসাদিকে যথাক্রমে পাদাগ্র, দ্বার ও খেরী প্রভৃতির অধিকার প্রদান করিলেন। পূর্বের ন্যায় অধিকার গ্রহণ করিয়া সুজ্জিও প্রতীহারের মুখাপেক্ষী হইল। প্রতীহার অসংখ্য ডামরদলের সম্মানাস্পদ ছিল, সে তাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিয়া রাজার নিকটে সমাদৃত হইয়াছিল। ধূর্ত নৃপতি প্রতীহারের প্রভুত্বসূচক ব্যবহার গোপন করিয়া তাহার অনুমতি ব্যতীত আহার গ্রহণ করিতেন না। অনন্তর ভিক্ষাচর সমস্ত ডামরগণকে বিজয়েশ্বরে সমবেত করিয়া নগর অধিকারের অভিলাষে শীতকালের অবসানে নগর অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিল। ডামরগণ স্বীয় সৈন্যমধ্যে অদৃষ্টপূর্বে ঐক্য লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হইল এবং মনে করিল রাজ্য ভিক্ষাচরের করতলগত হইয়াছে। ভিক্ষাচর আমাদের প্রত্যেকের বুদ্ধি, শক্তি, মিত্র ও শত্রু পরিজ্ঞাত হইয়াছেন ; তিনি রাজ্যলাভ করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবেন, এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া তাহারা সোমপালকে রাজ্য প্রদান করিতে অভিলাষী হইল এবং গোপনে তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিল। সোমপালও তাঁহার দূত প্রেরণ করিলেন। তাহারা চিন্তা করিল যে, পশুসদৃশ সোমপালের আকার ও আচার দোষদুষ্ট, সুতরাং আমাদের রাজ্যভোগ অপ্রতিহত হইবে। সোমপালের দূত আনন্দপ্রকাশের ছলে ভিক্ষাচরের

সমীপে অবস্থান করিয়া গোপনে ডামরগণকে প্রস্তুত করিল। অনন্তর সুজ্জি বৈশাখ মাসে যুদ্ধযাত্রা করিল এবং সত্বর নগর হইতে বহির্গত হইয়া গম্ভীরাতীরে উপস্থিত হইল। তাহার আক্রমণ প্রশংসনীয়, কারণ সে একাকী সমবেত বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হইয়াছিল। সেতুর অভাবে নদী উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ হইলে শত্রুগণ অপর পারে থাকিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষ পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণে তৎপর হইয়া দুইতীরে দুই-তিন রাত্রি যাপন করিল। অনন্তর সুজ্জি অবন্তিপুর হইতে নৌকাসকল আনাইয়া সেতু নির্মাণ করাইলেন এবং নদী উত্তীর্ণ হইলেন। মুহূর্তমধ্যে দেখা গেল সে তীরে উঠিল, যোদ্ধাগণ উত্তীর্ণ হইল এবং শত্রুগণ পলায়ন করিল। সুজ্জি তাহাদের পশ্চাৎ ধাবন করিলে তাহারা ক্ষণকালমধ্যে অদৃশ্য' হইল। নিহত, লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত শত্রুসৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া ধ্যানোড্ডারাদি গ্রামে মিলিত হইল। ভাস অগ্রগামী হইয়া বিজয়েশের অগ্রভাগস্থিত বিতস্তাসেতু উত্তীর্ণ হইয়া শত্রুগণকে বিতাড়িত করিল। কম্পনপতি বিজয়ক্ষেত্রে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন সমাগত হইলে বিরোধিগণ ধ্যানোড্ডার পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। তথায় কতিপয় দিবস অবস্থানের পরে সে দেবসরস অভিমুখে গমনোদ্যত হইলে টিক্কের স্বজনগণ স্বীয়পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। দেবসরসে প্রবেশ করিয়া সে টিক্কের আবাসে ভোজকের পুত্র জয়রাজ ও যশোরাজকে প্রধানরূপে স্থাপন করিল। সুজ্জি পশ্চাৎ ধাবিত হইলে ভিক্ষাচরাদি শূরপুরে এবং কোষ্টেশ্বর প্রভৃতি স্বীয়দেশে গমন করিল। সোমপালের দূত মহাভয়ে পলায়ন করিয়া প্রভুর নিন্দা করিয়া বলিল, "আমি দাসীপুত্র কর্তৃক কোথায় প্রেরিত হইয়াছি?" সুজ্জি প্রভুর বিপদে বহুকাল নষ্টরাজ্য পরিমিত দিবসের মধ্যে উদ্ধার করিয়া প্রভুর পুত্রের হস্তে অর্পণ করিল। নৃপতি শমালাবাসী শক্তিসম্পন্ন ডামরগণকে এবং ভিক্ষাচরের অনুজীবী পৌরগণকে দান দ্বারা বশীভূত করিতে উদ্যত হইলেন। "নৃপতির সামর্থ্য পরীক্ষা করিয়া যাহা কর্তব্য পরে করিব" এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া তাহারা সকলে সমবেত হইল এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বহুবীরনাশক এই সংগ্রাম দামোদরে সংঘটিত হইল। সহজপাল কোষ্টেশ্বরের বশীভূত আহত পিতাকে রক্ষা করিয়া প্রজাপুঞ্জের সহিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ভিক্ষাচর এইদিন অচিন্তিতপূর্ব পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় ভিক্ষাচরের সৈন্যমধ্যে যে সৈনিক প্রাতঃকালে অবস্থান করিত সে আর সন্ধ্যাকালে দৃষ্টিগোচর হইত না। এইরূপে শত্রুকে পরিত্যাগপূর্বক পৌর ও ডামরগণ রাজার নিকটে গমন করিয়া যথোচিত লাভ ও সৎকার প্রাপ্ত হইলে মনুজেশ্বর ও কোষ্ঠ অর্থ ও সুখের অভিলাষে ভূপতির সমীপে অগ্রে গমন করিতে

নিতান্ত ব্যাকুল হইল। ইহা জানিতে পারিয়া ভিক্ষাচর দেশান্তরে গমনোন্মুখ হইলেন এবং নিজের অনুচরবর্গের সহিত আষাঢ় মাসে কাকরুহ হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রধান ডামরগণ তাঁহার অনুগমন করিল এবং প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা কুপিত ভিক্ষাচরের গতিরোধ করিতে পারিল না। দুশ্চরিত্র কোষ্টেশ্বর তাঁহার পরমা সুন্দরী পত্নীগণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সোমপাল জয়সিংহদেবের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া ভিক্ষাচর তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে আশ্রয়দান করিলেন না। সোমপাল সর্বত্র তাঁহার প্রাণহরণ করিতে যত্নবান হইলে তিনি ভীত হইয়া সুহ্লরী নামক দুর্গম সীমান্তপ্রদেশে গমন করিলেন। মন্ত্রিগণ ভিক্ষাচরকে বলিল, "আপনি দূরদেশে গমন করিলে ভূপতি ভীতিশূন্য হইয়া ডামরগণকে উৎপীড়িত করিবেন, সময়ক্রমে তাহারা স্বয়ং অভ্যর্থনা করিয়া আপনাকে রাজপদে স্থাপন করিবে। এক্ষণে আমরা নরবর্মার দেশে যথোচিত সাহায্য প্রার্থনার জন্য গমন করিব।" কিন্তু তিনি এই যুক্তিযুক্ত মন্ত্রণা গ্রহণ করিলেন না। "অল্প অনুচরের সহিত আমার গৃহে অবস্থান কর" শ্বশুরের এই প্রার্থনা তিনি গ্রহণ করিলেন এবং অনুচরগণ তাঁহার পার্শ্ব হইতে প্রস্থান করিল। শুভলগ্নে বরযাত্রীর ন্যায় বিভবশালী ডামরগণ নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। কোষ্টেশ্বর ঔদার্য, সৌন্দর্য, তারুণ্য ও বেশভূষাদ্বারা রমণীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দেশমধ্যে বিপ্লব শান্ত হইলে সমাগত বহুসংখ্যক লবণ্যসংঘের দিবারাত্রি তূর্যধ্বনি উৎসববাদ্যস্থানীয় হইল। লক্ষক মড়বরাজ্য হইতে ক্ষীরপ্রমুখ ডামরগণকে ভীষণ সৈন্যসমূহের সহিত ভূপতি সমীপে আনয়ন করিল। প্রতিহার পার্থিবের প্রিয়পাত্র বলিয়া তাঁহার গৃহদ্বারে প্রবেশ-লাভে রাজকর্মচারিগণ নিজেদের ভাগ্যবান মনে করিল। লবণ্যগণ কর্তৃক গ্রামসকল লুণ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া এবং ব্যয়াধিক্যবশতঃ কুবেরতুল্য ভূপতির রাজত্ব-কালে দুর্ভিক্ষকালের ন্যায় দুঃসহ বোধ হইল। নৃপতি ডামরগণের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে নির্দিষ্ট বেতনে সংগ্রহ করিয়া আভ্যন্তরজনের বৃদ্ধি ও বাহিরের লোক হ্রাস করিলেন। তিনি তিল্লবৈশ্য ও অর্ঘদেবাদি পিতৃদ্রোহী জ্ঞাতিগণের রাজদ্রোহের উপযুক্ত প্রাণদণ্ডের বিধান করিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুদিন হইতে চারি মাসের মধ্যে অসাধারণ শাসনদ্বারা পিতৃরাজ্য নিজ আয়ত্তে আনয়ন করিলেন। কিন্তু শ্রীনগর শ্রীহীন, পৌরবর্গ উপায়বিহীন এবং অসংখ্য ডামরে রাষ্ট্র সমাকীর্ণ, সর্বকার্যক্ষম শত্রু বদ্ধমূল হইয়া অনতিদূরে অবস্থিত, মন্ত্রী ও সামন্তগণ বাহিরের ও ভিতরের জনগণের সহিত শত্রুপক্ষগমনোন্মুখ। প্রাসাদে মন্ত্রোপদেষ্টা বৃদ্ধব্যক্তির অভাব এবং ভৃত্যবর্গ অধার্মিক ও দ্রোহপরায়ণ ছিল।

নূতন রাজার রাজ্যারম্ভকালে দেশের অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহা বিবেকী ব্যক্তিগণ পরবর্তী ঘটনাসমূহ সম্যকরূপে অবধারণ করিবার নিমিত্ত স্মরণ রাখিবেন। নৃপতি-সূর্যের তেজোরাশিতে প্লাবিত হইয়া পূর্বরাজগণের যশঃ নিষ্প্রভ হইল। নরপতি যাহা দান করিতেন তাহা আর গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু প্রণত শত্রুগণের ভয় দূর করিতেন। সদ্‌বংশজাত মহীপতি লক্ষ্মীর অনুগৃহীত এবং তাঁহার আশ্রিতগণ কল্পবৃক্ষের পল্লবের ন্যায় সুদৃঢ় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। অমাত্যগণ তাঁহার প্রভাব জ্ঞাত ছিল এবং তিনি তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে অনুগৃহীত করিতেন। কিন্তু শক্তিসম্পন্ন প্রতীহার অপর অমাত্যবৃন্দের উন্নতি সহ্য করিত না। প্রতীহার তাহাদিগকে তৃণের ন্যায় অনায়াসে উৎপাটিত করিল, কিন্তু শক্তিশালী জনকসিংহের উৎপাটন অসম্ভব হইল। সে আশৈশব রাজার পরিচিত ও সর্ববিধ ব্যবহারে অভিজ্ঞ ছিল এবং তাহার পুত্রগণ প্রাপ্তবয়স্ক। লক্ষক বৈবাহিক সম্বন্ধদ্বারা পুনর্মিলনে অভিলাষী হইলে জনকসিংহের পুত্র ছুড্ড অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে লজ্জিত করিল। প্রতিহার ইহাতে কুপিত হইয়া ছিদ্র অন্বেষণে তৎপর হইল এবং সর্বদা সপুত্র জনকসিংহের বিরুদ্ধে বলিয়া সে তাহাদিগকে রাজার বিদ্বেষভাজন করিল। জনকসিংহের পুত্রদ্বয় তাহার সমবয়স্ক ছিল এবং তাহাদের মাতৃগণের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, ভূপতির রাজ্যপ্রাপ্তির সময়ে ইহারা অহংকারে পরিপূর্ণ হইল এবং ইহা তাহাদের বিরুদ্ধে বলিবার কারণ হইল। অধিকন্তু তাহারা রাজধানীমধ্যে অশ্ব, যানবাহন, অন্যান্য উপকরণ এবং স্নানাহার বিষয়ে রাজার ন্যায় ব্যবহার করিয়া অবিজ্ঞের ন্যায় আচরণ করিল। লব্ধরাজ্য ভূপতির সমবয়স্কগণের সহিত তুল্য ব্যবহার কখন সঙ্গত হইতে পারে না। অনন্তর কৃতজ্ঞ রাজা বিজয়ী কল্পনাপতির অভ্যর্থনার জন্য শ্রাবণমাসে বিজয়েশ্বরে গমন করিলেন। এই সময়ে উৎপল প্রত্যাগমনকালে শূরপুরের "দ্রঙ্গ"পতি পিঞ্চদেবের হস্তে গিরিগহ্বরে নিহত হইল। কম্পনপতির অভ্যর্থনার পর প্রত্যাবর্তন সময়ে পৃথ্বীপাল অবন্তীপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। দ্রঙ্গপতি তাঁহার গৃহদ্বারে বিপক্ষের মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার ক্রোধরূপ-দুঃখকর শল্য উৎপাটিত করিল। তাঁহার প্রথম যাত্রাতেই শত্রুবিনাশ অবলোকন করিয়া জনগণ তাঁহাকে শত্রুনিঃশেষকারী বিবেচনা করিল। তিনি নগরে প্রবেশ করিলে কতিপয় অপরাধী পলায়ন করিল এবং জনকসিংহ প্রমুখ ব্যক্তিগণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। পলায়িত জনগণ কোষ্টেশ্বর প্রভৃতির মনে রাজভয় উৎপাদন করিলে তাহারা নরপতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর কৃতী নরপতি কার্তিকমাসে শমালা যাত্রা করিয়া নানাস্থানে রণনিপুণ শত্রুগণকে

আক্রমণ করিলেন। যেস্থানে সুস্‌সলদেব ও তাঁহার লোকজন পরাজিত হইয়াছিলেন, প্রবল পরাক্রম সুজ্জি সেই হাড়িগ্রাম ভস্মীভূত করিল। মহীপতি কর্তৃক পীড়িত হইয়া কোষ্টকাদি ভিক্ষাচরকে আহ্বান করিলে তিনি রাজ্যলিপ্সু হইয়া সমাগত হইলেন। তিনি একদিনে পনের যোজন অতিক্রম করিয়া শিলিকাকোষ্ট নামক গিরিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। অভিমানী ভিক্ষাচর জয়াভিলাষী হইয়া ক্ষুধা, পিপাসা, ক্লান্তি, শত্রুভয় ও পথভ্রমণজনিত ক্লেশ গণনা করিলেন না। বিধি বিমুখ হইলে জিগীষু জনেরও কার্য বিফল হইয়া থাকে। পৃথ্বীহরের অনুজ মনুজেশ্বর তাঁহার আগমন জানিতে না পারিয়া এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অঙ্গুলিছেদনপূর্বক নরপতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। সে এবং কোষ্টেশ্বর তাঁহার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল; কিন্তু তাহারা মন্ত্রমুগ্ধ সর্পযুগলের ন্যায় কার্যসম্পাদনে অক্ষম হইল। তাহারা স্থানান্তরে তাঁহার পথের পরিশ্রম দূর করাইলে তিনি কার্কোট দ্রঙ্গপথে নির্গত হইয়া সুহ্লরী গমন করিলেন। এইস্থানে তিনি অবিরাম কাশ্মীর আক্রমণের চিন্তায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি বন্যার বারিরাশির ন্যায় ছিদ্র অন্বেষণে তৎপর হইলে রাজা নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রতিকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অদ্বিতীয় অমাত্য, প্রতিহার লক্ষক, সুজ্জির দর্প সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ছল অন্বেষণে তৎপর হইল। অনন্তর জাহ্নবীজলে অবগাহন করিয়া পবিত্রদেহ ধন্যাগ্রজ উদয়, চঞ্চল ভূপতির বিশ্বাস-ভাজন হইল। সে ও তাহার স্বজনগণ নৃপতির সুপরিচিত ও দীর্ঘকাল সম্মানাস্পদ হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা অধিকারপ্রাপ্ত না হইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল। নরপতি পৈতৃক মন্ত্রিগণের উপর কার্যভার অর্পণ করিলে এই দুষ্টাশয় ব্যক্তি কালের প্রতীক্ষা করিতে অক্ষম হইল। প্রতিহারী গোপনে সুজ্জিকে দূরীভূত করিতে উদ্যত হইয়া কার্যোপযোগী অপ্রিয় জনগণের সহিত মিলিত হইল। কয়েক মাস অতীত হইলে নরপতি দৈববশে অকস্মাৎ লূতারোগে আক্রান্ত হইলেন। বিস্ফোটক, শোথ, অতিসার ও অগ্নিমান্দ্যাদি উপদ্রববশতঃ তাঁহার আরোগ্য-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে সমগ্র দেশ উদ্বিগ্ন হইল। বংশের একমাত্র প্রভুর এইরূপ অবস্থা, বিপক্ষ বলবান, শত্রুপক্ষীয় ডামরগণ রাজ্য নষ্টপ্রায় দেখিল। ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সময়ে কি হিতকর হইবে বিচার করিয়া সুজ্জি, রাজ্ঞী গুণলেখার গর্ভজাত রাজার একমাত্র পুত্র পঞ্চবর্ষবয়স্ক শিশু পর্মাণ্ডিকে রাজ্য প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়া কুমারের মাতুল গগ্গপুত্র পঞ্চচন্দ্রের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। ছিদ্রপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিহার ও তাহার পরামর্শে ধন্যাদি—রাজাকে বলিল, "আপনার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সপুত্র

সুজ্জি দ্রোহাভিলাষী হইয়াছে এবং সে সর্বদা পঞ্চচন্দ্রাদির সহিত পরামর্শ করিতেছে।” ভূপতি ইহা সত্য মনে করিলেন। সুজ্জি পূর্বের ন্যায় প্রভুর আরোগ্যসংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া দেখিল, অবিশ্বাসবশতঃ রক্ষী স্থাপিত হইয়াছে এবং সেইজন্য সে দুঃখিত হইল। রাজার অন্তঃকরণে দাক্ষিণ্য প্রতিকূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া সুজ্জি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিল। দুঃখহেতু তাহার রাজপ্রাসাদে গমনাগমন বিরল হইয়া আসিলে খলগণ রাজার তাহার প্রতি প্রীতি নিঃশেষিত করিল; সভাসদ্ ব্রাহ্মণের পুত্র ও সুজ্জির সেবক শঠ চিত্ররথ, প্রতিকূল মন্ত্রদ্বারা প্রভুর মঙ্গলবিনাশক হইল। রাজা নীরোগ হইলে সুজ্জি তাঁহার মঙ্গলবৃদ্ধির জন্য প্রাসাদে ধন বিতরণ করিতে লাগিল এবং রাজা তাহাকে আহ্বান করিবেন এই আশায় বহির্গত হইয়া গৃহে গমন করিল। বহু সৈন্যশালী নরপতি সুজ্জিকে অনুগ্রহ না করিয়া কি উপায়ে তাহাকে আক্রমণ করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুজ্জি পদচ্যুত হইলে তাহার অনুজীবিগণ নিরাশ হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে মনে করিয়া রাজা তাহার অধিকার সকল সত্বর অপর ব্যক্তিগণকে অর্পণ করিলেন। তিনি বিকারগ্রস্ত হইয়া তাহার অধিকার হরণ করিলে সুজ্জি শঙ্কাযুক্ত হইল এবং তাহার অনুচরসংখ্যা কমিয়া যাইতে লাগিল। অভিমানী সুজ্জি অপমানিত হইয়া সুস্সলদেবের অস্থি গ্রহণ করিয়া গঙ্গাযাত্রার উদ্দেশ্যে নগর হইতে নিক্রান্ত হইল। আহূত হইবার আশায় সে ঔৎসুক্যের সহিত প্রাসাদের সমীপবর্তী স্থান হইয়া গমন করিতে লাগিল, কিন্তু রাজা অথবা রাজপুরুষগণের কেহ তাহাকে অনুরোধ করিল না। প্রতিহার সুজ্জির নির্বাসন বিষয়ে স্বীয় গর্ব প্রকাশের নিমিত্ত তাহার ধনাদি রক্ষার জন্য স্বীয় পুত্রকে অনুগামী করিয়াছিল। “নিগ্রহ ও অনুগ্রহ তাহার আয়ত্ত, মনে করিয়া লক্ষক তাহার পুত্রকে আমার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছে” ইহা চিন্তা করিয়া সুজ্জি ব্যথিত হইল। লক্ষকপুত্র ‘দ্বার’ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে অদ্রোহী সুজ্জি ক্রমশঃ পর্ণোৎসে উপস্থিত হইল এবং লোহর পর্বত হইতে ভাগিককে আনয়ন করিল এবং প্রতিহারপ্রেরিত ভূপতির ধাত্রের ভ্রাতা প্রেমকে এই দুর্গের অধিকার প্রদান করিল। সুজ্জি লোহর পরিত্যাগ দ্বারা রাজার শঙ্কা দূর করিয়া রাজপুরীতে ভয়ংকর গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিল। লক্ষক ডামরগণকে আয়ত্ত করিয়া এবং অমাত্যগণকে পুত্তলিকার ন্যায় নাচাইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিল। লক্ষক সুজ্জির কার্যভার রাজমঙ্গলকে অর্পণ করিলে সুজ্জি অস্ত্রবাহক অনুচরের সহিত পথে পথে ঘুরিয়া ক্ষুধিত, দুঃখিত ও হাস্যাস্পদ হইল। অপ্রৌঢ় রাজমঙ্গল বলবীর্যে সুজ্জির সমকক্ষতা লাভ করিতে

অক্ষম হইলে লম্মক অন্যদেশ হইতে সজ্জপালকে আনয়ন করিতে দূত প্রেরণ করিল। কাশ্মীরমণ্ডল বীরবিহীন হইলে নরপতি কোষ্টেশ্বরকে অন্তরঙ্গশ্রেণীভুক্ত করিলেন। ভূপতি প্রীত হইয়া নানাবিধ উপহার প্রদান দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিলে সে তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইয়া নগরে অবস্থান করিতে লাগিল এবং এই সময়ে সে লূতা-ব্যাধিগ্রস্ত হইল। রাজা কার্যানুরোধে এইরূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সোমপালপ্রমুখ চালকগণ সুজ্জিকে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত করিল। অপমানিত সুজ্জি বলিল যে, কাশ্মীরবিজয় শুধু লাঠিদ্বারাই করা যায়। সোমপালকে রাজ্যপ্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলে সোমপাল তাহাকে স্বীয় ভাগিনেয়ী ও সুজ্জি সোমপালকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইল। ইহারা অবিলম্বে এই রাজকুমারী যুগলের পরিণয়কার্য সম্পাদন না করিয়া অল্পবুদ্ধির পরিচয় এবং শত্রুগণকে অবসর প্রদান করিল। এই সময়ে ধীমান জয়সিংহদেব সাম ও দান প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সোমপাল জয়সিংহদেবের নীতিবশীভূত হইয়া ও নানা লক্ষণ দেখিয়া সুজ্জির উপর হতাদর হইলেন। প্রতিহার স্বয়ং তথায় গমন করিয়া রাজকন্যার বিবাহের ব্যবস্থার নিমিত্ত রাজপুরপতিকে সীমান্ত প্রদেশে আনয়ন করিল। সোমপাল রাজ্ঞী কহ্লনিকার গর্ভজাতা নৃপনন্দিনী অম্বাপুত্রিকার পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহান্তে সোমপাল প্রস্থান করিলে সুধীবর প্রতিহার সোমপালের ভাগিনেয়ী নাগলেখাকে ভূপতির হস্তে সমর্পণ করাইল। এইরূপে রাষ্ট্রদ্বয়ের সন্ধিবন্ধন সাধিত হইলে সুজ্জি সুযোগ না পাইয়া হেমন্তকালে গঙ্গার দিকে প্রস্থান করিল। জ্যেষ্ঠপাল জালন্ধরে অপমানজর্জর সুজ্জির সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহাকে ভিক্ষাচরের পক্ষ অবলম্বন করাইল। "আপনি ও ভিক্ষাচর এক সৈন্যদলের নায়কতা গ্রহণ করিলে উপেন্দ্র বা মহেন্দ্রও বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবে না। আপনি রাজা জয়সিংদেবকে রাজ্যপ্রদান করিয়াছিলেন, তিনি আপনার অপমান করিয়াছেন এবং সোমপাল তাঁহার রাজ্যে অবস্থানকালে আপনাকে অপমানিত করিয়াছেন ;—আমরা এই উভয়ের প্রতিকার করিব।" জ্যেষ্ঠপালের এইরূপ বাক্যে উত্তেজিত হইয়া সুজ্জি দেঙ্গপালের সহিত অবস্থিত ভিক্ষাচরের নিকটে গমন করিতে অভিলাষী হইলে ভাগিক তাঁহাকে নিষেধ করিয়া উত্তেজনাপূর্ণবাক্যে বলিল,—স্বামীর অস্থি জাহ্নবীজলে নিক্ষেপ না করিয়া আপনার এই কার্য সাধন যুক্তিযুক্ত নহে। সুজ্জি শপথপূর্বক বলিল, "আমি গঙ্গায় স্নান করিয়া নিশ্চিত তোমাদের নিকটে সমাগত হইব" এবং উপস্থিত কার্যসিদ্ধির জন্য প্রস্থান করিল। ভূপতি প্রতিহারের হস্তে সমস্তভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিলেন যে, কার্যের শিথিলতা হেতু রাজ্য নিরাপদ নহে; যদি কেহ বিরুদ্ধাচরণ করিতে

উদ্যত হইত, প্রতিহার তাহার সহিত সন্ধি করিত এবং তাহাকে নিকটে রাখিয়া প্রতিদিন তাহার প্রতি যেন অনুগ্রহের সহিত দৃষ্টিপাত করিত। কম্পনপতি উদয় কপটতাপূর্বক কালিয়নন্দন গর্বিত প্রকটকে বধ করিল। অনন্তর লক্ষক সামনীতি ত্যাগ করিয়া মর্যাদাহীন ও অবিশ্বাসী লবণ্যগণকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত কম্পনপতিকে প্রেরণ করিল। এই ছিদ্রমাত্র প্রাপ্ত হইয়া এবং রাজার সহিত ডামরবর্গের বিচ্ছেদ অবগত হইয়া ভিক্ষাচর "সুজ্জির গঙ্গাস্নান হইতে প্রত্যাগমনের পূর্বেই কাশ্মীর উপদ্রবপূর্ণ করিবেন" চিন্তা করিতে করিতে শীতের আগমনে বিষলাটায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ডামররোধী প্রতিহার ও হিমঋতু, ভিক্ষাচরের কাশ্মীরমণ্ডল আক্রমণ অভিলাষের প্রতিবন্ধক হইল। টিক, শত্রু জয়সিংহদেবের পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল। সে রাজার একান্ত বিদ্বেষী হইয়া ভিক্ষাচরকে আনয়ন করিল এবং ডামরগণ সম্মত হইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিল। ভিক্ষাচর টিকের জামাতা যশোরাজ ভাগিকের বাণশালা নামক অত্যোচ্চ দুর্গে নির্ভয়ে অবস্থান করিয়া সুজ্জির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দূতদ্বারা ডামরমণ্ডলকে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত করিলেন। অনন্তর সুজ্জি গঙ্গাজলে স্নান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং সুহৃদ্‌জনের আনন্দ ও শত্রুবর্গের ত্রাস তাহার পুরোগামী হইল। "ভিক্ষাচর ও সুজ্জির একত্র মিলন আমাদের ও এই রাজা সোমপালের পক্ষে বিপজ্জনক হইবে" জয়সিংহদেব এইরূপ চিন্তা করিয়া সুজ্জিকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সোমপালকে প্রার্থনা করিলে তিনি ভয়াকুল হইয়া এক ছলনার অনুষ্ঠান করিলেন। সুজ্জি প্রাতঃকালে জালন্ধরে সমাগত হইয়া ভিক্ষাচরের সমীপে গমনোদ্যত হইলে সায়ংকালে সোমপালের দূত তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। সুজ্জি তাহার বাক্যে বিপক্ষের পক্ষ অবলম্বন করিতে বিরত হইল; জ্যেষ্ঠপাল তাহাকে উৎসাহিত ও ভাগিক তাহাকে নিষেধ করিল। "নৃপতি আপনার দেশান্তরে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিবেন এবং তিনি আমার প্রার্থনা অনুসারে আপনাকে অধিকার প্রদান করিবেন।" সোমপাল দূতমুখে এই বাক্য প্রত্যহ বলিতে লাগিলে সুজ্জি বিপক্ষের পক্ষ অবলম্বনের ঔৎসুক্য পরিত্যাগ করিয়া রাজপুরী অভিমুখে প্রস্থান করিল। কম্পনপতি উদয় বৈশাখমাসে গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া খশসৈন্যযুক্ত ভিক্ষাচরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উদয়ের সৈন্যসংখ্যা প্রথমতঃ স্বল্প ছিল, পরে তাহা বর্ধিত হইলে ভিক্ষাচর দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং উদয় তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল। অনন্তর রাজা বিজয়ক্ষেত্রে গমন করিয়া নানাবিধ সৈন্য প্রেরণদ্বারা কম্পনপতির সৈন্যদল পরিপূর্ণ করিলেন। রাজসৈন্য যন্ত্রসাহায্যে শিলা নিক্ষেপ এবং বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিলে দুর্গস্থিত শত্রু যোদ্ধাগণ প্রস্তর নিক্ষেপ

করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। প্রস্তররাশি ও ভিক্ষুর নামাঙ্কিত বাণসমূহ পতিত হইতে আরম্ভ করিলে বিশাল রাজসৈন্য দুর্গস্থিত ব্যক্তিগণকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না। রাজসৈন্যগণ, একমাস ও কতিপয় দিন অতীত হইলে খশ্য দুর্গের মূলদেশ বিদীর্ণ করিয়া জলাশয়ে সঞ্চিত জলরাশি অধিকার করিল। বলপ্রকাশ-পূর্বক তাহাদের গ্রহণ অসাধ্য হইলেও দুর্গবাসিগণ জয়সিংহদেবের নীতিপরায়ণতা চিন্তা করিয়া ধনলালসা প্রদর্শন করিল এবং তাঁহার শত্রুকে বাধা প্রদান করিতে অভিলাষী হইল। অনন্তর নরপতি এই কার্যসিদ্ধির জন্য প্রতিহারের সঙ্গে মন্ত্রী, সামন্ত, ডামর ও রাজপুত্রগণকে প্রেরণ করিলেন। কোষ্টেশ্বর ও ত্রিল্লকাদি ব্যক্তিগণ "আমরা বিপন্ন ভিক্ষুকে মুক্ত করিব" মনে করিয়া তাহার অনুগমন করিল। প্রতীহার গিরিসঙ্কটের অগ্রভাগ হইতে নিম্নস্থিত অল্প উন্নত দুর্গ ও স্বকীয় অনন্তসৈন্য অবলোকন করিয়া ইহা গৃহীত মনে করিল। প্রতিহার অনুচরগণের সহিত দুর্গ অধিকার করিতে অভিলাষী হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। রাজসৈন্যের সংখ্যাধিক্য হইলেও দুর্গবাসিগণ প্রস্তর বর্ষণ দ্বারা এরূপ বাধা প্রদান করিল যে, তাহারা স্থির করিল যে বলপূর্বক দুর্গ অধিকার একান্ত অসাধ্য। কোষ্টেশ্বর তথায় মূঢ়ের ন্যায় আচরণ করিয়া নিজের, ভিক্ষুর, লবণ্যগণের ও অন্যান্যলোকের বিনাশ সাধন করিল; "এস্থলে আমার ন্যায় বীর নাই" ইহা প্রদর্শনের নিমিত্ত কোষ্টেশ্বর তুমুল যুদ্ধ করিল এবং ইহা ভিক্ষুর প্রাণনাশের কারণ হইল। দ্রোহাভিলাষী খশগণের মধ্যে ভিক্ষু সঙ্কটে পতিত হইলেন এবং এইরূপে চিন্তা করিয়া ধৈর্য অবলম্বন করিলেন,—"আমি ও কোষ্টেশ্বর অভিন্ন, ডামরবর্গ তাহার বশবর্তী, এই সৈন্যসমূহ আমাদের হিতসাধনে নিযুক্ত হইবে।" কিন্তু ইহা অন্যরূপ সংঘটিত হইল। তাহারা নিশ্চয় করিল যে, "শত্রু কোষ্টেশ্বরও যখন ভিক্ষাচরের বিশ্বাসভাজনে তখন অন্যজনে কি বিশ্বাস? শ্রীমান্ লক্ষক কার্যানুরোধে ভূপতির পিতৃদ্রোহী টিক্ককে তাহার আবাসে অধিকার প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিল। প্রতিহার খশপতিকে মহাগ্রাম ও সুবর্ণাদি দানদ্বারা বশীভূত করিল এবং ভিক্ষুর দ্রোহাচরণে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিল। খশপতির শ্যালক আনন্দ যাতায়াত করিয়া টিক্ককে প্রতিহারের সন্নিধানে লইয়া গেল এবং তাহাকে পূর্বপদে স্থাপন করাইল। কোষ্টেশ্বর ও অন্যান্য ডামরগণ টিক্কের সহিত প্রতিহারের বন্ধুত্ব দর্শন করিয়া ভিক্ষুর মৃত্যু নিঃসন্দেহ করিল। তাহারা ইহাতে চিন্তাকুল হইয়া ভিক্ষুর মৃত্যুর জন্য বহুধনের সহিত সুবর্ণদান অঙ্গীকার করিয়া খশসমীপে দূত প্রেরণ করিল। খশ মনে করিল, "যদি আমরা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুকে পরিত্যাগ করি তাহা হইলে ভিক্ষু জানিবে যে, কোষ্টেশ্বর

প্রভৃতি তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। ইহাতে কুপিত হইয়া রাজ্যপ্রাপ্তির পর ভিক্ষাচর অথবা বলশালী দেঙ্গপাল আমাকে হত্যা করিবে। সেইজন্য যত্নপূর্বক জয়সিংহের পক্ষ রক্ষা করা উচিত।" সে এইরূপ মনে করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে দূতগণ শৌচগৃহস্থিত ভিক্ষুকে বলিল, "এই স্থান হইতে পলায়ন করুন"। তিনি সর্বাঙ্গ বিষ্ঠালিপ্ত হইয়া কুকুরের স্যায় শৌচমার্গে গমন করিয়াছেন,— লোকমধ্যে এই অখ্যাতি চিন্তা করিয়া অভিমানী কুমার পলায়ন করিলেন না। কোষ্টেশ্বর সৈন্যবিক্ষোভের ইচ্ছা করিয়া গুপ্তভাবে রুক্ষ ব্যবহার করিতে লাগিল; কালবিৎ প্রতিহার প্রভাত সময়ে তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিল। প্রতিহার প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভিক্ষাচরের হত্যার নিমিত্ত প্রত্যুষ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজা বিজয়ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া যাতায়াতকারী দূতগণকে ক্ষণে ক্ষণে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। "বৃদ্ধ মহীপতি দশ বৎসর কাল বহুযুদ্ধে প্রাণপণ যত্ন করিয়াও যাহা সাধন করিতে সমর্থ হন নাই, বালক রাজা ও বালক অনুচরগণ তাহা সাধ্য মনে করিতেছে; ইহা কি সঙ্গত? খশগণ ক্ষণকালমধ্যে আগমন করিয়া হাস্য করিতে করিতে সমস্ত বিত্ত অপহরণ করিবে। সমস্ত সৈন্য শত্রুকর্তৃক লুণ্ঠিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে। কোষ্টক পৃথক হইয়াছে, ত্রিল্লক ইঁহার বান্ধব, এবং এই আভ্যন্তরিকগণ ভিক্ষুর উচ্ছিষ্টে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। কে নূতন আসিয়াছে যে, নৃপতির হিতসাধন করিবে? ভিক্ষাচরের সুবিধার জন্য এই যাহাকিছু আয়োজন এ সমস্তই আনীত হইয়াছে"। জনগণ শিবিরে এইরূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে উন্মুক্ত খড়্গধারী সৈন্যে দুর্গ পরিবেষ্টিত হইলে তাহারা বলিতে লাগিল, "হা ধিক্! চিরক্লিষ্ট ব্যক্তি একাকী নিহত হইবে; এই কার্যের জন্য ইহারা সমস্ত সৈন্যের সহিত নির্লজ্জভাবে তাহাকে বেষ্টন করিয়াছে।" জনগণ বিস্মিত হইয়া অন্তরে চিন্তা করিতে লাগিল; অদ্ভুতবীর্য ভিক্ষাচর কি আকাশপথে উড্ডীয়মান হইবেন অথবা হরিণের স্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া সৈন্যগণকে উল্লঙ্ঘন করিবেন অথবা অশুভ জলধরের ধারাবর্ষণের স্যায় অবশেষে অস্ত্রগ্রহণ করিয়া যুগপৎ সকলকে আহত করিবেন? এ পর্যন্ত মন্ত্রিগণের সিদ্ধিলাভ হইল বটে, কিন্তু পরে যে বিঘ্ন উপস্থিত হইল, তাহার শান্তি ও কার্যসিদ্ধি ভূপতির প্রতাপেই সাধিত হইল; সৈন্যগণ ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ভিক্ষাচরের যুদ্ধে আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময়ে একজন পুরুষ উন্মুক্ত ছুরিকাহস্তে দুর্গ হইতে বাহির হইল। এই ব্যক্তি রোদনপরায়ণ রমণীগণে পরিবেষ্টিত ছিল। উদ্গ্রীব জনগণ বলিতে লাগিল, "এই যে বদ্ধ ভিক্ষু পলায়ন

করিতেছেন," পরে তাহারা শুনিল যে, এই ব্যক্তি টিক্ক। টিক্ক ভিক্ষুর দ্রোহাচরণ করিয়া আশঙ্কিত হইল যে, সে ভিক্ষু অথবা রাজার অনুচরগণ কর্তৃক নিহত হইবে এবং সেই কারণে সে বহির্গত হইল। সে স্বীয় দ্রোহশূন্যতা প্রমাণ করিবার জন্য উদরে আঘাত করিতে কৃপাণ আকর্ষণ করিলে তাহার অনুজীবিগণ বাধা প্রদান করিল। অনন্তর সে অনুচরগণের সহিত রাজসৈন্য অতিক্রম করিয়া অনতিদূরে গিরিপ্রস্রবণের তীরদেশে উপস্থিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। সে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া ও অবশেষে জলাশয় প্রাপ্ত হইয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল এবং অন্য ডামরগণের পরামর্শ অনুসারে মায়া প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। "অদ্য সূর্য অস্তগত হইল, ভিক্ষুকে ক্ষণকাল রক্ষা করিবে, রাত্রিতে ডামরগণ আক্রমণ প্রতিহত করিবে।" তাহার এই বাক্যে ঘাতকসমূহ দুর্গে আরোহণ করিতে অভিলাষী হইলে খশসকল প্রস্তর নিক্ষেপদ্বারা তাহাদের গতিরোধ করিল। অনন্তর যোদ্ধাগণ ঘৃণাসূচক চীৎকার ও করতালি দিয়া আকুলচিত্ত সচিবগণকে আক্রমণ করিল। "স্বামিদ্রোহী শত্রুগণ বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে; অমাত্যগণ অর্থপ্রদানদ্বারা কোন্ স্বার্থ সাধন করিয়াছে? ইহাতে কেবল বিপক্ষের রাজ্যলাভের সুবিধা হইয়াছে।" সূর্য অস্তগমনোন্মুখ হইলে লক্ষক খশশ্যালককে "ইহা কিরূপ" জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল "নিকৃষ্ট দাসীও বাঞ্ছিত কার্য নষ্ট করিতে সমর্থ; আমি তথায় উপস্থিত না হইয়া কিরূপে তাহাদের সম্মুখীন হইব?" অনন্তর প্রতীহার "তুমি খশসমূহের বিরুদ্ধাচরণের প্রতিকার কর" বলিয়া আনন্দকে প্রেরণ করিলে অন্যান্য মন্ত্রিগণ তাহাকে উপহাস করিল। দূরদর্শী পৃথিবীপতি দেঙ্গপালের গৃহ হইতে বিষলাটামার্গে আগমন সময়ে কার্যারম্ভের আশংকা করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তিনি পূর্ব হইতে দুর্গপতির শ্যালককে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। এই বিক্ষোভসময়ে প্রতীহার অধীর হইল না এবং তাহাকে পরিত্যক্ত শিক্ষিত পক্ষীর ন্যায় পুনঃপ্রাপ্ত বিবেচনা করিল। সে তাহাদিগকে বলিল, যদি এই কার্য নষ্ট হয় তথাপি আমার নির্ভীক উদ্যম উপহাস্য নহে; যদি সর্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে খশশ্যালককে হত্যা করিয়া কি ফল হইবে? ভূপতির সৌভাগ্যবশতঃ খশশ্যালক তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দুর্গের অগ্রভাগ হইতে ঘাতক প্রভৃতিকে আহ্বান করিল। ঘাতকগণ পর্বতে আরোহণ করিলে ডামরবৃন্দের প্রাণ কণ্ঠাগত, মন্ত্রিবর্গের বুদ্ধি সন্দেহারূঢ় হইল। ভিক্ষাচরের অনুজীবিগণ অনুমৃত হইতে অভিলাষী হইয়া চর্মময় কৌপীন নির্মিত কটিবন্ধ ধারণ করিল, স্বনামাঙ্কিত শরসকলদ্বারা প্রভুর ন্যায় সর্বত্র যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মঘোষণা করিল, অধর তাম্বুল দ্বারা রঞ্জিত

করিল ; কিন্তু তাঁহার মৃত্যু সুনিশ্চিত হইলে তাহারা এই সকল কার্য হইতে বিরত হইয়া অবিলম্বে কোষ্টেশ্বরাদির শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। লক্ষক চতুরতার সহিত এক একজন করিয়া সৈন্য প্রেরণ করিলে টিক্ক আপনাকে সৈন্য-বেষ্টিত দেখিয়া ভয়ে অঙ্গুলি কর্তন করিল। এই সময়ে খশগণ তাহার পলায়ন আশংকা করিয়া তাহাকে রক্ষা করিল এবং সে মনস্তাপে কিছুদিন আহার গ্রহণ করিল না। বীরবর ভিক্ষাচর ঘাতকগণের বিলম্বে বিরক্ত ও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসুক হইয়া অক্ষক্রীড়া (পাশাখেলা) দ্বারা চিত্তবিনোদন করিতেছিল। ঘাতকগণ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি ক্রীড়া সমাপ্ত করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। "আজও বহুসৈন্য বধ করিয়া কি হইবে?" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি শরাসন পরিত্যাগ করিয়া অসিহস্তে বহির্গত হইলেন। জনগণ উন্মুখ হইয়া তাহাকে বিরোধী পক্ষের সম্মুখভাগে বিচরণ করিতে দেখিল, কিন্তু তাঁহার আসন্ন ধ্বংস নির্ণয় করিতে পারিল না। রাজ-বংশীয় বীরবর কুমারিয় এবং জ্যেষ্ঠপালের ভ্রাতা রক্তিক তাঁহার পশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত হইল। ভিক্ষাচরের অনুচর গার্গিক একাকী শরবর্ষণদ্বারা বিভিন্ন পথে প্রবেশকারী শত্রুগণের গতিরোধ করিল। তাহার শরে আহত হইয়া তাহারা পলায়ন করিল। শত্রুগণের রোধকারী গার্গিক পাপিষ্ঠ খশসমূহের দ্বারা নিক্ষিপ্ত শিলারাশিদ্বারা ক্ষতদেহ হইয়া দীর্ঘকাল পরে সংগ্রামে বিমুখ হইল। সে পলায়ন করিলে শত্রুপক্ষীয় বীরগণ নানাপথে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষাচর প্রভৃতির নিকটে আসিল। ক্ষণকালমধ্যে এক যোদ্ধা শূল গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাচরের একমাত্র অস্ত্রবাহক পার্শ্বচরকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। ভিক্ষাচর বেগে ধাবিত হইয়া শূলনিক্ষেপপূর্বক প্রহারকারীর চুল ধরিয়া তাহাকে অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিলেন। প্রাণবায়ুর বহির্গমন কালে সে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলে কুমারিয় ও রক্তিক তাহাকে পুনরায় আঘাত করিল। এই যোদ্ধা নিহত হইলে বীরত্রয় যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা অস্ত্র দ্বারা শত্রুগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া জনশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিপক্ষীয়গণ খড়্গ-শূলাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে আঘাত করিতে অসমর্থ হইয়া দূরে সরিয়া গেল এবং তথা হইতে শরবর্ষণ করিতে লাগিল। ভিক্ষুসিংহ শরবৃষ্টি রোধ করিতে থাকিলে খশগণ হর্ম্য হইতে ভয়ংকর শিলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ভীষণ শিলাবৃষ্টিতে আহত হইয়া তিনি ধাবিত হইলে একটি বাণ তাঁহার পার্শ্বদেশ ভগ্ন করিয়া যকৃতে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তিনপদ গমন করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার পতনে শত্রুগণের হৃৎকম্প দূর হইল। কুমারিয় বক্ষোদেশে বাণবিদ্ধ ও

প্রাণশূন্য হইয়া প্রভুর চরণপ্রান্তে পতিত হইল। রক্তিক মর্মস্থলে শরাহত হইয়া নির্জীবের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ভিক্ষাচর উচ্চবংশীয় বীরগণের সহিত নিহত হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষের সহিত পতিত বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের শোভা প্রাপ্ত হইলেন। কুমারিয় ভূপতিত হইয়াও অসি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সে প্রহারে অবশ হইয়াও যুদ্ধ কর্তব্য বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হইলে শত্রুগণ তাহার শক্তি অবগত হইয়া প্রস্থান কালে তাহাকে বারংবার আঘাত করিল। "রে নির্বোধগণ, মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করিয়া ফল কি ?" খশসকল এইরূপ নিন্দা করিলে শত্রুসৈন্য ভিক্ষুকে বহুবার প্রহার করিল। নির্জীবিতপ্রায় রক্তিক আঘাতের তীব্র বেদনায় অস্ত্রধারণ করিতে অক্ষম হইলে কতিপয় অধম যোদ্ধা তাহাকে হত্যা করিল। ৪২০৬ লৌকিক অব্দের জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা দশমীতে ত্রিশ বৎসর নয় মাস বয়ঃক্রমকালে এই নৃপতি নিহত হইলেন। তিনি যাহাদের দীর্ঘকালব্যাপী দুঃখের ও সর্বনাশের মূল কারণ, তাহারাও তাঁহার শৌর্যে বিস্মিত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিত।

পরদিবস সচিবগণ বিজয়ক্ষেত্রস্থিত মহীপতির পুরোভাগে এই তিনজনের মুণ্ড স্থাপন করিল। কপটতাশূন্য ও ঔদার্যপূর্ণ নরপতি ভিক্ষুর মুণ্ড দেখিয়া "এই ব্যক্তি পিতার মুণ্ড নানাস্থানে লইয়া গিয়াছিল" মনে করিয়া কুপিত হইলেন না; তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"লোকে যেমন স্ফটিকমণির সূর্যকিরণসন্তপ্ততা না দেখিয়া ইহার নির্মলতা নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ এই ব্যক্তির বিদ্বেষপ্রসূত বিকার অবলোকন না করিয়া ইহার মহত্ত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত আবশ্যক। হায়, এই মণ্ডলে উৎকর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া এই মহীপতি পর্যন্ত কেহই স্বাভাবিক মৃত্যুদ্বারা দেহ বিসর্জন করেন নাই। যাহারা পূর্বে এই ভূপতির অনুগ্রহপাত্র ছিল, অদ্য তাহারা উদাসীনের ন্যায় তাঁহাকে মুণ্ডাবশেষও দেখিতেছে।" অসামান্য সৌজন্যমণ্ডিত ভূমিপতি মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া তাদৃশ শত্রুর অন্তিম সংকারের নিমিত্ত অবিলম্বে আদেশ প্রদান করিলেন। রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি ভিক্ষাচরের উত্থান ও পতন স্মরণ করিয়া পৃথিবীর স্বভাবের বিচিত্রতা বারবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। লোকে মনে করিল ইহা নিশ্চিত যে, সহস্র বৎসরের মধ্যে এই দেশে পুনরায় জাতিবিপ্লব উপস্থিত হইবে না। ধীর ব্যক্তি কার্য সমাপ্ত করিয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করিতে অভিলাষী হইলে বিধাতা তাঁহাকে গুরুতর অন্য কার্যের ভার সমর্পণ করিয়া থাকেন।

একরাত্রি মাত্র মণ্ডল শত্রুশূন্য হইলে দুঃখে বাক্যশূন্য হইয়া এক লেখক রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সভ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "কষ্টদায়ক শত্রু

ভিক্ষাচর যেদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইল, সেইদিন রাত্রিকালে কোট্ট সৈন্যগণ কনিষ্ঠ লোঠনকে হঠাৎ অভিষিক্ত করিয়াছে। জ্যেষ্ঠ সহ্লন তৎপূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সুস্‌সল ভূপতি বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়কে লোহরদুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন।" সে আরও বলিল যে, লোঠন গর্বিত ও রাজ্যাকাঙ্ক্ষী পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র পঞ্চজনের সহিত কারামুক্ত হইয়াছে এবং তাহার প্রচুর ধন আছে। দীর্ঘকালব্যাপী কষ্টের অবসানে রাজার মনে সুখের আবির্ভাব হইতেছিল। সহসা দুঃসংবাদরূপ বজ্রদ্বারা আহত হইয়া তিনি নিশ্চয়ই দুঃখিত ও মোহিত হইবেন, বিলাপ করিবেন, জ্ঞানহীন হইয়া মূর্ছিত হইবেন—এইরূপ চিন্তা করিয়া দিক্‌পালগণ সাভিলাষে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু তিনি আকার, আচার অথবা চেষ্টাদ্বারা পূর্বাবস্থা পরিত্যাগ করিলেন না। এরূপ বিপদে পূর্বে আর কোনও মহীপতি পতিত হন নাই। ইঁহার পিতা বল প্রকাশ দ্বারা নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং ইনিও পৈতৃক সিংহাসন শত্রুশূন্য করিয়াছিলেন। রাজকোষ ও দুর্গ অপহৃত হইল। একমাত্র শেষ জ্ঞাতি নির্ধন ও নিঃসহায় নামহীন বালক ধন ও মানের ধ্বংস সাধন করিয়া বহুবৎসর বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিল; সেই এক শত্রুর নিপাত হইলে এই বিপ্লবপ্রিয় দেশে মিত্র ও দুর্গ সম্পন্ন ছয়জন বিপক্ষ আবির্ভূত হইল। মণ্ডল ধনভাণ্ডার শূন্য ও প্রজাবর্গ বিদ্বেষসম্পন্ন। অসাধারণ ধৈর্যসম্পন্ন নরপতি ঘটনা অবগত হইবার নিমিত্ত প্রশ্ন করিলে লেখক লোহরদুর্গের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিল। "ভাগিক দুর্গ অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলে মণ্ডলেশ্বর প্রেমা ধনমত্ত হইয়া দুর্গরক্ষা বিষয়ে উদ্যোগশূন্য হইলেন। তিনি ভোজন ও স্ত্রীসম্ভোগে মনোযোগী হইয়াছেন; তিনি অহংকারপূর্ণ আচরণ-দ্বারা ভৃত্যগণকে প্রতিকূল করিয়া নীতিবহির্ভূত ব্যবহার করিয়াছেন। আপনি কৃপাপরবশ হইয়া বন্দিগণের চক্ষু উৎপাটনাদি করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলে তিনি তাঁহাদের রক্ষার কোন উপায় করেন নাই। এই সুযোগে উদয় নামক উচ্চাভিলাষী মায়াবী কায়স্থ, প্রতীহার মাঞ্জিক এবং ভীমাকরের পুত্র ইন্দ্রাকর—এই মন্ত্রিত্রয় দ্রোহাচরণের অভিলাষে মিলিত হইয়া প্রেমার বধ চিন্তা করিতে লাগিল। তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতে সুযোগ পাইল না। একদা তিনি কার্যবশে লোহরদুর্গ হইতে অট্টালিকায় অবতরণ করিলেন। তাহারা প্রথমতঃ লোঠনের পত্নীকে এই বিষয় অবগত করাইয়া দুর্গবাসিগণের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত গোপন লেখা প্রস্তুত করিল এবং বলিল যে, মৃত্যু আসন্ন হইলে নৃপতি কাশ্মীর হইতে এইরূপ শাসনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। অনন্তর তাহারা লোঠনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিল এবং

বিষ্ণুসিংহরাজস্বামীর মন্দিরে অভিষিক্ত করিল। সুস্‌সল ভূপতির শরদা নাম্নী নীচপ্রকৃতি এক পত্নী এই সময়ে এই স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি তাহাদের এই কার্য অনুমোদন করিলেন; তাহারা লৌহদণ্ডদ্বারা কোষাগারের অর্গল ভাঙ্গিয়া প্রচুর ধন হরণ করিয়াছে। অর্থদান করিয়া প্রহরী চণ্ডালগণকে বশীভূত করিয়া তাহারা ভৃত্যের সহিত সাতজনে এই সকল গুরুতর সাহসিক কার্য সম্পাদন করিয়াছে। দুর্গবাসিগণ ভেরী ও তূর্যাদির শব্দে জাগরিত হইয়া দেখিল লোঠন রাজোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে। লোঠন রাজকীয় অমাত্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া জনগণকে বিস্মিত করিলেন। প্রেমার পুত্র চর্ম ও পাসিক নামক সেই দেশীয় ঠক্কুরদ্বয়ের সহিত অবস্থান করিতেছিল, তিনি তাহাদিগকে সৈন্যের সহিত আনয়ন করিতে পারেন এইরূপ আশংকার উদয় হইয়াছিল। প্রেমা প্রাতঃকালে এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং রৌদ্রে সন্তপ্ত হইয়া বিদ্রোহ দমন করিতে আগমন করিলেন। আমি প্রভুর সমীপে আগমন কালে দেখিলাম, তিনি অঙ্গনে উপস্থিত হইলে শত্রুসৈন্য দুর্গ হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং তিনি যুদ্ধে বিমুখ হইলেন।" ইহা শ্রবণ করিয়া ভূপতি লোহর মন্ত্রী লুল্ল ও উদয়কে প্রেরণ করিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, ইহারা উভয়ে তদ্দেশীয় এবং লোহর ইহাদের পরিচিত স্থান; ইহারা অন্নাভাবাদি ছিদ্র লক্ষ্য করিয়া দুর্গে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইবে। তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, উপহারপ্রার্থী যোদ্ধাগণ ভিক্ষুর মস্তক বহন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া ইহা দাহ করাইলেন। ভয়ংকর গ্রীষ্মারম্ভে সূর্যের প্রখরতা হেতু নরপতি সিদ্ধিলাভে অনিশ্চিত হইয়া রিহ্লনকে প্রেরণ করিলেন। জয়েচ্ছু ভূপতি নানাগুণে ভূষিত রিহ্লনের কার্যারম্ভের সফলতার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি নিয়তি দ্বারা বিমোহিত হইয়া অথবা দুষ্ট অমাত্য কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্পষ্টতঃ নীতিবহির্ভূত পথ অনুসরণ করিতেছিলেন; কারণ তিনি অর্থ, দুর্গ ও মন্ত্রিহীন হইয়া ভীষণ গ্রীষ্মকালে শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে কার্য আরম্ভ করিতে ভৃত্যগণকে অনুমতি প্রদান করিলেন। কেবল কম্পনপতি উদয় রাজার পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল এবং অপর সমস্ত সচিব প্রতিহারের সহিত গমন করিল। রাজপুত্র, অশ্বারোহী ডামর ও অমাত্যসমন্বিত তদীয় সৈন্য দীর্ঘস্থান অধিকার করিল এবং ইহাদের সঙ্গে সমস্ত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। প্রতিহার অট্টালিকায় সৈন্য সন্নিবেশপূর্বক চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া বিরোধিগণকে পরাজিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। লুল্ল প্রভৃতি দুর্গের নিকটবর্তী স্থূলপুরে

অবস্থান করিতে লাগিল এবং রিপুগণকে ভীত করিল। সুস্‌সল ভূপতি বন্দিকৃত লোঠনের কন্যা পদ্মলেখাকে বিশাল রাজ্যাধিপতি শূরকে প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি শ্বশুরের সাহায্যার্থ আসিলেন এবং তাঁহার সৈন্যসকল শত্রুযোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সমগ্র রাষ্ট্র অবরুদ্ধ হইলে লোঠন ভয়ে দোলায়মান চিত্ত হইয়া নরপতির বশ্যতা স্বীকার ও দণ্ডগ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। লক্ষক প্রত্যহ বলিতে লাগিল,—"এই পরিমাণ কার্যসিদ্ধি হইয়াছে। এই দুঃসহ সময়ে অন্য কার্য আরম্ভ করিলে নিষ্ফল হইবে; সুতরাং আমাদের প্রত্যাবর্তন বিধেয় এবং ইহা আমাদের গৌরবহানি করিবে না। অনুকূল শরৎকালের প্রারম্ভে সর্ব প্রকার যত্নের সহিত কার্য আরম্ভ করিব এবং ইহা শুভপ্রদ হইবে।" রাজা অথবা তাঁহার পার্শ্বচর দুষ্ট সচিবগণ এই উপদেশবাক্য গ্রহণ করিলেন না। লোহরের সর্বাধিকারী উদয়ন বহু ধন দানে অঙ্গীকার করিয়া স্বকীয় প্রভুর সাহায্যের নিমিত্ত সোমপালকে আহ্বান করিল। অপাঙ্‌ক্তেয় সোমপাল বৈবাহিক সম্বন্ধ সত্ত্বেও ধনলুব্ধ হইয়া মহাবিপদে নিমগ্ন মহীপতির দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। "যদি লোঠন আমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করে, আমার সম্বন্ধের অপেক্ষা করিয়া লাভ কি? অথবা আমি কপটতাপূর্বক অপরকে বলিব যে, আমি তাহাদের সঙ্গে আছি" এইরূপ চিন্তা করিয়া সোমপাল স্বীকৃত হইল; সুজ্জি এই ছলনাপূর্ণ কার্যের কিয়ৎপরিমাণে সমর্থন করিল। ভূপতি সোমপালের মুখে সুজ্জিকে ভিক্ষাচরের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে সুজ্জি তাহার উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত রাজপ্রেরিত দূতের নিকট পূর্বপ্রতিশ্রুত অর্থ প্রার্থনা করিতে লাগিল। দূত ভিক্ষাচরকে মৃততুল্য বিবেচনা করিয়া অবজ্ঞাভরে অর্থপ্রদান করিল না এবং গর্বভরে বলিল, "যখন বিপদের উপশম হইয়াছে, তখন ইহা দ্বারা আমাদের কোন্ কার্য সাধিত হইবে?" অনন্তর সুজ্জি, ভিক্ষাচর নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিল যে, তাহার দ্বারা রাজার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। সুজ্জি দুঃখের সহিত একদিন অতিবাহিত করিয়া লোহরের দুর্ঘটনাজনিত বিপদের কথা অবগত হইল। সে কুপিত হইয়া দর্পের সহিত রাজদূতকে বলিল, "আমি আপনাদের সহিত লোঠনের সন্ধিস্থাপন করিব" এবং সোমপালকে বলিল, "আপনাকে ধনদানের জন্য আমি লোঠনকে অনুরোধ করিব।" অনন্তর সুজ্জি সৈন্যমধ্য হইতে অলক্ষিতে প্রস্থান করিয়া অল্পসংখ্যক অনুচরের সহিত সোমপালসহ ঘোরমূলকে উপস্থিত হইল। দেশান্তরে সতুষ ও শুষ্ক সক্তু প্রভৃতি ভোজন করিতে অক্ষম হইয়া সে যে-কোন উপায়ে কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইল। কাশ্মীরদেশীয়গণ গ্রীষ্মাধিক্যে শুষ্ক হইল; তাহারা সুজ্জির অকস্মাৎ আগমন সংবাদ শুনিয়া নিতান্ত

ব্যাকুল হইল। প্রতিহারের সহগামী যোদ্ধৃগণ "আমরা সংগ্রামে সুজ্জিকে শ্মশ্রু দ্বারা আকর্ষণ করিয়া শীঘ্র আনয়ন করিব" এইরূপ দম্ভপ্রকাশ করিয়া পৌরুষ দেখাইতে লাগিল। তাহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সুজ্জির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ হইল; পরিমিত কাশ্মীরবাসী ও সৈন্ধবসৈন্য সুজ্জির সহিত যোগদান করিয়াছিল। সোমপাল লোঠনকে বহু অর্থ প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন "অভিমানী মহীপালবর্গের অগ্রগণ্য ভ্রাতুষ্পুত্র জয়সিংহকে করপ্রদান আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।" সোমপাল তিরস্কৃত হইয়া ভূপতির প্রতিপক্ষতা প্রদর্শন করিল। সোমপাল সুজ্জিকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন "আমার শ্বশুরের সৈন্যগণ বিপক্ষের সহিত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে; আমি তাহাদের হিতসাধনে প্রস্তুত হইয়াছি। আপনি আমার আশ্রিত হইয়া কেন ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছেন?" সুজ্জি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া এবং অহংকারবশবর্তী হইয়া রাজকীয় সৈন্যদল আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর লক্ষক আষাঢ়মাসের শীতজ্বরের ভয়ে বিহ্বল হইয়া সৈন্যের সহিত রাত্রিকালে পলায়ন করিল। সৈন্যদলের বিনাশ প্রভুকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত কতিপয় সৈনিক দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা জিঘাংসাবশবর্তী হইয়া সুজ্জির পক্ষ অবলম্বন করিল। গহ্বরপূর্ণ পথের একপ্রান্ত হইতে রাজসৈন্য ও অপর প্রান্ত হইতে বিপক্ষের সৈন্য যুগপৎ যাত্রা করিল। রাজসৈন্য শত্রুকবলিত শারম্বরপথ পরিত্যাগ করিয়া কালেনন নামক গিরিসঙ্কট অতিক্রমদ্বারা নিকটবর্তী স্বদেশে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া নানা লোকের সহিত নির্বিঘ্নে বণিকদের অধ্যুষিত গ্রামে প্রবেশ করিল। অনন্তর সুজ্জি শত্রুগণকে স্বীয় আক্রমণ জানাইবার জন্য দ্রুত তূর্যসমূহ বাজাইলে তাহারা ভীত হইল এবং অক্ষম নায়কগণের সহিত রাত্রিশেষে নানা গিরিপথে অবিলম্বে পলায়ন করিল। লুণ্ঠনকারিগণ প্রাতঃকালে মন্ত্রিবর্গের বিচিত্র পরিচ্ছদসমূহ উন্মোচন করিল। সৈন্যগণকে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে কেহ অস্ত্র গ্রহণ করিল না, প্রত্যেকে আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত হইল, কেহ অপরকে রক্ষা করিল না। এরূপ মন্ত্রী ছিল না যে ধৈর্যত্যাগ করিয়া পশুর ন্যায় পলায়ন করে নাই। শত্রুযোদ্ধাগণ দূর হইতে দেখিতে পাইল যে, প্রতিহার বিমূঢ় হইয়া ভৃত্যের কাঁধে, উঠিয়া পলায়ন করিতেছে। শত্রুগণ তাহাকে জানিতে পারিল এবং প্রাণপণে ধাবিত হইয়া তাহার অনুগমন করিল। ভৃত্য প্রস্তরাহত হইয়া তাহাকে স্কন্ধচ্যুত করিল এবং সে স্বয়ং শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করিলে শত্রুগণ ধাবিত হইয়া তাহাকে বন্দী করিল। সে (প্রতিহার) চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমি মান ও ধন হরণ করিয়াছি, সে আমাকে বন্দী করিয়াছে এবং ইহা অপেক্ষা

অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত করিবে। ভৃত্যগণ তাহাকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া উপহাসের সহিত চীৎকার করিতে করিতে সুজ্জির সম্মুখে আনয়ন করিল। সুজ্জি বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া "বৃহদ্রাজের শুভাগমন হউক" বলিয়া নিজের বসন প্রদান করিল। তাহাকে পরিচ্ছদ পরিহিত ও অশ্বারূঢ় করিয়া এবং স্নিগ্ধবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া সুজ্জি তাহাকে ধৈর্য অবলম্বন করাইল। শ্রীমান্ সুজ্জি অসি, অশ্ব ও কোষ অপহরণকারী খশসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া সোমপালের নিকটে গমন করিল। প্রতিহার পাঁচ ছয় মাস একইভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। লুল্লের শ্যামবর্ণ মুখমণ্ডল শ্বেত শ্মশ্রুবেষ্টিত, শত্রুগণ তাহাকে বনমধ্যে বন্দী করিলে সে শোকে নির্বাক হইল। সোমপাল সুজ্জি কর্তৃক অর্পিত লক্ষককে গ্রহণ করিয়া মনে করিলেন যে, তিনি কাশ্মীর প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। বীরবর মাঞ্জিকাদি লোঠনের নিকট হইতে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রভূত অর্থপ্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইল এবং প্রতিহারকে প্রার্থনা করিল। অর্থলোভী সোমপাল প্রতিহার আয়ত্ত রাজ্য গ্রহণের অভিলাষে ও নৃপতির সমীপে প্রচুর ধনপ্রাপ্তির আশায় তাহা করিল না। প্রতিহার অপহৃত ও অমাত্যগণ অপমানিত হইয়া নগরে প্রত্যাগত হইলে নৃপতি ধৈর্যচ্যুত হইলেন না। পূর্বে ভিক্ষাচর রাজ্যলাভের জন্য যে শ্রেষ্ঠ সৈন্যগণের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে সুস্সলদেব যাহাদের সহায়তায় আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ভূপতির সংগৃহীত সেই দশ হাজার যোদ্ধা পীতজ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া নিধনপ্রাপ্ত হইল। এই সময়ে দেশমধ্যে স্বজনগণের রোদনের বিরাম হয় নাই। এই সময়ে অত্যধিক রৌদ্রতেজে সকলপ্রকার কাজকর্ম বন্ধ হইল এবং রাজ্য উৎসাহশূন্য হইয়া নষ্টপ্রায় হইল। এই সময়ে লোহর রাজদ্বার বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইল; কাশ্মীর-বাসিগণও নানাদিক হইতে তথায় আগমন করিতে লাগিল। লোঠন রাজলক্ষ্মী লাভ করিয়া অকুণ্ঠিত ব্যবহারদ্বারা ধনপতির অনুকরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এবং ভৃত্যবর্গ তাঁহার সঙ্গে শারীরিক ক্লেশ ও দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছিল; তাহারা এক্ষণে তাহার সহিত সমানভাবে সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। বিভিন্ন দিকে উন্নতিলাভের পর প্রায় একমাস অতীত হইলে লোঠনের একমাত্র পুত্র দিল্হ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। লোঠনপত্নী মল্লার হৃদয় শোক-কাতর হইয়া পড়িল এবং তিনি পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। প্রিয়তমা পত্নী ও গুণবান পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলে লোঠন রাজলক্ষ্মীর কিছুই প্রয়োজন দেখিতে পাইলেন না। কালবিৎ নরপতি জয়সিংহ ধনহীন হইয়াও ত্রিশলক্ষ

মুদ্রা প্রদান করিয়া প্রতিহারের বন্ধনমোচন করাইলেন। লক্ষক প্রত্যাবর্তন করিলে জনগণ তাহার সৌভাগ্যের নিমিত্ত পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা রাজপথ আচ্ছাদিত করিল। প্রতিহারের ভাগ্যমহিমায় তাহার পরাজয়ের কথা সকলে অল্পকাল মধ্যে ভুলিয়া গেল এবং সে পুনরায় শক্তিসঞ্চয় করিয়া পূর্বের ন্যায় নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিল। সুজ্জি ধনলোভে দৃঢ় রাজভক্তি বিসর্জন দিয়া অকপটে লোঠন নরপতির মন্ত্রিত্ব করিতে লাগিল। সে তাঁহাকে ভাগিকের কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাঁহার প্রথমা পত্নীর বিয়োগ দুঃখের সহিত অবিশ্বাস দূরীভূত করিল। সুজ্জি ভূপতি পদ্মরথের নিকটে গমন করিয়া লোঠনের বিবাহের নিমিত্ত তাঁহার কন্যা সোমলদেবীকে আনয়ন করিল। নূতন ভূপতি ডামর প্রভৃতিদ্বারা বারংবার প্রার্থিত হইয়া তাহাকে অনুরোধ করিলে সে কাশ্মীর আক্রমণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল। শত্রুপক্ষ সীমান্তভূপতিগণের সহিত একতা স্থাপন করিয়া এইভাবে অবস্থান করিলে সুসৃসলনন্দন তাহাদিগকে ছলনা করিবার নিমিত্ত নীতি প্রয়োগ করিলেন। এই উদ্যমে দ্বারপতি উদয় প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। যখন সে সর্বস্ব হারাইয়া তথায় অবস্থান করিতেছিল তখন শত্রুপক্ষ তাহাকে দানমানাদি দ্বারা প্রলুব্ধ করিলেও সে সর্বদা প্রভুর কার্যসম্পাদনে তৎপর ছিল। সে লোহরের নিকটবর্তী বনপ্রস্থ নামক স্থানে অবস্থান করিয়া অক্লান্তভাবে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া শত্রুসৈন্যকে ক্লেশ প্রদান করিতে লাগিল। মাঞ্জিক ও ইন্দাকর প্রভৃতি, সত্য অথবা মিথ্যা হউক, লোঠন ভূপতি হইতে ভয়ের আশঙ্কা করিয়াছিল, কারণ সুজ্জি এইরূপ অভিপ্রায়ের আভাস প্রদান করিতেছিল। তাহারা মনে করিল যে, সুজ্জি রাজার বিশ্বাসভাজন এবং তিনি সুজ্জির পরামর্শ অনুসারে চক্রান্তকারিগণকে বধযোগ্য বিবেচনা করিতেছেন। অনন্তর ধীমান মহীপতি জয়সিংহ তাহাদিগকে এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলেন, "আমরা আপনাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সুসৃসল ভূপতির সহধর্মিণী সহজার গর্ভজাত পুত্র মল্লার্জুনকে লোহরের সিংহাসনে স্থাপন করিব; আপনারা প্রেমের ন্যায় লোঠনকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিবেন।" তিনি দুর্গ অধিকার করিতে অভিলাষী হইয়া কপটতাপূর্বক এই সংবাদ প্রেরণ করিলে তাহারা তাঁহার উপর বিশ্বাস-স্থাপন না করিয়া ইহা অস্বীকার করিল। লোঠন মল্লার্জুনকে চক্রান্তকারী বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ও ষড়যন্ত্রকারী অন্যান্য ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে বন্দী করিলেন। তিনি শঙ্কিত হইয়া সুসৃসলদেবের উপপত্নীর পুত্র বিগ্রহরাজকে প্রতিহারের পদ প্রদান করিলেন। নীতিজ্ঞ নরপতি পিতৃব্যের সহিত কপট সন্ধি করিয়া নানারূপ উদ্যম-উপায় প্রয়োগদ্বারা অপহৃত রাজ্য অধিকার করিতে ত্বরান্বিত হইলেন।

সুজ্জির উদ্যমে রাজ্যমধ্যে বদ্ধমূল হইয়া লোঠন শূরকে বিসর্জন করিলেন এবং কতিপয় মাস নিরুদ্বেগের সহিত অতিবাহিত করিলেন। সুজ্জি পদ্মরসের যে অবিবাহিতা কন্যাকে বিবাহের নিমিত্ত পূর্বে আনয়ন করিয়াছিল, তাহার মাতা এই উপলক্ষ্যে সমাগত হইয়াছেন শুনিয়া সে তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত অমাত্যগণের সহিত দর্পিতপুরে গমন করিল। মাঞ্জিক প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া বন্ধনবিমুক্ত ও একত্র মিলিত হইল এবং মল্লার্জুনকে দুর্গাধীন প্রদেশের রাজপদে অভিষিক্ত করিল। লোঠন পূর্বে যেমন সহসা রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ৪২০৬ লৌকিক অব্দের ফাল্গুন মাসের শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে অচিরে রাজ্যচ্যুত হইলেন। ভাগ্যহীন মূঢ়বুদ্ধি লোঠন অবিবাহিতা কন্যা ও অব্যয়িত অর্থরাশি শত্রুর ভোগ্য হইল দেখিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তিনি সামর্থ্যশূন্য হইয়া পর্যটন করিতে করিতে সুজ্জির শক্তিসাহায্যে টিল্লিকাদি প্রদেশ হইতে অবশিষ্ট ধনরত্ন সংগ্রহ করিলেন। মাঞ্জিক পূর্বে সিংহভূপতির ভৃত্যবর্গকে আহ্বান করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া মহীপতি মল্লার্জুনের আধিপত্য অপ্রতিহত করিল। তরুণ বয়স্ক অতিব্যয়ী ভূপতি একদা সুপারির পরিবর্তে খণ্ডিত মুক্তার তাম্বুল অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি বিষয়াসক্ত হইয়া কুট্টনাদিকে প্রভূত ধনদান করিলে তত্ত্বজ্ঞগণ তাঁহার বদান্যতার দোষ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। সুস্সল ভূপতি প্রজাপীড়নদ্বারা যে ধনরাশি সঞ্চিত করিয়াছিলেন, অপরিমিতব্যয়ী মল্লার্জুন তাহা যথেচ্ছক্রমে অনুরূপ কার্যে ব্যয়িত করিলেন। মন্দবুদ্ধি মহীপতি গর্বিত হইয়া সজ্জনগণকে দূর করিয়া দিলেন এবং অগণ্য গণিকা, চারণ, দুষ্টলোক, ধূর্ত ও দাসগণের পোষণ করিতে লাগিলেন। প্রজাপুঞ্জের পীড়নদ্বারা উপার্জিত অর্থরাশি অগ্নি, শত্রু অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীর করতলগত হইয়া থাকে। মহীপাল জয়াপীড়ের পৌত্রের হত্যাকারী উৎপলপ্রমুখ দাসীপুত্রগণ তাঁহার প্রজাপীড়নার্জিত বিত্ত বিলুপ্ত করিয়াছিল। শঙ্করবর্মা জনগণকে ক্লেশ প্রদান করিয়া যে ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পত্নীর প্রভাকর প্রভৃতি উপপতিগণ ভোগ করিয়াছিল। শঙ্কর পত্নীগণ কামপরবশ হইয়া পতির পাপার্জিত ধনরাশি উপপতি সুষন্নাদিত্যকে প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা যশস্করের সঞ্চিত প্রভূত অর্থ তাঁহার পত্নী ব্যয় করিয়াছিলেন, ইনি কামপীড়িতা হইয়া চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ক্ষেমগুপ্ত পূর্বরাজগণের অর্জিত ধনরাশি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নীর উপপতি তুঙ্গাদি ব্যক্তিগণ ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তদেবের কুশাসনে প্রজাগণ বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহার ধনরাশি অবশেষে ভস্মসাৎ হইয়াছিল। কলশ ভূপতি কুক্রিয়ার

কৌশল প্রকাশ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুত্র অপাত্রে এবং পত্নী উপপতির হস্তে প্রদান করেন। হর্ষদেবের ধনরত্ন পুত্র, পত্নী ও প্রাসাদের সহিত ভস্মীভূত হইয়াছিল। চন্দ্রাপীড়, উচ্চল ও অবন্তিবর্মপ্রমুখ ধর্মপরায়ণ নরপতিগণের ন্যায়ার্জিত ধনরাশি কখনও অন্যায় ব্যবহার দ্বারা নষ্ট হয় নাই। মল্লার্জুনের নূতন অভ্যুদয়ের সময়ে চোর, চক্রান্তকারী, সীমান্তনৃপতি, বেশ্যা ও বিটগণ প্রচুর পরিমাণে তাঁহার ধন হরণ করিতে লাগিল। ভূপতি শত্রুগণকে প্রতারিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইল না দেখিয়া তিনি বিচলিত হইলেন এবং আক্রমণের নিমিত্ত অবিলম্বে চিত্ররথকে প্রেরণ করিলেন। চিত্ররথ অগণিত সৈন্য লইয়া ফুল্লপুরে স্থান গ্রহণ করিল। তাহার অনুগামিগণ দুর্গাশ্রয়বশতঃ মল্লার্জুনের সৈন্যগণকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ হইল না। তাহার সেবক সম্বর্ধন রাজার সম্মানভাজন ছিল ; সে ভেদ উৎপাদনের নিমিত্ত দুর্গে আরোহণ করিলে মল্লার্জুনের অনুচরবর্গ রাত্রিকালে তাহাকে নিহত করিল। শত্রুসমূহ যে দুর্গে অবস্থান করিতেছিল যুদ্ধের সাহায্যে তাহা অধিকার অসাধ্য ছিল, কিন্তু কোষ্টেশ্বর পশ্চাদ্‌ভাগে সমাগত হইলে তাহারা ভীতিবিহ্বল হইল। মল্লার্জুন কর-প্রদান অঙ্গীকার ও সন্ধিবন্ধন করিয়া তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য নিজ জননীকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন। রাজমাতার পরিচ্ছদ বৈধব্যের আভরণহীন হইলেও ঐশ্বর্য সূচিত করিল এবং তিনি চঞ্চলমতি কোষ্টেশ্বর প্রভৃতিকে উৎকণ্ঠিত করিলেন। তাহাদের নিকট হইতে তিনি প্রত্যাবর্তন করিলে মল্লার্জুন আশ্বস্ত হইলেন এবং দ্বারপতিকে অঙ্গীকৃত কর প্রদান করিলেন। কোষ্টক রাজজননীর দর্শন সুখে আকৃষ্ট হইয়া দুর্গদর্শনচ্ছলে অল্পসংখ্যক অনুচরের সহিত তথায় গমন করিলেন। সে অবতরণ করিলে চিত্ররথ উপহার গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত ভূপতির নিকটে সমাগত হইল। নৃপতির আদরের পাত্র দ্বারেশ উদয়ের সহিত মন্ত্রণা করিয়া শত্রুবিজয়ের জন্য পুনরায় নীতি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। লোঠন পদ্মরথের নিকটে প্রস্থান করিলে নূতন ভূপতি আক্রমণভয়শূন্য হইয়া স্বস্তির ভাব অনুভব করিলেন। তিনি প্রথমতঃ পদ্মরথের কন্যা সোমলার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রতাপাতিশয্য বশতঃ পরে নাগপালনন্দিনীর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। সোমপাল প্রমুখ ভূপতিগণ কপটতা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অহংকার-বিমূঢ় নরপতি হইতে ভৃত্যভাবে বেতন গ্রহণ করিতেন। ধূর্তগণ এবং রাজবংশীয়গণ কবিতা, গীতি, বাচালতা, যুদ্ধ ও চারণোচিত কার্যদ্বারা তাঁহার ধনহরণ করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বুদ্ধিশক্তির উন্নতি সাধিত হয় নাই এবং তিনি বহুভাষী ছিলেন ; মূর্খগণ তাঁহার বাক্‌পটুতা মাত্র দর্শন করিয়া তাঁহাকে সুচতুর বিবেচনা করিত। মল্লার্জুন সুজ্জির

সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে, চিন্তা করিয়া জয়সিংহদেব বিপুলবিক্রম সুজ্জিকে এই সময়ে স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন। সুজ্জির দেশে প্রবেশ ও নির্বাসন প্রতিহারের আয়ত্তাধীন ছিল ; বিশেষতঃ এই সময়ে লক্ষ্মক অপূর্ব শক্তি প্রদর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ কার্যসাধন করিল। প্রতিহার রাজস্থানের মাল্যব্যতীত ভূপতিপ্রদত্ত কম্পনাদি অধিকারের বরণমালা সুজ্জিকে প্রদান করিল . কিন্তু সুজ্জি ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। অনন্তর লক্ষ্মক স্বীয় মাল্য অর্পণ করিয়া সুজ্জিকে পরিতুষ্ট এবং স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতদ্বারা তাহার সৌভাগ্য বর্ধিত করিল। রিহ্লন ভূপতির হিতের নিমিত্ত উদয় ও ধন্যের সহিত সৌহার্দ পরিত্যাগ করিল এবং সুজ্জির দেশ-প্রবেশে প্রতিকূলতা করিল না। মহীপতি অগ্রসর হইয়া সুজ্জিকে সম্মানিত করিয়া দেশে প্রবেশ করাইলেন এবং তাহার পরামর্শানুসারে ধন্যাদিকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিলেন কিন্তু মন হইতে নির্বাসিত করিলেন না। ভূপতি সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধী কোষ্টেশ্বরকে গুপ্তঘাতকদ্বারা হত্যা করিতে অভিলাষী হইলে কোষ্টেশ্বর এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিল। রাজা মল্লার্জুনকে করায়ত্ত করিয়া আক্রমণের নিমিত্ত গমন করিলে কোষ্টেশ্বর স্বপক্ষের অনৈক্যবশতঃ নিরাশ্রয় হইয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিল। লোঠন বপ্পনীল নামক স্থানে অবস্থান করিয়া কতিপয় ঠক্কুরের সাহায্যে মল্লার্জুনকে সবিক্রমে আক্রমণ করিলেন। ইহাতে লোঠনের অসম্ভব পৌরুষ দৃষ্টিগোচর হইল, তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াও মল্লার্জুনকে পরাজিত করিলেন। তিনি অশ্ব অপহরণ, অট্টালিকা ও দোকান লুণ্ঠন করিলেন। রাজরাজনামক ডামরের প্রার্থনানুসারে তিনি কাশ্মীররাজ্য অধিকারের নিমিত্ত ক্রমরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি বারংবার আক্রমণ করিলেও মল্লার্জুন দুর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অট্টালিকা রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর কোষ্টেশ্বর যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বারা পিতৃব্যকে বহু ধন প্রদান করাইয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি করাইল। সে লোহরে দৃঢ়মূল হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে লোঠনের সহিত কাশ্মীরে উপস্থিত হইল। সে গিরি লঙ্ঘন করিয়া ও পথিমধ্যে বাধা প্রাপ্ত না হইয়া কার্কোটে উপস্থিত হইল। অন্য ডামরগণের সহিত মিলিত হইবার পূর্বেই ক্ষিপ্রগামী নরপতি সম্পূর্ণ উদ্যমের সহিত তাহাকে নিপাতিত করিলেন। এই সময়ে প্রতিহার রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কোষ্টক ও লোঠন প্রস্থান করিলে মল্লার্জুন, কোষ্টক অথবা লোঠন লহরে রাজ্যপ্রাপ্ত হয় নাই। মল্লার্জুন কপটতাদ্বারা পার্শ্বস্থিত উদয়নকে বধ করিল, ইহাতে কোষ্টক মল্লার্জুনের উপর কুপিত হইল। মল্লার্জুন কোষ্টককে প্রসন্ন করিল না ; সেইজন্য সে কুপিত হইয়া সৈন্যসংগ্রহপূর্বক লোঠনের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা

করিল, কোষ্টক মল্লকোষ্টপ্রমুখ অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত মল্লার্জুনের নিশ্চেষ্ট সৈনিকগণকে বিধ্বস্ত করিল। খশ, সৈন্ধব ও অন্যান্য যোদ্ধাগণ সংগ্রামে নিধন প্রাপ্ত হইল; রাজা মল্লার্জুনের বধ নিশ্চিত হইলেও সিংহ-ভূপতির প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তিনি নিহত হইলেন না। তিনি মানশূন্য হইয়া দুর্গের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন ও প্রতাপ শূন্য হইয়া পুনরায় কোষ্টকের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। কোষ্টেশ্বর লোঠনকে পরিত্যাগ পূর্বক শত্রুতাশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছিল কিন্তু প্রতিশ্রুত অর্থ না পাইয়া পুনরায় বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। সে আধিকারিকগণকে বন্দী করিয়া শুল্ক গ্রহণ এবং রাজার ন্যায় পণ্যদ্রব্যসমূহে সিন্দূর দ্বারা স্বীয় নাম মুদ্রিত করিতে লাগিল। লোহরেশ্বর অকারণ কর্কশ বাক্য প্রয়োগদ্বারা লবণ্যের বিরাগ উৎপাদন করিলেন এবং সেও অব্যাহত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা তাঁহার বিদ্বেষভাজন হইল। অনন্তর কোষ্টেশ্বর আক্রমণ করিয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্রসমূহ ও শ্রেষ্ঠ অশ্বসকল হরণ করিল এবং তদ্দ্বারা মল্লার্জুনের সৈন্য বলহীন করিল। অনন্তর মল্লার্জুন মুখ্য মন্ত্রী ও কন্যাসম্প্রদান সম্পর্কে শ্বশুর মাঞ্জিককে কিরূপে হত্যা করিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। উৎকট যৌবনবশতঃ মদনোন্মত মাঞ্জিককে মল্লার্জুনের জননী প্রকাশ্যভাবে উপপতিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। আহার কালে ঘাতকগণ ভূপতির সংকেত অনুসারে ভোজনকারী মাঞ্জিককে প্রহার করিয়া হত্যা করিল। তিনি তাঁহার সৈন্যসমূহকে লুণ্ঠন ও বিবিধ বীরোচিত কার্য সম্পাদন করিলেন। বিদ্রোহিগণের মধ্যে ইন্দাকরও অবশিষ্ট রহিল না; রাজা স্বয়ং বিষ প্রদান করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। দৈবপ্রভাবে শত্রুগণ নির্মূল হইলে সিংহ-মহীপতি কোষ্টকের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া সুজ্জিকে লোহর বিজয়ের জন্য প্রেরণ করিলেন। সুজ্জি তিন ঘন্টা পথ অতিক্রম করিলে মল্লার্জুন কোষ্টক কর্তৃক অশ্ব হরণ ও অন্তর্ভেদে বিহ্বল হইয়া অবস্থান করিতে অক্ষম হইলেন এবং কোষ-গ্রহণপূর্বক দুর্গত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তস্কর সকল রাজ্যভ্রষ্ট ভূপতিকে পথিমধ্যে লুণ্ঠন করিতে লাগিল এবং তিনি কোনক্রমে অবশিষ্ট কোষ রক্ষা করিয়া অবনাহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৪২০৮ লৌকিক অব্দে বৈশাখমাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার দিন তিনি আঠার বৎসর বয়সে রাজ্যচ্যুত হইলেন। কম্পনপতি, কপিলপুত্র হর্ষটকে লোহরদুর্গে মণ্ডলেশ্বর নিযুক্ত করিয়া এবং দুর্গের জন্য সৈন্যসংগ্রহে তৎপর হইয়া মণ্ডলমধ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপনের নিমিত্ত তথায় কতিপয় দিবস বিলম্ব করিতেছিলেন, দুষ্টপ্রকৃতি বিটগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া নরপতির প্রসন্নতাসময়ে সুজ্জির নিন্দাবাদ দ্বারা তাহার উপর রাজার অসন্তোষ উৎপাদন করিল। এই ভূপতিও যখন ধূর্তবাক্যে বিচলিত হইলেন, তখন অন্য কোন্ রাজা নিজের

বিবেকশক্তিদ্বারা স্থিরভাবে কার্যসম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে? শৈশব সময়ে মূর্খসমাগমে যে জড়তা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা প্রৌঢ়াবস্থায়ও দূরীভূত হয় নাই। নৃপতিগণ ভৃত্যগণের অন্তর অবগত হইতে অসমর্থ হইলে নির্দোষ রাজ্যের উপর বজ্রপাত হইয়া থাকে। সুজ্জি এই অসাধ্য কার্য সাধন করিতে উদ্যত হইলে লক্ষকাদির ন্যায় হাস্যাস্পদ হইবে মনে করিয়া রাজার বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে লোহরবিজয়ে প্রেরণ করিয়াছিল। সুজ্জি এই কার্য সম্পাদন করিলে সেই পাপিষ্ঠগণ ব্রহ্মাস্ত্রতুল্য অব্যর্থ কুটিলতাদ্বারা তাহাকে প্রহার করিল। কম্পনপতি প্রত্যাবর্তন করিয়া ভূপতির গাম্ভীর্যবশতঃ বিকার লক্ষ্য করিতে পারিল না এবং তাঁহার প্রীতিপূর্ণ আলাপে তাঁহার কলুষতা উপলব্ধি করিতে পারিল না। সুজ্জির ন্যায্য কার্যে রাজার আনন্দবোধ হইত না। "আমি হৃত রাজ্যদ্বয় উদ্ধার করিয়া রাজাকে প্রদান করিয়াছি" এইরূপ আত্মাভিমান ও দর্পহেতু সুজ্জি স্বেচ্ছানুসারে কার্য করিতে লাগিল। সুজ্জির স্বজনগণ পৌরগণের গৃহাদি হরণ করিয়া তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল এবং তাহাদের বিরাগ উৎপাদন করিল। কোষ্টেশ্বর স্বীয় অপরাধ স্মরণ করিয়া নরপতিকে বিশ্বাস করিত না, এবং ভূপতি কুপিত হইলে তাহার পিতৃব্য মনুজেশ্বর শত্রুভাব প্রকাশিত করিয়াছিল বলিয়া সে তাহার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করিল না। চিত্ররথ সুজ্জির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিল। সে প্রজাপীড়নদ্বারা অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিল এবং রাজা তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। ধন্য ও উদয় রাজপুরীতে অবস্থান করিতেছিল ; নরপতি সুজ্জির অপেক্ষায় তাহাদের প্রতি সৌহার্দ প্রকাশ না করিয়া গোপনে ধনদানদ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। শীতজ্বরে উভয়ের অনুচরগণ বিনষ্ট হইলে তাহারা রাজ্যচ্যুত সমৃদ্ধিশালী মল্লার্জুনের আশ্রয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। সুজ্জির উপর বিদ্বেষবশবর্তী হইয়া লক্ষক পূর্বে দূতদ্বারা সজ্জপালকে আহ্বান করিয়াছিল, সে এই সময়ে রাজপুরীতে আগমন করিল। সুজ্জি ও চিত্ররথ ভূপতিকে নিষেধ করিলে তিনি তাহাকে দেশ প্রবেশের আদেশ প্রদান করিলেন না ; মল্লার্জুন তাহাকে দূতমুখে আহ্বান করিলেন। এই নিমিত্ত সজ্জপাল পথিমধ্যে কোন সামন্তের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া অস্ত্রাহত ও হৃতসর্বস্ব হইল। মল্লার্জুন-দুর্দশাগ্রস্ত সজ্জপালকে প্রচুর স্বর্ণ অঙ্গীকার করিয়া আনয়ন করিতে অসমর্থ হইলে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। নরপতি ও রিহ্লন গোপনে দূত প্রেরণ করিয়া তাহাকে সৌজন্যের সহিত আহ্বান করিলে সে সত্বর আগমন করিল। সাহসী সজ্জপাল শত্রুপূর্ণ ভয়ংকর পথে "যদি ইহারা এখানে হত্যা না করে তথায় হত্যা করিবে" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিল। কান্যকুব্জ ও গৌড়াদি রাজ্যে

নৃপতিগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত যাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি স্বদেশে মন্ত্রিনিয়ন্ত্রিত মহীপতির সংকার প্রাপ্ত না হইয়া দুঃখিত হইলেন এবং পৌরবর্গ প্রাসাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। ভূপতি অমাত্যগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে দর্শনদান করিলেন এবং স্বহস্তে তাম্বূল অর্পণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। তিনি নির্ধন হইলেও বহুলোক তাঁহার প্রতিষ্ঠায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং তিনি প্রাসাদে যাতায়াত করিয়া শত্রুকুলকে কম্পিত করিলেন। চরিত্রজ্ঞ সুজ্জি সজ্জপালের আচার ও আলাপ অবলোকন করিয়া অন্তরে কম্পিত হইল এবং এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল—"ইহা সুনিশ্চিত যে, এতাদৃশ অদ্ভুত পুরুষ যিনি বিশ্বের বিনাশ সাধনে সম্পূর্ণ সমর্থ—কখনও এইরূপে জীবন শেষ করিবেন না।" অনন্তর সুজ্জি ভবিতব্য অথবা অহংকারের বশবর্তী হইয়া বিবিধ গর্হিত ব্যবহার করিল। মড়বরাজ্যে অবস্থানকালে তাহার অনুচরগণ এক ব্রাহ্মণকে লুণ্ঠন করিয়াছিল; ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া তাহাকে রুক্ষ বাক্য বলিলে সুজ্জি তাহাকে নিহত করিল। এই কুকর্মদ্বারা দেশান্তরে জনগণকে আকুলিত করিয়া দুরাচার সুজ্জি প্রত্যাগত হইলে নগরবাসিগণ তাহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিল। এই সময়ে কমলিয়প্রমুখ ব্যক্তিগণ দর্পভরে এক সম্পূর্ণ নগণ্য আত্মীয়কে অত্যুচ্চ সম্মান প্রদান করিলে সুজ্জি মনে করিল "কি, আমি বিদ্যমানে অপরলোককে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবে?" এবং অহংকার বশবর্তী হইয়া চারণতুল্য এক ব্যক্তিকে সেইরূপ সম্মান অর্পণ করিল। রিহ্লন কমলিয় প্রভৃতির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিল, সে শক্তিশালী বলিয়া সুজ্জির নিতান্ত চক্ষুঃশূল হইল। সহদেব পুত্র উহ্লন দুষ্টমন্ত্রণাদ্বারা স্বভাবতঃ গর্বিত সুজ্জিকে উত্তেজিত করিয়া তাহাকে বিবাদ-তৎপর করিল। সুজ্জি এইরূপ মনে করিয়া রাজার উপরও প্রকাশ্যভাবে কোপ প্রদর্শন করিল;—"এই কৃতঘ্ন মহীপতি আমাদের সহিত নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের সমকক্ষতা অনুমোদন করিতেছেন।" নৃপতি সুজ্জির ভয়ে রিহ্লনকে বাহিরের চাকরের ন্যায় মন্ত্রণা, বিশ্বস্ত আলাপ ও অকপট কথোপ-কথনে বর্জন করিলেন। রিহ্লন প্রভুর ঐরূপ অবজ্ঞা চতুরতার সহিত অপ্রকাশিত রাখিয়া কপটতা দ্বারা নিজের লোকের সাহস ও বিপক্ষের ত্রাস উৎপাদন করিল। উভয়পক্ষ সম্পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন সজ্জপালের সাহায্যপ্রার্থী হইলে রিহ্লন ধনদান দ্বারা তাহার সৌহার্দ্য লাভ করিল। পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশের নিমিত্ত উভয় পক্ষ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলে ইহা প্রতি-মুহূর্তে সম্ভ্রমাকুল হইত। সুজ্জি যুদ্ধাভিলাষী হইয়া ভূপতির সহিত বিপক্ষগণকে

অপমানিত করিবার জন্য সভাস্থলে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিল। দৌবারিক তাহার আগমন নিবেদন করিলে সুজ্জি কুপিত হইয়া তাহাকে কর্কশবাক্যে তিরস্কার করিয়া শিলাদ্বারা আঘাত করিল। প্রতিপক্ষগণ চিত্রিতের ন্যায় অবস্থান করিয়া ভূপতির রক্ষাবিষয়ে চিন্তাপরায়ণ হইলে, তিনি সুজ্জিকে সান্ত্বনা দান করিয়া নিকটে বসাইলেন এবং সত্য অথবা মিথ্যা বাক্যে বলিলেন,—"এই সজ্জন হইতে আমাদের আশংকার কারণ নাই" ; কিন্তু তিনি অন্তরে চিন্তিত হইলেন। অনন্তর মড়বরাজ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া বলিল,—"আমরা সুজ্জির কম্পনাধিকার অনুমোদন করি না।" নীতিবিৎ রিহ্লন বিপক্ষের শঙ্কা উৎপাদনের নিমিত্ত সুজ্জির শত্রু পঞ্চচন্দ্রকে সজ্জিত সৈন্যের সহিত রাত্রিকালে আনয়ন করিল। সুজ্জির শত্রু রিহ্লন জানিত যে সুজ্জি সজ্জপাল ও বহু সৈনিক পঞ্চচন্দ্রকে ভয় করিত এবং অন্য সকলকে গ্রাহ্য করিত না। সুজ্জি আক্রমণ ভয়ে অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সৈন্যের ব্যূহরচনা করিল এবং নিরুপদ্রবে পথিমধ্যে রাত্রি যাপন করিল। কোষ্টেশ্বর এই সময়ে ভূপতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল; সে সুজ্জির সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। মনুজেশ্বর ভূপতির প্রতিকূল আচরণ করে নাই বলিয়া সে তাহাকে বধ করিল সেইজন্য মহীপতি বিদ্বেষের পাত্র কোষ্টেশ্বরের প্রতি অধিকতর বিদ্বেষ প্রদর্শন করিলেন। রাত্রিকালে এইভাবে অবস্থান করিলে সুজ্জির শত্রুপক্ষ ইহা রাজদ্রোহিতারূপে নির্দেশ করিল কিন্তু সুজ্জি আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই কার্য করিয়াছিল। অনন্তর নরপতি তেজস্বী সুজ্জির সংহারের নিমিত্ত সজ্জপালকে তাহার গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিলেন। সাহসী সজ্জপাল কাপুরুষের ন্যায় কপটতা দ্বারা তাহাকে হত্যা করিতে অসমর্থ হইয়া এবং প্রকাশ্যভাবে আক্রমণপূর্বক বধ করিতে অভিলাষী হইয়া নানাস্থানে সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহারা উভয়ে পরস্পরের উদ্দেশে ছলনা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে সমগ্র রাজ্য ভয়ে প্রতিমুহূর্তে বিচলিত হইতে লাগিল। সুজ্জি রজনীতে আক্রমণ আশংকা করিয়া পূর্বের ন্যায় জাগিয়া থাকিল এবং রাজ-প্রাসাদও সতর্ক প্রহরীতে পরিপূর্ণ হইল। রাজ্য হইতে রিহ্লনের নির্বাসনে সুজ্জি অভিমত প্রকাশ করিলে ভূপতি বাধাদান করিতে অক্ষম হইয়া ইহা অনুমোদন করিলেন। রিহ্লন বিদায় গ্রহণ করিয়া গমনোদ্যত হইলে দ্বারাধিপ উদয় 'প্রজাগণ তাহার দুঃখে ক্ষুব্ধ হইয়াছে' ইহা রাজাকে প্রদর্শন করিয়া কৌশলে তাহার রাজ্যাবস্থান বিষয়ে সমর্থন করিল। সুজ্জি সজ্জপালের মিত্রতা প্রার্থনা করিলে সজ্জপাল তাহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাত্রিকালে রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল,—"হে রাজন্, সুজ্জি অপর

প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে অভিলাষী নয়, উহ্লনাদি তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছে এবং সে স্বয়ং অহংকারী ; তাহার অভিপ্রায় এইরূপ,—আমি দ্রোহশূন্য ও উপকারী ; যদি ভূপতি আমার মত গ্রহণ করেন, আমি রিহ্লনকে নির্বাসিত ও অর্থশালী চিত্ররথকে বন্দী করিয়া লোহর যুদ্ধে অপহৃত অশ্ব ও কোষ তাঁহাকে অর্পণ করিব এবং পরে প্রস্তুত হইয়া দুর্বৃত্ত কোষ্টেশ্বরকে হত্যা করিব। আমি প্রভুর অনুরাগী, তাঁহার সেবায় আমার প্রাণ তৃণতুল্য। আমি শত্রুগণকে পরাজিত করিতে উদ্যোগী হইব এবং যুবক ভূপতি সুস্থচিত্তে রাজলক্ষ্মী ভোগ করিতে থাকিবেন। সুজ্জি ভূপালকে প্রার্থনা করিতে অভিলাষ করিতেছে যে, তাহার সাহায্যলাভের নিমিত্ত উহ্লন দ্বারপতির পদ এবং আমি রিহ্লনের গৃহীত অধিকারসকল প্রাপ্ত হই।" সে আমাকে বলিয়াছে "যদি উহ্লন, তুমি ও আমি একমত হইয়া মিলিত হই, রাজপ্রাসাদে অপর কে গণনীয় হইতে পারে? যদি তিনি ইহা অনুষ্ঠান না করেন আমরা এই স্থানে অবস্থিত হইয়া অপর উত্তরাধিকারী আনয়ন করিয়া তাহাকে ভূপতির পদে স্থাপন করিব।" অনন্তর রাজা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—সে যাহা বলিয়াছে তাহা প্রকৃত। তাহার বিনাশ অভিপ্রেত। ইহা বলিয়া রাজা সুজ্জির বধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। "গোপনমন্ত্রণাপ্রকাশবশতঃ সুজ্জি শঙ্কিত হইয়াছে এবং সে আপনাকে হত্যা করিতে অভিলাষী হইয়াছে," রাজা ভৃত্যের বাক্যে ইহা সত্য জানিয়া আকুলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্বাসসত্ত্বেও সুজ্জিকে হত্যা করিবার অবসর প্রাপ্ত না হইয়া দুঃখিত হইলেন এবং বিহ্বল হইয়া দিবারাত্রি শয্যায় লুটাইতে লাগিলেন। সেনানী কুলরাজ ব্যায়ামবিদ্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল ; তাহার কল্যাণরাজ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ যুদ্ধে বীরশয্যায় শয়ন করিয়া ভূপতি সুস্সলদেবের সৎকার বিস্মৃত হইয়াছিল। কুলরাজ প্রাণ দিয়াও ঋণ পরিশোধ করিতে অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন যে, কম্পনপতি হইতে অপ্রতিবিধেয় বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সান্ত্বনা অথবা হত্যা উভয়ই অসম্ভব। কম্পনাধিপ দুইদিন গৃহ হইতে বহির্গত হইল না এবং কুলরাজ সুজ্জির মৃত্যু অথবা সৌভাগ্যসম্বন্ধে ঠিক করিতে পারিল না। তৃতীয় দিনে শৃঙ্গারনামা বিশ্বস্ত ভৃত্য ভূপতিকে বলিল যে, সে তাহাকে শয্যায় একাকী দেখিয়াছে। সৌভাগ্যসময়ে প্রভু সর্বদা সেবক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু বিপৎকালে সাহায্য করিতে বাহিরের লোকই সমর্থ। অনন্তর রাজা তাম্বূলবাহকের ছলে কুলরাজকে প্রেরণ করিলেন। "মৃত্যু ধ্রুব, আমি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিব না, কে ইহা লইয়া আসিবে?" ইহা ভাবিয়া সে সুবর্ণপাত্রে তাম্বূল গ্রহণ করিল। "সুজ্জি

পরিজনপরিবৃত অথবা একাকী থাকুক, আমি নিশ্চিত তাহাকে নিহত করিব, অতঃপর প্রভু জাগরিত থাকুন," ইহা বলিয়া সে বিনির্গত হইল। কার্য অসিদ্ধ হইলে পলায়ন সম্ভবপর হইবে কি না চিন্তা করিয়া গমনকালে তাহার মন চঞ্চল হইল। সে প্রভুর হিতসাধনের জন্য প্রস্থান সময়ে শস্ত্রধারী যোদ্ধাগণকে পশ্চাদ্‌ভাগে স্থাপন করিল। "রাজা স্বয়ং কুলরাজের সহিত তাম্বুল প্রেরণ করিয়াছেন" দৌবারিক ইহা নিবেদন করিলে সে সুজ্জির পার্শ্বে উপস্থিত হইল, কিন্তু তাহার অনুচরদ্বয়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। কুলরাজ সুজ্জিকে নানা-পরিজন পরিবৃত দেখিতে পাইল। সুজ্জি প্রভু-প্রেরিত তাম্বুল ও চন্দন গ্রহণ করিয়া সহাস্যে ভূপতির কার্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে সমাদরের সহিত ক্ষণকাল পরে বিসর্জন করিল। কুলরাজ প্রকৃত মুহূর্ত লক্ষ্য করিয়া এবং অধিক লোকপ্রবেশের আশংকায় তাড়াতাড়ি তাহাকে বলিল, "আমার অধীন এক ধীবর যোদ্ধা অপরাধ করিয়াছে, অধুনা আপনার ভৃত্যবর্গ তাহাকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইয়াছে, আপনি আমাদের সম্মানে তাহাদিগকে নিষেধ করুন।" সুজ্জি এই বাক্য অহংকারপূর্ণ মনে করিয়া গর্বভরে অবজ্ঞা প্রকাশপূর্বক তাহাকে কর্কশ বচনে বলিল, "আমি ইহা করিব না।" কুলরাজ যেন কুপিত হইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে সুজ্জির সেবকগণ "ইনি মাননীয়" এই কথা বলিয়া সান্ত্বনাপ্রদানপূর্বক তাহার গতিরোধ করিলে সে প্রত্যাবৃত্ত হইল। সে বলিল, উল্লিখিত বিষয়ের বিবরণ জানিবার জন্য আমার উপস্থিত ভৃত্যদ্বয়ের দ্বারপ্রবেশের আদেশ প্রদান করুন। সুজ্জি অনিচ্ছার সহিত তাহাদিগকে প্রবেশ করাইলে দ্রোহাভিলাষী কুলরাজ সহায়লাভ হইল দেখিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল। সুজ্জি তাহাদিগকে বলিল,—"অদ্য তোমরা যাও, প্রভাতে যাহা কর্তব্য করিব" এবং নিদ্রাভিলাষে পরাঙ্‌মুখ হইয়া শয্যায় শয়ন করিল। কুলরাজ কিছুদূরে গমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং সবেগে ক্ষুরিকা বাহির করিয়া সত্বর সুজ্জির বামপার্শ্বে আঘাত করিল। সুজ্জি আর্তনাদ করিয়া ক্ষুরিকা গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসারণ করিলে তাহারা সকলে তাহাকে প্রহার করিল। সুজ্জিকে বহুক্ষণ মৃতের ন্যায় বোধ হইল। অনুজীবিগণের মধ্যে অন্যান্য সকলে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল এবং সেই সময়ে কেবল পঞ্চদেব অস্ত্রগ্রহণ করিয়াছিল। সে সবেগে গমন করিয়া প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের তিনজনের সমবেত প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইল। তাহারা তাহাকে মণ্ডপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া গৃহ অর্গলবদ্ধ করিয়া অবস্থান করিলে সুজ্জির সেবকগণ তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য দরজা ও জানালা বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিল। অনুচরগণ বিভিন্ন পথে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইয়া অসি, শর, শূল, পরশু (কুঠার), ক্ষুরিকা ও প্রস্তরবর্ষণদ্বারা

তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা সঙ্কটাপন্ন হইয়া আক্রমণকারিগণের নৈরাশ্য উৎপাদনের নিমিত্ত সুজ্জির মস্তক ছেদন করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্‌ভাগে অঙ্গনমধ্যে নিক্ষেপ করিলে ভৃত্যবর্গ ইহা দেখিয়া রোদন করিতে করিতে কোথায় পলায়ন করিল।

ভূপতি গুপ্তঘাতকগণকে প্রেরণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন এবং বাহিরে জনস্রোত দর্শন করিয়া নিশ্চয় করিলেন যে, সেই অসমসাহসিক কার্য সম্পাদিত হইয়াছে। সুজ্জি হত অথবা আহত হউক তিনি কর্তব্যবোধে শীঘ্র সৈন্য সজ্জিত করিয়া তাহাদিগকে সুজ্জির গৃহবেষ্টন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি জনগণ হইতে "সুজ্জি পলায়ন করিয়াছে" এইরূপ মিথ্যা সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধসম্মান প্রাপ্ত হইলেন। সুজ্জি নিঃসন্দেহে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে জানিতে পারিয়া রাজার অনুজীবিবর্গ তথায় অবস্থিত সকলের বিদ্বেষভাজন শিবরথকে বন্দী করিল। এইব্যক্তি হিল্লের পুত্র ও সুজ্জির ভ্রাতার শ্যালক। ভিক্ষু প্রভৃতি আক্রান্ত হইয়া বীরোচিত কার্য করিয়াছিলেন, কিন্তু ইনিও নিঃসন্দেহে সদাচার হইতে বিচ্যুত হন নাই। রাজপ্রাসাদে এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তিনি পলায়ন করিলেন না; তিনি নিহত প্রভুর পার্শ্বে প্রাণত্যাগ করিতে তথায় গমন করিলেন। তিনি পদাঘাতে দ্বার ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে ঘাতক রাজসৈন্যগণ তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া কোনরূপে সঙ্কট হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিল। তিনি সম্পূর্ণ অবসন্ন না হইয়া অন্যগৃহে প্রবিষ্ট হইলে কুলরাজ প্রভৃতি প্রাণলাভ করিয়া নৃপতির নিকটে গমন করিল। অনন্তর কলশ বলপূর্বক তথায় প্রবেশ করিয়া একজন মহাযোদ্ধাকে বধ করিলে শত্রুপক্ষ দূর হইতে শরসন্ধান করিয়া তাহাকে কোনরূপে নিহত করিল। দেশ ক্ষুব্ধ হইলে মহীপতি উহ্লনের হত্যার নিমিত্ত ত্বরান্বিত হইয়া সমাগত সজ্জপাল ও রিহ্লনকে প্রেরণ করিলেন। উহ্লন পলায়ন করিতে পারে আশঙ্কা করিয়া রিহ্লন ক্ষিপ্তিকাতট পর্যন্ত পর্যটন করিয়া যখন প্রত্যাবৃত্ত হইল, সজ্জপাল তাহার পূর্বেই আসিয়া উহ্লনের পথরোধপূর্বক যুদ্ধে অনেককে আঘাত করিল। কিন্তু তাহার দক্ষিণ বাহু এক সৈনিকের অস্ত্রাঘাতে এরূপ আহত হইল যে, হস্তের অস্থি ও স্নায়ুগ্রন্থি ছিঁড়িয়া গেল ও চর্মমাত্র অবশিষ্ট রহিল। সহদেব-পুত্র উহ্লন ক্ষতপীড়িত হইয়া সস্পৃহলোচনে শীলনামক বৃদ্ধ পিতৃব্যের নিধন দর্শন করিল, সে যন্ত্রণায় আকুল হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার অগ্রগামী জজ্জল নামক মান্য অনুচর, দুই যোদ্ধা ও প্রহরী চণ্ডালকে নিহত করিল। সে বাহিরে না আসিয়া অঙ্গনে অবস্থানপূর্বক শিশুপুত্রকে দেখিতে থাকিলে রিহ্লন গৃহে অগ্নি প্রদান করাইল। প্রধান যোদ্ধাগণ ক্ষতকাতর উহ্লনকে বন্ধন করিয়া আনয়ন

করিলে কোন নীচ ব্যক্তি তাহাকে গৃহদ্বারে হত্যা করিল। উহ্লনের মুণ্ড অবলোকন করিয়া ভূপতির কোপভাবের উপশম হইল না। ভূপতি প্রেরিত সৈনিক দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সুজ্জির নানাবিধ ভৃত্যগণ বীরত্বোচিত কার্যের অনুষ্ঠান করিল। সুজ্জির অনুজ লক্ষক বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়া নৃপতি সমক্ষে রাজ-প্রাসাদের অঙ্গনে নির্দয়ভাবে নিহত হইল। তাহার পিতৃব্যপুত্র কৃতী ভ্রাতা সঙ্গট প্রাসাদচত্বরে নটের ন্যায় বিচরণ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিল। তাহার উন্মত্ত ভ্রাতা মুম্মুনি স্বীয় মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে বাণবংশীয় কোন পাপাত্মা তাহাকে বধ করিল। সুজ্জির শ্যালক চিত্রিয় বীরোচিত মৃত্যু প্রাপ্ত হইল। তাহার দৌবারিক সঙ্গিক আহত হইয়া পরে প্রাণত্যাগ করিল : সুজ্জির অন্যান্য আশ্রিতগণ নানাস্থানে নিহত হইল। বীরপালপ্রমুখ দুই-তিনজন দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট অশ্বের সাহায্যে প্রাণরক্ষা করিয়া কোষ্ঠেশ্বরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তাহাদের মৃত্যুভয় দূরীভূত হইল। কতিপয় দুষ্টলোক সুভটামঠে সঙ্গটের ভ্রাতা শরদিরের অশ্বের গতিরোধ করিয়া তাহাকে বন্দী করিল। সুজ্জির পুত্র সজ্জল, তাহার অগ্রজের পুত্র শ্বেতিক এবং উহ্লনের পুত্র কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। ভূপতি ও অমাত্য খললোকের বশবর্তী হইলে ৪২০৯ লৌকিক অব্দে আষাঢ় মাসে শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে এই বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। রাজা সুজ্জির বধ যুক্তিযুক্ত নয় মনে করিলেন, কিন্তু প্রজাগণ ইহা ন্যায্য বোধ করিয়া তাঁহাকে সমধিক শক্তিশালী বিবেচনা করিল। তিনি সজ্জপালকে কম্পনপতির পদ ও কুলরাজকে নগরাধ্যক্ষের অধিকার অর্পণ করিলেন। ধন্য ও উদয় মল্লার্জুনকে পরিত্যাগ-পূর্বক নগরে প্রত্যাগত হইল এবং পূর্ববৎ ভূপতির প্রেমাস্পদ হইয়া প্রাধান্য লাভ করিল। লক্ষ্মী যেন স্থিরভাবে চিত্ররথে অবস্থান করিতে লাগিল। অদ্ভুতশক্তি-শালী চিত্ররথ ভূপতিরও অবাধ্য ছিল, সে দণ্ডপীড়িত রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপনে অসমর্থ হইল। গন্ধর্বান নামক গ্রামে দুর্গপতি টিক্ককে হত্যা করিয়া ভূপতির নিকটে তাহার ছিন্ন মস্তক প্রেরণ করিল। অনন্তর লোঠনদেব অল্পসংখ্যক পরিজনে পরিবৃত হইয়া সহসা হাড়ী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীশ্বরের স্বভাব-শত্রু কোষ্টেশ্বর নৃপতির প্রতাপহেতু নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া বারংবার দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেছিল। রাজা চতুর্দিকে অন্যান্য ডামরগণের সহিত সম্বদ্ধ ছিলেন বলিয়া লবণ্য কোষ্টেশ্বর তাঁহার সহিত সন্ধি বন্ধন করিল এবং মিথ্যা কথা বলিয়া লোঠন নৃপতিকে আগমনমাত্র পরিত্যাগ করিল। মূঢ় কোষ্টক উচ্চলদেবাদির ন্যায় রাজ্যলাভে অভিলাষী হইল এবং তাহার সংকল্প নিষ্ফল হইলে সে সকল লোকের হাস্যাস্পদ হইল। ভূপতি ঘাতকপ্রয়োগ,

সৈন্যভেদ ও অন্যান্য বিবিধ উপায়ে তাহার হত্যা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সে ক্রুদ্ধ হইয়া ঘাতকগণের চক্ষু উৎপাটন করিল এবং পৃথ্বীশ্বরকে প্রসন্ন না করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর ন্যায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। ভূপতি সেনাপতিগণকে স্ব স্ব স্থান হইতে অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দান করিয়া স্বয়ং অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত কোষ্টেশ্বরকে আক্রমণ করিলেন। মহীপাল অল্পসৈন্যের সহিত সমাগত হইয়াছেন অবগত হইয়া বলশালী কোষ্টেশ্বর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে ছলনা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অকৃতকার্য হইল। চিত্ররথ বহু সৈন্যশালী হইয়াও দৈবপ্রভাবে কোষ্টেশ্বরের সৈন্যাংশ দ্বারা পরাজিত হইল। এই পরাজয়ের আরম্ভ হইতে চিত্ররথ দিন দিন সাহসহীন হইতে লাগিল। রিহ্লনাদির সহিত যুদ্ধ করিয়া ও সমস্ত সৈন্য বহু ব্যূহে বিভক্ত করিয়া লবণ্য সায়ংকালে কম্পনপতির সৈন্য আক্রমণ করিল। সৈন্যসমূহ পলায়ন করিলে সজ্জপাল একশতের অধিক সৈন্য লইয়া তাহার সৈন্যের আক্রমণ সহ্য করিল। সে দৃঢ়তা দ্বারা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিলে ত্রিল্লকাদি লবণ্যগণ সসৈন্যে তাহার সহিত মিলিত হইল। সজ্জপাল স্বীয় বীর্যপ্রভাবে বিপক্ষগণকে পরাস্ত করিল। সেবকগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিলে কোষ্টক তাদৃশ আক্রমণে পলায়নোন্মুখ হইয়া পর্বত হইতে অবতরণ করিল। হিমপাতে পথ রুদ্ধ হইলে পশ্চাতের শত্রুগণ তাহার অশ্বসমূহের গমনোদ্যম নিষ্ফল করিল। রাজা তাহাকে রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিলে, অপমান সন্তপ্ত হইয়া পরিমিত পরিজনের সহিত গঙ্গা-স্নান করিতে প্রস্থান করিল। সোমপাল-পুত্র ভূপতির ব্যবহারে ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী বিপ্লবে দুঃখার্ত হইয়া নরপতির শরণ লইলেন। আশ্রিতবৎসল ভূপাল তাঁহাকে অভয়দান করিলেন। নৃপতি তাঁহার বিপদে "এ ব্যক্তিই কুটিল লক্ষকের পরাভবের কারণ" ইহা স্মরণ করিলেন না। মহীপতি তাঁহার সাহায্যের জন্য স্বীয় সৈন্য প্রদানপূর্বক বিপক্ষের দর্প চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইত্যবসরে কোষ্টক গঙ্গাস্নানের পর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় মল্লার্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিপ্লব ঘটাইতে উদ্যত হইল। কুমার সূর্যগ্রহণ সময়ে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন এবং কার্যানুরোধে পূর্বশত্রুতা পরিত্যাগ করিলেন। লোঠন আহূত হইয়া পূর্বেই উপস্থিত হইয়াছিলেন; তিনি মল্লার্জুনের সহিত কোষ্টেশ্বরের মিলন শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন এবং যেমন আসিয়াছিলেন তেমনই প্রস্থান করিলেন। পাপাশয় সোমপাল বিজয়েশের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াও নরপতির বিপক্ষগণের আক্রমণে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র, ভূপতির সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত, কোষ্টক ঠক্কুরগণের স্ব স্ব দেশে উপস্থিত

হইলে তাহাদের দ্বারা তাহাকে লুষ্ঠিত করাইল। এই সময়ে দ্বিজগণ চিত্ররথের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া অবন্তীপুরে অনশনব্রত গ্রহণ করিল। চিত্ররথ গর্বভরে ভূপতিকে গণ্য করিত না; তাহারা উপেক্ষিত হইয়া অনেকে শোকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে দেহত্যাগ করিল। তাহার অনুচরগণ ধর্মধেনুসমূহের চারণভূমি আত্মসাৎ করিলে এক গোপালক বহ্নিপ্রবেশ করিল। উদ্ভটভট্টবংশীয় পৃথ্বীরাজ-পুত্র বিজয়রাজ অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া ও তথায় বিষম বিপদ দেখিয়া অনুজের সহিত দেশান্তরে গমন করিতে অভিলাষী হইল এবং করুণাশ্রু মোচনপূর্বক ভ্রাতাকে বলিল, "মহীপতি দাক্ষিণ্যবশীভূত হইয়া প্রজাগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন; দেখ, এই অধম অমাত্য নিরাশ্রয় জনগণের বিনাশ সাধন করিতেছে। আমরা এই দুর্বৃত্তের দমন করিলে অন্য কোন অধিকারী তেজস্বী পুরুষ হইতে ভীত হইয়া পুনর্বার প্রজাপীড়ন করিবে না। হে ভ্রাতঃ যদি এই দেহ পরিত্যাগ করিলে বহুলোক সুখপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই লাভ কি চূড়ান্ত হইলনা?" তাহার ভ্রাতা 'তথাস্তু' বলিলে সে প্রত্যাগমন করিয়া চিত্ররথের বধের নিমিত্ত তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। চিত্ররথ বহুসৈন্যসমন্বিত ছিল বলিয়া তাহাকে দিবাভাগে অথবা রাত্রিমধ্যে প্রাপ্ত না হইয়া হন্তা বিজয়রাজ বহুরাত্রি জাগরণ করিল। চিত্ররথের গমনকালে পথের বহুদূর পর্যন্ত সামন্তসমূহে সমাবৃত হইত এবং সে জনতার মধ্যে কখন বা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইত। বিজয়রাজের সংকল্প দৃঢ় ও অদ্ভুত; একদা চিত্ররথ প্রাসাদের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিলে, সে সবেগে তাহার অনুসরণ করিল। চিত্ররথ সামন্তবেষ্টিত হইয়া স্তম্ভের সম্মুখভাগে বিলম্ব করিতে লাগিল। মহা সাহসিক বিজয়রাজ তৎক্ষণাৎ কৃপাণদ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিল। রাজার আজ্ঞায় সে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, মনে করিয়া চিত্ররথের অনুচরগণ সন্ত্রস্ত ও সাহসশূন্য হইয়া তাহাকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। তাহাকে হতজীবিত জ্ঞান করিয়া ঘাতক বিজয়রাজ তাহাকে পুনর্বার প্রহার করিল না এবং তাহার ভ্রাতা অন্য সোপানমার্গে সমাগত হইলে, সে তাহাকে নিষেধ করিল। সমস্ত পথ বিঘ্নশূন্য ছিল; কিন্তু সে পলায়ন করিল না এবং বারংবার উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ভূপতি দ্বারা চিত্ররথ ঘাতিত হইয়াছে।" অনন্তর চিত্ররথের কাপুরুষ অনুচরগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিল। তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লোঠরথ ভয়ে পলায়ন করিল। চিত্ররথ আহত অবস্থায় ভূপতির নিকটে আনীত হইলে তিনি স্বয়ং তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—"ভয় নাই, কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে?" "দ্বারপতিকে কে হত্যা করিয়াছে?" এই কথা বলিয়া যোদ্ধাগণ ঘাতকের অন্বেষণ করিলে বিজয়রাজ

"আমি সেই ব্যক্তি" বলিয়া নিজেকে নির্দেশ করিল। বিক্রমশালী বিজয়রাজ তাহাদিগকে লঙ্ঘন করিয়া বিশ বা ত্রিশ জন সৈনিককে হত্যা করিল এবং পাদদেশে আহত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহার করতলস্থিত পত্রখণ্ডে এই কার্যের কারণ লিখিত ছিল। "আমি সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্টগণের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।" তাহার অন্তিম সময়ের অভিলাষ এই শ্লোকদ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। ক্ষতের উপশম হইলেও ললাটের সন্ধিস্থল কাটিয়া যাওয়ায় অতঃপর চিত্ররথ অরুচি, উন্মত্ততা ও দুঃখদ্বারা আক্রান্ত হইল। সে অসুস্থ ও কৃশ হইয়া পাঁচ-ছয় মাস শয্যাশায়ী হইয়া রহিল। এই সময়ে কোষ্টেশ্বর বিদ্রোহাভিলাষী হইয়া মল্লার্জুনের সহিত নিবিড় অরণ্য মধ্যস্থিত গিরিদুর্গে আরোহণ করিল। সে স্বপক্ষীয় লোকসংগ্রহের চেষ্টায় ভ্রমণ করিয়া জনগণকে ভীতিবিহ্বল করিল; কারণ তাহারা পূর্ববিপদ বিস্মৃত হয় নাই এবং পুনর্বার বিপ্লবের আশংকা করিতেছিল। লোক সকল শত্রুসৈন্যের আগমনে শক্তিহারা হইল। জয়সিংহদেব চতুর্দিকে বনপ্রান্তস্থিত গ্রাম সমূহে সচিবগণকে স্থাপন করিয়া বহুক্রোশব্যাপী এই আরণ্য দুর্গ অবরুদ্ধ করিলেন; সজ্জপাল যবনসেনার সহিত কটক সন্নিবেশ করিলে শত্রুগণ নিশ্চল হইয়া পড়িল। রাজা গোবাসে রিহ্লনের সৈন্যগণের আবাস নির্দেশ করিয়াছিলেন। রিহ্লন অরণ্য পরিভ্রমণ করিয়া শত্রুগণের বিচরণ বন্ধ করিল। প্রবল প্রতাপ মহীপতির এইরূপ উদ্যমে কোষ্টেশ্বর স্তম্ভিত হইয়া তিন-চারিমাস গতিরুদ্ধ অবস্থায় শূন্যভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। কোষ্টক দেশান্তরে কষ্টভোগ করিয়াছিল ও রাজগণদ্বারা অপমানিত হইয়াছিল। তাহার অনুচরগণ বিচ্ছিন্ন ও ভূপতির ভৃত্যগণ তাহার উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিল। মূর্খতাহেতু সে মহীপতিগণের চরিত্রে অনভিজ্ঞ ছিল, সে আধিপত্য-বঞ্চিত ও পূর্ব অপরাধ বিস্মৃত হইয়া নৃপতির সহিত সন্ধিবন্ধন করিতে অভিলাষী হইল। কোষ্টক স্বামীর কোপ দূরীভূত করিতে অভিলাষী হইলে তাহার তিরস্কার অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া প্রভুভক্তিপরায়ণ সজ্জপাল তাহার বাসনা পূরণ করিল। সজ্জপাল পূর্বে রাজার বিপক্ষ কোষ্টক কর্তৃক পীড়িত হইয়াছিল, কিন্তু এখন সন্ধিস্থাপনে অভিলাষী হইয়া তাহাকে নিগৃহীত করিল না; পৃথ্বীহরের পুত্রগণের দ্রোহাভাব বিস্ময়ের বিষয় নহে। সে যখন ভূপতির শত্রুকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিল তখন স্বীয় হস্তাঙ্গুলি ছেদন করিয়াও মহীপতির ক্রোধ দূর করিতে অসমর্থ হইল। সে দুই-তিনটি রাজকীয় অধিকার অস্বীকার করিয়া ও ভূপতির কতিপয় আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া গর্বভরে সর্বপ্রকারে রাজার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল। এই সময়ে

রাজা মল্লার্জুনের বন্ধন সংবাদ শ্রবণ করিলেন। মল্লার্জুন দ্রুত গমনে নিপুণ নহে ও পথ লঙ্ঘনের ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না, সেইজন্য তাঁহার অনুজীবিগণ তাঁহাকে স্কন্ধারূঢ় করিয়া লইয়া যাইতেছিল। অনন্তর নানাস্থান অতিক্রম করিয়া তিনি লোহরের অন্তর্গত সাবর্ণিকগ্রামে উপস্থিত হইলে জগ্‌গিকনামে এক ঠক্কুর তাঁহার গতিরোধ করিয়া রক্ষী স্থাপন করিল। মহীপতি শুনিলেন যে এই হিতকারী ভৃত্য তাঁহার নিকটে আসিয়াছে। মল্লার্জুন কোনরূপে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাঁহার বন্ধন-প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইয়াছিল এবং এক্ষণে তিনি পুনরায় বন্দী হইলেন। অবশ্যম্ভাবী বিষয় কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। জগ্‌গিক বন্দী মল্লার্জুনের রাজার নিকটে গমন পর্যন্ত নিকটবর্তী স্থানসমূহ রক্ষা করিতে লাগিল এবং মতিমান নরপতি তাঁহার আনয়নের জন্য দ্বারাধিপ উদয়কে নিযুক্ত করিলেন। ভূপতির বিশ্বাস ছিল না যে, মন্ত্রিগণের মধ্যে উদয় ব্যতীত অপর কেহ সংকটে দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে সমর্থ। দ্বারপতি বুদ্ধিমান, সাহসী, গম্ভীর ও শৌর্যশালী ছিল। অনেকে উভয়পক্ষের বেতন গ্রহণ করিত বলিয়া পথ নিরাপদ ছিল না ; উদয় এই পথ অতিক্রম করিয়া রাজার শত্রুকে বাতায়নে অবস্থিত দেখিতে পাইল। উদয় বাহিরে আসিলে মল্লার্জুন মিথ্যা সাহসিকতা প্রকাশদ্বারা শৌর্যের ছলনা করিয়া ও তাহার প্রশংসা করিয়া নানা কথা বলিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া পুনর্বার বলিলেন, "আপনি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য, আপনি সমস্ত বস্তু হইতে প্রভুভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন, লোভবশবর্তী হইয়া লোকে আপনাকে এখানে আনয়ন করিয়াছে। আপনি রক্ষামণিতুল্য ; আপনার ন্যায় কোন ব্যক্তি আমার সহায় ছিল না, আমি বাল্যকালে রাজ্যলাভ করিয়াছিলাম, আমি বহু ছলনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি এবং দুষ্টভূপতির পরিচয় প্রদান করিয়াছি। আমি মহান্ ব্যক্তির ন্যায় রাজপদলাভ ও প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া অবশেষে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি। এখন আপনি আমার এক অভিলাষ পূর্ণ করিয়া অন্তঃকরণে শান্তি প্রদান করুন।" ইহা বলিয়া তিনি সপীঠ স্ফটিক শিবলিঙ্গ দ্বারপতির পুরোভাগে স্থাপন করিলেন এবং মনে করিলেন যে, উদয় ইহা স্পর্শ করিয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবে। উদয় বিবেচনা করিল, "নিশ্চয় এই অভিমানী কুমার কুন্ত, শূল ও বাণ বর্ষণকারী যোদ্ধাগণের সহিত ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষী হইয়াছেন" এবং শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে তিনি পুনরায় তাহাকে বলিলেন ; "আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি অধুনা যে অবস্থায় আছি, সেই ভাবেই ভূপতির সমীপে যাইতে পারি ; আমি আহত অথবা নিহত না হই এবং আমার চক্ষু উৎপাটিত না

হয়।" তাঁহার কাপুরুষোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় জড়ীভূত হইয়া অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিল। তিনি মনুষ্যবাহিত যানে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিলেন এবং নির্লজ্জভাবে ও নির্বিকারচিত্তে স্বপালিত লোকগণকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি পথিমধ্যে অপর্যাপ্ত আহার নিদ্রা ইত্যাদিতে পশুর ন্যায় নিতান্ত আসক্ত হইলেন এবং কোনরূপ চিন্তা তাঁহাকে স্পর্শ করিল না। রক্ষিগণ কর্তৃক তাঁহাকে এইভাবে আনীত হইতে দেখিয়া জনগণের হৃদয় দ্রবীভূত হইল এবং তাহারা রাজার কার্য অনুমোদন করিল না। তাহারা বলিল, স্নেহাস্পদ পিতৃহীন অনুজের প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভূপতির এইরূপ নিষ্ঠুরতা অনুচিত। তিনি শিবিকায় আরোহণ করিয়া মৃন্ময় পাত্রসহ নগরে প্রবেশ করিলেন। পৌরবর্গ তাঁহাকে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল। ৪২১০ লৌকিক অব্দে আশ্বিন মাসে পূর্ণিমাদিবসে মহীপতি তাঁহাকে রক্ষীযুক্ত করিয়া নবমঠে স্থাপন করিলেন। মল্লার্জুন আহার পরিত্যাগ করিয়া পাঁচ-ছয় রাত্রি মহাকষ্টে অতিবাহিত করিলেন এবং তিনি নরপতির চরণবন্দনা প্রার্থনা করিলে রাজা করুণাপরবশ হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। ভূপতি তাঁহাকে অভয়দান করিয়া বলিলেন যে, কোষ্টেশ্বর ও চিত্ররথ নিতান্ত দ্রোহপরায়ণ এবং তজ্জন্য তাহাদের বধ বিধেয়। অনন্তর নরপতি কোষ্টককে বন্ধনের নিমিত্ত রিহ্লন প্রমুখ পাঁচ-ছয় জন বিশ্বস্ত অনুচর প্রেরণ করিলেন। সকলে সাহসহীন হইলে রাজা স্বয়ং উদ্যোগী হইলেন এবং রিহ্লন কুমীরের মৎস্যগ্রাসের ন্যায় কোষ্টককে দুই হাতে ধরিল। নিদ্রিত ব্যক্তির ভূতাবেশের ন্যায় কোষ্টক হৃতশস্ত্র হইয়া বলশালী রিহ্লনের বাহুবন্ধনে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। কুলরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র কোপনস্বভাব ভিক্ষরাজ রাজভক্তিবশে কোষ্টকের গলদেশে কৃপাণদ্বারা আঘাত করিল। রাজপুত্র পৃথ্বীপাল কুঠারদ্বারা কোষ্টকের মস্তকে আঘাত করিলে মহীপতি ক্রুদ্ধ হইয়া নিষেধ করিলেন। সে আহত হইয়া শোণিতসিক্ত হইল এবং ভূমিতে লুটাইতে লাগিল। মহাবল কমলিয় প্রভৃতি কোষ্টকের সহোদর চতুষ্ককে নিপাতিত করিল। মল্লকনামক ব্রাহ্মণ প্রভুদ্বয়কে আঘাতে বিহ্বল ও বন্দী দেখিয়া অস্ত্র আকর্ষণপূর্বক উপস্থিত হইল। নৃপতি দেখিলেন যে, অতর্কিতভাবে আসিয়া বহু রাজভৃত্যকে আঘাত করিতেছে। এই মহাবলশালী ব্যক্তি ভূপতির নিকট হইতে সমাগত মহাযোদ্ধাগণকে নিহত করিলে কুলরাজ অসিহস্তে তাহার দিকে ধাবিত হইল। মল্লক ক্ষিপ্রতার সহিত প্রত্যাঘাত করিলে ব্যায়ামবিৎ কুলরাজ তাহাকে হত্যা করিতে না পারিয়া বাঁধিয়া রাখিল। মল্লক হস্তপাদাদি আস্ফালনের শব্দদ্বারা স্থান মুখরিত করিলে

পদ্মরাজ ধাবিত হইল। মল্লক তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। কুলরাজ তাহার বক্ষস্থলে প্রহার করিল। কিন্তু হস্ত অপসারণ সময়ে মল্লক তাহার অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিল। দর্প ও সন্তাপপূর্ণ বিজ্জরাজ তাহাকে প্রহার করিলে মল্লক প্রতিপ্রহার করিল এবং কুলরাজ ও পদ্মরাজ উভয়ে তাহাকে শীঘ্র আঘাত করিল। সে চতুষ্কিকা দ্বারে রাজাকে দেখিতে পাইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিত্রয়কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দিকে প্রধাবিত হইল। মল্লক নৃপতিকে লক্ষ্য করিলে কুলরাজ সসম্ভ্রমে শীঘ্র অনুসরণ করিল এবং স্কন্ধদেশের অস্থিতে আঘাত করিল। অতঃপর সে যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কাপুরুষগণকে বিনাশ করিয়া রুধিরস্নাত হইয়া বীরশয্যায় শয়ন করিল। বিপন্ন প্রভুদ্বয়ের জীবিতাবস্থায় তাহাদের সমক্ষে বিক্রম প্রদর্শন করিয়া বীর সমাজে স্থান লাভ করিল এবং তাহার মৃত্যু সকলের বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল। কোষ্টকের সেবকগণ বাহিরে পলায়ন করিল, কেবল ডামর জনকচন্দ্র সাহসহীনতা প্রদর্শন করিল না। অস্ত্রহীন জনকচন্দ্র এক রাজভৃত্য হইতে কুঠার গ্রহণ করিয়া বহুসৈন্যকে নিপাতিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। কোষ্টক বন্দী হইলে তাহার মানিনী পতিব্রতা পত্নী যাহা অনুষ্ঠান করিল, তাহা আমরা আর কখনও দর্শন অথবা শ্রবণ করি নাই। "পতিকে জীবিত অবস্থায় পুনর্বার প্রাপ্ত হইবে" স্বজনগণের এইরূপ বাক্যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া সতী অগ্নিতে প্রবেশ করিল। ধন্য ও উদয়ের ভ্রাতা বসন্তের কন্যা কোষ্টকপত্নী পবিত্রবংশের অভিমানিনী হইয়া ডামররমণীগণের পদ্ধতি অনুসরণ করিল না। বৈধব্যদশায় লবণ্য ললনাগণ গ্রাম্য কর্মচারী ও গৃহস্থগণের উপভোগের নিমিত্ত ধনলালসায় সুন্দর স্বদেহ সমর্পণ করিয়া থাকে! অভিমানী কোষ্টক মতিভ্রমহেতু বিহ্বলতা প্রাপ্ত হইলে তাহার পত্নী ও অনুচরদ্বয় তাহার মস্তক উন্নমিত করিল। ক্ষতের আরোগ্য হইলে কোষ্টক পাপবশতঃ কৃমিরোগে আক্রান্ত হইয়া বহুরাত্রির পরে কারাগারে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। চিত্ররথ ক্রমশঃ শুষ্ক ও কৃশ হইল এবং মল্লার্জুন রাজাকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইল। একপত্নীক চিত্ররথের প্রিয়তমা ভার্যা সতী সূর্যমতী তাহার সৌভাগ্যের প্রতিভূরূপিণী ছিল। সে পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিল। দেহ দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, গৃহ গৃহিণীহীন, প্রভু বৈরিভাবাপন্ন, ইহাতে চিত্ররথ কিছুমাত্র প্রীতি প্রাপ্ত হইল না। "আমি তীর্থক্ষেত্রে অবস্থান করিলে নৃপতি আমার অপরাধ সত্ত্বেও অসদ্‌ব্যবহার করিবেন না" চিন্তা করিয়া চিত্ররথ মরণচ্ছলে সুরেশ্বরীতে গমন করিল। চিত্ররথ কুবের অপেক্ষা অধিক ধনশালী ছিল। নরপতি নানাস্থান হইতে তাহার প্রভূত ধন হরণ করিলেন। ভবপুত্র বিজয় শ্রীকল্যাণপুরে বাস

করিত। সে বনবাসের ভয়ে বিহ্বল হইয়া বহুকাল পূর্বে বিপ্লবের অবসান হইলেও শাল্বরাজের সৌভনগর ত্যাগের ন্যায় এই স্থান পরিত্যাগ করে নাই। সে আনন্দকে রাজনিযুক্ত ঘাতক বলিয়া জানিতে পারিয়া তাহাকে বধ করিল এবং স্বয়ং তাহার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইল। প্রজাপালক মহীপতি জয়সিংহের উৎসাহময় সময় এইরূপে অতিবাহিত হইল। চিত্ররথ তীর্থে অবস্থান করিলে তাহার ষড়যন্ত্রকারী ভৃত্যদ্বয় শৃঙ্গার ও জনক "পাদাগ্র" অধিকার গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইল। শৃঙ্গার জনককে পরাজিত করিয়া ভূপতিকে প্রচুর উৎকোচ দান করিয়া বশীভূত করিল এবং প্রভুর সম্পদ ভোগ করিতে লাগিল। মহীপতি চিরাধিকৃত দ্বারাধিকার পুনর্বার উদয়ের উপর স্থাপন করিলেন। এই সময়ে নরপতি মহান্ লোক ও সচিবশূন্য হইলে সজ্জকের পুত্র শৃঙ্গার মুখ্যমন্ত্রীর পদপ্রাপ্ত হইল। ভূপতি বাল্যকালে দুষ্ট ও কুতূহলী ছিলেন; এই ব্যক্তি সেই সময়ে দ্যূতক্রীড়াদি গর্হিত কার্যদ্বারা তাঁহার প্রণয়ভাজন হইয়াছিল। নৃপতি রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে চিত্ররথের নিকটে তাম্বুলবহনের জন্য সর্বদা প্রেরণ করিতেন; এইরূপ দৌত্যকার্যদ্বারা সে রাজকৃত্যের জ্ঞান লাভ করিয়া রাজার বিশ্বাসপাত্র হইয়াছিল। অনন্তর সে ভৃত্যদ্বারা চিত্ররথের ধনরত্ন ভূপতিকে প্রদর্শন করিল। তাহার মূর্খতাবশতঃ সে সঙ্কীর্ণদৃষ্টি ছিল এবং তাহার দান সামান্য হইলেও তাহার সম্পদ্ দুষ্কর্মে ব্যয়িত না হইয়া সৎপাত্রে অর্পিত হইয়াছিল। সে গুরুগণকে ধান্যদানে বদান্যতা প্রকাশ করিত, এবং স্ত্রীলোকসমূহের গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিত। সে নিজ মুদ্রাব্যয়ে সুরেশ্বরীর রৌপ্যপীঠ প্রস্তুত করিয়াছিল এবং ইহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। সে বহু অর্থব্যয়ে আষাঢ়মাসের পূর্ণিমাদিনে নন্দিক্ষেত্রে মহাসমারোহে উৎসব সম্পাদন করিত। আধুনিক মহীপতিগণও ইহার অনুকরণ করিতে অসমর্থ। ক্রীড়াসহচরের অবস্থায় যাহার অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি অধিকার লাভ করিয়া প্রভুর স্নেহ-প্রভাবে অভাবনীয় কার্য সম্পাদন করিতে লাগিল। তাঁহাকে এবং রিহ্লনও উদয়কে আশ্রয় করিয়া জনক ও শৃঙ্গার উৎকোচদানদ্বারা পরস্পরকে অধিকারচ্যুত করিতে লাগিল। এক সময়ে শৃঙ্গার জনককে পুত্রও পত্নীর সহিত বন্দী করিয়া তাহার অশ্রুমোচন করাইয়াছিল। মহীপতির বুদ্ধি নিশ্চল ও বিশ্বব্যাপী; তিনি ধর্মচর্যা দ্বারা সুকৃতিশালীগণের অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। তিনি যেন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত বিপক্ষের উপকার সাধন করিতেন। তিনি গুরু, পণ্ডিত, দ্বিজ ও অনাথ প্রভৃতিকে উচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং দরিদ্র গৃহস্থগণকে ধনদান করিতেন। শুদ্ধমতি ধনশালী নরপতি বিজয়েশ প্রমুখ দেবগণের প্রাসাদসমূহ কৈলাসতুল্য করিয়া তুলিলেন। তিনি মঠ, মন্দির, উপবন, হ্রদ ও কৃত্রিম নদীর সংস্কার সাধনে সর্বদা চেষ্টা

করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজভৃত্যাধম মহাচক্রী ব্রাহ্মণ কায়স্থদ্বেষী শিবরথ গলদেশে পাশবন্ধনদ্বারা প্রাণত্যাগ করিল। পৃথ্বীপতি এইরূপে শত্রুকুল নির্মূল করিলেন এবং কাশ্মীরমণ্ডল বিঘ্নশূন্য করিয়া প্রজাবর্গের হিতসাধনে তৎপর হইলেন। তিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বহু দক্ষিণা প্রদান করিতেন এবং বিবাহ, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পাদন করিতেন। তিনি পুরোবাসিগণের পুত্রের বিবাহ এবং প্রতিষ্ঠাদি সময়ে সমারোহসামগ্রী দান করিতেন। জ্ঞানিগণ রাজকার্যে নিমগ্ন মহীপতির মুনির ন্যায় শিবপূজায় অতিশয় ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। তিনি পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণকে ক্ষেত্রপূর্ণ গ্রামসমূহে অধিকার প্রদান করিলেন। শ্রীললিতাদিত্য ও অবন্তিবর্মপ্রমুখ ভূপতিগণের সময়ে যে প্রতিষ্ঠাদি কার্য অসম্পূর্ণ ছিল এখন তাহা সমাপ্তি প্রাপ্ত হইল। তিনি তাঁহার সময়ে স্থাপিত মঠ ও মন্দির সমূহের রক্ষার নিমিত্ত চিরস্থায়ী ব্যয়স্থিতির ব্যবস্থা করিলেন। রত্নাদেবী পতির প্রগাঢ় প্রেমের আস্পদ ছিলেন ; প্রথমতঃ তাঁহার স্থাপিত বিহার প্রতিষ্ঠাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিল। অনন্তর রিহ্লন ধর্মমার্গে অমাত্যগণের নায়কতা গ্রহণ করিলেন। শুদ্ধমতি রিহ্লন বিশ্রামভবনে অবস্থানকালেও তপোধন, বিদ্বান ও ধর্মবৃদ্ধগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেন না। কৃষ্ণমৃগচর্ম ও ধেনুবৎস দান প্রভৃতি সৎকর্মে ও ধর্মকন্যাসম্প্রদানে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। মহাত্মা রিহ্লন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ প্রদান করিয়া তাঁহাদের ক্রিয়া নির্বিঘ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্ত কুদৃষ্টিদ্বারা দূষিত হয় নাই এবং তাঁহার যজ্ঞে চৌষট্টি বর্ণ উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইত। তিনি উভয় প্রবরসেনের স্থাপিত নগরদ্বয়, সমৃদ্ধ মঠসমূহ ও সেতুদ্বারা অলংকৃত করিলেন। প্রথম প্রবরভূপতির নগরে রিহ্লনেশ্বর মন্দির নির্মিত হইল। কৃতী রিহ্লন পরলোকগতা পত্নী সুস্‌সলার উদ্দেশে বিহার নির্মাণ করাইলেন। ইহা সুস্‌সলার মার্জারী নামে অভিহিত হইয়াছিল ; এই মার্জারী ইতরপ্রাণিগণের ন্যায় স্নেহ বিস্মৃত না হইয়া জীবন বিসর্জন দ্বারা স্বামিনীর অনুগমন করিয়াছিল। তাঁহার তীর্থগমনের দিন হইতে মার্জারী বিলাপধ্বনি করিত এবং আনীত ভোজ্যদ্রব্য স্পর্শ না করিয়া শোকে প্রাণত্যাগ করিল। রাজ্ঞীগণের মধ্যে দিদ্দা ও মন্ত্রিপত্নীসকলের মধ্যে সুস্‌সলা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠাদ্বারা অত্যুচ্চস্থান-অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার বিহার পূর্ববর্তী রাজবংশসমূহের সমগ্র বাসভূমি ব্যাপিয়া নির্মিত হইয়াছিল এবং ইহার সৌন্দর্যে নগর রমণীয়দর্শন হইয়াছিল। বিহার প্রতিষ্ঠার পর তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া শ্রীসুরেশ্বরীতীর্থে প্রাণত্যাগ করিলেন। ধন্য পত্নীর নামে মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। কম্পনপতি

উদয়ও এইরূপে মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করিলেন। দ্বারপতি উদয় ধর্মশালা-সমূহের সহিত উৎকৃষ্ট মঠ নির্মাণ করিয়া পদ্মসরোবরের তটদেশের শোভা সম্পাদন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পুণ্যাত্মা শৃঙ্গার শ্রীদ্বারে মঠ, উদ্যান ও দীর্ঘিকাদি প্রতিষ্ঠা করিলেন। বৃহদ্‌গঞ্জপতি অলংকার, সেতু, মঠ, স্নানাগার ও ধর্মশালাদি স্থাপন করিয়া দেশ অলংকৃত করিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ও নৃসিংহ (জয়সিহ) দেবের সেবাপরায়ণ ছিলেন। তিনি বস্ত্র ও সুবর্ণ দান করিতেন এবং উৎসব সময়ে ধেনুদান করিতেন। শৃঙ্গারভট্ট ভট্টারক মঠের নিকটে মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভূপতি যে সকল মন্ত্রীকে ঐশ্বর্যবান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে জহ্লানুজ ভুট্ট বিশেষ প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত। স্বয়ম্ভু বালকেশ্বর স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া ইহার পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি মঠ, বিহার ও উচ্চগৃহ সুশোভিত ভুট্টপুর নামক নগর স্থাপন করিলেন। তিনি নগরেও ভুট্টেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও মড়াগ্রামে ধর্ম সৌন্দর্যের দর্পণ সদৃশ সরোবর প্রতিষ্ঠা করিলেন। রত্নাদেবী নিজ বিহারে স্বীয় অর্থব্যয়ে বৈকুণ্ঠমঠাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া এই স্থান দৃঢ়ীভূত করিলেন। তিনি রত্নাপুরে বহুদ্বারবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট মঠ স্থাপন করিলেন। ইঁহার স্থাপিত মৃত্যুঞ্জয় সুধাধৌত গৃহে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার স্থাপিত গোকুল ধেনুসমূহের স্বচ্ছন্দ বিচরণের নিমিত্ত চারণভূমিযুক্ত ও বিতস্তার জলরাশিতে পূর্ণ এবং সেইজন্য ইহাদের দেহ ব্যাধিশূন্য হইয়াছিল। তিনি এই স্থানে অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যের আধার এইরূপ গোবর্ধনধারী বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করিলেন যে, ইহা বিশ্বকর্মারও সামর্থ্যের অতীত। তিনি নন্দিক্ষেত্রে মঠ স্থাপনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং জয়বনাদি স্থানে মনোহর বিহারসমূহ নির্মাণ করিলেন। তিনি দার্বাভিসারে স্বনামাঙ্কিত নগর নির্মাণ করিলেন, ইহা ইন্দ্রপুরীতুল্য ও রাজার মহৎ উদারতার মন্দিরতুল্য। আশ্রিতবৎসলা রাজ্ঞী মৃত প্রতীহারপ্রমুখ মাননীয় সেবকগণের উদ্দেশে বিবিধ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান করিলেন। কাশ্মীরভূমি সর্বাঙ্গে অলংকার ভূষিত হইলে রাজকুলতিলক স্বীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। অহংকারহীন মহীপতি এই মঠের নিমিত্ত গ্রামসমূহ দান করিলেন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ইহা সিংহপুর নামে অভিহিত করিয়া বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠাসমন্বিত করিয়াছিলেন। কারপথপতির দৌহিত্র, সিন্ধুদেশীয় ব্রাহ্মণগণ ও সিদ্ধচ্ছত্রবাসী দ্রাবিড়গণকে এই স্থানে স্থাপন করিলেন। তিনি সমগ্র কাশ্মীরমণ্ডল পুনরায় গ্রাম ও নগরে অলংকৃত করিলেন। কালের দৌরাত্ম্যে এই দেশ জীর্ণ অরণ্যের, দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তিনি পুনর্বার ইহা ধন, জন ও আবাসসমূহে সংযোজিত করিলেন। কোষ্টেশ্বরের কনিষ্ঠ ছুড্ড বিদ্রোহ করিলে রাজা যুদ্ধ ও গূঢ় দণ্ডদ্বারা

তাহাকে বধ করিলেন। মহীপতি বল্লাপুরে বিক্রমরাজ ভূপতি প্রভৃতিকে উন্মূলিত করিয়া গুহ্লন নৃপতিকে তথায় স্থাপন করিলেন এবং অন্যান্য প্রদেশেও এইরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। ভূপতি কান্যকুব্জাদি রাজ্যের ঐশ্বর্যশালী মহীপতিগণকে নিজের সৌহৃদ্যদ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে সগৌরবে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দরদরাজ যশোধর মানবলীলা সংবরণ করিলেন। অনন্তর ভূমিপতি কাশ্মীররাজের প্রতি সেবাতৎপরতা দ্বারা বিবেচকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার পরলোকগমনের পর পুত্রগণ মন্ত্রিবর্গের আয়ত্তাধীন হইলে চিন্তার কারণ উপস্থিত হইল। তাঁহার নিজ অমাত্য বিড্ডসীহ রাজ্ঞীর প্রেমাস্পদ হইল এবং কুমার অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া চতুরতা দ্বারা স্বয়ং রাজশক্তি গ্রহণ করিল। ক্রমশঃ দেশ বশীভূত করিয়া এবং স্বয়ং রাজত্ব করিতে অভিলাষী হইয়া নামমাত্র নরপতি বালক নরপতিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে পর্যুক নামক অপর অমাত্য যশোধরের দ্বিতীয় পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল। পর্যুক কাশ্মীরের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যলাভ করিতে উদ্যত হইলে ভূপতি মূঢ়তা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন এবং নীতিজ্ঞ হইয়াও সর্বকার্যের ভার বহনে সক্ষম সজ্জপাল প্রভৃতিকে পরিত্যাগপূর্বক সজ্জপুত্রের মন্ত্রণা গ্রহণ করিলেন। শৃঙ্গার পর্যুকের বন্ধুত্বের অনুরোধে সুজ্জির অল্পবয়স্ক নিজ অনুজকে প্রেরণ করিল। রাজা মনে করিলেন যে, শৃঙ্গার মুখ্যমন্ত্রিত্ব ও অন্যান্য পদ প্রাপ্ত হইয়া আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবে। কোন রাজ্য প্রথম আক্রমণ-কালে, কোথায় কার্যতত্ত্বজ্ঞ প্রতাপশালী জনের স্থিরবুদ্ধি, আর কোথায় বালক ও মূর্খতুল্য ব্যক্তির নিষ্ফল উদ্যম! তাঁহারা (নরপতিগণ) কার্যবিরোধী সেবকগণদ্বারা বিপক্ষে গর্ব চূর্ণ করিতে অভিলাষী হন। কিন্তু দেশ, দুর্গ, সৈন্য ও রাজকোষ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করেন না। অনন্তর ভূমিপতিগণ আচার মাত্র মনে করিয়া মন্ত্রণা গ্রহণ করেন; কিন্তু এই সাহায্যকারী মিত্রনামধারী শত্রুগণই চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে। মন্ত্রিবর্গের পরস্পরের বিপক্ষতাবশতঃ দরদরাজ্য রক্ষকবিহীন হইয়াও দুর্বলব্যক্তির করতলগত হয় নাই। এই সঙ্কটে পর্যুক নানাবিধ উৎকোচ প্রদান করিতে উদ্যত ছিল, তথাপি শৃঙ্গারের ভ্রাতা "দুগ্ধঘাত" গ্রহণ করিতেও আলস্য প্রকাশ করিল। সুজ্জির মৃত্যুর পর বিড্ডসীহ কুপিত পর্যুকের সহিত সন্ধিস্থাপন করিল এবং কাশ্মীররাজের উপর কুপিত হইল। এই সময়ে শৃঙ্গার মুখ্যমন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া কিছুকাল পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। লক্ষ্মকের মৃত্যু পর্যন্ত প্রধান অমাত্যের পদ অদ্বিতীয় ছিল। অন্যান্য মন্ত্রিগণও

স্বামীর সম্মানভাজন হইয়া প্রভাবশালী হইয়াছিল, তাহারা এই সময়ে যে কারণে হউক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই ভূপতির দয়ার কি প্রশংসা করিব? তিনি মৃত মন্ত্রিগণের পুত্রগণকে পিতৃপদ প্রদান করিলেন। কিন্তু অমাত্যগণের ভৃত্যবর্গ অদ্ভুত পদ্ধতি প্রবর্তিত করিল; তাহারা নির্লজ্জ হইয়া নিজ পত্নীর ন্যায় প্রভুর সম্পদ হরণ করিতে লাগিল। তাহারা মৃত স্বামীর ধন ভূপতিকে প্রদর্শন করিয়া পরে বালকের "গৌরবরক্ষার জন্য কার্য করিয়াছি" বলিয়া ধন হরণ করিতে লাগিল। বিশ্ব নামক গঞ্জাধিপ মৃত্যুলাভ করিলে সহজ সেবকের গৌরব রক্ষা করিল। পার্থিব প্রার্থনা করিলেও সে অধিকার গ্রহণ করিল না এবং প্রভুপুত্র তিষ্ঠের কার্যশিক্ষায় সহায়তা করিতে লাগিল। ধিক্! প্রভুগণ কার্যসম্পাদনে ভৃত্যবর্গের দক্ষতাহীনতা দেখিয়াও উত্তরোত্তর তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকেন। অনন্তর বিড্ডসীহ কুপিত হইয়া দুই-তিন বৎসর দূত প্রেরণদ্বারা লোঠন ভূপতির রাজ্যলিপ্সা উত্তেজিত করিল। উন্নতিশীল লোঠন কৃষিবাণিজ্যাদি অবলম্বন করিয়া সবান্ধব শূরনরপতির আশ্রয়ে জীবনযাপন করিতেছিলেন; তিনি সুদূর হইতে অলঙ্কারচক্র ও অন্যান্য ডামরবর্গের সহিত চক্রান্ত আরম্ভ করিলেন। ইহারা দরদদেশীয় মন্ত্রিবর্গের সহিত জ্ঞাতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। তিনি গিরিদুর্গের অধিকারিগণের সন্নিধানলাভে অভিলাষী হইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার সুহৃদ্ ক্ষুদ্র জনকভদ্র প্রাণত্যাগ করিল। কর্ণাটকাদি প্রদেশে প্রতিস্থানে তাঁহাকে সজ্জিত দেখিয়া কেহ বিদ্রোহাভিলাষী হইল এবং কেহ বা সাধুতা প্রদর্শন করিল। ধূর্ততা ও অসম্ভ্রমের সহিত আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে নৃপতি আলস্যবশতঃ নিরুদ্যম হইয়া ইহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। বিদ্রোহাভিলাষী ব্যক্তিগণের সাহায্যে বিপ্লব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ভূপতি দ্বারপতি উদয়কে প্রেরণ করিলেন। যখন উদয় শঙ্করপুরে সৈন্যসংগ্রহ করিতেছিল, তখন সে শুনিল যে, লোঠন অলঙ্কারচক্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন। সে আরও শুনিল যে, সুস্‌সলভূপতির পুত্র বিগ্রহরাজ ও সহ্লনপুত্র ভোজ লোঠনের সহিত সমাগত হইয়াছে। অনন্তর ত্বরান্বিত হইয়া উদয় বহুদিনের পথ একদিনে অতিক্রম করিল। অন্যান্য ডামরগণকে মিথ্যাবাক্যে প্রলোভিত করিতে অসমর্থ উদয়ের আক্রমণে রুদ্ধগতি ও বিহ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া সেই ডামর পলায়ন করিল। অনন্তর তাহারা কৃষ্ণগঙ্গা এবং মধুমতী ও মুক্তাশ্রীর অন্তস্থিত শিরঃশিলা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। দ্বারপতি দূরবর্তী প্রদেশসমূহে ভ্রমণ করিয়া স্থির করিতে পারিল না জনকচন্দ্র অরণ্যে লুক্কায়িত অথবা অবস্থান করিতেছে। পরে যখন তাহার দুর্গারোহণ সংবাদ প্রাপ্ত হইল, তখন দৈবও আশংকা করে নাই যে ভূপতির

প্রভাব পরাভূত হইবে না। বিপ্লব উপস্থিত হইলে অন্যান্য শত্রুগণ বিদ্রোহাচরণে উদ্যত হইল। বিদ্বেষবশবর্তী হইয়া ত্রিল্লকাদি পৃথ্বীহরপুত্র লোঠনকে এই চক্রান্তে তাহার কপটতা চাতুরী প্রয়োগ করিতে বলিল। সে গ্রাম ও নগরাদি দগ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু অনুসরণকারিগণ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না: সে প্রতিপদে সঙ্কটাপন্ন হইলে তৎপক্ষীয়গণ তাহাকে রক্ষা করিল। লোঠন চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া দিকচক্রে কখন দৃশ্য কখন বা অদৃশ্য হইল। অমাত্যগণ ক্লান্ত হইয়া সন্ধিবন্ধন করিতে অনুরোধ করিলে লোকে মনে করিল, সমগ্র মড়বরাজ্য হৃত হইয়াছে। নরপতি মন্ত্রণা করিয়া ধন্যকে প্রেরণ করিলেন। তাহাকে এই কার্যের ভার অর্পণ করিলে লোকে বলিতে লাগিল যে, দ্বারপতি লজ্জিত, উদাসীন ও বিরাগগ্রস্ত হইয়াছেন। প্রজাপুঞ্জ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল,—"ভিক্ষু ও মল্লার্জুন একাকী ছিলেন, ইঁহারা তিনজন একত্র মিলিত হইয়াছেন, ইঁহাদের পরাজয় দুঃসাধ্য হইবে।" দ্বারাধিপ স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও মহীপতির সিদ্ধি-সাধনে আন্তরিকতার সহিত যত্নবান হইল। পঞ্চচন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলে রাজা তাহার অনুজ ষষ্ঠচন্দ্রকে সেই পদে স্থাপন করিয়াছিলেন: সেও এই যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইল। ধন্যাদি কৃষ্ণগঙ্গার তীরবর্তী তিলগ্রামে উপস্থিত হইলে দ্রঙ্গের দ্বারপতি পশ্চাতের পথ রুদ্ধ করিল। সে হঠাৎ আক্রমণ, নিষ্ফল যুদ্ধ ও অন্যান্য ব্যবস্থা বর্জনপূর্বক ধীর-গম্ভীরভাবে কার্য করিয়া শত্রুবর্গকে ক্লেশ প্রদান করিতে লাগিল। ধন্য লোকজনের সাহায্যে মধুমতীর তীরদেশে নগরসদৃশ গৃহশ্রেণী নির্মাণ করিল। ধন্য কার্যদক্ষ ও শক্তিমান ছিল। এই দেশ শীতঋতুতে প্রচুর তুষারপাতবশতঃ অতি ভীষণ। রাজা বিজয়াভিলাষী হইয়া আশ্চর্য দ্রব্য-সম্ভার প্রেরণ করিলেন এবং বিপ্লবকালে তাঁহার শক্তির হ্রাস হইলেও এই বিষয়ে তাঁহার ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। বিপদ উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উপশম প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহারা দীর্ঘ প্রবাসভয়ে পলায়ন করিল, তাহাদের প্রতি কোপ প্রকাশ এবং যাহারা অবস্থান করিল তাহাদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া নৃপতি সৈন্যগণের স্থিরতা সম্পাদন করিলেন। সমগ্র সৈন্য এইরূপে তিন-চারি মাস অবস্থান করিয়াও গর্বিত দুর্গবাসিগণকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। ডামরগণ শীতের অবসানে স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিতে মনঃস্থ করিল এবং উল্লসিত হইয়া পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। প্রতি গ্রামে কৃষক কৃষিকার্য ও ব্রাহ্মণ বেদপাঠ পরিত্যাগ পূর্বক বিপ্লবের জন্য সজ্জিত হইয়া অস্ত্রধারণ করিল। জিগীষু দরদ্‌গণ অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত সজ্জিত হইয়া পথিস্থিত পর্বতসমূহের তুষারনাশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাজসৈন্য হিমাঘাতে পতনভয়ে সর্বদা কম্পিত হইতে লাগিল। রাজা বিপক্ষের

ক্ষমতা যথার্থভাবে পরীক্ষা না করিয়া বৃথা কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং জয় সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। লোঠন প্রভৃতি কর্ণাহ হইতে কোনরূপে পলায়নপূর্বক অলংকারচক্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া রাজ্য পূর্বেই বিজিত হইয়াছে বিবেচনা করিল। তাঁহার স্বপক্ষীয় জনগণের ষড়যন্ত্র বৃথা হইয়াছিল ; কারণ তাহা না হইলে দ্বারপতি কিরূপে অলংকারচক্রকে সত্বর গুরুতরভাবে আক্রমণ করিল ? লোঠন অলংকারচক্রে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া রাজকুমারগণকে দুর্গে প্রেরণ করিল এবং স্বয়ং পরদিবস তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল। দুর্গ পর্বত নিম্নদেশে কৃশতা প্রাপ্ত ও স্রোতের জল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহার উপরিভাগ সুদীর্ঘ। তাহারা হস্তিরহিত হস্তিশালার ন্যায় ইহা সামর্থ্যহীন দেখিয়া বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করিল এবং তাহাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। ডামর ধীরভাবে তাহাদিগকে বলিল, "এই স্থান হইতে বিপক্ষের উপর শর, এই স্থান হইতে প্রস্তর ও এই স্থান হইতে যন্ত্রসাহায্যে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইবে এবং এই স্থানে জলস্রোত রক্ষা করিতে হইবে।" তাহারা মনে করিল অলংকারচক্র আত্মরক্ষার্থী এবং যুদ্ধ করিতে দৃঢ়সংকল্প নয়। অনন্তর বিরোধী সৈন্য তিলগ্রাম হইতে বারংবার আক্রমণ করিলে এবং ডামর প্রতীকার করিতে অক্ষম হইলে তাহারা চিন্তায় কাতর হইল। লোঠনের শ্রবণশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি অতি ক্ষীণ হইয়াছিল, তিনি যুদ্ধে ঔদাসীন্য দেখিয়া অলংকারচক্রের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলে ভোজ 'উহার নিন্দা করিলে আমরা দ্রোহী বলিয়া গণ্য হইব' এই বলিয়া পিতৃব্যকে নিবারণ করিলেন এবং চাটুবাক্যে সর্বদা তাহার সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলেন। অতঃপর লোঠন প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে ভোজ 'চাটুবাক্যে কার্যসিদ্ধি হইবে না' বুঝিয়া একটি উপায় স্থির করিয়া "আমরা প্রস্থান করিলে রাজা তাহাকে বধ করিবে, বিবেচনা করিয়া সে আমাদিগকে যাইতে দিবে না" এই কথা বলিয়া ভোজ পিতৃব্যকে অলংকারচক্রের নিকট গমন প্রার্থনা করিতে নিষেধ করিলেন। "তুমি ও আমরা সকলে অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিলে শত্রুপক্ষ 'পৃষ্ঠদেশে কোন স্থান হইতে বিপদের আশংকা নাই দেখিয়া' সাহস লাভ করিবে ; তাহারা যাহা করিতে চেষ্টা করিবে তাহাই সুসিদ্ধ হইবে। একাকী আমাকে এই স্থান হইতে যাইতে দাও ; আমি অন্যান্য লবণ্য অথবা দরদ্‌গণকে অবিলম্বে আনয়ন করিয়া অবরোধ অবনীত করিব।" ভোজদেব ডামরকে এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিয়া কোনরূপে তাহার সম্মতি প্রাপ্ত হইলেন। "অদ্য রাত্রিকালে অথবা কল্য আমি আপনাকে যাইতে দিব" এইরূপ বলিয়া সে প্রকাশ্যে দাক্ষিণ্য প্রকাশ-পূর্বক প্রতিক্ষণে তাঁহাকে প্রতারিত করিতে লাগিল। শত্রুগণ দূরে অবস্থান

করিতেছিল বলিয়া সম্পূর্ণরূপে পথরোধ হয় নাই ; এবং দুর্গবাসিগণ বাহিরের গ্রামগুলি হইতে খাদ্যসংগ্রহ করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। পরিণাম বিপজ্জনক হইবে আশংকা করিয়া ধন্যাদি শত্রুগণের সহিত সন্ধিবন্ধন করিতে রাজাকে পরামর্শ প্রদান করিল। রাজা নানাকারণে সন্ধি অনুচিত মনে করিয়া দুর্গপ্রাচীর বেষ্টন করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, "ডামরগণ উৎকোচ প্রাপ্ত হইয়া দায়াদগণকে পরিত্যাগ করিবে এবং তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ও আমাদিগকে বঞ্চিত করিবে। আমরা যদি এই কঠোরকার্যকালে যত্ন ও বিক্রম প্রকাশ না করি, তাহা হইলে কার্যে অসিদ্ধি নিবন্ধন তিরস্কারভাজন হইয়া অবশ্যই অনুতপ্ত হইব। হর্ষদেব যদি সপ্তাহকাল উদ্যম পরিত্যাগ না করিতেন, তিনি দুগ্ধপ্রবাহ প্রাপ্ত হইতেন, ইহা শুনিয়াও অন্যের দুঃখ উপস্থিত হইত। সকলে নিজ নিজ শুভাশুভ কর্মদ্বারা প্রাপ্তব্যফল লাভ করিয়া থাকে। অতএব নিশ্চেষ্টভাব পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র দুর্গ অবরুদ্ধ কর এবং এই কার্যে আমাদের ও তাহাদের জীবিতকাল অতিবাহিত হউক। অধ্যবসায় কার্যসাধনে অসমর্থ হইলেও ইহলোকে প্রতিমুহূর্তে অসম্ভাবিত উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিয়া থাকে।" নরপতির কঠোর আদেশ শ্রবণ করিয়া ধন্যাদি নদীতীর ত্যাগ করিয়া দুর্গগামী পথে সবেগে গমন করিল। দুর্গস্থিত সৈন্যগণ শরবর্ষণ করিতে করিতে সকৌতুকে দেখিতে লাগিল যে, রাজসৈন্য কিরূপে যুদ্ধ করিবে ও কিরূপে অবস্থান করিবে। ধন্য নিম্নদেশে অবস্থিত হইয়াও উর্ধ্বস্থিত শত্রুগণকে তুমুল সংগ্রামে নিপীড়িত করিয়া সুদৃশ্য গৃহশ্রেণী দ্বারা সেইস্থান নগরসদৃশ করিল। অবিশ্রান্ত যুদ্ধে উভয়পক্ষীয় অসংখ্য যোদ্ধা ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। শারদা দর্শন করিয়া পরদিন গগ্গনন্দন আসিল এবং যোদ্ধাগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্রপুরীর অধিবাসীর সংখ্যা বর্ধিত করিল। অলংকার নির্ভয়ে অমানুষিক যুদ্ধ করিয়া বহু শত্রুসৈন্য বধ করিল। দুর্গবাসিগণ পরিমিত সংখ্যক ও কটকসৈন্য বহুসংখ্যক ; শত্রুপক্ষ বহু রাজসৈন্যের বিনাশ সাধন করিলে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দুই-তিনবার আক্রমণের পরে দুর্গের দ্বার বন্ধ হইলে বোধ হইল ইহা যেন ভয়ে নয়ন নিমীলিত করিয়াছে। দুর্গবাসিগণ যখন দেখিল যে, ধন্যাদি অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ছিদ্রের অনুসন্ধান করিতেছে, তখন তাহারা সাহসহীন হইল। তাহারা রাত্রিতে নিদ্রা যাইত না এবং জাগিয়া থাকিবার জন্য পরস্পরকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিত ; তাহারা দিবাভাগে নিদ্রিত হইলে দুর্গ নিঃশব্দ হইত। তাহারা রাত্রিতে প্রহর ঘোষণাকারী বাদ্যধ্বনিতে ভীত হইত। ভ্রমণশীল নৌকাসমূহদ্বারা জলসংগ্রহের পথ রুদ্ধ করিয়া রাজসৈন্য সর্বপ্রকারে তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করিল। জল আনয়নের পথ রুদ্ধ হইলে

তাহারা কোনরূপে পিপাসাক্লেশ সহ্য করিল, কিন্তু চলাচলের অসুবিধা হেতু খাদ্যদ্রব্যের ক্ষয় হইলে তাহারা সাহসহীন হইল। ভূপতির জ্ঞাতিগণ রাজোচিত ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তখন কদন্ন ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। তাঁহাদের স্পর্ধা দূর হইয়াছিল, অধিকন্তু তাঁহারা ক্ষুধিত হইয়া ভূরিখাদ্যভোজী রাজভৃত্যগণের প্রতিও প্রত্যহ ঈর্ষা প্রদর্শন করিতেন। "আমরা সকলে একত্র অবস্থান করিলে কোন কার্য সাধিত হইবে না"—ভোজ এই কথা বলিলে অলংকারচক্র দুর্গের মধ্যশৃঙ্গে পৃথকভাবে তাঁহার বাসস্থান নির্দেশ করিল। লোঠন বৃদ্ধ ও বিগ্রহরাজ উপপত্নীপুত্র বলিয়া অলংকারচক্র তাহাদিগকে অযোগ্য মনে করিল এবং ভোজদেবকে দ্বৈরাজ্যের উপযুক্ত বিবেচনা করিল। ভোজ ব্যতীত অপর দায়াদদ্বয়ের জন্য সম্পূর্ণ উদ্যম প্রকাশ করিবে না, চিন্তা করিয়া সে বাহিরে এই মিথ্যাকথা প্রচার করিল যে, ভোজদেব পলায়ন করিয়াছে। সহ্লনপুত্র প্রতিদিন সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেন, তিনি জানিতে পারিলেন যে, অলংকারচক্রের ব্যভিচারিণী পত্নী ষষ্ঠচন্দ্রের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়াছে। সে স্বামীকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছে এবং বাহিরে গোপনীয় বিষয় প্রচার করিতেছে। ভোজদেব প্রেমান্ধ অলংকার-চক্রের নিকটে তাহার পত্নীর কার্যকলাপ প্রকাশিত করিয়া গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অলংকারচক্র পাপিনী প্রণয়িনীর দোষ দেখিতে পাইল না। অনন্তর ভোজ প্রস্থান করিয়া নিদ্রিত সৈন্যশিবিরের বাহিরে উপস্থিত হইলে তাঁহার অনুগামী অলংকারচক্রপুত্র সাহসহীন হইয়া ভয়ে অথবা দ্রোহাভিলাষে তাঁহাকে ফিরাইয়া দুর্গস্থ পিতার নিকটে আনয়ন করিল। অলংকারচক্র পুত্রকে তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে বলিল, আপনি আগামীকল্য রাত্রিকালে যাইবেন এবং তাঁহাকে দিবাভাগে লুকাইয়া রাখিয়া সকলকে বলিল যে, ভোজদেব প্রস্থান করিয়াছেন। একজন চলিয়া গিয়াছেন, অপর দুইজন পরদিন যাইবেন, এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ধন্যাদি সকলে অনিশ্চিত হইয়া রাত্রি জাগরণ করিল। ভোজদেব নিশীথে গমনোদ্যত হইয়া দুর্গের চূড়াগৃহ হইতে দেখিলেন, বিপক্ষগণ সৈন্যমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া চতুর্দিকে জাগরণ করিতেছে। শত্রুরক্ষিত আবাস-শ্রেণী শিখাসমূহের চঞ্চল আলোকে গতিশীল বলিয়া প্রতীত হইল এবং শিরঃকম্পনদ্বারা সহ্লনতনয়কে অসমসাহসিক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিল। তিনি প্রস্থান করিতে অক্ষম হইলেন, রাত্রি প্রভাত হইলে ডামর তাঁহাকে রজ্জুর সাহায্যে গর্তমধ্যে নামাইল। তিনি ক্ষেমরাজনামক ডামরসামন্তের সহিত গর্তমধ্যস্থিত শিলাখণ্ডে অবতীর্ণ হইলেন। উপবেশনযোগ্য

পাষাণে আসীন হইয়া উভয়ে পতনভয়ে নিদ্রাশূন্য অবস্থায় পাঁচরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। তাঁহারা হস্তস্থিত শক্তুপিণ্ডদ্বারা প্রাণরক্ষা করিলেন। উভয়ে অলক্ষিত অবস্থায় স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং উপরিভাগে শত্রুশিবিরের সৌন্দর্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা জয়সিংহের প্রতাপানলের উত্তাপে উপকার প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় শীত ভুলিয়া গেলেন। ষষ্ঠদিবসে তাঁহাদের খাদ্য নিঃশেষিত হইল এবং মেঘমালা হইতে তুষার বর্ষণ আরম্ভ হইল। তাঁহাদের হস্ত ও পদ শীতে অবশ হইয়া গেল। উভয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"অদ্য আমরা ক্ষুধা ও শীতে বিহ্বল হইয়া জালবদ্ধ পক্ষিযুগলের ন্যায় নিশ্চিত শত্রুসৈন্যের মধ্যে পতিত হইব। আমরা কাহাকে আহ্বান করিব ? কে আমাদের অবস্থা অবগত হইয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবে ?" তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে অলংকারচক্র দুর্দশাগ্রস্ত ভোজদেব ও ক্ষেমরাজকে রাত্রিকালে রজ্জুদ্বারা উত্তোলন করিয়া শূন্যগৃহে স্থাপন করিল। লোঠন ও বিগ্রহরাজ ইহা অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট পাইলেন ; তাঁহারা সকলের চক্ষুশূল হইলেন। কেহ তাঁহাদিগকে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করিত না। তাঁহারা তুষযুক্ত যবের পিষ্টক (পিঠা) খাইতেন এবং তাঁহাদের দেহ ও বস্ত্র শুদ্ধির অভাবে বিবর্ণ হইয়া গেল। অলংকারচক্রের ভোজ্যদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইলে ধন্য হোল ও যশঙ্কর নামক ভৃত্যদ্বয়কে অন্নদানদ্বারা বশীভূত করিল। অতঃপর অলংকারচক্র ক্ষুধায় কাতর ও ভৃত্যভেদে ভীত হইয়া নৃপতির শত্রুগণকে বিক্রয় করিতে দূতমুখে অঙ্গীকার করিল। দুঃসহ বিপদ উপস্থিত হইলে সে সাহসহীন হইল এবং মন পাপলিপ্ত করিয়া অধর্ম ও নিন্দার ভয় ত্যাগ করিল। সে উদয়ন নামক ভৃত্যের পরামর্শে ভোজদেবকে লুকাইয়া রাখিল এবং লোঠন ও বিগ্রহরাজকে সমর্পণ করিতে ত্বরান্বিত হইল। সে এই ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত মনে করিল ; কারণ সে জানিত যে, ভোজকে না পাইলে ভূপতি তাহাদের অত্যধিক দণ্ডবিধান করিবেন না এবং সে স্বয়ং মুক্তিলাভ করিবে। ধন্য ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ যখন সন্ধিবদ্ধ হইতে অভিলাষী হইল, তখন তাহারা খাদ্যদ্রব্যের অভাব ও এই মন্ত্রণা জানিতে পারিল না। তাহারা যে কোন ছলনায় তথা হইতে প্রস্থান করিতে উৎসুক হইল। ভূপতির ভৃত্যগণ দীর্ঘ প্রবাসজনিত দুঃখে উদ্যমশূন্য হইয়া কার্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিল। সৈনিকগণ সন্ধিবন্ধন জ্ঞাত হইয়া গৃহগমনোন্মুখ হইল এবং প্রভুর দাক্ষিণ্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া প্রস্থান করিল। লবণ্য তাহাদের নিকটে খাদ্য ক্রয় করিয়া কার্যে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিল না এবং ধন্যাদি স্বল্প সৈন্য দেখিয়া ভয়াকুল হইল। লোঠন ও

বিগ্রহরাজের আগমন আশায় বিরোধিগণ পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল কিন্তু রাজকুমারদ্বয়কে সমর্পণ না করিয়া অলংকারচক্র সেদিন তাহাদিগকে যন্ত্রণা প্রদান করিল। তাহারা প্রাণত্যাগ ব্যতীত অন্য উপায় দেখিতে পাইল না। তাহারা নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, এই কার্য বহু চেষ্টার পরে আমাদের বুদ্ধিদোষে বিফল হইল ; অন্যান্য মন্ত্রিগণ নষ্টকার্যে অনুশোচনাচ্ছলে আমাদের কার্যাবলীতে উপহাস করিবে, নৃপতিকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবে এবং তিনি সদয় বাক্যে আমাদের সমাদর করিবেন না। তাহারা আমাদিগকে নানাভাবে লজ্জা প্রদান করিবে। অপরে বলিল, দস্যু নৃপতির শত্রুগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এই কপট আচরণ করিয়াছে। সে কার্যসিদ্ধি করিয়া এখন আমাদিগকে উপহাস করিতেছে। রজনী তাহাদিগকে বহু ক্লেশ প্রদান করিয়া প্রভাত হইল। অনন্তর প্রাতঃকালে অলংকার সাহস প্রকাশপূর্বক দুর্গে আরোহণ করিয়া ডামরকে ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা বশীভূত করিল। একদিন বিলম্বের অনুমতি দান করিয়া স্পষ্টভাবে লোঠনকে বলিল যে, তাঁহাকে যাইতে হইবে। তাঁহার কলঙ্কক্ষালন ও প্রতিষ্ঠালোপ নিবারণের জন্য কোন কোন মানীব্যক্তি তাঁহাকে বলিল,— আপনার পিতা খড়্গলতাসংকুল পথে স্বর্গে গমন করিয়াছেন, আপনার ভ্রাতৃদ্বয় অস্ত্ররূপ কণ্টকবনে ভ্রমণ করিয়া সদ্‌গতি অর্জন করিয়াছেন, আপনি সাহসের সহিত বংশক্ষুণ্ণ মার্গ অবলম্বন করিয়া অন্তরীক্ষে সৌরমণ্ডলে এবং ইহলোকে তেজস্বিমানসে প্রবেশলাভ করুন। আপনি বিধিদত্ত রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, অধিকন্তু বৃদ্ধবয়সে বালকের ন্যায় কার্য করিয়াছেন ; এখন আপনি দৈবনির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে সুযোগ পাইয়াছেন ; আপনি কর্তব্যবিমুখ, রাজ্য-লাভের ন্যায় ইহা যেন আপনার দুর্লভ না হয়। প্রাপ্তরাজ্য নষ্ট হইয়াছিল, হীনব্যক্তির উচ্ছিষ্টে কাল অতিবাহিত হইতেছিল ; এবং জীবন ধারণ লোকক্ষয়ের কারণ হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় ভিক্ষাচর ভূপতি কর্তব্যবোধে কি করিয়াছিলেন ? তিনি দেহপাত দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। বীর্যহীন লোঠন এইরূপে উত্তেজিত হইয়াও দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন না। শিশু যেমন নিদ্রাভঙ্গ হইলে জাগিয়া উঠিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিতে থাকে, সেইরূপ তিনি ভয়ে আকুল হইয়া আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়া ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ডামর লোঠনকে অর্পণ করিলে সঙ্গী রাজভৃত্যগণ তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া করুণাবশবর্তী হইয়া সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিল,—"আপনি বিষণ্ণ হইবেন না; ভূপতি দেবতাসদৃশ, তিনি শরণাগতের সন্তাপনাশক, তাঁহার পুণ্যপ্রদ নিষ্কলঙ্ক মূর্তি দর্শন করিয়া

আপনার উদ্বিগ্নহৃদয় সুস্থির হইবে। তিনি রাজবংশীয় নির্দোষ বৃদ্ধগণের ন্যায় আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং আপনার গৌরবহানিকর লজ্জা দূরীভূত করিবেন।” তাহাদের এইরূপ বাক্যে লোঠন আনন্দিত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ভূষণহীন লোঠন যানে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন; ধন্য তাঁহার জীর্ণ মলিন বস্ত্র দেখিয়া লজ্জায় অবনত হইল। তাঁহার নয়নযুগল দীর্ঘকাল নিশ্চল, তিনি কোটরভ্রষ্ট পেচকের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন। প্রস্থান সময়ে সৈন্যগণ শিবিরে অগ্নিপ্রদান করিলে শৈল ভূপাল প্রতাপকাঞ্চনের কষ্টিপাথরের রূপ ধারণ করিল। সৈন্যদলের প্রস্থানের পর আকাশ হইতে প্রচুর তুষার বর্ষণ হইল এবং ইহা মহীপতির অলৌকিক প্রভাব সম্বন্ধে জনগণের সন্দেহ দূর করিল। যদি পূর্বে হিমবর্ষণ হইত তবে সৈনিকগণ প্রাণত্যাগ করিত। ৪২১৯ লৌকিক অব্দে ফাল্গুনমাসে শুক্লাদশমী তিথিতে লোঠন পুনর্বার বন্দী হইলেন; তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইয়াছিল। নিরহঙ্কার মহীপতি দীর্ঘপ্রবাসাগত সৈন্যদলের অভিনন্দনের নিমিত্ত উচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। তিনি যথোচিত দান, মান, সম্ভাষণ ও দৃষ্টিপাত দ্বারা সৈন্যগণকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং দেখিলেন, ধন্য প্রভৃতি আগমন করিতেছে। অনন্তর তিনি লোঠনকে অঙ্গন মধ্যে দেখিতে পাইলেন; প্রতিহারগণ তাঁহার আগমন ঘোষণা করিতেছিল এবং তিনি বহুলোকে পরিবেষ্টিত হইয়া অস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন। যোদ্ধাগণ তাঁহার বাহুদ্বয়ের মূলদেশে হস্ত স্থাপন করিয়াছে। মুখ পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত ও ইহার প্রান্তভাগ নাসিকা পর্যন্ত লম্বিত। পৌরবর্গ নানাবিধ বাক্যে কোলাহল করিতেছিল; তিনি তাহাদিগকে দেখিতেছিলেন। চক্ষু নিশ্চল ও দীনতাব্যঞ্জক। অলক্ষ্মীর অশুভ দৃষ্টিপাতে তিনি কাতরতা, দুঃখ, ভীতি, ক্লান্তি ও ক্ষুধার ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন যেন পৃথিবী ঘুরিতেছে, পর্বত নিক্ষিপ্ত হইতেছে ও আকাশ পতিত হইতেছে; তাঁহার ওষ্ঠাধর পিপাসায় শুষ্ক হইল। তিনি প্রতিপদে গতিরোধ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—“দৈব বিঘ্ন উপস্থিত হউক, ভীষণ অন্ধকার বিস্তৃত হউক ও প্রবল ঝড়ে নিকটবর্তী রাজপ্রাসাদ বিধ্বস্ত হউক। আমি কিরূপে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব? আমি তাঁহার বহু অপকার করিয়াছি।” লোঠন বহুলোকে আবৃত ছিলেন, তাই তাঁহাকে ভালরূপ দেখা যাইতেছিল না, তিনি অঙ্গনে উপস্থিত হইলে প্রতিহারগণ রাজাকে তাঁহার আগমনবার্তা জানাইল। রাজা ইঙ্গিত করিলে তিনি সভায় প্রবেশ করিলেন। পৃথ্বীপতি দৃষ্টিপাত দ্বারা তাঁহাকে পার্শ্বদেশে আগমন করিতে আদেশ করিলে তিনি ভূমিতে জানু স্থাপন করিয়া মস্তকদ্বারা

মহীপতির পাদপদ্ম স্পর্শ করিলেন। ভূপতি লোঠনের প্রণত ললাট হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া মস্তক উত্তোলন করিলেন। তিনি হস্তের চন্দনশীতল স্পর্শদ্বারা তাঁহার দেহের কষ্ট ও চিত্তের সন্তাপ দূর করিলেন। তৎক্ষণাৎ লোঠন অন্তরে করুণাময় নরপতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। বিগ্রহরাজ মস্তক অবনত করিয়া পাদস্পর্শ দ্বারা অভয় প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহার মস্তক চরণদ্বারা স্পর্শ করিলেন। তিনি পিতৃব্যকে স্বহস্তে তাম্বূল অর্পণ করিয়া তাঁহাকে ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন কিন্তু লোঠন বলিলেন, "আমি কিরূপে এইরূপ সৎকারের যোগ্য?" তিনি প্রণত দ্বারপতিকে বলিলেন "আপনারা কষ্ট পাইয়াছেন" এবং সম্মুখস্থিত ধন্যও ষষ্ঠকে বাম বাহুদ্বারা স্পর্শ করিলেন। লোঠন ভূপতির দক্ষতা, দাক্ষিণ্য, গাম্ভীর্য ও বিনয় প্রভৃতি গুণরাজি দর্শন করিয়া আপনাকে অতি হীন বিবেচনা করিলেন। নৃপতি ধন্যের মুখে লজ্জাবনত পিতৃব্যকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্বক সবিনয় কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে উৎকৃষ্ট অট্টালিকায় প্রেরণ করিলেন। তিনি নীতিশাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহারের উপর লক্ষ্য রাখিতেন। লোঠন ও বিগ্রহরাজ পৌরুষভ্রষ্ট হইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন ; রাজা প্রীতি ও অকৃত্রিম ব্যবহার দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহাদের লজ্জা দূর করিলেন। মহীপতি দায়াদদ্বয়ের কবল হইতে রাজ্য উদ্ধার করিলেন বটে কিন্তু ভোজদেবের অনুসন্ধান না পাইয়া বিপ্লবের বিষয়ে অন্তরে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অমাত্যগণ প্রবাসক্লেশে ভীত হইয়া সহসা উদ্যম ত্যাগ করিলে জয়াভিলাষী ভূপতি শত্রুশেষ সত্ত্বেও অসাবধানতা প্রদর্শন করিলেন। সহ্লনপুত্র গহ্বর হইতে উঠিয়া শূন্যগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতৃব্য ও বিগ্রহরাজের কোন সংবাদ পাইলেন না। অলংকারকে ডামরের নিকটে আসিতে দেখিয়া তাঁহার মনে দ্রোহভাব উৎপন্ন হইল। ক্রমশঃ তিনি দেখিলেন ধন্য ও ষষ্ঠের যানদ্বয়ের মধ্যে পিতৃব্যের যান, কিন্তু দূরত্বহেতু তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এইস্থান হইতে কটকপ্রস্থানের কারণ কি ? ধন্য ও ষষ্ঠের মধ্যস্থিত যানস্থিত তৃতীয় ব্যক্তি কে?" একজন ভৃত্যের নিকট জানিতে পারিলেন,—"সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, লোঠন ও বিগ্রহরাজ নগরে গমন করিতেছেন।" তাঁহার সন্দেহ দূর হইল এবং দ্রোহভয় ক্ষণকালের জন্য প্রশমিত হইল। অনন্তর তিনি মনে করিলেন যে, লবণ্য পরে চিন্তা করিয়া আমাকে সমর্পণ করিবে, এবং ধন্যাদি এই স্থানে আমার অবস্থিতি অবগত হইয়া অবশেষে আমাকে বন্দী করিবে। তিনি বারংবার নির্ঝরের শব্দ শ্রবণগোচর করিয়া মনে করিলেন যে, তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য রাজসৈন্য সশব্দে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। একদা অলংকারচক্র ভোজদেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া আত্মনিন্দাপূর্বক বলিল, "আমি গর্হিতভাবে

বিশ্বাসঘাতকের কার্য করিয়াছি ; আমি নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ।” ভোজদেব ক্রোধ সংবরণ করিয়া যেন সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলিলেন, এবিষয়ে আপনার কোন অপরাধ নাই। আপনি বিপন্ন, আশ্রিত, অপত্য ও জ্ঞাতি প্রভৃতির রক্ষার নিমিত্ত ইহা করিয়াছেন, আপনি কাহারও নিন্দাভাজন হইবেন না। যদি আপনার দ্রোহাভিলাষ থাকিত, আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিতেন না ; কালের অনুরোধে আপনাকে এই পরাধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। হর্ষদেবের বংশধরগণের বিনাশের ন্যায় আমাদের বধ রাজধর্মানুমোদিত নহে ; তিনি আমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিতে পারেন। আমাকে রক্ষা করিয়া আপনি স্বীয় অখ্যাতি, তাঁহাদের পীড়ন ও রাজার বিপথগমন বুদ্ধিমত্তার সহিত নিবারণ করিয়াছেন।” এই কথা বলিলে ডামর লজ্জাভার হইতে যেন মুক্ত হইয়া তাঁহার প্রশংসাপূর্বক বলিল “আপনি সর্বদা সর্বত্র আমার সাক্ষী।” ভোজদেব “অধুনা আমাকে অবিলম্বে প্রেরণ কর” বলিলে সে “হিমবৃষ্টির অবসানে আপনাকে প্রেরণ করিব” বলিয়া গমন করিল। কেহ তাঁহাকে বলিল, “আপনি ক্রোধবশতঃ ভোজন করিতেছেন না। দস্যু ইহা জানিতে পারিলে আপনার উপর বিপরীত আচরণ করিতে পারে,” ইহা শুনিয়া ভোজদেব আহার গ্রহণ করিলেন। তিনি অন্ন স্পর্শ করিয়া চিন্তা করিলেন, “জ্ঞাতিদ্বয়কে বিক্রয় করিয়া অবশেষে ইহা লব্ধ হইয়াছে” এবং মনে করিলেন তাঁহাদের দেহের মাংস ভোজন করিতেছেন। অলংকারচক্র তাঁহাকে বলিত—“হিমপাতের শেষে অদ্য অথবা কল্য আমি নিশ্চয়ই আপনাকে প্রেরণ করিব” এবং এইরূপে দুইমাস কাল তাঁহাকে মুক্তিদান করিল না। “আমি এইস্থানে আছি জানিতে পারিয়া রাজা হিমাবসানে যুদ্ধযাত্রা করিবেন এবং ডামর আমাকে বিক্রয় করিবে” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি প্রস্থান করিতে ত্বরান্বিত হইলেন। তিনি গমনের জন্য যে যে ছলনা করিলেন, দস্যু তাহার খণ্ডনপূর্বক তাহাতে দোষ আবিষ্কার করিয়া তাঁহার প্রস্থান নিষিদ্ধ করিল। রাজবদন, ওজো নামক বলহরের পুত্র ; তাহার মাতা উচ্চবংশজাতা ; সে বাল্যকাল হইতে দীর্ঘকম্বল ব্যবহার করিত। সুস্‌সলের রাজত্বকালে সিংহাসনের জন্য বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা অনেক বীরবরের শৌর্যের কষ্টিপাথর তুল্য ; রাজবদন রাজপক্ষে যুদ্ধ করিয়া স্বীয় বিক্রম প্রদর্শন করিয়া যশঃলাভ করিয়াছিল। তাহার পিতা অমাত্য ছিল বলিয়া সে ভূপতির অনুগ্রহভাজন হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ এবেনকাদি প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। খুয়াশ্রমবাসী নাগ, রাজাকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলে সে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া ভোজদেবকে পালন করিতে লাগিল। সকলে আশংকা করিল যে, সে রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে

পারিবে না ; কারণ সে রাজভৃত্য ও লবণ্য নয় বলিয়া বিশেষ বিদ্বেষপূর্ণ ছিল না। রাজবদন বিপ্লব অভিলাষী হইয়া কুমার ভোজদেবকে সাগ্রহে প্রার্থনা করিলে অলংকারচক্র তাঁহাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিল না। অলংকারচক্র দ্রোহাভিলাষী হইয়াই এইরূপ করিয়াছিল। অনন্তর রাজা ভোজদেব সম্বন্ধে সন্ধিবন্ধনের জন্য অলংকারকে অর্থের সহিত প্রেরণ করিলেন এবং সে এই কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া দ্রঙ্গে উপস্থিত হইল। ডামর তাহার নিকটে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে ভোজদেব বলিলেন, "যদি কল্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও আমি প্রাণত্যাগ করিব।" "আমি কল্য প্রভাতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব" ডামর এই কথামাত্র বলিলে ভোজদেব কোন উত্তর না করিয়া রাত্রির চতুর্থ প্রহরে দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। প্রবল বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও যখন তিনি নিশাবসানে পথ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন ডামর তাঁহার পলায়ন সংবাদ প্রাপ্ত হইল এবং প্রভাতে অল্পসংখ্যক অনুচরের সহিত তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে শারদাদেবীর মন্দির পর্যন্ত গমন করিল ; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। ভোজদেব একই কার্যসাধনের নিমিত্ত জ্ঞাতিদ্বয়ের সহিত পূর্বেই যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু দাক্ষিণ্যবশতঃ এখন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী জ্ঞাতিরমণীগণের সমক্ষে উপস্থিত হইতে অক্ষম হইলেন এবং আপনাকে অপরাধীর ন্যায় মনে করিলেন। তিনি নিজ নিন্দার কথাও চিন্তা করিতে লাগিলেন "বৃদ্ধ লোঠন পাঁচ-ছয় বার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এই যুবক অসমর্থ" তিনি দুরাশু গমনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন এবং দারদবর্গের সাহায্যে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া মধুমতীর তীরপথ গ্রহণ করিলেন। এই পথ অতীব ভীষণ, কোথাও ভীষণ অন্ধকারময়, কোথাও অতি শীতল জলকণা বা বায়ুস্পর্শে দেহ বাণতুল্য বিদ্ধ হইল। তিনি বিস্তৃত মুক্তস্থানে দুর্গম ও সংকীর্ণস্থলে স্পষ্টপথ দেখিতে পাইলেন। নিম্নদিকে গমনকালে তিনি পুনঃ পুনঃ মনে করিলেন যে ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতেছেন ; তিনি বিষম শীতকালে পথিমধ্যে ছয়-সাত দিন অতিবাহিত করিয়া দরদ রাজ্যের সীমান্তস্থিত একগ্রামে উপস্থিত হইলেন। দুগ্ধঘাট্ট দুর্গের অধিপতি গোপনে স্বীয় সামগ্রী অর্পণ করিয়া তাঁহার অভাবজনিত দুর্দশা দূর করিল এবং প্রণত হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল। দূরস্থিত বিড্ডসীহ দুর্গপতির দূতমুখে তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজোচিত দ্রব্যসমূহ প্রেরণ করিলেন। তিনি দুর্গাধিপদ্বারা স্বরাজ্যে ভোজদেবের শুভাগমন অভিনন্দিত করিয়া স্বীয় ধনভাণ্ডার কুমারের আয়ত্তাধীন করিলেন। ভোজদেব রাজপ্রাসাদে রাজার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজবদনের পুত্র তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

করিতে আগমন করিল এবং তাঁহাকে রাজবদনের পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিল। রাজবদন রাজা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পুত্রকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিয়াছিল এবং তিনি মনে করিলেন যে, এই ব্যক্তি যেন নীতির জাল বিপক্ষের উপরে স্থাপন করিতেছে। তিনি ইহা অঙ্গীকার অথবা অস্বীকার করিলেন না এবং কার্যের গুরুত্ব ও বিশ্বাসের অভাব প্রদর্শন করিয়া তাহাকে প্রেরণ করিলেন। রাজবদন, দূতমুখে এই সংবাদ পাঠাইল,—"আমি ভূপতির বিশ্বস্ত কি তাঁহা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন, আপনি ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন।" সে স্বীয় দৃঢ়তা প্রদর্শনের নিমিত্ত জ্ঞাতিশত্রুতার ছলে নাগাদির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। রাজবদন ধনজনবিহীন হইলেও ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিল এবং ক্রমে ক্রমে সংগ্রামে সমতা ও তৎপরে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিল। এই অপূর্ব পুরুষ এইরূপ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিল যে, নাগের দেশীয় স্বজনগণ তাহার দাস্য স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিল না। সে বদান্যতা, ক্ষমা, নিরহংকারভাব ও লোভশূন্যতা ইত্যাদি গুণসমূহে অলংকৃত ছিল এবং উদয়কালে সকলে তাহার প্রতি এরূপ আসক্তি প্রকাশ করিল যেন, সে চিরকাল আধিপত্য ভোগ করিয়াছে। সহায়যুক্ত পৃথ্বীহরাদির দৃঢ়সংকল্প আশ্চর্যের বিষয় নহে, কিন্তু নিরাশ্রয় রাজবদনের এইরূপ গুরুতর সাহসিকতা প্রশংসনীয়। সে চৌর, বনচর ও পর্বতবাসী মহাজনসংঘ সংগ্রহ করিয়া গ্রাম অধিকারপূর্বক ভোজ-দেবাদির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঈর্ষ্যাপরায়ণ অমাত্যগণের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশতঃ অথবা লুণ্ঠনপ্রিয় অন্যান্য ডামরগণ নীতিমার্গ পরিত্যাগ করিল, লোঠন বন্ধনপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের বিপ্লববাসনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল ; কিন্তু ইহা সেই সময়ে শতশাখায় পরিণত হইল। ত্রিল্লক ও জয়রাজ রাজার অনুগ্রহভাজন ছিল। তাহারাও বিবশ হইয়া এই চক্রান্তে যোগদান করিল। মহাকপট ত্রিল্লক সমস্ত দস্যুর আশ্রয় ছিল ; সে দেবসরসের অধিপতির সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহ সৃষ্টি করিল। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ তাহার দমন বাসনায় ও ভূমিরক্ষার অভিলাষে ভূপতির উদ্দেশে বিজয়েশ্বরে অনশনব্রত অবলম্বন করিল। রাজা সেই সময় ডামরনির্মূলের অনুযোগী বিবেচনা করিলেন, কিন্তু তাঁহার এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলে তিনি অগত্যা দাক্ষিণ্যবশবর্তী হইয়া সভার সহিত একমত হইলেন। ভূপতি যুদ্ধযাত্রার জন্য সজ্জিত হইলে প্রধান বিদ্রোহী জয়রাজ সাংঘাতিক বিস্ফোটক রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহার মৃত্যুতে মড়বরাজ্য এক দস্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিল এবং ভাগ্যবান নৃপতি ব্রাহ্মণগণের প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত তথায় গমন করিলেন। খলপ্রকৃতির ব্রাহ্মণগণ অপর অমাত্যবর্গের বিরুদ্ধ মন্ত্রণানুসারে অলংকারের প্রস্থান প্রার্থনা করিলে রাজা তাহাকে স্বীয়

সন্নিধান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলেন। অলংকার বিদ্রোহী ডামরগণের মধ্যে সদ্‌ভাব স্থাপনের জন্য সর্বদা যত্নবান ছিল ; সেই কারণে ঈর্ষ্যাপরায়ণ অন্য মন্ত্রিগণ ইহাকে বিদ্রোহ বলিয়া বিবেচনা করিল। "প্রথমতঃ দ্বৈরাজ্য নষ্ট করিয়া ত্রিল্লককে উন্মূলিত করিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নৃপতি ব্রাহ্মণগণকে অনশনব্রত ত্যাগ করাইলেন্। ত্রিল্লক ভীত হইয়া নানারূপ শত্রুতাসাধন দ্বারা রাজাকে উদ্বিগ্ন করিল। রাজক ত্রিল্লকের মতানুসারে ভ্রাতুষ্পুত্র যশোরাজকে আক্রমণ করিল ; যশোরাজ জয়রাজের অনুজ, রাজা তাহাকে জয়রাজের পদে স্থাপন করিয়াছিলেন। সজ্জপাল শত্রুবেষ্টিত যশোরাজকে রক্ষা করিতে দেবসরসে গমন করিল ; কিন্তু তাহার সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল বলিয়া তাহার বিজয় লাভ সন্দেহযুক্ত ছিল। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া রিহ্লন তুমুল সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইল। রিহ্লন মন্দর পর্বতের ন্যায় শত্রুসাগর মন্থন করিলে সজ্জপাল রিপুরূপ বারিবিন্দু আহরণ করিতে সমর্থ হইল। রাজক পরাজিত হইলেও যশোরাজ রক্ষক ব্যতীত নিজরাজ্যে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের সমাপ্তি আশঙ্কা করিয়া ত্রিল্লক নানাবিধ মায়াবিস্তার দ্বারা নৃপতির কালহরণ করিতে লাগিল। ত্রিল্লক যথাসময়ে রাজ্য-কণ্টকগণকে চারিদিক হইতে আনয়ন করিল। পৃথ্বীহরের পুত্র ও কোষ্ঠেশ্বরের কনিষ্ঠভ্রাতা চতুষ্ক জ্যেষ্ঠের সহিত বন্দী হইয়াছিল ; সে কারাগার হইতে পলায়ন করিলে তাহার জামাতা ত্রিল্লক স্বীয় আবাসে তাহাকে আশ্রয় দান করিল এবং অসংখ্য ডামরের সহিত তাহাকে শমালা আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিল। ডামরগণ তাহার আহ্বান শুনিয়া যুদ্ধার্থ সমাগত হইল। গগ্‌গপুত্র ষষ্ঠচন্দ্র গর্বিত রাজবদনকে আক্রমণ করিল। ষষ্ঠচন্দ্রের অনুজদ্বয় জয়চন্দ্র ও শ্রীচন্দ্র রাজপ্রাসাদ হইতে বেতন পাইত ; কিন্তু রাজার অনুগ্রহবঞ্চিত হইয়াছিল। তাহারা পুনরায় ভূপতির অনুগ্রহ লাভ অসম্ভব বিবেচনা করিল এবং অগ্রজ হইতে অমঙ্গলের আশঙ্কা করিল, কারণ ষষ্ঠচন্দ্র উৎকৃষ্ট কার্যদ্বারা নৃপতির প্রিয়পাত্র ও সম্মানভাজন হইয়াছিল। তাহারা সৈন্যদল হইতে পলায়ন করিয়া রাজবদনের নিকটে গমন করিল এবং রাজার দুই শ্যালক বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। সে পূর্বরাজগণের ধন হরণ করিতে অভিলাষী হইয়া শৈলপথগামী অসংখ্য খাশকদ্বারা ভূতেশ্বর মন্দির লুণ্ঠন করাইল ; সমগ্র রাষ্ট্র শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইল ও অরাজকের ন্যায় মনে হইল ; তস্করের আক্রমণে ইহা আশ্রয়হীন হইল এবং সবল দুর্বলকে হত্যা করিতে লাগিল। নরপতি কম্পনাধিপ উদয় ও রিহ্লনকে চতুষ্কের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দান করিয়া দুঃখিত-চিত্তে নগরে প্রস্থান করিলেন। দুঃসাধ্য ব্যাধি যেমন ঔষধ সেবনে একেবারে উপশম প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ উভয়ের সৈন্য চতুষ্কের গতিরোধ করিল, কিন্তু তাহাকে

পরাজিত করিতে অসমর্থ হইল। স্বপক্ষীয়গণের কালহরণ ও দুষ্টবুদ্ধির অনুরোধে কিয়ৎকালের জন্য রিহ্লনের প্রতাপ মন্দীভূত হইল। বিড্ডসীহ ভোজদেবের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজবৃন্দের আহ্বানের নিমিত্ত দূতগণকে উত্তরাপথে প্রেরণ করিল। ম্লেচ্ছরাজগণ হিমাচলের উপত্যকাপথে ধাবিত হইয়া অশ্বসমূহে চতুর্দিক রোধপূর্বক দরদপতির সৈন্য আশ্রয় করিল। যে সময়ে দরদাধিপতি রাজগণকে সমবেত করিতেছিলেন, সেইসময়ে সামন্তবৃন্দ নানা দিক হইতে ভোজদেবের সমীপে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদের ভাষা অজ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু তাহারা প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া প্রণয় প্রদর্শন করিল। ভোজদেব প্রভূত অর্থের অধীশ্বর হইয়াছিলেন ; তিনি নিকটস্থ ব্যক্তিগণকে ও দূরবর্তী রাজবদন প্রভৃতিকে ধনদান দ্বারা সাহায্য করিতে লাগিলেন। রাজবদন চক্রান্তদ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহ উৎপাদন করিয়া নির্ভয়ে ভোজদেবের সহিত মিলিত হইল। তাহারা স্ব স্ব কর্তব্য নির্দেশদ্বারা পরস্পরের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিলে অবিলম্বে অবিশ্বাস দূর হইল। ভোজ বিপক্ষের সম্মুখীন হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে রাজবদন দর্পভরে দরদপতির অপেক্ষা না করিয়া পরিমিত অশ্বারোহীর সাহায্যে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইল। "যদি শত্রুগণ এই কটকের প্রথম আক্রমণ সহ্য করিতে পারে তাহা হইলে উভয়পক্ষ সমান হইবে ; আর যদি ইহার পরাজয় হয় তাহা হইলে আমাদের সমবায় (জোট) ভঙ্গ হইবে। আমার অভিলাষ এই যে, সমস্ত সৈন্যের সহিত একটি যুদ্ধ করি ; তাহা হইলে একদিনে জয় অথবা পরাজয় লাভ সংঘটিত হইবে।" ভোজদেব এই কথা বলিলে সে গর্ববশে হাস্য করিল এবং উপস্থিত দরদ যোদ্ধাগণের সহিত যাত্রা করিল। ভোজদেব গিরিসঙ্কটের প্রান্ত পর্যন্ত অগ্রগামী যোদ্ধাগণের অনুগমনের পরে শুনিলেন, দরদরাজ সমাগত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য দুগ্ধঘট্ট দুর্গের অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং রাজবদন সৈন্যসমভিব্যাহারে মাতৃগ্রামে প্রবেশ করিল। ষষ্ঠচন্দ্র স্বভাবতঃ ধীরবুদ্ধি ছিল ; বিপক্ষের অশ্বসমূহকে ক্ষিপ্রগতি হরিণের ন্যায় চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াও সে সাহসহারা হইল না। ডামরবর্গ ও তাহার স্বীয় সৈনিকগণ শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া তাহার কটক আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। ষষ্ঠচন্দ্র বিষম অবস্থায় পতিত হইল এবং তাহার পক্ষীয় লোকে প্রস্থান করিতে পরামর্শ প্রদান করিলে সে বলিল, "আমি ম্লানমুখে প্রভুকে দর্শন করিতে অক্ষম।" সূর্যবর্মচন্দ্রের বংশে এতাদৃশ কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই যে, মল্লকুলোৎপন্নগণের কার্যসাধনের উপযুক্ত ছিলনা। বিড্ডসীহ অন্যান্য রাজগণের সহিত ভোজদেবের অভ্যর্থনা না করিয়া তাঁহাকে স্বকীয় প্রধান সামন্ত-সমূহের সমভিব্যাহারে বিজয়লাভের নিমিত্ত প্রেরণ করিল। সে ভোজদেবের

পশ্চাদ্‌ভাগে অল্প ব্যবধানে অবস্থান করিয়া গমন করিতে লাগিল এবং বহু ম্লেচ্ছ-সৈন্য সংগ্রহ করিল। অনুগামী সৈন্যগণে চারিদিক মুখরিত হইলে ভোজদেব উৎসাহবশে মনে করিলেন, সমগ্র পৃথিবী তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। রাজবদন ঐরূপ দুর্জয় শ্রেষ্ঠ সৈন্যে শোভিত হইয়া মনে করিল, ষষ্ঠচন্দ্র যমের মুখে পতিত হইয়াছে। অনন্তর বর্ষাকালে প্রবলবর্ষণে জলস্থল একাকার হইয়া গেল। জলমগ্ন বৃক্ষরাজির অগ্রভাগ জলের উপরিভাগে উত্থিত হইয়া যেন নীলপদ্মের সাদৃশ্যরূপ ধারণ করিল। এই স্থানে ভূপতি সৈন্যদল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইলেন এবং সমভিব্যাহারী শ্রেষ্ঠ অনুচরগণ কেবলমাত্র শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। রাজবদনের সাধুতা ও সাহস সম্বন্ধে পূর্ব হইতে ত্রিল্লকের অবিশ্বাস ছিল; সে দারদগণকে দূতমুখে বলিল "অপর কুমারকে রাজবদনের আয়ত্তাধীন করিবেন না" এবং সে চতুষ্কের সহায়তা করিয়া মনে করিল যে, তাহাদের মধ্যে একজনের সামর্থ্যে ভোজদেবকে হস্তগত করিবে। ত্রিল্লক রাজবদনের তাদৃশ শক্তি দেখিয়া মনে করিল, এই ব্যক্তি শূন্যে আলেখ্য রচনা করিতে সমর্থ; রাজার সমস্ত সৈন্য চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত, তিনি শত্রু-সঙ্কটে পতিত। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দুর্নীতিপরায়ণ ত্রিল্লক, দুর্ধর্ষ দ্বিতীয় কণ্টক বহির্দেশে নিক্ষেপ করিল। সে ইহাকে বৃহৎ সজারুর ন্যায় বহুকাল স্বীয় পার্শ্বে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল। পৃথ্বীহর-পুত্র লোঠক ত্রিল্লকের সাহায্যে সজ্জিত হইয়া বহু ডামর সৈন্য লইয়া অকস্মাৎ শূরপুরে সমাগত হইল। ষড়যন্ত্র বিষয়ে তাহার মহা উদ্যম প্রসিদ্ধ ছিল; ভূপতি তাহার বংশের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সে তাঁহার ঘোর অনর্থ কামনা করিত এবং তাঁহার নানারূপ মহাসংকটে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। জগৎ যেমন নিদ্রিত নারায়ণের উদর হইতে নির্গত হইয়াছিল, বর্ষাকালে তাহার সৈন্য সমবেত হইলে সেইরূপ প্রতীয়মান হইল। পিঞ্চদেব শূরপুরের দ্রঙ্গের অধিপতি ছিল; তাহার অনুচরের সংখ্যা অধিক ছিল না, তাহাদের খাদ্যাদিও অধিক ছিল না। পিঞ্চদেব এই অত্যল্প যোদ্ধার সাহায্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিপক্ষের বহুসৈন্য যমরাজ্যে ও নদীগর্ভে প্রেরণ করিল। লোঠক মৃত্যু বিস্মৃত হইয়া একদিন সংগ্রাম করিল; কিন্তু তাহার সৈন্য পরাজিত হইলে তাহার সুহৃদ্‌বর্গ তাহাকে পরদিন কোনরূপে স্থানান্তরিত করিল। সে শূন্য শূরপুরে অবস্থান করিয়া চারিদিক হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল এবং মনে করিল যে, দুই-তিন দিনের মধ্যে সে অনায়াসে নগর অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। সে পদ্মপুর আক্রমণ করিতে অভিলাষী হইলে ত্রিল্লক যশোরাজ ও কম্পনপতির ভয়ে তাহাকে নিবৃত্ত করিল। অন্য লবণ্যগণ তাহার

বশবর্তী ছিল, কিন্তু হোড্ডাবাসী একজন ডামরের অসম্মতি হেতু তাহার অনুচরবর্গ এই কার্য সাধন করিতে পারিল না। এই সময়ে চতুর্দিকে যেরূপ অনর্থ উপস্থিত হইল, সুস্‌সলদেবের দ্বৈরাজ্যকালেও সেরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হয় নাই। রাজা লোঠককে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত রিহ্লনকে প্রেরণ করিলেন। অর্জুন যেমন প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিকে নিহত করিতে অগ্রসর হইয়া সংশপ্তকসমূহ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ রিহ্লন লোঠনকে বিনাশ করিবার জন্য প্রস্থান করিলে শমালাবাসিগণ তাহার অনুসরণ করিল। রিহ্লন তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া বিপক্ষের দিকে ধাবিত হইল। সে রণশ্রান্ত হইয়া রামুষে রাত্রি যাপন করিল। রিহ্লন প্রভাতে কল্যাণপুর অভিমুখে গমন করিতেছিল, এমন সময়ে লোঠক দিক্‌চক্র সৈন্যপূর্ণ করিয়া রিহ্লনের পুরোভাগে সমাগত হইল এবং তাহার গতিরোধ করিল। লোঠক সম্মুখস্থিত শত্রুপদাতিকগণকে দেখা মাত্র আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিল। তাহার ঐরূপ আক্রমণে পদাতিকবৃন্দ রিহ্লনকে পরিত্যাগ করিল। রিহ্লনের সুহৃদ্‌গণ পলায়নোদ্যত হইয়া তাহাকে প্রস্থান করিতে প্রার্থনা করিলে সে প্রভুভক্তি স্মরণ করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল, "যে ব্যক্তি ভৃত্যপদ গ্রহণ করিয়া কার্যসাধনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার জীবনে ধিক্! নরপতির যে চরণের আশ্রয়ে আমি অবস্থান করিতেছি, সেই চরণ গ্লানি প্রাপ্ত হইলে সমস্ত বিক্রম কি বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হইবে না? এই পদ্ধতি কাপুরুষগণের অবলম্বনীয়, সাহসিকগণের নয়।" এই কথা বলিয়া রিহ্লন একাকী বিপক্ষের ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহার শরসমূহ সিংহের নিঃশ্বাসের ন্যায় শব্দ উৎপাদন করিতে লাগিল। সে অসিদ্বারা বহু শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিল। সে অবিশ্রান্ত আক্রমণে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের নিমিত্ত বহির্গত হইল এবং বহু সৈন্যের ক্ষয় দেখিয়াও অহংকারের সহিত বিপক্ষের উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। অনন্তর চতুষ্ক প্রভৃত শক্তির সহিত তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে উপস্থিত হইল—তাহাকে সে স্বীয় সাহায্যকারী মনে করিয়াছিল। রিহ্লন সম্মুখে ও পশ্চাতে শত্রুসৈন্য অবলোকন করিয়া বিচলিত হইল না। সে অমিত বিক্রমের সহিত উভয় ব্যূহের বিনাশ সাধন করিল। পরদিন রিহ্লন শত্রুগণকে বনের মধ্যে প্রবেশ করাইল এবং রাজসৈন্য তাহার সাহায্য করিতে সমাগত হইয়া দর্শকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। সজ্জপাল ত্রিল্লকাদির নীচতা চিন্তা করিয়া তৃতীয় দিবসে রিহ্লনের সমীপে উপস্থিত হইল। বনমধ্যে বৃক্ষ যেমন জীর্ণ হইয়া জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের উত্তাপে নীরস হয়, সেইরূপ লোঠক ভূপতির প্রতাপের উষ্ণতায় ম্লান হইয়া বিশুষ্ক হইল। বৃষ্টিপাত যেমন চিতাগ্নিকে নির্বাপিত না করিয়া ইহার

অল্প উষ্ণতা রক্ষা করে, সেইরূপ উদয় বারংবার আক্রমণ করিয়া চতুষ্ককে প্রতাপহীন করিল কিন্তু তাহার বিনাশ সাধন করিল না। অনন্তর দৃপ্ত দারদ অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধাভিলাষে পর্বতগহ্বর হইতে নির্গত হইল। তুরস্কাক্রান্ত প্রদেশ তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে দেখিয়া জনগণ ভীত হইল এবং মনে করিল, সমগ্র রাজ্য ম্লেচ্ছাকীর্ণ হইয়াছে। যখন ধন্য ও উদয় অল্পমাত্র দূরে অবস্থিত ছিল, সেই সময়ে নিঃসহায় ষষ্ঠচন্দ্র তাহাদের প্রথম খড়্গাঘাত প্রাপ্ত হইল। ষষ্ঠচন্দ্র উজ্জ্বল স্বর্ণবর্মশোভিত শক্রসৈন্যের গতিরোধ করিল। তাহার বলাধিক্যে গর্বিত হইয়া এবং অগ্রগামী ও অবিরোধী জয়চন্দ্রাদিকে অতিক্রম করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। ষষ্ঠচন্দ্র বিশ অথবা ত্রিশজন অশ্বারোহী সৈনিকের সহিত সবিক্রমে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সহস্র অশ্বারোহীকে নিগৃহীত করিল। কাপুরুষ তুরস্কগণ ক্ষণকাল মধ্যে পলায়ন করিল এবং কিন্নরের ন্যায় পর্বতে প্রবিষ্ট হইল। রাজবদন ও জয়চন্দ্রাদি নিশাকালে দারদগণকে বলিল, "দেশজ্ঞানের অভাবে শঠতাহেতু এই পরাজয় ঘটিয়াছে, কল্য আমাদিগকে অগ্রগামী করিয়া যুদ্ধ করিলে তোমরা জয়লাভ করিবে;" তাহারা মিথ্যা সম্মতি প্রদান করিয়া পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইল। শক্তিশালী রাজবদন ধন্য ও উদয়কে দূরে স্থাপন করিয়া পৃষ্ঠমার্গ রোধ দ্বারা দারদগণকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া দরদবর্গের স্কন্ধাবারের সহিত ভোজদেবকে তারমূলকে স্থাপন করিতে মনস্থ করিল। সে এইরূপ ব্যবস্থা করিলে ডামরগণ মদান্ধ হইল এবং সহ্লনপুত্র সমস্ত রাজ্য নির্জিত নিশ্চয় করিয়া উৎসাহিত হইল, ভোজদেব জয়লাভ না করিয়াও সামন্ত পরিবৃত হইয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং চিন্তা করিলেন যে, আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। বিপৎকালে শুভাশুভ অতর্কিতভাবে উপস্থিত হয়। ভিক্ষাচরের সময়ে অবিশ্রান্ত সংকটেও নাগ ডামর বলিয়া সমাদৃত হয় নাই এবং টিক্কাদির সহিত কুটুম্বিতাবশতঃ ভূপতি তাহাকে প্রধান দ্রোহী বিবেচনা করিতেন। রাজবদন লবণ্য ছিল না; তাহার অসাধারণ উন্নতিহেতু এবং বিপদে যোগ্যতাবশতঃ সে নরপতির অগ্রগণ্য বিশ্বাসভাজন হইয়াছিল। কি আশ্চর্য! বিপৎসময়ে ইহারা উভয়ে স্বার্থবশবর্তী হইয়া অদ্ভুত আসক্তি প্রদর্শন করিল। নাগ, যে বিপ্লব তাহার স্বয়ং অনুষ্ঠেয় তাহা অপরে আরম্ভ করিল দেখিয়া দুঃখিত হইল। রাজশত্রুকে হস্তগত করিবার জন্য সে ভোজদেবকে যথোচিতভাবে বলিল, "আপনি রাজবদনকে পরিত্যাগ করিয়া আমার পক্ষ অবলম্বন করুন; আপনি যানারূঢ় রাজবদনের জন্য কেন অপেক্ষা করিতেছেন?" তাহারা তাহার এই বাক্যে উপহাস করিল। অনন্তর নাগ ভূপতির হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া লোঠকের প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিবার নিমিত্ত জীবনব্যাপী

শত্রুতা আরম্ভ করিল। সে নিজ লোকমুখে পলায়িত দারদগণকে বলিল, "রাজবদন রাজার সহিত অভিন্ন, সে ভোজ ও তোমাদিগকে হত্যা করিবে।" দরদপতির সেনানীদ্বয় ক্ষেমবদন ও অনুভদ্র এবং দুর্গেশ ওজস গোপনে ভোজদেবকে এই মন্ত্রণা অবগত করাইলে বিবেচক কুমার তাহাদিগকে উপহাস করিলেন। ভূপতির প্রতাপরশ্মি বিড্ডসীহরূপ ইন্ধনে নিপতিত হইল। পার্থিবের অনর্থ সংঘটনের অসংচিন্তায় সে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। সংগ্রামে অগ্রণী পৃষ্ঠরক্ষক প্রভু ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ভয়কাতর হইল ও সেইস্থানে আক্রমণ আশংকা করিয়া তাহারা সকলে পরদিন রাজবদনের আহার সময়ে পলায়ন পূর্বক অশ্বারোহণে গিরিশ্রেণীতে প্রবেশ করিল। তাহারা ভোজদেবের বহু সম্মান দর্শনে "আমরা কল্য প্রত্যাগমন করিব" বলিয়া তাঁহাকে নিজেদের সঙ্গী করিল। তিনি অনিচ্ছায় তাহাদের অনুগমন করিলেন, কিন্তু কার্য নষ্ট হইল দেখিয়া তিনি বিহ্বল হইলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমরা নির্বোধ, আমাদিগকে ধিক্! আমরা বারংবার মহীপতির এইরূপ প্রভাব দেখিয়াও তাঁহাকে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় বিবেচনা করিতেছি। প্রতিভাশালী তত্ত্বজ্ঞ মহাকবি ব্যতীত কে তাঁহার প্রতাপ বর্ণনা করিতে সমর্থ? ভূপতির প্রতাপ-বহ্নির কণিকা যদি ভূতলে পতিত না হইবে তবে কেন আমরা অকস্মাৎ পদন্যাসকালে সাহসভ্রষ্ট হইব?" অনন্তর তিনি দারদগণকে মধুমতীর অপরপারে স্থাপন পূর্বক স্বয়ং তরঙ্গরূপ যবনিকাদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া তীরে অবস্থান করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার খেদ দূর হইলে তাহারা তাঁহাকে স্বশিবির মধ্যে আনয়ন করিল এবং দ্রোহ উৎপাদনে সমুৎসুক হইয়া তাঁহার বিশ্বাস লাভ করিতে অভিলাষী হইল। তাহারা তাঁহাকে রক্ষা করিয়া বদান্য পার্থিবের নিকট বেতন পাইতে ইচ্ছা করিল। শীত ঋতু আসন্ন, এই সময় যুদ্ধের উপযোগী নয়, চৈত্র মাসে আমরা বিশেষভাবে কার্য আরম্ভ করিব। যদি আপনি কালক্ষেপে অক্ষম হইয়া থাকেন, আমরা আপাততঃ আপনাকে ভুট্টরাষ্ট্রের পথে বলশালী ত্রিল্লকের আবাসে লইয়া যাইব। "রাজবদন রাজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে"—নরাধমগণ এইরূপ বলিয়া চতুরতাদ্বারা তাঁহাকে স্বরাজ্যে বন্দী করিতে অভিলাষী হইল। এইরূপ প্রস্থানের জন্য রাজবদন দূতমুখে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল,—"আমি রজ্জুছিন্ন মানবের ন্যায় কূপে পতিত হইয়াছি।" তথাপি রাজবদন অগ্রগামী গগ্‌গপুত্রের সহিত সোৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং রাজসৈন্যের সমাগমেও চিন্তাকুল হইল না। ইহা রাজবদনের সাহসের লক্ষণ বলিতে হইবে যে, সে দরদরাজ ও ভোগাদির অকস্মাৎ পলায়নের সংবাদে বিহ্বল হয় নাই। ভোজদেবের প্রত্যাগমনের আশায় সে সময় লাভের নিমিত্ত

সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ধন্য ও উদয়ের কার্যে বিলম্ব ঘটাইল। অনন্তর অলংকারচক্র স্বীয় জ্ঞাতি দারদগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া ভোজদেবের প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করিল। অন্তঃপুর-বাসিনী কামিনীগণ, ঈর্ষাপরায়ণ ম্লেচ্ছসমূহ এবং বিপদভীত সৈন্যবৃন্দ বিড্ডসীহকে লজ্জা প্রদান করিলে তিনি ভোজদেবকে মুক্তিদান করিলেন। অলংকারচক্র পরাজিত সেতুরক্ষকগণকে অগ্রগামী দূতরূপে পলায়নপর মনে করিয়া পরপারে উপস্থিত হইল এবং তূর্যধ্বনিতে চতুর্দিক বিদীর্ণ করিল। বিড্ডসীহ সৈন্যের ও নিজের অসামর্থ্য উপলব্ধি করিয়া সন্ধিপ্রার্থনায় ভূপতির দূতকে আহ্বান করিল এবং তাহাকে বলিল,—আপনার স্বামীর প্রতাপ অমানুষিক, কোন সুধীবর সীমান্তবাসী সামন্তবোধে তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে? তাঁহার অসম্ভব প্রভাব অনুভব করিয়া ইহা স্বর্গে ঘোষণা করিবার নিমিত্ত আমি ও জয়রাজ যমরাজ সমীপে গমন করিতেছি। যেমন কোন পথিক বংশনাশহেতু তীর্থসলিলে পতিত হইয়া উন্নতিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দিব্যপ্রভাব-যুক্ত ভূপতির হস্তে আমার পরাজয়কে জয় বলিতে হইবে। বিড্ডসীহ স্বনগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া কিছুকাল অবস্থানের পরে যমরাজ্যে প্রবেশ করিল। ভোজদেবের আগমন অজ্ঞাত হইয়া রাজবদন সেইদিন দ্বারপতি ও ধন্যের সহিত সন্ধিবন্ধন করিল। যে ব্যক্তি অশ্বে আগমন করিয়াছিল তাহাকে ফিরাইয়া মনস্বিশ্রেষ্ঠ ষষ্ঠচন্দ্রকে গ্রহণপূর্বক উভয়ে ভূপতির নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা অহংকার বশতঃ অথবা মোহবশতঃ কুমার ভোজের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া অপরিণাম-দর্শিতা প্রদর্শন করিল। নৃপতি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া রিহ্লনকে বারংবার আহ্বান করিলেন, কিন্তু শত্রুকুল নির্মূল হয় নাই বলিয়া সে প্রত্যাবর্তন করিল না। পাচক যেমন প্রভুর প্রসাদ ব্যতীত ভোজন করিতে পারে না, সেইরূপ প্রসাদাকাঙ্ক্ষী রিহ্লন কার্যশেষ না করিয়া ভূপতির অগ্রে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইল। ভীমসেন যেমন জরাসন্ধের দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল, সেইরূপ রিহ্লন পৃথ্বীহরের পুত্রদ্বয়কে যুদ্ধে দ্বিধাবিভক্ত করিল। খাণ্ডবদাহনে ভুজঙ্গ যেমন অর্জুনদ্বারা খণ্ডিত হইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপ লোঠক স্বদেশে প্রবেশ করিল। চতুষ্ক দর্পত্যাগপূর্বক হীনতা স্বীকার করিয়া ত্রিল্লকের দুর্ভেদ্য আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রিহ্লন স্বীয় বীরত্বে সমস্ত কার্য সমাধা করিয়া নৃপতির পার্শ্বে সমাগত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিল। এইরূপে নৃপতির প্রতাপে বিপ্লব বিনষ্ট হইয়া অমাত্যগণের বুদ্ধিদোষে পুনর্বার অঙ্কুরিত হইল। কারণ দণ্ডের উপযুক্ত রাজবদন ধনদানদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল; ভোজ আগত হইলে সে তাহাকে গ্রহণ করিল। অনন্তর রাজবদন উৎকোচ লাভের অভিপ্রায়ে খাশকগণের আবাসে দীন্নাগ্রামে ভোজদেবকে

স্থাপন করিল। সে ভোজদেবকে এইরূপ বলিল, "যদি আপনি গতকল্য আসিতেন, তাহা হইলে দ্বারপতি তাহার পরিমিত অনুচরের সহিত আমার অনুসরণ হইতে অব্যাহতি পাইত না।" সে দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া স্রোতে পতিত নৌকার ন্যায় কম্পিত হইতেছিল এবং ত্রিল্লকের নীতিরজ্জু অবলম্বন করিয়া, স্থিরতা প্রাপ্ত হইল। বিপদের আবির্ভাবে নরপতির বিহ্বলতা চিন্তা করিয়া এই নরাধম বিদ্রোহের নায়কতা গ্রহণ করিল। অলংকারপ্রমুখ অমাত্যগণ মহীপতিকে নিশ্চিন্ত অবস্থায় স্থাপন করিল, কিন্তু তিনি অসংযত পুরুষের আসক্তির ন্যায় কুটিল নীতি পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি ভোজের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া অপর শত্রুগণকে উৎপাটন করিতে আরম্ভ করিলেন। "আমরা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে আপনি পশ্চাদ্দেশ হইতে আসিবেন" ভোজদেবকে এই কথা বলিয়া রাজবদন বিপ্লবমানসে প্রস্থান করিল। আনন্দবাড়ের পুত্র জয়ানন্দ বাড় ও অন্যান্য বিক্রমশালী ক্রমরাজ্য-বাসিগণ তাহার অনুগমন করিল।

অলংকার স্বল্প সৈনিকের সহিত তাহাদের অগ্রভাগে অবস্থিত ছিল; তাহারা তাহাকে বালুকাময় সেতুসদৃশ ও আপনাদিগকে নদীপ্রবাহতুল্য বিবেচনা করিল। অলংকার একাকী অনেকের সহিত যুদ্ধ করিয়া বলরাম প্রভৃতির সংগ্রামসংক্ষোভ জনগণকে স্মরণ করাইল। রণস্থল পানগৃহে পরিণত হইল; অলংকার রুধিররূপ মদিরা পান করিয়া পানোন্মত রাক্ষস সদৃশ বিপক্ষগণের পরাজয়ে স্বীয় দক্ষতা প্রদর্শন করিল। আনন্দবাড়ের পুত্র এক বাণে নিহত হইল। ভোজদেব উত্থানাভিলাষী হইলে ভূপতি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন। ভোজদেব অবিশ্রান্ত দুঃসাহসিক উদ্যমে ক্লান্ত হইলেন এবং ভূপতিও তাঁহাকে হস্তগত করিতে উৎসুক হইয়া বারংবার বিমোহিত হইলেন। ভোজদেবের দীন্নাগ্রামে অবস্থানকালে ভূপাল রাজবদনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "কি, এই চোর চণ্ডালগণের ভাগ্য পুনর্বার সুপ্রসন্ন?" শৌর্যশালী ডামরগণের ঐক্য পূর্বেই নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা পুনরায় পূর্বাপেক্ষা প্রবলতর ষড়যন্ত্রের আয়োজন করিতে লাগিল। দ্বারপতি বিপুল বিক্রমে যুদ্ধারম্ভ করিলে তাহারা আক্রমণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইল বটে, কিন্তু তাহারা তাহাকে উদ্বেগ প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর সহ্লন-তনয় তাহাদের ত্রাণ ও অপরের উত্থানের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি পরিশ্রান্ত সৈন্যের সহিত পরদিন তাহাদের নিকটে গমন করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন দ্বারপতি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। উদয় কপটতাপূর্বক তাহাদের সহিত মিথ্যা সন্ধিবন্ধন করিল, যেন সে ভোজের আগমন সংবাদ অজ্ঞাত ছিল, এবং সে পার্শ্বস্থিত তারমূলকে প্রস্থান করিল। এইস্থানে

অবস্থানকালে ভোজদেব সন্ধ্যাসময়ে দূরবর্তী কোলাহল শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ এই অহেতুক ত্রাসের জন্য তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি ভয় দূর করিতে অসমর্থ হইয়া অশ্বসমূহ সজ্জিত করিলেন। অনন্তর অলংকারচক্র ভীত হইয়াও "কুমার কোথায়" এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দশগ্রামীর অগ্রভাগ হইতে সত্বর পলায়ন করিল। অতঃপর সন্ধ্যাকালে গ্রামের মধ্যস্থল হইতে আক্রমণসূচক সেনাদলের কোলাহল ও উচ্চ জয়ভেরীর শব্দ উত্থিত হইল। ভোজদেব অন্ধকারে অলক্ষিতভাবে পলায়ন করিলেন; অলংকারচক্র পরদিন যুদ্ধের নিমিত্ত আবশ্যক আয়োজনে মনোনিবেশ করিল। দ্বারপতিপ্রদত্ত অগ্নি গিরিমার্গ আলোকিত করিয়া ভোজদেব ও তাঁহার অনুচরগণের উপকার করিল; কারণ অন্ধকারে তাঁহাদের পথভ্রম হইবার সম্ভাবনা ছিল। ডামরগণ ভোজদেবের প্রতীক্ষায় দ্বারাধিপের সন্ধির অন্যথাচরণ করে নাই, কিন্তু এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ভোজদেব অলংকারচক্রের সহিত মিলিত হইয়া অমঙ্গলজনক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভোজদেব ক্ষুধা ও পিপাসার দুঃখ দূর করিবার জন্য অলংকারচক্রের দেশে উপস্থিত হইলে তাহার পুত্রগণ পুনরায় তাঁহাকে বন্দী করিতে অভিলাষী হইল। তাহারা তাহাদের পিতার আদেশ অনুসারে অথবা স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে এই কার্যের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু ভোজদেব তাহাদের উদ্যম ব্যর্থ করিয়া বহির্গত হইলেন এবং দেশান্তরে প্রস্থান করিলেন। ভোজদেব রাজবদনকে কার্যক্ষম নিশ্চয় করিয়াও অন্য লবণ্যগণের উপর আস্থাহীন হইয়া পুনরায় দিন্না গ্রামে গমন করিলেন। দ্বারাধিপ শত্রুদমনে দৃঢ়সংকল্প ছিল, কিন্তু এই সময়ে অকস্মাৎ চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া শক্তিশূন্য ও শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে অক্ষম হইল। যে ডামর ভোজদেবকে কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, ভোজদেব পরাজিত হইলে সে রাজকুমার পর্মাণ্ডি ও গুহ্লনকে কন্যাযুগল সমর্পণ করিল। দ্বারপতি প্রবল ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দণ্ডবিধানে অসমর্থ এবং সামনীতি প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত হইল। এই সঙ্কটসময়ে গগ্‌গপুত্র ষষ্ঠচন্দ্র রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ষষ্ঠচন্দ্র যখন শয্যাগত তখন তাহার গর্বিত অনুজদ্বয় আক্রমণ ও অন্যান্য উপদ্রব দ্বারা রাজ্য দুঃখময় করিল। ত্রিল্লক কেবল যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অন্যান্য বলশালী ব্যক্তির সহিত মিত্রতা দৃঢ় করিতেছিল; সে ভূপতির প্রস্তাব গ্রহণ করিল না। ষষ্ঠচন্দ্র মৃত ও দ্বারাধিপ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে মহীপতি ধন্যকে নিযুক্ত করিয়া তারমূলকে প্রেরণ করিলেন। নৃপতির আশংকা হইল যে, ভোজদেব তথা হইতে পলায়নপূর্বক পরাক্রান্ত ব্যক্তিগণের হস্তে পতিত হইয়া দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইবে অথবা দেশান্তরে গমন করিয়া

আমাদের শক্তির বহির্ভূত হইবে। তজ্জন্য তিনি সামাদি উপায় প্রয়োগদ্বারা ভোজদেবকে হস্তগত করিতে অভিলাষী হইলেন এবং বিশেষ শক্তির সহিত আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ধন্যকে আদেশ করিলেন। বাহ্য ও আভ্যন্তর ব্যক্তিগণ রাজাকে দুর্বল ও রাজবদনকে বলশালী দেখিয়া ক্রমশঃ বিরাগগ্রস্ত হইল। রাজা রাজবদনের সমীপে ভোজকে প্রার্থনা করিলে সে বলিল, ভোজদেব অর্থাভাবে প্রস্থান করিতে অসমর্থ এবং এই উপায়ে ভূপতির সন্নিধানে ভোজদেবের বৃত্তির ব্যবস্থা করিল। এই কপটতা রাজপক্ষে বিস্তৃতি লাভ করিলে নীতিনিপুণ রাজবদন অন্য কৌশল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইল। ধন্য যাতায়াত দ্বারা রাজবদন প্রভৃতির সহিত প্রতিপদে সন্ধিবন্ধন করিয়া জনগণের হাস্যাস্পদ হইল। যে সময়ে ডামরগণ পুনর্বার সম্মিলিত হইয়া শীতঋতুর অবসানের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই সময়ে রাজবদন আশংকা করিল যে, নাগ তাহার অনুচরগণকে বিনাশ করিবে। শক্তিশালী নাগ শত্রুতাতৎপর হইয়া অপকার সাধনে উদ্যত হইলে এবং ধন্য প্রস্থান করিলে রাজবদন আকুল হইয়া কাঁপিতে লাগিল। সে ভোজদেবের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ধন্যের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিল, 'যদি নাগকে বন্দী করিয়া প্রদান কর, আমি তোমার হস্তে ভোজকে সমর্পণ করিব।' ধন্য বিপদে বিহ্বল হইয়া স্বীয় শত্রু নাগের বন্ধনের অভিপ্রায় বুঝিতে অসমর্থ হইল। ভূপতি স্বার্থাপেক্ষী হইয়া নাগকে আক্রমণ করিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাঁহার নিন্দা করেন নাই, কারণ নাগ এই সময়ে কোন পক্ষভুক্ত না হইলেও ভিক্ষাচরের বিদ্রোহের সময় হইতে দ্রোহাচরণ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি ভোজদেবের সমর্পণ সম্বন্ধে কোনরূপ পণ গ্রহণ না করিয়া নাগকে বন্দী করিলেন—ইহাতে তাঁহারা কিঞ্চিৎ কুপিত হইলেন। যদি তিনি উত্তরকালে ফল লাভের অভিলাষে এই কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধিশক্তি অমানুষী বলিতে হইবে। ভোজদেব রাজবদনের সহিত বিচ্ছেদের ভাব প্রদর্শন করিয়া নাগকে সংবাদ প্রেরণ করিল "রাজবদন তোমাকে পণরূপে প্রাপ্ত হইলে আমাকে রাজার হস্তে অর্পণ করিবে।" নাগের বন্ধন সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, সেই জন্য তিনি তাহাকে ইহা জানাইলেন এবং বিবেচনা করিলেন যে, সে ইহা অবগত হইয়া রাজার ভয়ে নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করিবে। ষষ্ঠচন্দ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে পৃথ্বীপতি জয়চন্দ্রকে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা নাগকে স্বীয় সন্নিধানে আনয়ন করিয়াছিলেন। "নাগ নৃপতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে হত্যা করিতে পারে"—এই ভয়ে ভোজদেব নাগকে প্রস্থানকালে পূর্ব মন্ত্রণা স্মরণ করাইলেন। নাগ দূতমুখে বলিল, "আমি ইহা জানি, ইহারা আমাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, হায়, আমি শক্তিহীন।" নাগ বন্দী হইলে তাহার

কুটুম্বগণ ভীত হইয়া রাজবদনের আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং মায়াময় রাজবদন দুর্লভ-দর্শন হইল। ধন্য নাগকে গ্রহণ করিয়া রিহ্লনের সহিত রাজবদনের সমীপে সত্বর গমন করিল। রাজবদন অন্তরে হাস্য করিয়া প্রবঞ্চনাপূর্ণ বাক্যে তাহাদিগকে বিমোহিত করিল এবং বলিল, "প্রথমতঃ আমাকে নাগকে প্রদান কর, আমি পরে তোমাদিগকে ভোজকে অর্পণ করিব।" রাজবদন উভয়ের যুদ্ধার্থী যোদ্ধাগণকে তাহার উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করিল। সে তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা এই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে আমি তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ করিব।" তাহারা পথিমধ্যে কিছুদূরে অবস্থান করিলে সে তাহাদের বুদ্ধি এরূপ বিমোহিত করিল যে তাহাদ্বারা তাহাদের কার্য নষ্ট হইল না। সে লোভ পরবশ হইয়া ভোজদেবের দ্রোহাচরণ করিল না অথবা বৃথা আগত অবিবেচক ধন্যের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিল না। সে মনে করিল—"আমার প্রার্থনানুসারে যদি সচিবগণ বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া নাগকে আমার হস্তে অর্পণ করে, আমি তাহাকে তাহার পদে স্থাপন করিব।" নাগের সহিত তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের গূঢ় শত্রুতা ছিল, নাগের অনুপস্থিতি হেতু ভ্রাতুষ্পুত্র লোঠক তাহার সম্পত্তি ভোগ করিতেছিল, সে ইহা চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত পিতৃব্যকে বধ করিতে ধন্যাদিকে অনুরোধ করিল। সচিবগণ শত্রুর মায়ায় মোহিত হইয়া অকারণে নাগকে হত্যা করিলে স্বপক্ষের ও বিপক্ষের জনগণ রাজার দুর্মন্ত্রণার নিন্দা করিতে লাগিল। বিরোধী ডামরবর্গ স্বজাতীয় নাগের বধে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজবদনের পক্ষ অবলম্বন করিল এবং নাগের অনুচরগণও তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল, ইহাতে রাজবদনের শক্তি বর্ধিত হইল। ভোজ জানিত না যে সচিবগণ অকারণে নাগকে হত্যা করিয়াছে, সেইজন্য সে সন্ত্রস্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল,—বিচক্ষণ নরপতি অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত পণবন্ধ লাভের পূর্বে এইরূপ নিন্দাজনক কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া আশংকা হয় না। এবং রাজবদন—'যে ভোজ যুদ্ধোন্মুখ হইয়া আমার আয়ত্ত হয়, আমি তাহাকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিতে সাহসী হইয়াছি; নতুবা সে অন্যের হস্তগত থাকিলে একার্য আমার দ্বারা অসাধ্য হইত।'-এই বলিয়া ধন্যাদিকে মোহিত করিতেছে ও আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছে যে, আমি তাহাকে বৃথা অবিশ্বাস করিতেছি, ইহা নিশ্চয়ই অপ্রকৃত। ভিক্ষাচরের বিপ্লব হইতে দ্রোহাচরণ অবিচ্ছেদে অবিরল ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, রাজবদন লোভ পরবশ হইয়া এই কার্য করিয়াছে, ইহা কি অনুমান করা যায় না? রক্ষী পরিবেষ্টিত বলিয়া ভোজ ভীতি প্রকাশ করিলে রাজবদন বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত তাহার নিকটে একাকী উপস্থিত হইল। অমাত্যের বুদ্ধিদোষে এই কার্য নষ্ট হইলে নরপতি স্থিরভাবে কার্য উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শত্রুগণ তাঁহাকে ধূর্ত ও মূর্খ বলিয়া

মনে করিল, কিন্তু তিনি সারল্য প্রদর্শনপূর্বক তাহাদিগকে পরাজিত করিতে যত্নবান হইলেন। অনন্তর তিনি এক উপায় স্থির করিলেন—তিনি ভোজের পার্শ্বচরগণকে তাহাদের প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়া তাহাদিগকে অবিশ্বাসভাজন করিলেন। ভোজদেব দুর্গমধ্যস্থিত ব্যক্তিগণকে অবিশ্বাস করিলেন এবং বহির্দেশে ভূপতি পথরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রস্থান করিতে ভীত হইলেন। একদা ভোজদেব বিলাপকারী এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন, তাহার দেহ ক্ষতস্থানের শুষ্ক শোণিতে পরিপূর্ণ, কেশপাশ ছিন্ন এবং মুখ হইতে ফেনা উদ্‌গত হইতেছে। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল, বিদ্রোহী ডামরগণ আমার সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে এবং আমাকে আহত করিয়াছে ; এবং তারপর রক্ষণে অশক্ত ভোজদেবের নিন্দা করিতে লাগিল। কুমার ব্রাহ্মণের দুঃখে নিতান্ত পীড়িত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনাপ্রদানপূর্বক বলিলেন,—“হে ব্রাহ্মণ! আমি শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি, আমি নিন্দাযোগ্য নহি, আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র।” অনন্তর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন,—“হে রাজকুমার! আপনি মানী সদ্‌বংশজাত এবং তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন যুবক ; আপনার এই দুর্দশাদ্বারা কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, বলুন! প্রাণ সংশয় করিয়া এবং প্রজাগণকে পীড়িত করিয়া কি ফল প্রাপ্ত হইতেছেন? যিনি পৃথ্বীহর, ভিক্ষাচর ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধে এইরূপ ক্ষুদ্র শত্রুবৃন্দ কি দুর্দশাগ্রস্ত হইবে না? দ্বৈরাজ্যজীবিগণের কার্যকলাপ অবগত হইয়াও আপনি কেন গর্বিত হইতেছেন?” ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিলে, ভোজদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন এবং এই সময়ে তাঁহার বিবেকশক্তি সহসা বিকাশ প্রাপ্ত হইল। তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নির্লজ্জত্ব শিক্ষা করেন নাই ; তিনি নিজের ও রাজার মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান আছে, সেই বিষয়ে বারবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজার শৌর্য, নীতি, দান, সত্যবাদিতা, দয়ালুতা ও অন্যান্য গুণসমূহে পূর্ববর্তী নরপতিগণ খর্বতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা ক্ষুদ্র জীব, কিরূপে তাঁহার সহিত সমকক্ষতা করিব? আমি অস্থিরচিত্তে তাঁহার অনর্থ উৎপাদন করিয়াছি। আমি সন্ধি প্রার্থনা করিলে তিনি রুষ্ট হইবেন না। প্রথমে অপকারী থাকিয়া শেষে দুর্গতির সময়ে সকলেই ভূপালের সেবা করিয়া থাকে। যে সময়ে ভোজদেব রাজাকে প্রসন্ন করিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন তিনি এক রাজদূতকে রাজবদনের নিকটে গমন করিতে দেখিতে পাইলেন। দূত পূর্বে যখন দরদদেশে গমন করিয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন ; সে তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তাহাকে নিকটে আনাইয়া স্মিতমুখে বলিলেন,—

"রাজার অন্যের সহিত সন্ধির প্রয়োজন কি? তিনি আমার সহিত সন্ধিবন্ধন করুন; বিজ্ঞব্যক্তি চিকিৎসক-প্রদত্ত পথ্য রোগীকে অর্পণ করেন।" জ্ঞানী দূত তাঁহার বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া ক্রীড়াবোধে ঈষৎ হাস্য করিলে তিনি নানাবিধ আলাপ দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে তাহার প্রত্যয় উৎপাদন করিলেন। কথোপকথনের সময়ে ভোজদেবের সারল্যপূর্ণ বাক্যে দূতের বিশ্বাস উৎপন্ন হইল; অনন্তর সে তাঁহার সমীপে গমনপূর্বক রাজার প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল,—"হে কুমার! এই ভূপতি অভিজাত, কল্যাণ-প্রকৃতি এবং সুমেরু সদৃশ: পুণ্যবান ব্যক্তি তাঁহার পদচ্ছায়া লাভ করিতে সমর্থ। আপনার স্মরণ আছে, পূর্বে আপনি যে সময়ে দরদদেশে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে আমি মহীপতিকর্তৃক চারকার্যে নিযুক্ত হইয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমি প্রত্যাগমন করিয়া আপনার কথা বর্ণনা করিলাম এবং কালক্ষেপের নিমিত্ত কথা বিস্তারিত করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, 'হে দেব! ভোজদেবের অনুচরগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া আপনার নিন্দা করিল।' তিনি আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে তিরস্কারপূর্বক বলিলেন,—তিনি আমাদের দেবতাতুল্য এবং কুলের অলংকার; আমরা পাপকর্মা বলিয়া সেই প্রভুর পাদসেবা করিতে পারিতেছি না। আমরা অসার, তাঁহার সম্পর্কে আমরা সম্মানভাজন হইয়াছি; চন্দনগন্ধসুবাসিত কাষ্ঠ চন্দনের ভ্রম উৎপাদন করে। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি আপনার উপর দয়ার্দ্র-ভাব প্রকাশ করিলেন এবং পিতার ন্যায় আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যুবক কি বলিতেছে?' ইহা শ্রবণ করিয়া ভোজদেবের চিত্ত দ্রবীভূত হইল এবং তিনি সজলনয়নে দেখিলেন, চার তাঁহার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইয়া যেন তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছে। যে সরল-প্রকৃতি ব্যক্তি কেবলমাত্র সুস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, সে অপরের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইতে অসমর্থ। এই দূত ভোজদেবের বক্তব্য-বাক্যের সহিত প্রত্যাগত হইলে ধন্য তাঁহার এই কথা বিশ্বাস করিল না, কারণ তিনি এই সময়ে কোন সংকটে পতিত হন নাই। রাজবদন অসন্তুষ্ট হইবে আশংকা করিয়া ভোজদেব সারল্যের ভানপূর্বক তাহাকে বলিলেন, "আমি যেমন নাগের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে চপলতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেইরূপ ভূপতিকে কপটতা দ্বারা প্রতারিত করিবার নিমিত্ত ছলনা করিতেছি", কিন্তু তিনি সন্ধিবন্ধনের নিমিত্ত ত্বরান্বিত হইলেন। তিনি অবিলম্বে এক বিদেশী ব্যক্তির পুত্রকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিলেন: সে চতুর, চক্রান্তকারী ও তৎকালোচিত কার্যসাধনের যোগ্য পাত্র ছিল। রাজবদন ভোজদেবের উপর সন্দিহান হইল; কারণ, সে মনে করিল, এই দূত বালক ও অসম্পর্কিত, সে স্বয়ং কোন চক্রান্ত

করিতেছে। বালক প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, পার্থিব আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সন্ধিবন্ধনের নিমিত্ত বিশ্বস্ত দূতের প্রতীক্ষা করিয়াছেন। তিনি নিকটে অন্য বিশ্বাসযোগ্য লোক না দেখিয়া নোনা নাম্নী স্বীয় ধাত্রীকে নৃপতির নিকটে প্রেরণ করিলেন। এই মাননীয়া নারী প্রতিভাশালিনী ছিল না; ভোজদেব মাতাপিতৃহীন হইলে সে তাঁহার সঙ্গিনী হইয়াছিল এবং শৈশবে তাহার মাতার কার্য সম্পাদন করিয়াছিল। ভোজদেব রাজ্ঞী কহ্লনিকার মধ্যস্থতা অঙ্গীকার করিলেন। ইনি ঈর্ষাশূন্যা ছিলেন এবং পতির প্রীতির জন্য মনোরম বেশবিন্যাস দ্বারা সপত্নীগণের সহিত সখীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ইনি যোগ্য ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করিতেন বলিয়া মহীপতি কার্যের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হউক, কখনও এই সূক্ষক্রিয়ার উপর সম্ভ্রান্তভাবে দৃষ্টিপাত করিতেন না। রাজার অভিষেক কালে শ্বশুর ও প্রজাপুঞ্জের অভিপ্রায় অনুসারে ইনি মহাদেবীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপত্যস্নেহ, ভোগলালসা ও পতিপ্রসাদনে পরতন্ত্র হইয়া ইঁহার চিত্ত কুকার্যে ধাবিত হয় নাই। স্বজন ও অপর লোকের সহিত সৌহার্দে স্বামীর সহিত তাঁহার মত অভিন্ন। ইনি সৌভাগ্যে গর্বহীনা এবং ইঁহার সদাচার অখণ্ডিত। ইনি বাল্যকাল হইতে পতির মনোভাব অবগত আছেন। ইনি ভোজদেবের প্রস্থানের স্থান হইতে সীমান্ত পর্যন্ত আগমনের ব্যবস্থা করিলেন। ইনি মধ্যস্থগণের রক্ষার নিমিত্ত সুব্যবস্থা করিয়া ভোজদেবের পাথেয় নির্বাহার্থ প্রচুর স্বীয় সুবর্ণ এবং তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত উচ্চবংশজাত আটজন রাজপুত্র প্রেরণ করিলেন। মহীপতি ধাত্রীর প্রত্যয় উৎপাদন করিলেন বটে, কিন্তু এই উপায়ের ফলাফল সম্বন্ধে দোদুল্যমানচিত্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, ভোজদেব বৈরাগ্যগ্রস্ত হইয়া বিরোধ বিহীন হইয়াছে; ইহার সংকটমোচন কর্তব্য, কিন্তু কালক্রমে সে শত্রুরূপে পরিণত হইতে পারে। নাগের অকারণ বধ নিবন্ধন আমাদিগকে নির্বোধ বিবেচনা করিয়া সে স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত এই মায়া উদ্‌ভাবিত করিয়াছে। এতাদৃশ বিবেক কোথাও দেখা যায় না,—এই যুবক লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সবল, সমর্থ, বহুজনাশ্রিত এবং ক্ষত্রধর্মাবলম্বী। এইরূপ মায়ানিধি ও বহুরূপী রাজকুমার পরিত্যাগ-যোগ্য হইতে পারে না, তাহাকে না দেখিলে চক্ষুর ফল কি হইল? রাজ্ঞী ও রাজপুত্রগণ ভোজদেবের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইবে মনে করিতেছে, এবং আমার মত এই যে, সরলতা ও শক্তিমত্তা ব্যতীত সুস্পষ্ট অন্য উপায় লক্ষিত হইতেছে না। তিনি এইরূপে প্রকৃত প্রজ্ঞানুযায়ী রাজধর্ম চিন্তা করিয়া অন্যান্য মন্ত্রিগণকে বিদায় দানপূর্বক ধন্য ও রিহ্লনের কর্ণে কর্তব্য কার্যের উপদেশ প্রদান করিলেন। "সহ্লন-তনয় স্বীয় উদ্দেশ্য দৃঢ়ীকরণের নিমিত্ত আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন," দূত

এই কথা বলিয়া ধন্যকে তাঁহার সমীপে আনয়ন করিল। সন্ধিপ্রার্থী ভোজদেব ভীত হইবেন বিবেচনা করিয়া ধন্য পরিমিত অনুচরের সহিত নদীর মধ্যস্থিত দ্বীপমধ্যে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নদীর গভীরতা জানু পরিমাণ ছিল, কিন্তু উত্তাপে হিমরাশি দ্রবীভূত হইলে ইহা উত্তাল তরঙ্গ দ্বারা ভীষণ আকার ধারণ করিল। দ্বীপের উভয় পার্শ্ব সিন্ধুসলিলে বিধৌত হইতে লাগিল এবং শুভ্র বস্ত্রধারী জনগণ এই স্থানে একত্র অবস্থান করায় শুভ্র ফেনের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। শত সহস্র খাশক ধন্যকে এই অবস্থায় ভোজদেবের আয়ত্তাধীন দেখিয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ভোজদেব বিপদ নিবারণের নিমিত্ত তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন-পূর্বক বলিলেন,—এই ব্যক্তি বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া অকপটভাবে আগমন করিয়াছে, ইহাকে বধ করিলে আমাদের নরকে পতন অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যক্তি নিহত হইলে বহুভৃত্য প্রভুর শক্তিক্ষয় হইবে না। এই ব্যক্তি যেমন জীবিকার জন্য অনন্যকর্মা হইয়া রাজার সেবা করিতেছে, সেইরূপ তাঁহার সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত আমারও এই যত্ন। যখন তিনি এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলেও, তাহারা সংকল্প পরিত্যাগ করিল না, তখন তিনি আত্মহত্যা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। ধন্য ভোজদেবের অকপটতা নিবেদন করিলে ধীর মহাপতি সন্ধিকার্যে সন্দিহান হইয়া চিন্তা করিলেন এবং দেবী কহ্লনিকাকে অমাত্যগণের সহিত তারমূলকে প্রেরণ করিলেন; এই সংকল্প তাঁহার অন্তঃকরণ ব্যতীত অপর কেহ জানিতে পারিল না। রাজ্ঞী স্বামীর আদেশ স্বীকার করিয়া লইলেন এবং রাজধর্মের অনুরোধে নিষ্ঠুরতা অনিবার্য হইতে পারে আশংকা করিয়া বলিলেন, "আর্যপুত্র! অসামান্য অমাত্যগণের অসদাচরণ একবার দেখিয়াছি; বিপক্ষের উপর বিশ্বাস স্থাপন কি বিচারণীয় নয়? দেহধারী মানুষ কিরূপে অপরের মনের গূঢ় ভাব নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে? আমি আমার জীবন দ্বারা আপনার দেহ রক্ষা করিতে পারি, কিন্তু সতীজনোচিত আচরণ রাজধর্মের উপযোগী কার্যের অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ। কলহপূর্ণ কার্যে মৌখিক সদাচার প্রকাশিত হয়; হে দেব! ভোজদেব আপনার সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া হিমাচলে হিম বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অধুনা জনগণ প্রায় প্রাকৃত ভাবাপন্ন, মত্ততা দোষযুক্ত, শান্তিলিপ্সাশূন্য এবং আত্মপর ভেদজ্ঞানরহিত। মন্ত্রী, পুত্র ও পত্নী প্রভৃতির পরামর্শে যদি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির বুদ্ধি বিচলিত হয়, পুণ্যশীল ভূপালও কুপিত হইয়া তাহাকে পীড়ন করিতে প্রধাবিত হন। যদি রক্ষণীয় ব্যক্তির বিনাশ নিবারণের জন্য আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হয়,

তাহা হইলে আমি একাকী যশ লাভ করিয়া স্বার্থপর সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইব।" ইহা বলিয়া সাধ্বী রাজ্ঞী বিরত হইলে সত্যপ্রতিজ্ঞ ভূপতি তাঁহার শঙ্কা দূর করিলেন না এবং তাঁহাকে বিদায় দান করিয়া কার্যে প্রেরণ করিলেন। সকলে মনে মনে চিন্তা করিল, নরপতি এই দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে ও বৃত্তিপ্রদান করিতে কেন ইচ্ছা করিতেছেন? যে সকল ডামর নিজেদের মধ্যে ভেদবশতঃ অথবা ভূপতির বলাবল পরীক্ষার নিমিত্ত প্রথমতঃ মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছিল তাহারা ভোজপক্ষীয় জনগণের সহিত চক্রান্ত আরম্ভ করিল। "এই রাষ্ট্রবিপ্লবে আমাদের ঔদাসীন্য হেতু ভোজদেবের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে" ইহা মনে করিয়া তাহারা উদাসীনভাব পরিত্যাগ করিল। ত্রিল্লক স্বীয় পুত্রকে শীঘ্র ভোজদেবের নিকটে প্রেরণ করিল এবং চতুষ্ককে প্রভূত বলের সহিত শমালা আক্রমণ করিতে পাঠাইল। যে সকল নীলাশ্ববাসী ডামরগণ ভিক্ষাচরের বিপ্লবকালে ভূপালের প্রতি দাক্ষিণ্যপরায়ণ ছিল, সম্প্রতি তাহারাও বিপক্ষের সহিত মিলিত হইল। লোহর, দেবসরস ও হোলডাবাসী তিনজন ডামর এবং নীলাশ্ববাসিনী ডামর-রমণী অবশিষ্ট রহিল। সহ্লন-তনয়ের বহু লবণ্যপূর্ণ বাহিনীর উপর অবিরাম হিমবর্ষণ হইতে লাগিল। ভোজদেব দেবীর আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্পষ্টভাবে রাজবদনকে বলিলেন, "আমি সন্ধিবন্ধন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছি। এতদিন একজন আর একজনকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে, কুলচূড়ামণি যখন এইরূপ প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন, তখন মাদৃশ নগণ্য ব্যক্তি কি কর্কশতা প্রকাশ করিতে পারে? যদি ইহা কপটতা বল, তাহাই হউক, আমি প্রতারিত হইয়াছি; আমি বিশ্বাস করিয়া নিন্দাভাজন হইব না। আমরা সকলে সম্মিলিত হইয়াছি বলিয়া জয়লাভের আশাও করি না; এইরূপ সমবায় পূর্বে দেখিয়াছি, কিন্তু আমরা উন্নতস্থান হইতে অধঃপতিত হইয়াছি।" ভোজদেব এই যুক্তিযুক্ত বাক্য ও অন্যান্য অনেক কথা বলিলে রাজবদন প্রভৃতি তাঁহার নিশ্চয়ের অন্যথাচরণ করিতে সমর্থ হইল না। অন্যান্য রাজগণ তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি ফললাভের সময়ে কেন অন্যরূপ করিতেছেন? দুই-তিন দিনের মধ্যে শত্রুকুল নির্মূল হইবে।" রাজা তারমূলকে অবস্থান করিলেন এবং ধন্য ও রিহ্লন 'রাজপুত্র'গণের সহিত সসৈন্যে পঞ্চিগ্রামে উপস্থিত হইল। যখন ভোজদেব জানিতে পারিলেন যে, তাহারা আসিয়া নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থান করিতেছে, তখন তিনি অপরকূলবর্তী অরণ্যে অগ্রসর হইলেন। রাজ-সৈন্যমধ্যে কেহ কেহ সন্ধির প্রস্তাবে বিশ্বাস স্থাপন করিল না, কারণ তাহারা দেখিল যে চতুর্দিক হইতে যোদ্ধাগণ ভোজদেবের সৈন্যদলে অবিশ্রান্ত প্রবেশ

করিতেছে। রাজবদন ধন্যাদিকে হত্যা করিতে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিল, কারণ তাহারা হঠকারিতার সহিত স্বল্পসৈনিকসহ সমাগত ও পলায়ন করিতে অসমর্থ ছিল। কেহ কেহ রাজসৈন্যকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে সূর্যপুরের সেতু ধ্বংস করিয়া পদ্মসরোবরে নৌকার ভিতরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। কোন কোন নৃপবিদ্বেষী ব্যক্তি আক্রমণোন্মুখ হইয়া স্ব স্ব পথে নানা স্থানে অবস্থান করিয়া রাজবদনের সাহসিক কার্যের সংবাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভাঙ্গিলবাসী ডামরগণ শঙ্করবর্মার নগর আক্রমণ ও শমালা দেশীয়গণ ক্ষিপ্তিকাতীর লাভ করিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিল। ত্রিল্লক প্রভৃতি মনে করিল, মহাসরিতের তটদেশে উপস্থিতি সম্ভবপর এবং নীলাশ্বের ডামরবর্গ নগরের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে আশা করিল। রাজবদন রাজ-সৈন্যের বিনাশ সাধনের জন্য প্রতিপদে আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিল এবং ভোজদেব ব্যাকুল হইয়া তাহার ইচ্ছার যুক্তি খণ্ডন করিতে লাগিলেন। সন্ধিবন্ধন বিফল করিতে রাজবদন আবশ্যক আয়োজনে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যে যে যে বিরোধ সংঘটিত হইল, ভোজদেব স্থিরসঙ্কল্প হইয়া স্বয়ং সত্বর তাহার মীমাংসা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ সংকটে পতিত হইয়া কার্যের শেষ দৃষ্টিগোচর করিল না এবং কটকের সহিত নদীতটে আকুলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহারা কোনরূপ আশ্রয় দেখিতে পাইল না। রাজবদন অপরতীরে অবস্থান করিতেছিল, সে বারংবার আক্রমণ করিতে অভিলাষী হইলে সহ্লন-তনয় তাহাকে নিবারণ করিল। কার্যের মীমাংসা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিগণ পরিমিত সৈন্যের সহিত সমাগত হইয়াছিল এবং রাজবদন বর্ধিত বলের সাহায্যে অনায়াসে ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হইত। তাহার শঠ অনুচরগণ তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিল; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে সাহসভ্রষ্ট অথবা সংকল্পচ্যুত করিতে অক্ষম হইল। ভোজদেব সমাগত সামন্তগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়া স্থিরভাবে এইরূপ চিন্তা করিলেন—যদি রাজবদনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হয়, সে কুপিত হইয়া সহসা আক্রমণ দ্বারা অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, এবং তাহার আক্রমণ আরম্ভ হইলে দস্যুগণ ব্রাহ্মণগণের ন্যায় চতুর্দিক হইতে আগমন করিবে। সেইজন্য তিনি দ্রোহাচরণের ভান করিয়া রাজবদনকে বলিলেন,—আমরা নিশাবসানে আক্রমণ করিব এবং তাঁহাকে এই বলিয়া প্রসন্ন করিলেন। এই সামন্তগণ আমার জন্য সমাগত হইয়াছেন, এবং তাঁহারা অভুক্ত আছেন, এরূপ মনে করিয়া অভিজাত কুমার দাক্ষিণ্যবশে ভোজন গ্রহণ করিলেন না। মন্ত্রিগণ তাঁহার অভিপ্রায় অজ্ঞাত হইয়া বিশ্বাসশূন্য হইল

এবং তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিল। তাহারা নদীতটে কুঠারধারী যানারূঢ় এক সুন্দরবেশ যুবককে দেখিতে পাইল; তিনি অল্পসংখ্যক পদাতিকের সহিত নদীর জলময় ভূমি হইতে নির্গত হইয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন এবং যানবাহকগণের মস্তকে চরণ স্পর্শ করিয়া তাহাদিগকে ত্বরান্বিত করিতেছেন। যে সকল ডামরবীর তাঁহার গতি রোধ করিতে ইচ্ছা করিতেছিল, তিনি দৃষ্টিপাত দ্বারা তাহাদিগকে নিস্তেজ করিয়া চতুর্দিকে অপসারিত করিলেন। তাহারা পূর্বে তাঁহাকে দেখে নাই, তাঁহার দেহ কুঙ্কুমলিপ্ত ও ললাটদেশ চন্দনচর্চিত দেখিয়া তাঁহাকে ভোজদেব বলিয়া জানিতে পারিল। তিনি রাজবদনকে প্রতারিত করিয়া রাত্রিযাপন করিলেন এবং প্রভাতে তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে সমাগত হইলেন। তাঁহার যান জলমধ্যে উপস্থিত হইলে ধন্যাদি অপর তীর হইতে সত্বর অশ্বচালিত করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল এবং আনন্দের সহিত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। অনন্তর উভয় সৈন্যদলে তুমুল ধ্বনি উত্থিত হইল; একস্থান বিলাপপূর্ণ এবং অপর স্থল আনন্দময়। ডামরগণ শব্দ শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে মনে করিয়া চতুর্দিক হইতে প্রধাবিত হইল এবং ভোজদেবকে বিপক্ষের সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিল। ধন্যাদি দীনভাব প্রকাশ করিয়া অভিনন্দন-বাক্যে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। অনন্তর ধন্য মনের হর্ষাতিশয্য সংযত করিয়া স্তুতিপূর্ণবাক্যে তাঁহাকে বলিল, "হে কুমার! আপনি ও মেরুপর্বত পৃথিবীকে পবিত্র করিয়াছেন; মেরু স্থির ও দেবতাগণের আবাসভূমি, আপনি স্থিরপ্রকৃতি ও পণ্ডিতগণের আশ্রয়। আপনি কোকিলের ন্যায় অধমসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্ববংশীয়গণের সহিত মিলিত হইয়াছেন।" তিনি তাহাদের বিস্তারিত অভিনন্দনবাক্যের প্রত্যুত্তর দান করিলে তাহারা তাঁহাকে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করাইয়া সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিল। কোকিল স্ববংশীয়-গণের সহিত গমন করিলে কাক সকল যেমন পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেইরূপ লবণ্যগণ ক্রোধে কতিপয় ক্রোশ পর্যন্ত চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিল। ৪২২১ লৌকিক অব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে দশম দিবসে ভূপতি ভোজদেবকে স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন; তখন ভোজদেবের বয়স তেত্রিশ বৎসর। তিনি আসিয়া প্রণাম করিলে রাজ্ঞী তাঁহাকে প্রিয়পুত্রের ন্যায় অভিনন্দিত করিলেন এবং তাঁহার ভৃত্যবর্গকে ক্লান্ত দেখিয়া আহারের ব্যবস্থা করিলেন। দেবী তাঁহাকে চন্দ্রবংশোচিত গুণাবলীতে অলংকৃত দেখিয়া স্বীয় চক্ষুকে বঞ্চিত মনে করিলেন। ভোজদেব রাজ্ঞীর অশঠতা, দাক্ষিণ্য ও মাধুর্যাদি গুণাবলী দর্শন করিয়া ভূপতির সচ্চরিত্রতা অনুমান করিলেন।

দিবাবসানে তিনি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে দাক্ষিণ্যবশতঃ কেহ তাঁহাকে রাজার নিকট উপস্থিতির কথা বলিল না। মন্ত্রিগণ কোন কারণে মধ্যস্থতা করিতে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "ভূপতি ঈর্ষাবশীভূত হইয়া আপনাকে এক আদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।" ইহা তাঁহার কর্ণবিবরে শল্যের ন্যায় আঘাত করিল। তিনি বহুক্ষণ মর্মাহতের ন্যায় অবস্থান করিয়া সমাশ্বস্ত হইলেন এবং দেখিলেন যে, মধ্যস্থগণের সংকল্প দাক্ষিণ্যবশে ওষ্ঠাধরে রুদ্ধ হইয়াছে। তিনি কর্কশ বাক্য বলিয়া প্রাণত্যাগ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে তাহারা সবিনয়ে মস্তক অবনত করিয়া সান্ত্বনাপূর্ণবাক্যে তাঁহার ক্ষোভ মন্দীভূত করিল। অনন্তর ধন্য প্রীতিপূর্ণ বচনে তাঁহাকে বলিলেন,—আপনি রাজধর্মের সদাচার পদ্ধতি অবগত আছেন। যে সন্ধি প্রতিপক্ষের অসাক্ষাতে সংঘটিত হয়, তাহা কি প্রকৃত সন্ধিপদবাচ্য? ইহা আপনি কেন পূর্বে বিবেচনা করেন নাই? রাজার সহিত আপনার যেরূপ মহত্ত্বপূর্ণ জ্ঞাতিত্ব দৃষ্ট হইল, ইহা বর্তমানকালে নরপতিগণের মধ্যে সুলভ নহে। ইহাতে অহংকারের লেশমাত্র নাই এবং খলের উক্তিতেও এই প্রীতিবন্ধন শিথিল হইবার নহে। ইঁহার আশ্রয়ে জীবনযাপন করিয়া আপনি যে সমৃদ্ধি ভোগ করিবেন, সাম্রাজ্যলাভ করিয়াও তাহা লাভ করিবেন না। যদি স্বগৃহে সমৃদ্ধিলাভ হয়, তবে অন্য ভূপালগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কি প্রয়োজন সাধিত হইবে? রাজ্ঞী রাজার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং এই রাজপুত্রগণ আপনার হিতসাধনের জন্য অনুচিত কার্যকেও উচিত বিবেচনা করিতেছে। ভোজদেব তাহার অর্থযুক্ত বাক্য প্রত্যাখান করিতে অসমর্থ হইয়া অবশিষ্ট শঠতা পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে যখন তিনি দেখিলেন যে, পুরবাসিগণ তাঁহার প্রশংসাগান করিতেছে, তখন তিনি স্বীয় কার্যের সাধুতা সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় হইলেন। ভোজদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি কি রাজার সন্নিধানে যাইতে পারিব? প্রতারকগণ কি তাঁহার দর্শনে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে না? সৈন্যগণ অশ্বসকলের গতিরোধ করিলে প্রাসাদ সন্নিকট বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ভূপতি সচিবসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া অট্টালিকা হইতে দেখিতে পাইলেন, ভোজদেব অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি অতি দীর্ঘও নহেন, অতি কৃশও নহেন, মুখমণ্ডল সূর্যকিরণে শ্যামলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, দেহ পদ্মকলির ন্যায় গৌরবর্ণ ও নিতান্ত অবসন্ন, স্কন্ধদেশ স্থূল, বক্ষঃস্থল সুবিশাল, নাসিকা উন্নত, ওষ্ঠাধর পক্কবিম্বতুল্য, ললাট বিস্তৃত ও সমতল, দৃষ্টি বক্র, গতি ধীর, পরিচ্ছদ সুমার্জিত,

মস্তক উষ্ণীষভূষিত, কপালতল চন্দনরেখাঙ্কিত। ভূপতি প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার উপর দৃষ্টিপাত করিলে তিনি কৌতুকোদ্‌গ্রীব জনপূর্ণ সভাস্থলে আরোহণ করিলেন। তিনি পার্থিবের সম্মুখভাগে উপবেশনপূর্বক হস্তদ্বারা তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া হস্তস্থিত অসি সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। অতঃপর নরপতি তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস! তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে গৃহীত হও নাই, এবং এখন বন্দীও হও নাই; আমি কি কারণে তোমার অর্পিত অস্ত্র গ্রহণ করিব? তিনি প্রত্যুত্তরে ভূপালকে বলিলেন,—"দেব! অস্ত্রধারণের কারণ স্বামীর রক্ষণ ও আত্মত্রাণ। আপনার প্রতাপাগ্নি সপ্তসমুদ্র রক্ষা করিতেছে, আমাদের শস্ত্র ব্যবহারের অবকাশ কোথায়? প্রভো! যখন আপনার চরণাশ্রয় পরলোকেরও রক্ষক, তখন ইহলোকে রক্ষার উপকরণের প্রয়োজন কি?" রাজা বলিলেন,— "এই মহত্ত্বখ্যাপনের বিবাদে অধুনা তুমি জয়ী হইয়াছ, অতঃপর আমাদের কর্তব্য আর কিছুই নাই।" ভোজদেব বলিলেন, "হে প্রভো! অধুনা আমি দাক্ষিণ্য-লাভের আশায় অথবা উপচারের নিমিত্ত কোন কথা বলিতেছি না। আমি আপনার অনিষ্টচিন্তা করি নাই এবং কোন অপ্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান করি নাই। পূর্বে আমরা চর্মচক্ষুর দ্বারা আপনাকে সাধারণ বংশজাত বলিয়া বিবেচনা করিতাম; কিন্তু আপনি মল্লবংশে আবির্ভূত হইয়াছেন। হে দেব! আমরা যে সময়ে আপনার অমঙ্গল কামনা করিতাম, সেই সময়ে প্রবল ভূমিকম্প উপস্থিত হইত। আমরা আপনার জ্যোতির্ময় প্রতাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আপনার প্রতাপজাত সন্তাপ গিরিশৃঙ্গে, গহ্বরে, কুঞ্জে অথবা হিমরাশিতে আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। আমি সেই সময় হইতে আপনার আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছি, কিন্তু দূরস্থিতিহেতু সন্ধিবন্ধনের অভাবে আমার সম্মানপ্রদর্শনের প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। আমি পাপবশতঃ যাহা করিয়াছি তাহা সন্ধির অভিলাষে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; আমি বিবাদের অভিপ্রায়ে কোন কার্য করি নাই, কেবল আমার অস্তিত্ব প্রকাশিত করিয়াছিলাম। আপনার সম্পর্কে আমরা চতুর্দিকের মহীপতিবৃন্দের সম্মানভাজন। শাহীবংশীয় অসংখ্য ক্ষত্রিয় রাজগণ অদ্যাপি দিগন্তরে শাহি নামের কিরণ বিকিরণ করিতেছেন।" এই স্তুতিপূর্ণ বাক্যের অবসানে "হে প্রভো! আপনাকে প্রণাম" এই কথা বলিয়া ভোজদেব মস্তকদ্বারা নরপতির চরণ স্পর্শ করিলেন। প্রণামকালে ব্যগ্রতাবশতঃ তাঁহার উষ্ণীষ শিরোভ্রষ্ট হইল এবং তিনি উত্থিত হইলে নৃপতি স্বীয় উষ্ণীষ তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিয়া নিজ খড়্গ ও অর্পিত অসি সান্ত্বনাপূর্ণ বচনে ভোজদেবের ক্রোড়দেশে স্থাপন করিলেন এবং ভোজদেব নিষেধ করিলে স্থির গাম্ভীর্যের সহিত তাঁহাকে বলিলেন,—

"আমার প্রদত্ত অস্ত্রদ্বয় তুমি ধারণ করিবে অথবা আমার সম্মানে রক্ষা করিবে ; শস্ত্রগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইওনা, আমার আজ্ঞা পালন কর।" নৃপতি নির্বন্ধের সহিত আদেশ প্রদান করিলে কালবিৎ ভোজদেব ইহা অলঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া সম্মত হইলেন এবং তাঁহার বন্দনা করিয়া অস্ত্রদ্বয় অঙ্কে স্থাপন করিলেন। অতঃপর নরপতি গাম্ভীর্য ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে নম্র ও সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃতী ধন্য তথায় প্রবেশ করিয়া প্রণামদ্বারা সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ভূপতিকে বলিল, "হে স্বামিন্! এখন আপনার গুণ শ্রবণ ব্যতীত আমাদের ধনপ্রাণ গণনীয় নহে ; কিন্তু আপনার অবিচ্ছিন্ন সদয় ব্যবহার আমাদের সমাদরের বস্তু, ইহা আপনি স্মরণ রাখিবেন।" ভূপতি বলিলেন, আমরা এই বিষয়ে যাহা চিন্তা করিতেছি তাহা বাক্যে প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে তাহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অনন্তর নরপতি কিছুকাল নানাবিষয়ে আলাপ করিয়া ভোজদেবের সহিত অন্তঃপুরে রড্ডাদেবীর ভবনে গমন করিলেন, এবং তাঁহার সৌজন্যাদি গুণরাশি দেখিয়া রাজদম্পতীকে কল্পলতাবেষ্টিত পারিজাত বৃক্ষ বিবেচনা করিলেন। "হে দেবি, ভোজদেব সৌজন্য ও জ্ঞাতিপ্রীতির বশীভূত হইয়া এই স্থানে আসিয়াছে"— ভূপতি ইহা বলিলে মহিষী বলিলেন, "ভোজ আমাদের পুত্র অপেক্ষা অধিক।" অনন্তর মহীপতি সম্মানপ্রদর্শনের নিমিত্ত ভোজদেবের সহিত রাজ্ঞী কল্পনিকাদির গৃহে গমন করিলেন। ভোজ মহারাজের সহিত আগমন করিলে চতুরা রাজ্ঞী সস্মিতমুখে ভোজদেবকে বলিলেন, "অধুনা তুমি ভূপতিরই বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়াছ।" তিনি পতির সসম্মান স্বাগত সম্ভাষণে লজ্জিতা হইলেন এবং ভোজদেবকে নির্দেশ করিয়া সহাস্যবদনে রাজাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন ;—"আর্যপুত্র! আপনি ভুলিয়া যাইবেন না যে, ভোজ কেবলমাত্র সম্মানের বশবর্তী হইয়া বিশ্বস্ত সুহৃদগণের মন্ত্রণা প্রত্যাখানপূর্বক জ্ঞাতিপ্রীতির অনুবর্তন করিয়াছে। যদি ভোজ আগমন না করিত, এই কার্য সঙ্কটে আমাদের সম্মান রক্ষিত হইত না অথবা আমরা প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইতাম না।" রাজা বলিলেন,—"হে দেবি! তুমি আমার সমস্ত কার্যের সাক্ষী, এই বিষয়ে আমারও সঙ্কল্প এইরূপ জানিবে, অপরাধী সুজ্জি ও মল্লার্জুনের দণ্ডবিধান করিয়া আমার অন্তঃকরণে অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে এবং অদ্যাপি আমি শান্তিলাভ করিতে পারি নাই।" অনন্তর ভূপতি এক উৎকৃষ্ট অট্টালিকায় অনুচরবর্গের সহিত তাঁহাকে বাস করিতে বলিলে, তিনি প্রাসাদ ভিন্ন অন্যত্র স্থায়ীভাবে অবস্থান উচিত মনে করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, দূরবর্তীস্থানে বাস করিলে নৃপতির দৃষ্টির বহির্ভূত হইবেন এবং তাঁহার সাক্ষাৎকার বিরল হইবে এবং তিনি রাজাকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইবেন না। ভূপতি ভোজদেবের ভাব অবগত

হইয়া প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রাসাদের মধ্যে সর্ব উপকরণপূর্ণ গৃহ প্রদান করিলেন। ভূপতি স্বার্থতৎপর অনুরক্ত ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত ছিলেন; তথাপি তিনি চিরাশ্রিতের ন্যায় ভোজদেবের উপর প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভোজন সময়ে নৃপতি তাঁহাকে প্রিয়পুত্রের ন্যায় স্মরণ করিতেন এবং দূতদ্বারা নিকটে আনয়ন করিতেন। তিনি আহার সময়ে তাঁহাকে দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন করাইতেন এবং ভোজ্য অর্পণ করিতে বিস্মৃত হইতেন না। ভোজদেব শিশু-রাজকুমারগণের প্রতি এরূপ অকৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করিতেন যে, তাহারা আপনজনের ন্যায় তাঁহার সহিত খেলা করিত। রাজা তাঁহার সরল স্বভাব দেখিয়া সদস্যগণের সহিত তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের বিবাদে যে সকল ব্যক্তি ভূপতির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছিলেন ভোজদেব তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিলে নরপতি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিলেন। ভোজদেব সভামধ্যে কার্যকলাপে অকৃত্রিম মনোযোগ দেখাইয়া ধৃষ্টতা, কপটতা অথবা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। ভোজদেব ভূপতির প্রমাদবশতঃ কার্য অসিদ্ধ হইলে অথবা কোন কার্য অসম্পূর্ণ কিংবা অতিরিক্ত হইলে তাহাতে দৃষ্টিপাত করিতেন না। তিনি স্বীয় বিক্রম বিষয়ে গর্বপ্রকাশ করিতেন না এবং কেহ পূর্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করিতেন না। কেহ তাঁহাকে জয়সিংহদেবের বংশীয় ও সমকক্ষ ইত্যাদি চাটুবাক্য বলিলে তিনি তাহাদিগকে ধীরগম্ভীর দৃষ্টিপাতদ্বারা নির্বাক করিতেন। তিনি অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন বলিয়া খল, ইতরজন ও মোসাহেবের দল তাঁহার অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। ভোজদেব অন্য সময়ে সর্বদা রাজার অগ্রে গমন করিতেন, কিন্তু অন্তঃপুরে ও মন্ত্রণাগারে প্রবেশের সময়ে নিষিদ্ধ না হইয়াও ভূপতির পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান করিতেন। তিনি সর্বদা সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন এবং অপরের অপেক্ষা না করিয়া স্বীয় আবশ্যক দ্রব্যাদির প্রার্থনা স্বয়ং নরপতিকে নিবেদন করিতেন। তিনি চাটুকারগণকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। নৃপতি ভোজ-দেবের বিশুদ্ধ ব্যবহারে প্রীতিলাভ করিলেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর নরপতি অশেষ উপদ্রব নিঃশেষিত করিয়া ত্রিল্লকের বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। গিরিপথ হিমহীন হইলে পলায়ন অসম্ভব হইবে; কারণ ইহা কাপুরুষোচিত ও বীরত্ব বিরুদ্ধ ব্যবহার। এইরূপ মনে করিয়া ত্রিল্লক বিলম্ব করিতে লাগিল। যে সময়ে ত্রিল্লক যাত্রার উপযুক্ত কালের অপেক্ষা করিতেছিল, সেই সময়ে সজ্জপাল আক্রমণ আরম্ভ করিল। সজ্জপাল রাজধানী হইতে অল্প সৈন্য ও দেবসরস হইতে বহুসৈন্য সংগ্রহ করিয়া মার্তণ্ডে অবস্থান করিল। ত্রিল্লকের অনুচরগণ বিনা ধনুর্বাণে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পৌরুষ প্রকাশ করিল।

সজ্জপাল সমগ্র বলের সহিত আক্রমণ করিলে ত্রিল্লক কুপিত হইয়া অগণিত সৈন্য লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনন্তর দেবসরসবাসী সৈনিকগণ লুণ্ঠিতধনে পরিপূর্ণ হইয়া সজ্জপালকে পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিল। বিপক্ষের প্রবল আক্রমণেও রাজধানীর বীরগণ উন্নত মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিল। এই সময় সূর্যদেবের কিরণমালা অতীব প্রখর হইল; তাহারা দীর্ঘকাল শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিয়া বহু শত্রু বিনাশপূর্বক নানাস্থানে নিপতিত হইল। সমস্ত সৈনিক সংগ্রামে নিহত হইলে স্বয়ং মার্তণ্ডদেব অবিরল আঘাত প্রাপ্ত হইলেন, কারণ মৃত বীরগণ সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া তথায় বাস করিল। সজ্জপালপুত্র গয়পাল যুদ্ধে শোভা প্রাপ্ত হইল; তাহার তিনটি অশ্ব নষ্ট হইলেও সে ভূতলে পতিত না হইয়া দক্ষতা প্রদর্শন করিল। তাহার অনুজ বালক জর্জের এই প্রথম যুদ্ধজ্ঞান বহুরণদর্শী বীরগণকে বিস্মিত করিল। কম্পনপতির বামবাহু যাহা সম্পাদন করিল, দক্ষিণবাহু তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় নাই। সে এক হস্তে অসি সঞ্চালন করিয়া অশ্বারোহণে ধাবিত হইলে বোধ হইল যেন পক্ষযুক্ত পর্বতের উপরিভাগে ধূমরেখার সহিত দাবানল প্রকাশিত হইতেছে। তাহার অশ্ব অগ্নিসঙ্কুলস্থানে রুদ্ধগতি ও শরাহত হইয়া তাহাকে পৃষ্ঠদেশ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিল। বর্মের গুরুত্ব ও ভূপৃষ্ঠের কাঠিন্য বশতঃ আঘাতের পীড়ায় সে সংজ্ঞাশূন্য হইলে তাহার পুত্রদ্বয় তাহাকে বিপক্ষমধ্য হইতে লইয়া গেল। সমগ্র সৈন্য বিনষ্ট হইলে তাহারা বিরোধিগণের অলক্ষিতে তাহাকে মার্তণ্ডের অঙ্গনে স্থাপন করিয়া পলায়ন করিল। অনন্তর মহীপতি জয়-যোগ্য প্রভৃত বলের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া অচিরে ডামরের গতিরোধ করিলেন। ভূপতি বিজয়ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে সজ্জপাল অবরোধ অপনীত করিয়া লবণ্যের গৃহ অগ্নিসাৎ করিল। ভূপতি কুপিত হইয়া ভ্রূকুটি প্রকাশ করিলে সে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি সে অভাবগ্রস্ত হয় নাই। শ্রীমান্ নরপতি রড্ডাদেবীপুত্র গুহ্ল নামক জ্যেষ্ঠপুত্রকে লোহররাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কুমারের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর। কুমার স্বীয় গুণরাজিদ্বারা বয়োজ্যেষ্ঠগণকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী কুমারকে অভিষিক্ত করিতে গমন করিলেন, সামন্ত নৃপতিগণ তাহাদের শিরোভূষণ পদ্মরাগ মণির কিরণমালাদ্বারা তাঁহার চরণযুগল অলক্তক-রঞ্জিত করিল। অভিষেকের অবসানে মেঘমালা দেবীভাবে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত ঘোর অনাবৃষ্টিশোষিত বসুধার উপরে বারিবর্ষণ করিল। রাজবদন পুনর্বার বিপ্লব উৎপাদনে উৎসুক হইয়া নৃপতির আজ্ঞাবহ জয়চন্দ্রকে আক্রমণ করিল। সে নাগের ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া গিরিসংকটে পশ্চাদ্‌গামী জয়চন্দ্রের অনুসরণকারী সৈন্যসমূহকে বধ করিল। জয়চন্দ্র পরাজিত হইয়া

ম্লানবদন হইল এবং কিছুদিনের মধ্যে নাগের ভ্রাতুষ্পুত্র সেনানায়ক লোঠককে যুদ্ধে বন্দী করিল। পরাক্রমশালী জয়চন্দ্র সবেগে দীম্নাগ্রামে প্রবেশপূর্বক তাহা দগ্ধ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। তথাপি রাজবদন সাহসহীন হয় নাই; প্রত্যহ রাজার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া তাহার সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল এবং সে জয়চন্দ্রের হস্তে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইল। পরে রাজা গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিয়া সমরক্ষেত্রেই রাজবদনের প্রাণ সংহার করিলেন। ভূপতি পৃথ্বীহরের কুলোচ্ছেদের অভিলাষে গুপ্তঘাতক দ্বারা লোঠককে বধ করিলেন। ত্রিল্লক রিপুবেষ্টিত ভূপতিকে একবার রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু রাজা তাহাকে স্বীয়জালে নিপাতিত করিলেন। মল্লকোষ্ঠ, ক্ষরজয্য, মড্ডচন্দ্র প্রভৃতি জীবন্মৃত অবস্থায় ছিল এবং দারিদ্র্যদুঃখপীড়িত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ঐশ্বর্যমোহিত উচ্চল নৃপতি জীবন নশ্বর বিবেচনা করিয়া মঠের স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করেন নাই। জয়সিংহদেব স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি পিতৃব্যের সুল্লাবিহার এবং পিতৃদেবের অর্ধনির্মিত দেবমন্দিরত্রয় সম্পূর্ণ করিলেন। তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া নির্দোষ পুরোহিতগণকে ও প্রিয়পাত্রগণকে গ্রাম, সামগ্রী ও বিশাল দোকানগৃহ প্রদান করিলেন। তিনি মৃতা অন্তঃপুরিকা ইন্দুমুখী চন্দলার উদ্দেশে বহু আয়যুক্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন, ইহার দ্বারদেশ হইতে কোন অতিথি ফিরিয়া যাইত না। তিনি সূর্যমুখীমঠ পূর্বাপেক্ষা বিশাল আকারে নির্মাণ করিলেন। সজ্জপাল লোকান্তর গমন করিলে রাজা তৎপুত্র গয়পালকে কম্পনের অধিকার প্রদান করিলেন। উগ্র সজ্জপাল বৃদ্ধকালে মৃদু প্রকৃতির হইয়াছিল, তাহার পুত্রকে পাইয়া সকলে তাহাকে ভুলিয়াছিল। নৃপমণি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কণ্টক হইলে ধন্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এই ব্যক্তি তাহার অসামান্য প্রেমের আস্পদ ছিল এবং সে ভিক্ষাচরের মৃত্যু হইতে ভোজের পরাজয় পর্যন্ত এই সঙ্কট সময়ে সমস্ত কার্যভার বহন করিয়াছিল। ভূপতি বিপদে পতিত প্রকৃতিপুঞ্জের উদ্ধারে দৃঢ়সংকল্প; তাঁহার প্রাণ জগদ্‌বাসীর জীবন বিনিময়েও রক্ষণীয়। কৃতজ্ঞ নরপতি ধন্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের সহিত নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক পীড়িত ধন্যের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধন্য প্রজাদিগকে ভালবাসিত, কিন্তু স্বভাবের পরিবর্তন হওয়ায় কিছুকাল তাহাদের প্রাণসংহারকও হইয়াছিল, এজন্য যে সকল প্রজা মান্ধাতৃপ্রমুখ ভূপতিগণের অভাবে দুঃখ বোধ করিত, তাহাদের এই সময়ে সুখ উপস্থিত হইল। রাষ্ট্রবিপ্লবজনিত উপদ্রবে বিধ্বস্ত হইলে ধন্যের অব্যাহত মন্ত্রিত্বে নূতন ভূপতির বিপদ্‌রাশি দূরীভূত হইয়াছিল। সুজ্জির পদচ্যুতির পরে কুলরাজ নগরাধিকার লাভ করিয়া প্রথমতঃ দেশমধ্যে অব্যবস্থাসমূহ নিবারণ করিয়াছিল।

অব্যবস্থাহেতু ক্রয়বিক্রয়ে দীনার ব্যবহার অপ্রচলিত হইয়াছিল ; সে এই অনিয়ম দূরীভূত করিয়া পূর্বপ্রথা যথারীতি প্রবর্তিত করিয়াছিল। বিবাহিতা রমণীর চরিত্রভ্রংশ হইলে গৃহপতি দণ্ডিত হইত, সম্যক বিচারের পরে ইহা নিবারিত হইল। কুলরাজ নগরাধিকার প্রাপ্ত হইয়া একান্তমনে জনগণের হিতসাধনপূর্বক পুনরায় পীড়ন আরম্ভ করিল। অনেক নর্তকী বিবাহিতা হইয়া গার্হস্থ্য ধর্মে বদ্ধ হইয়াছিল। সময়ের অনুসরণ করিয়া সে মল্লার্জুন ও ভিক্ষাচরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু স্বামীর হিত পরিত্যাগ অথবা তাহাদিগকে বধ করে নাই। সম্পৎসময়েও সে বিশেষ বদান্যতা প্রদর্শন করে নাই, তথাপি তাহার নিধনকালে অন্ত্যেষ্টি সংস্কারের উপযোগী পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। নৃপতির কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে অধিক কি বলিব ? তিনি মৃতাবশিষ্ট অনুজীবিগণের সহিত পুনরুজ্জীবিতের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ধন্য মৃতাপত্নী বিজ্জার উদ্দেশে বিজ্জাবিহারের নির্মাণ আরম্ভ করিয়া পরলোক গমন করিলে তিনি ইহার সমাপ্তি ও ব্যয়স্থিতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহারা পূর্বে কেবল যুদ্ধপরায়ণ ছিল, তাহারাও ভূপতির ধর্মনিষ্ঠা দেখিয়া সৎকার্যে বাসনা প্রদর্শন করিল এবং পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। কমলিয়ের অনুজ কুমার সজ্জিয় স্বীয় নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইনি ক্ষত্রিয়কুলজাত এবং তুরুষ্কাধিকৃত প্রদেশ ইহার জন্মভূমি। এই বংশের লোক শত্রুবহুলদেশে বাস করিত বলিয়া আত্মরক্ষার জন্য নিষ্ঠুরতা ভিন্ন অন্য কিছু শিক্ষা করেন নাই এবং যে কলহপূর্ণ সময়ে সুস্সল ভূপতি বিরোধিগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা কাশ্মীররাজ্যে কার্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিতস্তাতীরে তাঁহার বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইলে বোধ হইত যেন সুরধুনীতীরে অবিমুক্ত তীর্থ স্থাপিত হইয়াছে। শুদ্ধবুদ্ধি সজ্জিয় আধুনিক হইলেও অন্য প্রতিষ্ঠা লুণ্ঠন অথবা দরিদ্রের ধন হরণ করিয়া দান করেন নাই। কম্পনপতি উদয়ের পত্নী চিন্তা বিতস্তার তীরদেশ বিহারদ্বারা অলংকৃত করিল। অলংকারের সহোদর মঙ্খক সান্ধিবিগ্রহিক ছিল, সে মঠ সহ শ্রীকণ্ঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া যশস্বী হইয়াছিল। রিহ্লনের অনুজ সুমনা দেবমন্দির নির্মাণাদি সৎকার্যদ্বারা জ্যেষ্ঠের তুল্যতা লাভ করিয়াছিল। রিহ্লন ভূতেশ্বর ও ত্রিগ্রামীতে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া পিতৃগণকে কনকবাহিনী ও বিতস্তার বারি পান করাইয়াছিল। কশ্যপাগার নামক যে প্রদেশে নীলজা নদী গঙ্গা জয়াভিলাষে পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে, সেইস্থানে গবাদির উত্তরণের নিমিত্ত সেতুবন্ধন করিয়া সংসারসাগর উত্তরণের উপযুক্ত পবিত্রকার্যের অনুষ্ঠান করিল। নগরে নিজনামাঙ্কিত বৃষাঙ্কমন্দির ও উৎকৃষ্ট শিবলিঙ্গসমূহযুক্ত মঠ নির্মাণ করিল। সে মর্মেশ্বর মন্দির সুবর্ণ আমলকী দ্বারা ভূষিত করিল এবং সলিল উদ্যানাদিদ্বারা সোমতীর্থের পার্শ্ববর্তী

স্থান সুশোভিত করিল। এই বংশে ভূপতিগণ অমাত্যগণের উচ্চবংশ ও ঐশ্বর্যাদির প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া তাহাদের ধনপ্রাণ হরণ করিতেন। পৃথিবীপতি মান্ধাতা দেবেন্দ্রের নব আসনে উপবেশন করিলে তিনি দেবতা হইয়া ঈর্ষার বশবর্তী হইলেন এবং কুপিত হইয়া তাঁহাকে স্বর্গভ্রষ্ট করিলেন। কিন্তু এই মহীপতি প্রত্যহ ভৃত্যবর্গের সৎকর্মজাত উৎকর্ষ অবিকৃতচিত্তে অবলোকন করেন এবং স্বীয় মাহাত্ম্যের উন্নতি বিবেচনা করিয়া প্রীতিলাভ করেন। ইঁহার ভৃত্য রিহ্লন কলশভূপতি-প্রবর্তিত স্বর্ণময় ছত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ইঁহার প্রীতি উৎপাদন করিল। সুরেশ্বরী তীর্থে মিলিত হর-পার্বতীর মন্দিরের উপরিভাগে স্বর্ণঘটিকা প্রদীপ ও আরতি পাত্রের সহিত স্থাপিত হইয়াছিল। রিহ্লন বিষ্ণুমন্দিরের শিরোদেশে যে বিশাল স্বর্ণচ্ছত্র স্থাপন করিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি অতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে। জ্যোতির্ময় সুদর্শন চক্র দৈত্যশোণিত পান হেতু মত্ততা প্রাপ্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল, নারায়ণ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিবার নিমিত্ত যেন সূর্যদেব তথায় সমাগত হইয়াছেন। উৎকৃষ্ট রত্নরাজিভূষিত হরিহরের শ্যাম ও শুভ্র অলংকার সমূহ এইস্থানে একত্র রক্ষিত হইয়া থাকে। লোহরপতি গুহ্লনের পরে রড্ডাদেবীর গর্ভে রাজার চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করিল; ইঁহারা সুচতুর ও সর্বগুণসম্পন্ন। গুহ্লন ও অপরাদিত্য রাম-লক্ষ্মণের ন্যায় অভিন্নভাবে লোহরে বর্ধিত হইতেছিলেন। ভরত যেমন শত্রুকে রক্ষা করিতেন, সেইরূপ ললিতাদিত্যদেব বালক জয়াপীড়কে পালন করিতেন। ভূপতি ভাস্কর হইতে যশস্কর নামক পঞ্চম কুমার প্রভাত কিরণের ন্যায় আবির্ভূত হইলেন; ইনি ধার্মিক ছিলেন। ললিতাদিত্যের শৈশব সুলভ চাপল্য ও বিমল-স্বভাবজাত সৌষ্ঠব দ্বারা ভিত্তিও দ্রবীভূত হইয়াছিল। তাঁহার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল, রক্তবর্ণ অধরও অঞ্জনে ভূষিত হইয়া অরুণ কিরণ ও ভ্রমরমণ্ডিত স্বর্ণকমলের শোভা ধারণ করিল। মহাবংশজাত রাজপুত্র শৈশব সময়ে মনোহর ব্যবহার দ্বারা ভবিষ্যৎ চরিত্র সূচিত করিলেন। মেনিলা, রাজলক্ষ্মী, পদ্মশ্রী ও কমলা নাম্নী নৃপতির তিনকন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন। রড্ডাদেবীর সম্পদ্ তীর্থ ও মন্দিরদ্বারা পবিত্রীকৃত এইরাজ্যমণ্ডল অজস্র ব্যয়িত হইয়া সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজ্ঞী তীর্থযাত্রা-কালে অন্যান্য রাজা, অমাত্য ও সামন্তবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজলক্ষ্মীর ন্যায় প্রতীয়মানা হইতেন। তিনি সুদিনে তীর্থযাত্রা করিলে বর্ষার ন্যায় সজল মেঘ তাঁহার অনুগমন করিত। তিনি পার্থিব তীর্থসমূহে স্নান করিতে প্রস্থান করিলে স্বর্গীয় তীর্থ সকল ঈর্ষান্বিত হইয়া বৃষ্টিচ্ছলে দর্শন দান করিত। কোমলাঙ্গী রাজ্ঞী তীর্থদর্শনে সমুৎসুখ হইয়া দুর্গম পথিমধ্যে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী অথবা তটবিধ্বংসী নদীসকল বাধা বলিয়া মনে করিতেন না। সুধীরা ও চতুরা রড্ডাদেবী বহু প্রতিষ্ঠা ও জীর্ণোদ্ধার দ্বারা পঙ্গু

রাজ্ঞী দিদ্দাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি রুদ্রেশ্বর নামক রুদ্রমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন ; ইহা সোনার আমলকী শোভিত, কাশ্মীরভূষণ এবং জগৎ সৌন্দর্যের সার। ইহা চন্দ্রসদৃশ শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত, ইহার সৌন্দর্য দেখিয়া বোধ হইত যেন রুদ্রদেব পিপাসাপীড়িত উপমন্যুর দুঃখ দূর করিবার জন্য ক্ষীরোদ সমুদ্রের ধারা বর্ষণ করিতেছেন। তিনি শান্তাবসাদ নামক প্রাসাদের উদ্ধার সাধন করিলেন। ভূপতি কুপিত হইলে ভৃত্যগণ মহিষীর আশ্রয় গ্রহণ করিত। অপর রাজগণের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ তাঁহার (মহিষীর) ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। মানিনী মেনিলা দেবীর বিবাহ দ্বারা সোমপালের পুত্র ভূপালকে সম্মানিত করিলেন। ভূপতি অন্যান্য রাজ্যের অদ্ভুত সংশোধন সাধন করিলেন। মেনিলা দেবীর পরিণয়ের পর তাঁহার শ্বশুর পুত্র ভূপালের উপর বিরাগ পরিত্যাগ করিয়া অকপটে তাঁহাকে রাজ্যদান করিলেন। রাজা প্রাজিধর যুদ্ধে শত্রুহস্তে নিহত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ঘটোৎকচ পার্থিবের শক্তিসাহায্যে বৈরনির্যাতন করিতে উদ্যত হইল। অসামান্য আত্মাভিমানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি রড্ডাদেবীর শরণ গ্রহণ করিলেন এবং রাজকুমারী রাজ্যশ্রীর সহিত কি আশ্চর্য রাজলক্ষ্মী লাভ করিলেন। পঞ্চবট, রাজমন্ত্রিগণের সাহায্যে প্রজ্জির সহিত ভ্রাতৃদ্রোহী নৃপতি অঙ্গদকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। রাজার প্রভাবে বহু উপহার প্রাপ্ত হইয়া তিনি শত্রুদেশস্থিত কৃষ্ণানদী ও তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ তরবারি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তিনি উপরশাপতিকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিন্দা রটনা এবং সিংহদেবের প্রভাবে যোদ্ধাপূর্ণ অত্যুগ্রপুর গ্রহণ করিলেন। এইরূপে অনেক সেনাপতি ছত্ররূপ শশধরের জ্যোৎস্নারাশি বিস্তারিত করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্বে ভূপতির বাইশ বৎসর অতীত হইয়াছিল, এবং ৪২২৫ লৌকিকাব্দে তিনি বাইশ বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন ; প্রজাপুঞ্জের পুণ্যবলে নরপতির জ্ঞান সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল : ইহা অন্য ভূপতিতে এই পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয় না ; ইহা কল্পান্ত কাল পর্যন্ত স্থায়ী হউক। স্বভাবতঃ প্রবহণশীল সলিল ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া পাষাণরূপে পরিণত হয় এবং সেই জলময়ী শিলাও কালক্রমে দ্রবীভূত হয়। কালে সমৃদ্ধ ব্যক্তির প্রভাবও ক্ষুণ্ণ হয়। কালের আধিপত্য বিদ্যমানে কাহার স্বভাব বিধি-নির্দিষ্ট মার্গে চিরকাল স্থির থাকিতে পারে ?

তরঙ্গ সংগ্রহ

কলিযুগের ৬৫৩ অব্দ অতীত হইলে গোনন্দ কাশ্মীর মণ্ডলে কৌন্তেয়গণের অধীন নরপতি ছিলেন। অনন্তর তাহার পুত্র দামোদর, দামোদরের পত্নী

যশোবতী ও তাঁহাদের পুত্র—দ্বিতীয় গোনন্দ। অতঃপর পঁয়ত্রিশ জন মহীপতির নাম, বংশ ইত্যাদি অপরিজ্ঞাত। তাঁহাদের পরে লব রাজা হইলেন এবং লবের পরে তাঁহার পুত্র কুশ। অনন্তর কুশের পুত্র ও পৌত্র খগেন্দ্র ও সুরেন্দ্র; তৎপরে অন্য কুলোদ্ভব গোধর, তাঁহার আত্মজ সুবর্ণ, তাহার পুত্র জনক এবং তাঁহার পুত্র শচীনর রাজ্ঞী শচীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর এই নরপতির পিতামহ-ভ্রাতার পুত্র অশোক রাজা হইলেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র জলৌকা। পরে অজ্ঞাতবংশ দ্বিতীয় দামোদর এবং তুরুষ্কবংশীয় হুষ্ক, জুষ্ক ও কণিষ্ক। তৎপরে অভিমন্যু, তৃতীয় গোনন্দ ও তাঁহার পুত্র বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ ক্রমশঃ রাজা হইলেন। তৎপরে দ্বিতীয় বিভীষণ, সিদ্ধ ও উৎপলাখ্য; অতঃপর হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকুল; এবং তৎপরে বসুকুল। বসুকুলের পুত্র মিহিরকুল ত্রিকোটী নরঘাতক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। মিহিরকুলের পুত্র বক, বকের পুত্র ক্ষিতিনন্দ ও ক্ষিতিনন্দের পুত্র বসুনন্দ। অনন্তর দ্বিতীয় নর, নরের পুত্র অক্ষ, অক্ষের পুত্র গোপাদিত্য, গোপাদিত্যের পুত্র গোকর্ণ, গোকর্ণের পুত্র নরেন্দ্রাদিত্য, নরেন্দ্রাদিত্যের পুত্র অন্ধ যুধিষ্ঠির। মন্ত্রিগণ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলে অন্যবংশজাত প্রতাপাদিত্য ও তৎপরে তাহার পুত্র জলৌক রাজা হইলেন। জলৌকের পুত্র তুঞ্জীন নিঃসন্তান বলিয়া অন্যবংশীয় বিজয় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে বিজয়ের পুত্র অপুত্রক জয়েন্দ্র এবং জয়েন্দ্রের পরে সচিব সন্ধিমান রাজা হইলেন। অনন্তর গোনন্দবংশোদ্ভূত শ্রীমেঘবাহন রাজ্যলাভ করিলেন; ইনি গোপাদিত্যের পুত্র ও যুধিষ্ঠিরের পৌত্র। অতঃপর প্রথম প্রবরসেন ও তৎপুত্র হিরণ্য রাজা হইলেন। তৎপরে শকারি বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীররাজ্য প্রদান করেন। পরে তোরমানের পুত্র ও হিরণ্যের ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় প্রবরসেন রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন; তৎপরে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির। অনন্তর নরেন্দ্রাদিত্য ও রণাদিত্য যথাক্রমে রাজা হইলেন; রণাদিত্যের পুত্র রাজা বিক্রমাদিত্য, বিক্রমাদিত্যের পুত্র বালাদিত্য ও বালাদিত্যের জামাতা দুর্লভবর্ধন রাজা হইলেন। দুর্লভবর্ধনের পুত্র দুর্লভক, দুর্লভকের পুত্র চন্দ্রাপীড়, চন্দ্রাপীড়ের অনুজদ্বয় তারাপীড় ও মুক্তাপীড়। মুক্তাপীড়ের পুত্র কুবলয়াপীড় ও কুবলয়াপীড়ের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বজ্রাদিত্য রাজা হইলেন। তৎপরে বজ্রাদিত্যের দুইপুত্র পৃথিব্যাপীড় ও সংগ্রামাপীড় এবং তাহাদের পরে জয়াপীড় ও সচিব জজ্জ। অনন্তর জয়াপীড়ের পুত্রদ্বয় ললিতাপীড় ও সংগ্রামাপীড়, তৎপরে ললিতাপীড়ের পুত্র শ্রীচিপ্পট জয়াপীড় রাজা হইলেন। ইনি শুঁড়ির কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উৎপল-প্রমুখ মাতুলগণ একমত হইয়া অভিচার ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে বধ করিল এবং

স্বহস্তে রাজ্য গ্রহণ না করিয়া জয়াপীড়ের ভ্রাতুষ্পুত্র অজিতাপীড় ও তৎপরে সংগ্রামাপীড়ের পুত্র অনঙ্গাপীড়কে সিংহাসনে বসাইলেন। অনঙ্গাপীড়ের রাজ্য-চ্যুতির পর অজিতাপীড়ের পুত্র উৎপলাপীড় রাজা হইলেন। অনন্তর মন্ত্রী শূর তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া অবন্তিবর্মাকে রাজ্য প্রদান করিল। ইনি সুখবর্মার পুত্র ও উৎপলের পৌত্র। অনন্তর বীরবর শঙ্করবর্মা ও তৎপরে তাঁহার পুত্র গোপাল রাজা হইলেন। অতঃপর গোপালের ভ্রাতা সঙ্কট ও তাঁহার পরে তাঁহাদের মাতা রাজ্ঞী সুগন্ধা রাজ্যলাভ করেন। অনন্তর, তন্ত্রি-পদাতিকগণ রাজ্ঞীকে রাজ্যচ্যুত করিয়া শূরবর্মার প্রপৌত্র পার্থকে এবং পরে পার্থের পিতা নির্জিতবর্মাকে রাজ্য প্রদান করিল। অতঃপর নির্জিতবর্মার পুত্রগণ চক্রবর্মা, শূরবর্মা ও পার্থ বারংবার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে সচিব শম্ভুবর্ধন রাজ্য অধিকার করিলেন। চক্রবর্মা শম্ভুবর্ধনকে বধ করিয়া রাজ্য উদ্ধার করেন; এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে পার্থপুত্র পাপিষ্ঠ উন্মত্ত অবন্তিবর্মা রাজা হইলেন। তাঁহার পুত্র শূরবর্মা রাজ্যভ্রষ্ট হইলে ব্রাহ্মণবর্গ মন্ত্রী যশস্করকে সিংহাসন প্রদান করিল। অতঃপর তাঁহার পিতামহ-ভ্রাতার পুত্র বর্ণট, এবং তৎপরে যশস্করের পুত্র বক্রপদ সংগ্রাম রাজা হইলেন। অমাত্য পর্বগুপ্ত রাজাকে হত্যা করিয়া দ্রোহাচরণদ্বারা রাজ্যলাভ করিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম ক্ষেমগুপ্ত। তাঁহার পুত্র অভিমন্যু মাতা দিদ্দাদেবীর তত্ত্বাবধানে রাজ্যপালন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন। অতঃপর এই নিষ্ঠুর প্রকৃতি রাজ্ঞী অভিমন্যুর পুত্র নন্দিগুপ্ত, ত্রিভুবন ও ভীমগুপ্তকে হত্যা করিয়া স্বীয় নামে রাজ্য শাসন করিয়া অন্তিম সময়ে ভ্রাতুষ্পুত্র সংগ্রামরাজকে রাজ্য প্রদান করেন। অতঃপর সংগ্রামরাজের পুত্রদ্বয় হরিরাজ ও অনন্তদেব এবং অনন্তদেবের পুত্র কলশদেব যথাক্রমে রাজা হইলেন। তৎপরে কলশের পুত্রদ্বয় উৎকর্ষ ও হর্ষদেব রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন। উচ্চলদেব হর্ষদেবকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি রাজ্ঞী দিদ্দার ভ্রাতুষ্পুত্র, জস্সরাজের প্রপৌত্র ও মল্লের পুত্র। অনন্তর মন্ত্রিগণ দ্রোহাচরণ দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিলে শঙ্খরাজ নামধারী রড্ড অল্পকালের জন্য রাজা হইলেন। গগ্‌গচন্দ্র রড্ডকে বধ করিলে উচ্চলদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সহ্লন রাজ্যলাভ করেন। অনন্তর উচ্চলদেবের সহোদর ভ্রাতা সুস্সলদেব সহ্লনকে বন্দী করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। অনন্তর অমাত্যবর্গ বিরাগগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিল এবং হর্ষদেবের পৌত্র ভিক্ষাচরকে রাজ্যপ্রদান করিল। ইনি ছয়মাস রাজ্যপালন করেন। অতঃপর সুস্সল ভূপতি ভিক্ষাচরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনন্তর গর্বিত লবণ্যগণ বিদ্রোহাচরণ দ্বারা উদ্বিগ্ন করিয়া

অবশেষে তাঁকে হত্যা করে। তৎপরে সুস্সলদেবের পুত্র জয়সিংহদেব রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত লবণ্য ও ভিক্ষাচর ভূপতিকে বধ করেন। সম্প্রতি ইনি অনুপম ক্ষমাশীলতার সহিত প্রজাপালন করিয়া পৃথিবীকে আনন্দিত করিতেছেন। যেমন গোদাবরী নদী বহুসংখ্যক তুমুল তরঙ্গমুখে বেগে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, সেইরূপ রাজতরঙ্গিণী সপ্ততরঙ্গে সত্বর ধাবিত হইয়া শ্রীকান্তিরাজের বিপুলবংশরূপ সমুদ্রমধ্যে বিশ্রামের নিমিত্ত প্রবিষ্ট হইল।

শ্রীমহাকবি কহ্লনকৃত রাজতরঙ্গিণী সমাপ্ত।